লিখিত + MCQ

অভিযাত্রী

নিয়োগ পরীক্ষায় পথ প্রদর্শক

বাংলা ব্যাকরণ

রচনা ও সম্পাদনায়
মোঃ আবু বকর সিদ্দিক
BBA, MBA
Dhaka University
সিনিয়র লেকচারার: বিসিএস কনফিডেন্স
PH: 01722073577; 01913040335

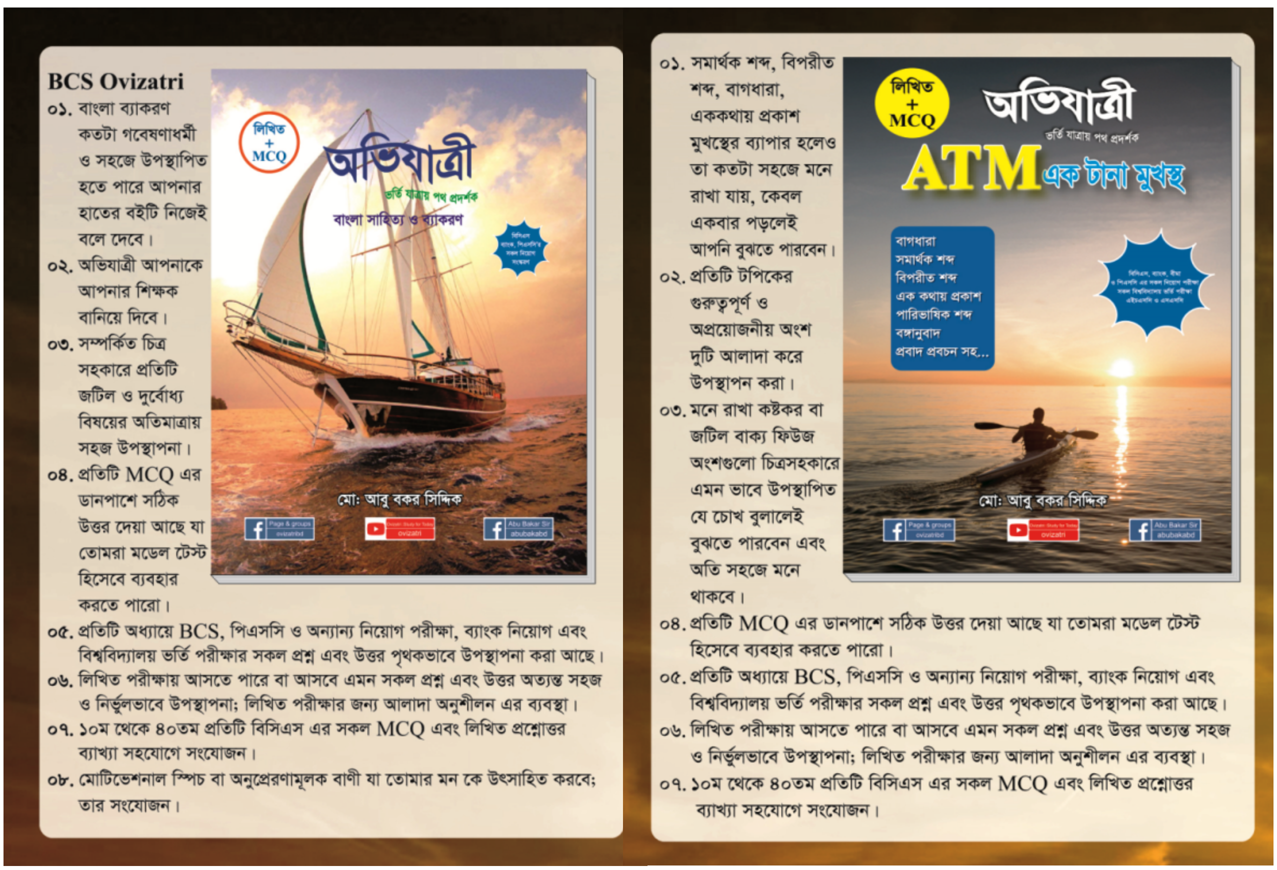

www.preparationsbd.com

প্রিয় পাঠক,

বর্তমান সময়ে পিডিএফ খুব প্রয়োজনীয় একটা ম্যাটেরিয়াল। আমরা সব সময় স্মার্ট ফোন ব্যবহার করি। তাই পথে ঘাটে যেকোনো সময় পড়ার জন্য পিডিএফ ফাইল গুলো ভাল কাজে দেয়।

আপনি আপনার প্রয়োজনীয় পিডিএফ ফাইল গুলো ডাউনলোড করে নিতে পারেন আমাদের ওয়েবসাইট থেকে।

www.preparationsbd.com

লিখিত + MCQ

অভিযাত্রী

নিয়োগ পরীক্ষায় পথ প্রদর্শক

বাংলা ব্যাকরণ

রচনা ও সম্পাদনায়
মোঃ আবু বকর সিদ্দিক
BBA, MBA
Dhaka University
সিনিয়র লেকচারার: বিসিএস কনফিডেন্স
PH: 01722073577; 01913040335

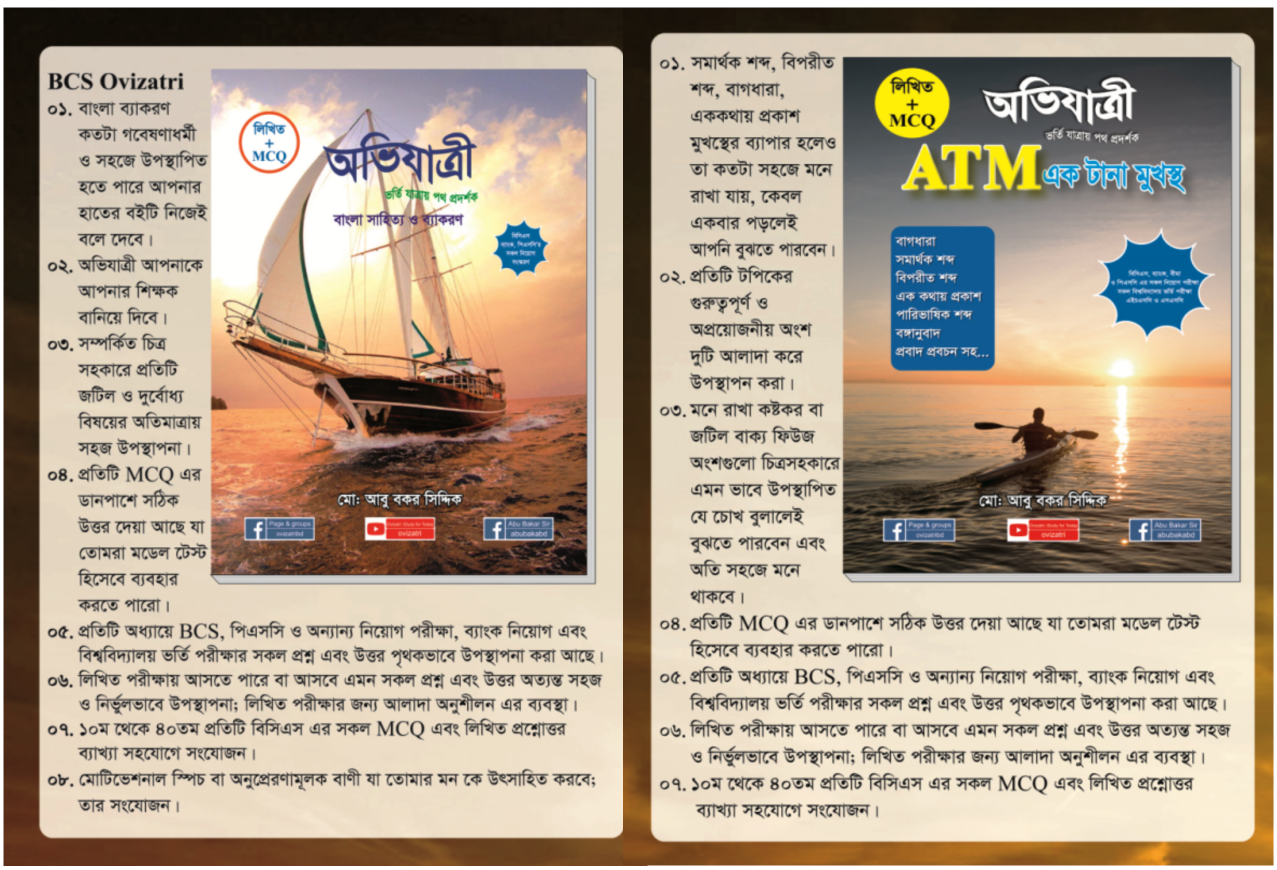

www.preparationsbd.com

ভাষা ও বাংলা

- ভাষার মূল উপাদান – ধ্বনি। (Sound এর বাংলা ধ্বনি বা শব্দ। ভাষার মূল উপাদান ধ্বনি যদি উত্তরে না থাকে তখন উত্তর হবে শব্দ)।
- ভাষার মূল উপকরণ – বাক্য / মৌলিক শব্দ (পরীক্ষায় বাক্য এবং মৌলিক শব্দ দুটোই থাকলে বাক্য হবে)।
- নির্দিষ্ট পরিবেশে মানুষের বস্তু ও ভাবের প্রতীক – শব্দ।
- ধ্বান উৎপাদনের ক্ষেত্রে মুখবিবরে উচ্চারণের মূল উপকরণ বা উচ্চারক – জিহবা ও ওষ্ঠ।
- মনের ভাব প্রকাশের প্রধান উৎস/মাধ্যম/বাহন/ মানুষের কণ্ঠ নিঃসৃত বাক সংকেতের সংগঠন– ভাষা
- ভাষার প্রধান গুণ – অর্থবহতা।
- ভাষার ঐশ্বর্যময় সম্ভার – শব্দ।
- ভাষার পার্থক্য ও পরিবর্তন ঘটে (তিন উপায়ে) – দেশ, কাল ও পরিবেশভেদে।
- উপভাষা – অঞ্চল বিশেষের মানুষের মুখের ভাষা। এর ইংরেজি পরিভাষা – Dialect।

❖ **সাধুভাষা:**

- সাধুভাষা পরিভাষাটি প্রথম ব্যবহার করেন– রামমোহন রায়।
- বাংলা গদ্যের প্রথম যুগে প্রচলন ছিল– সাধুরীতির।
- বাংলা ভাষার যে রীতি সুনির্ধারিত ব্যাকরণের অনুসারী– সাধুররীতি।
- যে ভাষারীতির পদবিন্যাস সুনিয়ন্ত্রিত ও সুনির্দিষ্ট– সাধুভাষা।
- সাধু ভাষার বৈশিষ্ট্য– এটি তৎসম শব্দবহুল এবং সর্বনাম ও ক্রিয়াপদ বিশেষ গঠন পদ্ধতি মেনে চলে।
- গুরুগম্ভীর ও আভিজাত্যের পরিচায়ক– সাধু ভাষা।
- নাটকের সংলাপ, বক্তৃতা ও আলাপ আলোচনায় অনুপযোগী– সাধু ভাষা।
- সাধু ভাষার প্রচলন স্তিমিত হয়– বিংশ শতাব্দীতে।

❖ **চলিত ভাষা:**

- বাংলা সাহিত্যের চলিত রীতির রূপকার, স্রষ্টা ও প্রথম ব্যবহারকারী– প্রমথ চৌধুরী।
- বর্তমানে সর্বজনস্বীকৃত ভাষা– চলিত ভাষা।
- চলিত ভাষার রীতি– পরিবর্তনশীল।
- চলিত ভাষার বিশেষ বৈশিষ্ট্য– তদ্ভব শব্দবহুলতা।
- ভাগীরথী নদীর তীরবর্তী মানুষের ভাষা মূলত– চলিত ভাষা।
- প্রমথ চৌধুরী যে বিষয়ে রবীন্দ্রনাথকে প্রভাবিত করেছিলেন– চলিত ভাষার ব্যবহার।
- চলিত ভাষাকে জনপ্রিয় করেন– প্রমথ চৌধুরী।

- **সাধু ও চলিত ভাষার পার্থক্য:**

মস্তক	মাথা
জুতা	জুতো
তুলা	তুলো
শুষ্ক/শুকনা	শুকনো
বন্য	বুনো
গ্রাম্য	গেঁয়ো
নাই	নি

- জনসংখ্যা বা কথা বলার দিক দিয়ে বাংলা ভাষার অবস্থান – ৬ষ্ঠ। চৈনিক (মেন্ডারিন) – ১ম
- Official Language/ দাপ্তরিক ভাষা/Communication বা যোগাযোগের ভাষা/আন্তর্জাতিক ভাষা/জাতিসংঘ কর্তৃক স্বীকৃত ভাষা হিসেবে বাংলার অবস্থান – দশম, ইংরেজি – ১ম।
- বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় ভাষা বাংলা। বাংলাদেশ ছাড়াও আরেকটি দেশ আছে সিয়েরা লিওন যার দ্বিতীয় রাষ্ট্রীয় ভাষা বাংলা।
- বাংলা ভাষার একটি বৈশিষ্ট্য হলো – বাংলাতে তিন (শ,স,ষ)এর স্থলে 'শ' উচ্চারণ হয়।
- **বাংলা ভাষার উৎপত্তি:** গৌড়ী প্রাকৃত থেকে জন্ম হয়েছে গৌড়ী অপভ্রংশ; আবার গৌড়ী অপভ্রংশ থেকে জন্ম হয়েছে বঙ্গকামরূপী আবার বঙ্গকামরূপী থেকে জন্ম হয়েছে ২টি ভাষার ১. বাংলা ২. অসমিয়া।

বিখ্যাত ব্যাকরণ গ্রন্থ ও এর রচয়িতা

রচয়িতা	ব্যাকরণ/ব্যাকরণ গ্রন্থ
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর	ব্যাকরণ কৌমুদি (১৮৫৩)
ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্	বাঙ্গালা ব্যাকরণ, বাংলা ভাষার ইতিবৃত্ত।
ড. এনামুল হক	ব্যাকরণ মঞ্জরী
রাজা রামমোহন রায়	গৌড়ীয় ব্যাকরণ
ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়	The origin and Development of the Bengali Language (১৯২৬)। যার বাংলা অর্থ হচ্ছে - বাংলা ভাষার উদ্ভব ও বিকাশের বিস্তৃতি।
আবদুল হাই	বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (১৯৬৮)

বাংলা লিপি

- বাংলা লিপির উদ্ভব হয় – ব্রাহ্মী লিপি হতে।
- বাংলা বর্ণমালার উদ্ভব হয় – ব্রাহ্মী লিপি হতে।
- বাংলা বর্ণমালা লিখা হয় – বঙ্গলিপি দ্বারা।
- বাংলা বর্ণমালা স্থায়ী রূপ লাভ করে – ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর দ্বারা।

বাংলা ব্যাকরণ

ভাষা	– √ভাষ্ + অ + আ	ব্যাকরণ	– বি+আ+√কৃ+অন
ধ্বনি	– √ধ্বন্+ই	বর্ণ	– √বর্ণ+অ
সন্ধি	– সম্ +√ধা+ই	সংখ্যা	– সম+√খ্যা+অ+আ
বচন	– √বচ্ + অন	উপসর্গ	– উপ+√সৃজ্ +অ
সমাস	– সম্+√অস্+অ	ধাতু	– √ধা+তু
প্রকৃতি	– প্র+√কৃ+তি	প্রত্যয়	– প্রতি+√ই+অ
ক্রিয়া	– √কৃ+অ+আ	কারক	– √কৃ+ণক
বাক্য	– √বচ্+ঘ্যণ/য	বাচ্য	– √বচ্+য

বাংলা ব্যাকরণ ও এর আলোচ্য বিষয়

- ব্যাকরণ = বি+আ+ কৃ + অন (৪ টি অংশ রয়েছে)।
- ব্যাকরণ = বি+ আ+√কৃ বা কর্+ অন।
- ব্যাকরণ শব্দটির সন্ধি বিচ্ছেদ = বি + আকরণ।
- ব্যাকরণ শব্দে - ২টি উপসর্গ (বি এবং আ), ১টি ধাতু (কৃ), ১টি প্রত্যয় (অন), ১টি কৃদন্ত পদ (কৃ+ অন) আছে।
- **ব্যাকরণ শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ** – বিশেষভাবে বিশ্লেষণ (ভাষার)
- **ব্যাকরণের কাজ:**
  ১. ভাষাকে নিয়ন্ত্রন করা।
  ২. ভাষার অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা সাধন/আবিষ্কার করা।
- **বাংলা সাহিত্যের/ভাষার প্রথম ব্যাকরণ রচয়িতা** – ম্যানোয়েল দ্যা আস সুম্পসাওঁ, ভাষা – পর্তুগিজ, রচিত হয়– ১৭৩৪ সালে ঢাকার ভাওয়ালে, প্রকাশিত হয় – ১৭৪৩ সালে পর্তুগালের রাজধানী লিসবন থেকে।
- **বাংলা সাহিত্যের/ভাষার প্রথম ব্যাকরণ গ্রন্থ রচনা করেন** – এন. বি. (ন্যাথানিয়েল ব্রাসি) হ্যালহেড
  - ✓ গ্রন্থের নাম – A Grammar of the Bengali Language।
  - ✓ ব্যাকরণ গ্রন্থের ভাষা – ইংরেজি
  - ✓ রচিত ও প্রকাশিত হয় ১৭৭৮ সালে হুগলি জেলায়
- **বাংলা ভাষায় রচিত বাংলা ব্যাকরণের প্রথম বাঙালি রচয়িতা–**
  - ✓ রাজা রামমোহন রায়।
  - ✓ গ্রন্থের নাম (ইংরেজি ভাষায়)– "Bengali Grammar In English Language"- এটি রচিত হয় ১৮২৬ সালে ইংরেজি ভাষায়।
  - ✓ পরে ১৮৩৩ সালে স্কুল বুক সোসাইটির জন্য বাংলায় অনুবাদ করে নাম দেন – গৌড়ীয় ব্যাকরণ। এটিই বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম বাংলা ব্যাকরণ।
- **প্রত্যেক ভাষারই/ ব্যাকরণের ৪টি মৌলিক অংশ থাকে।**
  ১. ধ্বনি (Sound) ২. শব্দ (Word)
  ৩. বাক্য (Sentence) ৪. অর্থ (meaning)
- ভাষার মৌলিক রূপ ২টি। লৈখিক ও মৌখিক।

www.preparationsbd.com

- **প্রত্যেক ভাষারই/ব্যাকরণের আলোচ্য বিষয়/মৌলিক আলোচ্য বিষয় / ব্যাকরণের কাঠামোতে বিষয় থাকে ৪টি।**
  ধ্বনিতত্ত্ব (Phonology), শব্দতত্ত্ব / রূপতত্ত্ব (Morphology)
  বাক্যতত্ত্ব / পদক্রম (Syntax), অর্থতত্ত্ব (Semantics)
- **ধ্বনিতত্ত্ব:** ধ্বনি, বর্ণ বা অক্ষর যুক্ত থাকলেই কোন চিন্তা ছাড়াই তা ধ্বনিতত্ত্বে আলোচনা করা হয়।
  এছাড়া মাত্র ২ টি ১) সন্ধি ২) ণ-ত্ব ও ষ-ত্ব বিধান।
- **বাক্যতত্ত্ব** :- বাক্য যুক্ত থাকলেই তা বাক্যতত্ত্বে আলোচনা করা হয়।
  ✓ এছাড়া মাত্র ৬টি
  ১. বাগধারা ও প্রবাদ প্রবচন ২. এক কথায় প্রকাশ বা বাক্য সংকোচন
  ৩. যতি বা ছেদ বা বিরাম চিহ্ন ৪. বাচ্য ৫. উক্তি ৬. পদ পরিবর্তন
- **শব্দতত্ত্ব / রূপতত্ত্ব** :- ধ্বনিতত্ত্ব এবং বাক্যতত্ত্বের আলোচ্য বিষয় ব্যতিত আর যত আলোচ্য বিষয় রয়েছে তার সবই শব্দতত্ত্বে আলোচনা করা হয়। যেমন– সমাস, বচন, উপসর্গ, কারক, বিভক্তি, অনুসর্গ, প্রকৃতি ও প্রত্যয়, কাল, পদ ইত্যাদি।
  ✓ **পদ ও পদ প্রকরণ – ব্যাকরণের শব্দতত্ত্বে, আর পদ পরিবর্তন ও পদক্রম – ব্যাকরণের বাক্যতত্ত্বে আলোচনা করা হয়।**
- **অর্থতত্ত্ব:**- অর্থ যুক্ত থাকলেই তা অর্থতত্ত্বে আলোচনা করা হয়।
  এছাড়া বিপরীত শব্দ, মুখ্যার্থ ও গৌণার্থ।
  ✓ অভিধান তত্ত্ব ব্যাকরণের উচ্চতর পর্যায়ে আলোচনা করা হয়।

ধ্বনি প্রকরণ

- **ধ্বনি –** ভাষার মূল উপাদান,ভাষার বাহন, ভাষার মূল, ভাষার মৌলিক ক্ষুদ্রতম একক, ভাষার অঙ্গ, শব্দের ক্ষুদ্রতম একক, ভাবের উৎস।
- মোট অসংযুক্ত বর্ণ – ৫০ টি।
- **অক্ষর:**বাগযন্ত্রের ক্ষুদ্রতম প্রয়াসে উচ্চারিত ধ্বনি বা শব্দাংশকে বলে– অক্ষর। অক্ষর মূলত– দুই প্রকার। যথা:
  ক. মুক্তাক্ষর (যেমন– ক/লা)
  খ. বদ্ধাক্ষর (যেমন– দিন, হর)
  ✓ বিশ্ববিদ্যালয় শব্দটিতে – বিশ,শ্ব ,বিদ্,দ্যা,লয়,- এই ৫টি অক্ষর আছে।
  ✓ বাংলা অক্ষরের প্রথম নকশা তৈরি করেন – চার্লস উইলকিন্স।
- **মাত্রা**

মাত্রা	মোট বর্ণ ৫০টি	ব্যঞ্জনবর্ণ ৩৯ টি	স্বরবর্ণ ১১টি
পূর্ণমাত্রা	৩২	২৬	৬
অর্ধমাত্রা	৮	৭	১
মাত্রাহীন	১০	৬	৪

- **স্বরবর্ণ** : মোট বর্ণ - ১১টি
- ✓ পূর্ণ রূপ আছে - ১১ টির।
- ব্যঞ্জনবর্ণের সংক্ষিপ্ত রূপ ফলা। যথা:-
  ১। য-ফলা (্য) ২। ব-ফলা (ব) ৩। র-ফলা (্র) ৪। ল-ফলা (ল) ৫। ম-ফলা (ম) এই ফলাগুলো যে শব্দের সাথে যুক্ত হয় সেগুলো ফলা যুক্ত শব্দ।যেমন:- বিশ্ব, শ্বাপদ, স্বত, ভদ্র, নম্র, অম্ল, শ্মশান ইত্যাদি।
- **বাংলা ভাষায় মৌলিক স্বরধ্বনি/ আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত মৌলিক স্বরধ্বনি – ৭টি:** অ, আ, ই, উ, অ্যা, এ, ও
- **যৌগিক স্বর/সন্ধিস্বর/দ্বিস্বর/সান্ধ্যক্ষর –** মোট ২৫টি
  বউ = ব+অ+উ ⟶ এখানে 'অ+উ' যৌগিক স্বর
  বই = ব্+অ+ই ⟶ এখানে 'অ+ই' যৌগিক স্বর
- **যৌগিক বর্ণ/ যৌগিক স্বরবর্ণ/ যৌগিক স্বরধ্বনি/ যৌগিক স্বরজ্ঞাপক বর্ণ** :- ২টি
  ১. ঐ = অ + ই।
  ২. ঔ = অ+উ।
  ✓ ক থেকে ম পর্যন্ত বর্ণ সংখ্যা = ২৫ টি।
  ✓ ক থেকে ল পর্যন্ত বর্ণ সংখ্যা = ২৮ টি।
  ✓ ক থেকে য় পর্যন্ত বর্ণ সংখ্যা = ৩৫ টি।
- **হ্রস্ব স্বর** - ৪টি। যথা- অ, ই, উ, ঋ।
- **দীর্ঘ স্বর**- ৭টি। যথা- আ, ঈ, ঊ, এ, ঐ, ও, ঔ।
- **উষ্মধ্বনি/ শিশ্ ধ্বনি** - ৪টি - হ,শ,ষ,স।
- বিশেষভাবে মনে রাখবে
  ✓ ১. শ, ষ,স- অঘোষ অল্পপ্রাণ।
  ✓ ২. হ- ঘোষ মহাপ্রাণ।

- **নাসিক্য ধ্বনি** :- ঙ,ঞ,ণ,ন,ম, ং,ঁ। এর মধ্যে অনুনাসিক্য বর্ণ -ঁ।
- **অন্তঃস্থবর্ণ –** ৪টি। যথা - য,ব,র,ল।
- **অর্ধস্বর বর্ণ –** ৪টি। যথা - ই্, উ্,এ্, ও্।
- **তাড়নজাত বর্ণ** - ২টি। যথা - ড়, ঢ়।
- **কম্পনজাত বর্ণ** - ১টি। যথা - র।
- **পার্শ্বিক বর্ণ** - ১টি। যথা - ল।
- **ব্যঞ্জন বর্ণের উচ্চারণ:**

বর্ণ	উচ্চারণ স্থান
শ,য,য়	অগ্রতালু
ষ,র,ড়,ঢ়	পশ্চাৎ দন্তমূল
ল, স	অগ্রদন্তমূল

- **ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণ**

			অঘোষ		ঘোষ		
ধ্বনি হিসেবে	বর্ণ হিসেবে	উচ্চারণ স্থান	অল্প প্রাণ	মহা প্রাণ	অল্প প্রাণ	মহা প্রাণ	নাসিক্য
কণ্ঠ	ক-বর্গীয়	জিহ্বামূল	ক	খ	গ	ঘ	ঙ
তালব্য	চ-বর্গীয়	অগ্রতালু	চ	ছ	জ	ঝ	ঞ
মূর্ধন্য	ট-বর্গীয়	পশ্চাৎ দন্তমূল	ট	ঠ	ড	ঢ	ণ
দন্ত	ত-বর্গীয়	অগ্রদন্তমূল	ত	থ	দ	ধ	ন
ওষ্ঠ	প-বর্গীয়	ওষ্ঠ	প	ফ	ব	ভ	ম

- অযোগবাহ বর্ণ ২টি। যথা- ং, ঃ।
- বাঙালি শিশুরা যে ধ্বনিগুলো আগে শেখে–প বর্গের অর্থাৎ ওষ্ঠ ধ্বনি।
- বাংলা অভিধানে ক্ষ এর অবস্থান–ক-বর্গের অন্তর্গতভুক্তি হিসাবে।

কতিপয় সংযুক্ত ব্যঞ্জন বর্ণ

ক্ষ = ক্ + ষ **ক্ষ্ম** = ক্ষ+ম/ ক্+ষ+ম **জ্ঞ** = জ্ + ঞ
ট্ট = ট্ + ট **ষ্ণ** = ষ্ + ণ **হ্ম** = হ্ + ম **হ্ন** = হ্ + ন
হ্ণ = হ্ + ণ **হৃ** = হ্ + ঋ

ধ্বনির পরিবর্তন

- **মধ্যস্বরাগম:** মধ্যস্বরাগমের অপর নাম স্বরভক্তি বা বিপ্রকর্ষ।
  চার> চাইর, মার> মাইর, আজ> আইজ, কাল>কাইল।
- **অপিনিহিতি:** আজি> আইজ, রাতি> রাইত, রাখিয়া> রাইখ্যা, জালিয়া> জাইল্যা, চারি> চাইর, চলিয়া> চইলা, গাঁটি> গাঁইট, মাটিয়া> মাইট্যা, গাঁতি> গাঁইতি, ভাসিয়া> ভাইস্যা, মাছুয়া> মাউছ্যা, গাছুয়া> গাউছ্যা, হাটুয়া> হাউট্যা ,সত্য > সইত্য, কন্যা > কইন্যা, কাব্য > কাইব্য, গদ্য > গইদ্য
- **অসমীকরণ:** ফটফট> ফটাফট, টপটপ>টপাটপ, পটপট>পটাপট, ধপধপ> ধপাধপ
- **বিষমীভবন:**শরীর> শরীল, লাল> নাল, লাঙ্গল> নাঙ্গল, তরবার>তরোয়াল, আরমারি> আলমারি
- **ব্যঞ্জনচ্যুতি:** বউদিদি> বউদি, বড়দাদা> বড়দা, ছোটকাকা> ছোটকা
- **ধ্বনি বিপর্যয়:** বাক্স> বাস্ক। এছাড়া :- রিক্সা> রিস্কা, পিশাচ> পিচাশ, লাফ> ফাল, তলোয়ার> তরোয়াল, মগজ> মজগ, ডেস্ক> ডেক্স, চাকরি> চারকি, লোকসান> লোসকান, তুলতুলা> লুতলুতা, এক্সিডেন্ট> এস্কিডেন্ট।
- **ব্যঞ্জন বিকৃতি:** ধোবা> ধোপা, ধাইমা> দাইমা, শাক> শাগ, লেবু> নেবু।
- **অভিশ্রুতি:** শুনিয়া > শুনে, বলিয়া > বলে, হাটুয়া > হাউটা > হেটো, মাছুয়া >মেছো।
- **অন্তর্হতি:** ফাল্গুন > ফাগুন, ফলাহার > ফলার, আলাহিদা > আলাদা, ডায়াবেটিকস > ডায়বেটিস, নেটওয়ার্ক > নেটওয়ার, মসজিদ > মজিদ।

অভিযাত্রীর ATM বইটি থেকে ৪০তম BCS পরীক্ষায় বিরচন অংশের ৯টি থেকে হুবহু ৯টি প্রশ্নই কমন পড়েছে।

www.preparationsbd.com

ণত্ব ও ষত্ব বিধান

১. ণ-ত্ব বিধি অনুসারে নিচের শুদ্ধ বানানের দৃষ্টান্তঃ
ঘণ্টা, কণ্ঠ, লণ্ঠন, কাণ্ড, কৃপণ, হরিণ, লক্ষণ, অর্পণ।

২. কতগুলো শব্দে স্বভাবতই 'ণ' হয়ঃ
চাণক্য মাণিক্য গণ বাণিজ্য লবণ মণ
বেণু বীণা কঙ্কণ কণিকা।
কল্যাণ শোণিত মণি স্থাণু গুণ পুণ্য বেণী
ফণী অণু বিপণি গণিকা।
আপণ লাবণ্য বাণী নিপুণ ভণিতা পাণি
গৌণ কোণ ভাণ পণ শাণ।
চিক্কণ নিক্কণ তূণ কফোণি বণিক গুণ
গণনা পিণাক পণ্য বাণ।

➢ **ণত্ব বিধানের ব্যতিক্রম সমূহঃ**
সমাসবদ্ধ শব্দে সাধারনত দন্ত 'ন' ব্যবহৃত হয়। যেমন- ত্রিনয়ন, সর্বনাম, দুর্নীতি, দুর্নাম, দুর্নিবার, পরনিন্দা, অগ্রনায়ক ইত্যাদি।

১. ষ-ত্ব বিধি অনুসারে নিচের শুদ্ধ বানানের দৃষ্টান্তঃ
ঋষি, বৃষ, ভবিষ্যৎ, পরিষ্কার, মুমূর্ষু, অতিষ্ঠ, অনুষ্ঠান, নিষেধ, অভিষেক, নিষ্কাম, দুষ্কর।

২. নিম্নোক্ত শব্দগুলিতে স্বভাবতই মূর্ধন্য-ষ হয় (ঠাডা মুখস্থ করবে)
আষাঢ়, ষোড়শ,ঊষা কষায়, বিষম, ভূষা
গ্রীষ্ম, শেষ, মহিষ, বিষাণ।
সুষম, ঔষধ, ভাষা কলুষ, সরিষা, মাষা
রোষ, ষণ্ড, পাষণ্ড, পাষাণ।
মূষিক, পুরুষ, শেষ প্রত্যূষ, কলুষ, মেষ
কাষ্ঠ, কোষ, পৌষ, ষড়ানন।
মানুষ, নিষেধ, বর্ষ কুস্মাণ্ড, ভূষণ, হর্ষ
অষ্টাদশ, ভূষণ, ভাষণ।

সন্ধি

➢ সন্ধি শব্দের অর্থ - মিলন (ধ্বনির),
➢ সন্ধি শব্দের বিপরীত -বিচ্ছেদ,বিগ্রহ।
➢ সন্ধি = সম্+ধি (সন্ধির সন্ধি বিচ্ছেদ)
➢ **সন্ধির উদ্দেশ্য**
১. স্বাভাবিক উচ্চারণে সহজ প্রবণতা।
২. ধ্বনিগত মাধুর্য সম্পাদন।

➢ **নিপাতনে সিদ্ধ স্বরসন্ধি**

কুলটা = কুল+অটা	**অন্যান্য** = অন্য+অন্য	**প্রৌঢ়** = প্র+ঊঢ়
স্বৈর = স্ব+ঈর	**গবাক্ষ** = গো+অক্ষ	**মার্তণ্ড** = মার্ত+অণ্ড
শুদ্ধোদন = শুদ্ধ+ওদন	**স্বৈরিণী** = স্ব+ঈরিণী	**প্রেষণ** = প্র+এষণ
বিম্বোষ্ঠ = বিম্ব+ওষ্ঠ	**রক্তোষ্ঠ** = রক্ত+ওষ্ঠ	**গবেন্দ্র** = গো+ ইন্দ্র

➢ **নিপাতনে সিদ্ধ ব্যঞ্জন সন্ধি**

বৃহস্পতি = বৃহৎ +পতি	**বনস্পতি** = বন+পতি	**পরস্পর** = পর+পর
তস্কর = তৎ+কর	**গোষ্পদ** = গো+পদ	**একাদশ** = এক+দশ
ষোড়শ = ষট্+দশ	**মনীষা** = মনস্+ঈষা	**আশ্চর্য** = আ+ চর্য
হরিশ্চন্দ্র = হরি+চন্দ্র	**পতঞ্জলি** = পতৎ+অঞ্জলি	**দ্যুলোক**=দিব্+লোক

➢ **নিপাতনে সিদ্ধ বিসর্গ সন্ধি**

অহর্নিশ = অহঃ+নিশা	**অহরহ** =অহঃ+অহ	**বাচস্পতি**=বাচঃ+পতি
ভাস্কর = ভাঃ+কর	**আস্পদ** = আঃ+পদ	**শিরপীড়া**=শিরঃ+পীড়া
প্রাতঃকাল = প্রাতঃ+কাল	**মনঃকষ্ট** = মনঃ+কষ্ট	

➢ **বিশেষ নিয়মে সাধিত ব্যঞ্জন সন্ধিঃ**

উত্থান=উৎ+স্থান	**উত্থাপন**=উৎ+স্থাপন	**উত্থাপিত**=উৎ+স্থাপিত
সংস্কার=সম্+কার	**সংস্কৃত**=সম্+কৃত	**সংস্কৃতি**=সম্+কৃতি
পরিষ্কার=পরি+কার	**পরিস্কৃত**=পরি+কৃত	**পরিস্কৃতি**=পরি+কৃতি

ভয়ঙ্কর মাত্রায় Important কিছু উদাহরণ

স্বর সন্ধি

মহীন্দ্র = মহী + ইন্দ্র	যদ্যপি = যদি + অপি
রাজর্ষি = রাজা + ঋষি	উত্তমর্ণ = উত্তম + ঋণ
মহোৎসব = মহা + উৎসব	নীলোৎপল = নীল + উৎপল
প্রতীক্ষা = প্রতি + ঈক্ষা	রমেশ = রম + ঈশ
পৃথ্বীশ = পৃথ্বি + ঈশ	অন্বয় = অনু + অয়
শ্রীশ = শ্রী + ঈশ	ভয়ার্ত = ভয় + ঋত
সপ্তর্ষি = সপ্ত + ঋষি	নবোঢ়া = নব + ঊঢ়া
চলোর্মি = চল + ঊর্মি	প্রতীত = প্রতি + ইত
হস্তান্তর = হস্ত + অন্তর	নরেন্দ্র = নর + ইন্দ্র
অধমর্ণ = অধম + ঋণ	মন্বন্তর = মনু + অন্তর
ক্ষুধার্ত = ক্ষুধা + ঋত	গিরীন্দ্র = গিরি + ইন্দ্র
প্রত্যাবর্তন = প্রতি + আবর্তন	গত্যন্তর = গতি + অন্তর
পশ্বাধম = পশু + অধম	নিন্দুক = নিন্দা + উক
হিতাহিত = হিত + অহিত	মহার্ঘ=মহা+অর্ঘ
পূর্ণেন্দু = পূর্ণ + ইন্দু	প্রত্যয় = প্রতি + অয়
অভ্যুত্থান = অভি+উত্থান	ফলোদয় = ফল + উদয়
হিতৈষী = হিত + ঐষী	ক্ষিতীশ = ক্ষিতি + ঈশ
আদ্যন্ত = আদি + অন্ত	কথামৃত = কথা + অমৃত
প্রত্যাশা = প্রতি + আশা	দিল্লীশ্বর = দিল্লী + ঈশ্বর
পশ্বাচার = পশু + আচার	হিমাচল = হিম + আচল
দেবালয় = দেব + আলয়	সদানন্দ = সদা + আনন্দ
সিংহাসন = সিংহ + আসন	কারাগার = কারা+আগার
শ্রবণেন্দ্রিয় = শ্রবণ + ইন্দ্রিয়	অত্যধিক = অতি + অধিক
অগ্নুৎপাত = অগ্নি + উৎপাত	যথোপযুক্ত = যথা + উপযুক্ত
অতুলৈশ্বর্য = অতুল + ঐশ্বর্য	পরোপকার = পর + উপকার
প্রত্যুপকার = প্রতি + উপকার	

ব্যঞ্জন সন্ধি

তৎপর = তদ্ + পর	প্রতিচ্ছবি = প্রতি + ছবি
উদ্ধৃত = উৎ + হৃত	দিগ্বিজয় = দিক্ + বিজয়
উদগিরণ= উৎ + গিরন	বাগদত্তা = বাক্ + দত্তা
পরিচ্ছেদ = পরি + ছেদ	সন্দর্শন = সম্ + দর্শন
বাগীশ = বাক্ + ঈশ	মুখচ্ছবি = মুখ + ছবি
সম্মান = সম্ + মান	তদ্ধিত = তৎ + হিত
সচ্চিদানন্দ = সচিৎ + আনন্দ	সচ্চরিত্র = সৎ + চরিত্র
বাগজাল = বাক্ + জাল	বাগদেবী = বাক্ + দেবী
কিংবা = কিম্ + বা	তত্ত্ব = তদ্ + ত্ব
প্রচ্ছদ = প্র + ছদ	উদ্ধত = উৎ + হত
উদ্যম = উৎ + দম	উদ্ভব = উৎ + ভব
কৃদন্ত = কৃৎ + অন্ত	কিন্নর = কিম্ + নর
তদন্ত = তৎ + অন্ত	বিচ্ছেদ = বি + ছেদ
সন্ধান = সম্ + ধান	উল্লেখ = উৎ + লেখ
উজ্জ্বল = উৎ + জ্বল	তচ্ছবি = তদ + ছবি
সদগুরু = সৎ + গুরু	কিম্ভূত = কিম্ + ভূত
সংবরণ = সম্ + বরণ	সন্ন্যাস = সম্ + নাস
উল্লিখিত = উৎ + লিখিত	উচ্চারণ = উৎ + চারণ
উচ্ছৃঙ্খল = উৎ + শৃঙ্খল	জগজ্জীবন=জগৎ+জীবন
বাগাড়ম্বর = বাক্ + আড়ম্বর	স্বয়ংবরা=স্বয়ম্+বরা
সংঘাত = সম্ + ঘাত	আচ্ছাদন = আ + ছাদন
স্বচ্ছন্দে = স্ব + ছন্দে	সংশোধন = সম্ + শোধন
সংযোগ = সম্ + যোগ	অঙ্গচ্ছেদ = অঙ্গ + ছেদ
শরচ্চন্দ্র = শরৎ + চন্দ্র	বৃহড্ঢক্কা = বৃহৎ + ঢক্কা
জগদিন্দ্র = জগৎ + ইন্দ্র	চলচ্ছক্তি = চলৎ + শক্তি
বাগধারা = বাক + ধারা	হৃৎকম্প = হৃদ্ + কম্প
বারংবার = বারম্ + বার	বৃক্ষচ্ছায়া = বৃক্ষ + ছায়া
অনুচ্ছেদ = অনু + ছেদ	সর্বংসহা = সর্বম্ + সহা
সংযোজন = সম্ + যোজন	যাবজ্জীবন=যাবৎ+জীবন

www.preparationsbd.com

বিসর্গ সন্ধি

প্রাদুর্ভাব = প্রাদুঃ + ভাব	চতুষ্পদ = চতুঃ + পদ
নিষ্পাপ = নিঃ + পাপ	বহিস্কৃত = বহিঃ + কৃত
বাচস্পতি = বাচঃ + পতি	পুনর্জন্ম = পুনঃ + জন্ম
বহির্গত = বহিঃ + গত	দুরন্ত = দুরঃ + অন্ত
প্রাতরুত্থান = প্রাতঃ + উত্থান	তিরস্কার = তিরঃ + কার
চতুষ্কোণ = চতুঃ + কোণ	জ্যোতির্ময়=জ্যোতিঃ+ময়
নির্জন = নিঃ + জন	নিস্ফল = নিঃ + ফল
দুষ্প্রাপ্য = দুঃ + প্রাপ্য	দুস্কৃতি = দুঃ + কৃতি
ভাস্কর = ভাঃ + কর	পুনর্বার = পুনঃ + বার
দুর্লোভ = দুঃ + লোভ	পুরস্কার = পুরঃ + কার
অন্তর্ভূক্ত = অন্তঃ + ভূক্ত	অন্তবর্তী = অন্তঃ + বর্তী
মনস্কামনা = মনঃ + কামনা	আবিষ্কৃত = আবিঃ + কৃত

Extra

ব্যর্থ = বি + অর্থ	মৃন্ময় = মৃৎ + ময়
মন্বন্তর = মনু + অন্তর	আদ্যোপান্ত = আদি + উপান্ত
ষষ্ঠ = ষষ্ + থ	উজ্জ্বল = উৎ + জ্বল
সুবন্ত = সুপ + অন্ত	প্রাতরাশ = প্রাতঃ + আশ
নবোঢ়া = নব + উঢ়া	ভক্তি = ভজ্ + তি
সন্ধান = সম্ + ধান	শান্ত = শাম্ + ত
দুস্থ = দুঃ + থ	দুর্নীতি = দুঃ + নীতি
উপর্যুক্ত = উপরি + উক্ত	তন্বী = তনু + ঈ
স্বাধীনতা = স্ব + অধীনতা	কুজ্ঝটিকা = কুৎ + ঝটিকা
নিরন = নিঃ + অন	আদ্যোপান্ত = আদি + উপান্ত
অন্তরঙ্গ = অন্তঃ + অঙ্গ	দুর্লভ = দুঃ + লভ
সদ্যোজাত = সদ্যঃ + জাত	পর্যায় = পরি + আয়
স্বেচ্ছা = স্ব + ইচ্ছা	অকুতোভয় = অকুতঃ + ভয়
প্রেম = প্রিয় + ইমন	সন্নিহিত = সম্ + নিহিত
পর্যবেক্ষণ = পরি + অবেক্ষণ	নিরাকার = নিঃ + আকার
মাত্রাধিক্য = মাত্রা + আধিক্য	তুষ্ট = তুষ্ + ত
উদ্ধৃত = উৎ + হৃত	সান্নিধ্য = সন্নিধি + য
জলৌকা = জল + ওকা	সংসার = সম্ + সার
রত্নাকর = রত্ন + আকর	কটাক্ষ = কট + অক্ষ
ভূর্ধ্ব = ভূ + উর্ধ্ব	সুধীন্দ্র = সুধী + ইন্দ্র
অভীষ্ট = অভি + ইষ্ট	গুরুক্তি = গুরু + উক্তি
নীরস = নিঃ + রস	পদ্ধতি = পদ্ + হতি
সংশপ্তক = সম + শপ্তক	ভ্রাতুষ্পুত্র = ভ্রাতুঃ + পুত্র

শব্দ সম্ভার

➢ **উৎসগত বা উৎপত্তি অনুযায়ী - ৫ প্রকার।**

১. তৎসম/সংস্কৃত শব্দ : ভবন,ধর্ম ,পাত্র, জ্যোৎস্না, গ্রাম, গৃহিণী, প্রাণ, ঝর্ণা, চন্দ, রত্ন, সূর্য, ছত্র, বৃষ্টি, মস্তক, দন্ত, হস্ত, ভ্রান্ত, স্থান, বাটী।

২. অর্ধ-তৎসম: জ্যোছনা, গেরাম, গিন্নী, পরান, ঝরনা, রতন, ছাতা।

৩. তদ্ভব: মাথা, দাঁত, চাঁদ, মাটি, ভুল, বাড়ি, আঁখি, ঠাঁই, বুক, মাছ।

৪. দেশি শব্দ: মনে রাখার সহজ উপায়

নূরল বিয়ের পর শ্বশুরবাড়ি গেল। তার শ্বাশুড়ি ভোরে ঘুম থেকে উঠে ঢেঁকির মধ্যে চাল নিয়ে ভেনে কুলা দিয়ে ঝেরে ডুলা দিয়ে ধুয়ে চুলায় বসাল। চাল আর ডালে মিলে হয় খিঁচুড়ি। নাঈম এগুলো পেটে ভরল। শুধু খিঁচুড়ি খেলেই হবে! না। জামাইয়ের জন্য কুড়ি(২০) টা ডাগর (বড়) ডাব, জারুল, জলপাই পেরে নিয়ে আসল। তারপর জামাই ডিঙ্গি নৌকায় উঠে মাথায় টোপর পরে ঢোল বাজিয়ে গঞ্জে যাচ্ছে।

অভিযাত্রীর ATM বইটি থেকে ৪০তম BCS পরীক্ষায় বিরচন অংশের ৯টি থেকে হুবহু ৯টি প্রশ্নই কমন পড়েছে।

৫. বিদেশি শব্দ:

আরবি শব্দ

☞ কবর, কোরবানি, ঈদ, গোসল

➢ **আদালত সংক্রান্ত শব্দগুলোর বেশির ভাগই আরবি শব্দ।**

উকিল,মোক্তার,মুহুরি মিলে। এজলাস বা আদালতে গিয়ে মুন্সেফ ও হাকিমের কাছে মহকুমা,ফরিয়াদি মামলার আসামীর বাদি ও বিবাদির মুলতবির খারিজ করতে হুকুম বা রায় চেয়েছে।

➢ একজন এলেম বা আলেম দোয়াত কলম দিয়ে কিতাবে গায়েব সম্পর্কিত কেচ্ছা, কানুন লিখিতেছেন।

➢ আইন,জবানবন্দি ধরে নিব ফারসি, না থাকলে আরবি হবে।

➢ একজন মোলায়েম,মৌসুমী,মুসাফির,জাহাজে করে সাগর পাড়ি দিয়ে বিলেত রওনা করলেন। এবং ওযু করে তসবি, তবলা, তানপুরা নিয়ে হালাল, হারাম সম্পর্কে জিকির করিতেছেন।

ফারসি শব্দ

➢ ১। **চশমা** কারখানায় কারিগররা তৈরী করে বাজারের দোকানে নিয়ে পাইকারি ও খুচরা বিক্রয় করে। ভাল মানের চশমা বিদেশ থেকে আমদানি ও রপ্তানি করা হয়।

➢ ২। **জমি, জম, জাম দিয়ে গঠিত শব্দ**

✓ জমিদার, জমজম, জামদানি, জামাই

→ জামাই বিয়ে করার সময় পাঞ্জাবি,পাজামা পরে মুখে রুমাল দেয়। বিয়েতে পোলাও, বিরিয়ানী, জর্দা এবং মোরগ ও মুরগীর রোস্ট দেয়া হল। জামাই এসব না খেয়ে আলু,তরমুজ,শালগম ও মরিচের সবজি খাওয়া শুরু করল।

➢ ৩। বাগান, বাগিচা, গোলাপ, গালিচা।

পর্তুগিজ শব্দ

১। **খ্রিস্টধর্ম সংক্রান্ত শব্দগুলো পর্তুগিজ শব্দ**

যীশু,গির্জা ,পাদ্রি,ক্রুশ,মেরি,মাইরি।

২। জানালার পাশে বারান্দায় কেদারায় বসে আচার মার্কা পাউরুটি কাবাব খেয়ে পেটে বেহালা অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে।

ফরাসি শব্দ

একজন ইংরেজ ও একজন ওলন্দাজ মিলে আঁতাত (গোপন চুক্তি) করতে রেঁনেসা রেঁস্তোরা বা ক্যাফে গেলেন। কুপন দেওয়া হলে তারা বলল এক ডিপো(গুদাম),কার্তুজ (গুলি) খাব।

মিশ্র শব্দ

✓ **রাজা-বাদশা**- তৎসম+ফারসি
✓ **চৌ-হদ্দি**-ফারসি+আরবি (চারদিকের সীমানা)
✓ **হাট-বাজার**- বাংলা+ফারসি
✓ **খ্রিস্টাব্দ (খ্রিস্ট+অব্দ)**- ইংরেজি+ তৎসম
✓ **পকেটমার**- ইংরেজি+বাংলা
✓ **বোমাবাজ**- পর্তুগিজ+ফারসি
✓ **শাকসবজি**-তৎসম+ফারসি

➢ **জোড়কলম শব্দ:** ধোঁয়া + কুয়াশা = ধোঁয়াশা, মিনত+বিনতি=মিনতি, পয়োধর+ভার=পয়োভার, নিশ্চল+চুপ=নিশ্চুপ

শব্দ	অর্থ	ভাষা
ফণী	সাপের ফণা বা সাপ	সংস্কৃত

➢ **মৌলিক শব্দ :** হাত, গোলাপ,কলম, ফুল, বক, বই।

➢ **অর্থগত অনুযায়ী - ৩ প্রকার:**

♦ **যৌগিক শব্দ:** গায়ককে ভালবাসে গোলাপি, প্রতিদিন তাই চালককে দিয়ে পক্ষীর মাধ্যমে চিঠি পাঠায়। কিন্তু বাবুয়ানার দৌহিত্র মিতালির প্রেমে পড়ে পিতৃহীন গায়ক তার চিকামারা কর্তব্য ভুলে গিয়ে মধুর পাগলামি শুরু করে।

♦ **রূঢ় বা রূঢ়ি শব্দ:** রাখাল পলাশ তার প্রবীণ শ্বশুরের হস্তী ও হরিণের মাংস খাওয়ার জ্যাঠামির কথা শুনে গবাক্ষের মত চোখ করে পাঞ্জাবি পরে সন্দেশ খায় আর বাঁশিতে তৈল লাগায়।

♦ **যোগরূঢ় শব্দ :** জলদের অপেক্ষায় থাকা বলদ কবিগুরুর সুহৃদ রাজপুতের মহাযাত্রা উপলক্ষ্যে বেতারে ঘোষণা করা হলো যে জলধির সকল উদ্ভিদ, পঙ্কজ সরোজ

www.preparationsbd.com

পুরুষ ও স্ত্রীবাচক শব্দ

১. বিধেয় বিশেষণ:

বালিকাটি **সুন্দর**/সুন্দরী মেয়েটি **পাগল**/পাগলী
মেয়েটি **বিদ্বান**/ বিদুষী মেয়েটি **অস্থির**/ অস্থিরা
এখানে ঠিক উত্তর সুন্দরী, পাগলী, বিদুষী কিংবা অস্থিরা হবে না, কারণ বিধেয় বিশেষণ পরিবর্তন হয় না ।

২. ডাক্তার - ডাক্তারনী মাস্টার - মাস্টারনী
জমিদার - জমিদারনী দারোগা - দারোগানী
এখানে - ডাক্তারনী, মাস্টারনী, জমিদারনী , দারোগানী অবজ্ঞার্থে ব্যবহৃত হয় ।

৩. অরণ্য - অরণ্যানী (বৃহৎ অরণ্য বা বন) ।
বন - বনানী (বৃহৎ অরণ্য বা বন) ।
হিম - হিমানী (জমাটবদ্ধ অর্থে - বরফের বড় টুকরা) ।
স্থল – স্থলী

৪. ক্ষুদ্রার্থে 'ইকা' যোগ হয়:

নাটক - নাটিকা পুস্তক - পুস্তিকা
মালা - মালিকা গীত - গীতিকা
চয়ন-চয়নিকা ব্যাকরণ-ব্যাকরণিক
ঘট-ঘটিকা একাঙ্ক-একাঙ্কিকা

৫. ভিন্ন শব্দ যোগে গঠিত পুরুষ ও স্ত্রীবাচক শব্দ:

কুলি-কামিন শুক-সারী/শারী
গুরু-গুর্বী বিদ্বান-বিদুষী
কর্তা-গিন্নী এঁড়ে-বকনা
পতি-জায়া

৬. নিত্য পুরুষবাচক শব্দ:

কবিরাজ, কাপুরুষ, রাষ্ট্রপতি, ঢাকী(ঢাক বাজনাদার), বামন, পুরোহিত, স্ত্রৈণ, কৃতদার (বিবাহিত পুরুষ), অকৃতদার (অবিবাহিত পুরুষ), বিপত্নীক, মোল্লা, জল্লাদ, কাজী, কুস্তিগীর, জামাতা, যোদ্ধা, সেনাপতি, বিচারপতি ।

৭. নিত্য স্ত্রী বাচক শব্দ:

কুলটা(স্বামী বা গৃহ ত্যাগকারিনী) বিধবা, সধবা (যে নারীর স্বামী জীবিত আছে), এয়ো, দাই (উপমাতা) বিমাতা, অধীরা, অঙ্গনা (মেয়ে এর সমার্থক শব্দ), ডাইনি, পেত্নী, শাঁখচুন্নী, কলঙ্কিনী, বাঈজি, অর্ধাঙ্গিনী, অসূর্যম্পশ্যা (যে মেয়ে বা নারীকে এখনও সূর্যের আলো স্পর্শ করতে পারে নি), অরক্ষণীয়া (আর অবিবাহিত রাখা উচিত নয় এমন মেয়ে বা নারী), বারবনিতা (বার জায়গায় গমন করে যে), রজঃস্বলা ।

উপরের ৬ এবং ৭ এর কোন লিঙ্গান্তর হয় না ।

০৮. বিদেশি স্ত্রীবাচক শব্দ

খান - খানম মরদ - জেনানা
মালেক - মালেকা মুহ্তারিম - মুহ্তারিমা
সুলতান - সুলতানা

০৯. পুরুষ ও স্ত্রীবাচক উভয়ই (উভয় লিঙ্গ)

মানুষ, শিশু, বন্ধু, সন্তান, জন, জনতা, শিক্ষিত, অভিভাবক, শত্রু, মিত্র, শিক্ষার্থী, পরীক্ষার্থী, শিল্পী, পাখি, মাছ, আমি ।

১০. একটি পুরুষবাচক শব্দের দুটি স্ত্রীবাচক-

দেবর - ননদ ও জা ভাই - বোন ও ভাবী
শিক্ষক - শিক্ষয়িত্রী ও শিক্ষকপত্নী বন্ধু-বান্ধবী ও বন্ধুপত্নী
দাদা-দিদি ও বউদি

১১. বিশেষ নিয়মে সাধিত পুরুষ ও স্ত্রীবাচক শব্দ

সম্রাট - সম্রাজ্ঞী রাজা - রাণী
যুবক - যুবতী শ্বশুর - শ্বশ্রূ
নর - নারী বন্ধু - বান্ধবী
দেবর - জা শিক্ষক - শিক্ষয়িত্রী
স্বামী - স্ত্রী পতি - পত্নী
সভাপতি - সভানেত্রী

সংখ্যাবাচক শব্দ

✦ **পরিমাণ বা গণনাবাচক সংখ্যা:**

মিনিট, ঘন্টা, দিন, সপ্তাহ, পক্ষ (পনের দিনের সমষ্টি), মাস, বছর, যুগ, শতাব্দী, হাজার, অযুত, লক্ষ, নিযুত, কোটি, শ (১০০), সহস্রাব্দী, হালি, ডজন, কুড়ি ।

► **কিছু ন্যূনতাবাচক শব্দ:**

চৌথা, সিকি, পোয়া, তেহাই, অর্ধ বা আধা, পৌনে - ন্যূনতা ।

► **কিছু আধিক্যবাচক শব্দ**

➢ সওয়া বা সোয়া, দেড়, আড়াই, সাড়ে এগুলো হল পূর্ণসংখ্যার আধিক্য ।
➢ 'পয়লা ডাক' তারিখ বাচক নয়, ক্রমবাচক শব্দ । কারণ পয়লা ডাক বলতে প্রথম ডাক বোঝানো হয়েছে যা নিলামে ডাকা হয় ।
➢ তারিখবাচক শব্দের প্রথম চারটি অর্থাৎ পহেলা/পয়লা, দোসরা, তেসরা, চৌঠা এসেছে হিন্দি ভাষা থেকে ।
➢ আর ৫ই থেকে ৩১শে পর্যন্ত বাকি ২৭টি বাংলা ভাষার নিজস্ব ভঙ্গিতে গঠিত ।

দ্বিরুক্ত শব্দ

১ । **আধিক্য বোঝাতে: রাশি রাশি** ধন, **ধামাধামা** ধান, **ভাল ভাল** আম নিয়ে এস । **ছোট ছোট** ডাল কেটে ফেল । **সে সে** লোক কোথায় গেল? **কে কে** এল? **কেউ কেউ** বলে । লোকটা **হাড়ে হাড়ে** শয়তান । **রাশি রাশি ভারা ভারা**, ধান কাটা হল সারা । নদীর জলে **ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা** গন্ধ বেরুচ্ছে ।

২ । **সামান্য/সামান্যতা বোঝাতে:** আমার **জ্বর জ্বর** লাগছে । আমি আজ **জ্বর জ্বর** বোধ করছি, দেখেছ তার **কবি কবি** ভাব । **উড়ু উড়ু** ভাব । **কাল কাল** চেহারা ।

৩ । **পরস্পরতা বা ধারাবাহিকতা:** তুমি **দিন দিন** রোগা হয়ে যাচ্ছ । তুমি **বাড়ি বাড়ি** হেঁটে চাঁদা তুলছ ।

৪ । **আগ্রহ বোঝাতে:** ও **দাদা দাদা** বলে কাঁদছে ।

৫ । **তীব্রতা বা সঠিকতা:** অর্থাৎ এক হাত বা জিলাপী যতটা নরম বা গরম হতে পারে ঠিক ততটাই বুঝায় । **গরম গরম** জিলাপী, **নরম নরম** হাত ।

৬ । **পৌনঃপুনিকতা: বার বার** সে কামান গর্জে উঠল । **ডেকে ডেকে** হয়রান হয়েছি ।

৭ । **স্বল্পকাল স্থায়ী: দেখতে দেখতে** আকাশ কাল হয়ে এল ।

৮ । **ভাবের গভীরতা: ছি ছি**, তুমি কী করেছ? তার দুঃখ দেখে সবাই **হায় হায়** করতে লাগল । আর **হায় হায়** করে লাভ কী?

৯ । **ভাবের প্রগাঢ়তা:** ফুলগুলো তুই আনরে **বাছা বাছা** ।

১০ । **কালের বিস্তার: থেকে থেকে** শিশুটি কাঁদছে ।

১১ । **সতর্কতা বোঝাতে:** ছেলেটিকে **চোখে চোখে** রাখ ।

১২ । **অনুভূতি বা ভাব বোঝাতে:** ভয়ে গা **ছম ছম** করছে । ফোঁড়াটা **টন টন** করছে ।

১৩ । **ক্রিয়া বিশেষণ: চিকচিক** করে বালি কোথা নাহি কাদা । **ধীরে ধীরে** যায়, **ফিরে ফিরে** চায় । **দেখে দেখে** যেও । **ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে** শুনলে কীভাবে?

১৪ । **বিশেষণ বোঝাতে:** নামিল নভে বাদল **ছল ছল** বেদনায় । পিলসুজে বাতি জ্বলে **মিটির মিটির** । রোগী বুঝি **যায় যায়** ।

১৫ । **বিশেষ্য:** বৃষ্টির **ঝমঝমানি** আমাদের অস্থির করে তোলে । পাখিটার **ছটফটানি** দেখলে কষ্ট হয় । তোমার **বকবকানি** শোনলে আর ভাল লাগেনা ।

১৬ । **ক্রিয়া: কলকলিয়ে** উঠল সেথায় নারীর প্রতিবাদ ।

১৭ । **ধ্বনি ব্যঞ্জনা: ঝির ঝির** করে বাতাস বইছে । বৃষ্টি পড়ে **টাপুর টুপুর** ।

অভিযাত্রীর ATM বইটি থেকে ৪০তম BCS পরীক্ষায় বিরচন অংশের ৯টি থেকে হুবহু ৯টি প্রশ্নই কমন পড়েছে ।

অভিযাত্রী BCS বইটি পড়ুন । নিজেকে এগিয়ে রাখুন । মিথ্যা বলছি না... একবার পড়েই দেখুন ।

www.preparationsbd.com

বচন

০১. উন্নত প্রাণিবাচক বা মনুষ্য শব্দের বহু বচনে ব্যবহৃত হয় নিচের ৫ টি শব্দ – **গণ, বৃন্দ, মণ্ডলী, বর্গ, রা** ।

০২. সময় সময় কবিতা বা অন্যান্য প্রয়োজনে অপ্রাণী ও ইতর প্রাণিবাচক শব্দেও রা, এরা যুক্ত হয় । যেমন- '**পাখিরা** আকাশে উড়ে দেখিয়া হিংসায় **পিপীলিকারা** বিধাতার কাছে পাখা চায় ।' **কাকেরা** এক বিরাট সভা করল ।

০৩. **অপ্রাণিবাচক শব্দে ব্যবহৃত বচনবোধক শব্দ**

আবলি (ঘটনাবলি, রচনাবলি); **কলাপ** (ক্রিয়াকলাপ, কীর্তিকলাপ); **গুচ্ছ** (কবিতাগুচ্ছ, পুষ্পগুচ্ছ); **গ্রাম** (গুণগ্রাম); **চয়** (রিপুচয়); **জাল** (জটাজাল); **দল** (তারাদল); **দাম** (কেশদাম, পুষ্পদাম); **পুঞ্জ** (দ্বীপপুঞ্জ, মেঘপুঞ্জ); **মণ্ডল** (গগনমণ্ডল, তারামণ্ডল); **মালা** (আলোকমালা, পর্বতমালা, কিরনমালা); **রাজি** (তরুরাজি, রত্নরাজি); **রাশি** (পুষ্পরাশি, মেঘরাশি); **সমুদয়** (গ্রন্থসমুদয়); **সমূহ** (গ্রন্থসমূহ, পত্রসমূহ) ।

➢ **দ্রষ্টব্য:** পাল ও যূথ শব্দ দুটো কেবল জন্তুর বহু বচনে ব্যবহৃত হয় ।

০৪. **প্রাণিবাচক ও অপ্রাণিবাচক শব্দে বহু বচনে ব্যবহৃত শব্দ:** কুল, সকল, সব, সমূহ

০৫. **সিংহ** বনে থাকে (এক বচন ও বহু বচন দু-ই বোঝায়) **পোকার** আক্রমণে ফসল নষ্ট হয় (বহু বচন) । বাজারে **লোক** জমেছে (বহু বচন) । বাগানে **ফুল** ফুটেছে (বহু বচন) ।

০৬. **বিশেষ নিয়মে সাধিত বহু বচন - মেয়েরা** কানাকানি করছে । এটাই **করিমদের** বাড়ি । **রবীন্দ্রনাথরা** প্রতি দিন জন্মায় না । **সকলে** সব জানে না ।

০৭. কতিপয় বিদেশী শব্দে: বুজুর্গ-বুজুর্গান, সাহেব-সাহেবান, কাগজ - কাগজাত ।

পদাশ্রিত নির্দেশক

০১. **পরিমানের স্বল্পতা বোঝাতে** টে, টুক, টুকু, টুকুন, টো, গোটা ইত্যাদির প্রয়োগ হয় । যেমন- চারটে ভাত, দুধটুকু, দুধটুকুন, গোটা চারেক আম

০২. নিচের উদাহরণগুলো **নিরর্থক অর্থে** ব্যবহৃত হয়
সারাটি সকাল তোমার আশায় বসে আছি । **ন্যাকামিটা** এখন রাখ ।

০৩. সুনির্দিষ্ট অর্থে । যেমন- **ওটি** যেন কার তৈরী? **এটা** নয় **ওটা** আন । **সেইটেই** ছিল আমার প্রিয় কলম ।

০৪. **বিশেষ অর্থে কেতা, তা, পাটি- নির্দিষ্টতা বোঝাতে ব্যবহৃত হয় ।**
কেতা- এ **তিন কেতা** জমির দাম দশ হাজার টাকা মাত্র । দশ টাকার পাঁচ কেতা নোট । **তা- দশ তা** কাগজ দাও । **পাটি-** আমার **এক পাটি** জুতো ছিঁড়ে গেছে ।

উপসর্গ

♦ উপসর্গ = উপ + √ সৃজ + অ

♦ উপসর্গের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল – 'উপসর্গের অর্থবাচকতা নেই, কিন্তু অর্থদ্যোতকতা আছে' ।

১. **বাংলা বা খাঁটি বাংলা**→ ২১টি । অ, অঘা, অজ, অনা, আ, আড়, আন, আব, ইতি, উন (উনা), কদ, কু, নি, পাতি, বি, ভর, রাম, স, সা, সু, হা ।

২. **তৎসম বা সংস্কৃত** → ২০টি । প্র, পরা, অপ, সম, নি, অনু, অব, নির, দুর, বি, অধি, সু, উৎ, পরি, প্রতি, অতি, অপি, অভি, উপ, আ ।

০৩. **ফারসি** → বর, বদ, কম, না, বে, ব, নিম, ফি, দর, কার ।

০৪. **আরবিঃ** → আম্, খাস, লা, গর্ ।

০৫. **ইংরেজি উপসর্গ:**→ হেড, সাব, হাফ, ফুল ।

০৬. **উর্দু- হিন্দি উপসর্গ:**→ হর

❑ বাংলা ও তৎসম উপসর্গে মিল আছে ৪টি ।→ আ, সু, বি, নি ।

❑ **একাধিক উপসর্গ যুক্ত শব্দের দৃষ্টান্ত:**

অত্যাচার=অতি+আ	সুসংবাদ=সু+সম
প্রত্যুপকার=প্রতি + উপ	পর্যবেক্ষণ=পরি + অব
সমভিব্যাহার=সম+অভি+বি+আ	অনুসন্ধান=অনু+সম
প্রতিসংহার=প্রতি+সম	নিরপরাধ=নির+অপ
অপর্যাপ্ত=অ+পরি	অপ্রকল্প=অ+প্র
অপরিশুদ্ধ=অ+পরি	অপরিত্যাজ্য=অ+পরি
অত্যুকৃষ্ট=অতি+উৎ	অপরিপক্ব=অ+পরি
অত্যাশ্চর্য=অতি+আ	অত্যাসক্ত=অতি+আ
অবিসংবাদ=অ+বি+সম	সবিশেষ=স+বি
সন্নিপাত=সম+নি	বিসঙ্কুল=বি+সম
বিপ্রকৃষ্ট=বি+প্র	সন্নিকর্ষ = সম + নি
অভ্যুত্থান = অভি + উৎ	অসংযত = অ+সম
ইত্যনুসারে = ইতি+অনু	কদাকার = কদ +আ
দুর্নিবার = দুর + নি	প্রত্যুপকার = প্রতি + উপ
অত্যাশ্চর্য = অতি + আ	অত্যুৎকৃষ্ট = অতি + উৎ
অনুপ্রবেশ = অনু + প্র	অপরিকল্পিত = অ + পরি
অপরিগ্রহ = অ + পরি	অপরিণামদর্শী = অ + পরি
অপ্রজ্বলিত = অ+প্র	অপ্রতিদ্বন্দ্বী = অ + প্রতি
বিপ্রকর্ষ = বি + প্র	সংবিধান = সম + বি
অভিব্যক্তি = অভি + বি	সন্নিকর্ষ = সম+নি
অভিসন্ধান = অভি+ সম	সন্নিবেশ = সম +নি
সন্নিহিত = সম+নি	সন্ন্যাস = সম+নি
উপসংহার = উপ+ সম	কদাচার = কদ+আ
সম্প্রদান = সম + প্র	সম্প্রসারণ = সম + প্র
নিরবকাশ = নির + অব	প্রত্যভিজ্ঞা = প্রতি + অভি
প্রত্যাগত = প্রতি + আ	প্রত্যাদেশ = প্রতি+আ
প্রত্যাসিক্ত = প্রতি+ আ	সমাবর্তন = সম + আ
সম্প্রচার = সম + প্র	উপনিষদ = উপ + নি
উপনিহিত = উপ + নি	অবিচ্ছিন্ন= অ + বি
বিপ্রযুক্ত = বি+প্র	সুপ্রযুক্ত = সু+প্র
সুসংহত = সু+সম	সুস্বাগত = সু + সু +আ
অপর্যাপ্ত = অ + পরি	

অনুসর্গ বা কর্মপ্রবচনীয় শব্দ

বাক্যে অনুসর্গ কী অর্থ প্রকাশ করে....

⇨ সহ : সহগামিতা অর্থে- তিনি পুত্রসহ উপস্থিত হলেন ।
সহিত : সমসূত্রে অর্থে- শত্রুর সহিত সন্ধি চাই না ।
সনে : বিরুদ্ধগামিতা অর্থে- 'দংশনক্ষত শ্যেন বিহঙ্গ যুঝে ভুজঙ্গ সনে ।
সঙ্গে : তুলনায়- মায়ের সঙ্গে এ মেয়ের তুলনা হয় না ।

⇨ পরে : স্বল্প বিরতি অর্থে- এ ঘটনার পরে আর এখানে থাকা চলে না ।
পর : দীর্ঘ বিরতি অর্থে- শরতের পরে আসে বসন্ত ।

⇨ মাঝে : মধ্যে অর্থে- 'সীমার মাঝে অসীম তুমি ।
একদেশিক অর্থে- এ দেশের মাঝে এক দিন সব ছিল ।
ক্ষণকাল অর্থে- নিমেষ মাঝেই সব শেষ ।
মাঝারে : ব্যাপ্তি অর্থে-'আছ তুমি প্রভু, জগৎ মাঝারে' ।

⇨ হেতু : নিমিত্ত অর্থে- কী হেতু এসেছ তুমি, কহ বিস্তারিয়া ।'
জন্যে : নিমিত্ত অর্থে- 'এ ধন-সম্পদ তোমার জন্যে ।
সহকারে : সঙ্গে অর্থে- আগ্রহ সহকারে কহিলেন ।
বশত : কারণে অর্থে- দুর্ভাগ্য বশত সভায় উপস্থিত হতে পারি নি ।

সমাস

কোন সমাসের কোন পদ প্রধান:

১. দ্বন্দ্ব – উভয় পদ
২. দ্বিগু, কর্মধারয়, তৎপুরুষ – পরপদ
৩. অব্যয়ীভাব – পূর্বপদ
৪. বহুব্রীহি – কোন পদই নয়

দ্বন্দ্ব সমাস

১. **মিলনার্থক শব্দযোগে** :মা-বাপ, মাসি-পিসি, জ্বিন-পরি, চা-বিস্কুট ।
২. **বিরোধার্থক শব্দযোগে** : দা-কুমড়া, অহি-নকুল, স্বর্গ-নরক ।
৩. **বিপরীতার্থক শব্দযোগে:** আয়-ব্যয়, জমা-খরচ, ছোট-বড়, ছেলে-বুড়ো, লাভ-লোকসান ।
৪. **সমার্থক শব্দযোগে:** হাট-বাজার, ঘর-দুয়ার, কল-কারখানা,মোল্লা-মৌলভী, খাতা-পত্র ।

অলুক দ্বন্দ্ব :
দুধে-ভাতে, জলে-স্থলে, দেশে-বিদেশে, হাতে-কলমে ইত্যাদি । কিন্তু ছেলে ও মেয়ে = ছেলে-মেয়ে অলুক দ্বন্দ্ব হবে না ।

www.preparationsbd.com

দ্বিগু সমাস

তেমাথা, ত্রিফলা, ত্রিপদী, ত্রিরত্ন, ত্রিলোক, ত্রিভুবন, চৌচির, চতুষ্পদী, চৌরাস্তা, চৌকাঠ, পসুরি, সপ্তাহ, শতাব্দী, চতুর্দশপদী, দশচক্র, শতবার্ষিকী, নবরত্ন, অষ্টধাতু, ষড়ঋতু, তেপান্তর, চতুর্ভুজ, সেতার, ত্রিবর্ণ, পাঁচ-ফোঁড়ন

নিপাতনে সিদ্ধ: পঞ্চ বটের সমাহার = পঞ্চবটী, পঞ্চ নদীর সমাহার = পঞ্চনদ

কর্মধারয় সমাস

- **মধ্যপদলোপী কর্মধারয়:** চালকুমড়া, মৌমাছি, প্রাণভয়, জ্যোৎস্নারাত, ধর্মঘট, জীবনবীমা, শিক্ষানীতি, বাষ্পযান, বৌ-ভাত, পলান্ন, স্বর্ণাক্ষর, বটবৃক্ষ, ষোড়শ, হাতপাখা, পাণ্ডুলিপি, মহাষ্টমী, সায়াহ্ন, পূর্বাহ্ন,কালকূট, জীবন্মৃত, বরযাত্রী, সিন্দুরকৌটা।
- **উপমান কর্মধারয়:** ঘনশ্যাম, বজ্রকঠোর, শশব্যস্ত, তুষারশীতল, কাজলকালো, অরুণরাঙা, বকধার্মিক, গজমূর্খ, বিড়ালতপস্বী, হরিণচপল, শিশিরস্নিগ্ধ, মেঘমেদুর, সিঁদুররাঙা, কুসুমকোমল।
- **উপমিত কর্মধারয়:** চাঁদমুখ, পুরুষসিংহ, ফুলকুমারী, করপল্লব, বাহুলতা, মুখচন্দ্র, অধরপল্লব, নরশার্দুল।
- **রূপক কর্মধারয়:** জীবনপ্রদীপ, বিষাদসিন্ধু, মনমাঝি, প্রাণপাখি, শোকানল, প্রেমডোর, কালচক্র, চিত্তচকোর, জ্ঞানবর্তিকা, ভক্তিসুধা।

তৎপুরুষ সমাস

- **দ্বিতীয়া তৎপুরুষ:** দুঃখাতীত, আমকুড়ানো, তপোবনদর্শন, রথদেখা, ভাতরাধা, সংখ্যাতীত, শ্রেণিগত, লোকাতীত, রাজ্য সংক্রান্ত

  Exceptional Rule:

  → **ব্যাপ্তি অর্থেও** দ্বিতীয়া তৎপুরুষ সমাস হয়। যেমন- চির কাল ব্যাপিয়া সুখী = চিরসুখী। ক্ষণকাল ধরে স্থায়ী = ক্ষণস্থায়ী ইত্যাদি।

  এ-রকম: চিরকুমারী, চিরকৃতজ্ঞ, চিরদুঃখী, চিরবঞ্চিত, চিরবসন্ত, চিরশত্রু, চিরস্থায়ী, চিরস্মরণীয়, দীর্ঘস্থায়ী, জীবনানন্দ, ক্ষণস্থায়ী, চিরহরিৎ, নিত্যধারা, আধপাকা ইত্যাদি।
- **তৃতীয়া তৎপুরুষ:** ছায়াশীতল, জনাকীর্ণ, জলসেচন, বাকবিতণ্ডা, মেঘলুপ্ত, যুক্তিসঙ্গত, শ্রমলব্ধ, একোন, বিদ্যাহীন, জ্ঞানশূন্য, পাঁচকম, হীরকখচিত, রত্নশোভিত, চন্দনচর্চিত, স্বর্ণমণ্ডিত
- **চতুর্থী তৎপুরুষ:** তপোবন, দেবদত্ত, হজ্বযাত্রা, সেচন-কলস, জীয়নকাঠি, উপাসনালয়, বিজয়োল্লাস, তীর্থযাত্রা।
- **পঞ্চমী তৎপুরুষ;** স্কুলপালানো, জেলমুক্ত, জেলখালাস, বোঁটাখসা, আগাগোড়া, শাপমুক্ত, ঋণমুক্ত, পরাণপ্রিয়, দেশপলাতক, মেঘমুক্ত, যুদ্ধবিরতি, আদ্যোপান্ত, বিশ-পঁচিশ, স্নাতকোত্তর, সর্বোত্তম, প্রাণাধিক।
- **ষষ্ঠী তৎপুরুষ;** উপলখণ্ড, কর্মকর্তা, কবিগুরু, খেয়াঘাট, গৃহকর্ত্রী, জীবনসঞ্চার, প্রাণবধ, মৃগশিশু, রাজধানী, ছাগদুগ্ধ, মৃতপ্রায়, পিতৃতুল্য।
- **উপপদ তৎপুরুষ;** পথিকৃৎ, স্বর্ণকার, কুম্ভকার, ধামাধরা, পকেটমার, ভুঁইফোঁড়, পঙ্কজ, মনোজ, জলজ, প্রিয়ংবদা, মনোহরিণী, ছাপোষা, পাদপ, স্বল্পভাষী, ভুঁইফোড়, গিরিশ।
- **অলুক তৎপুরুষ;** কলেছাঁটা, পোকায়কাটা, হাতেকাটা, ঘোড়ার ডিম, মাটির মানুষ, হাতের পাঁচ, সাপের পা, কলের গান, ভ্রাতুষ্পুত্র (নিপাতনে সিদ্ধ), মনের মানুষ, চোখের বালি, সোনার বাংলা, কলুর বলদ, যুধিষ্ঠির, হাতের পাঁচ, শিশিরেভেজা

বহুব্রীহি সমাস

- **ব্যতিহার বহুব্রীহি:** কানাকানি। এমনি ভাবে– চুলাচুলি, কাড়াকাড়ি, গালাগালি, দেখাদেখি, কোলাকুলি, লাঠালাঠি, হাসাহাসি, গুঁতাগুঁতি, ঘুষাঘুষি, হাতাহাতি, দণ্ডাদণ্ডি
- **প্রত্যয়ান্ত বহুব্রীহি:** একচোখা, ঘরমুখো, নি-খরচে, দোটানা, দোমনা, একগুঁয়ে, অকেজো, একঘরে, দোনলা, দোতলা, উনপাঁজুরে।
- **সংখ্যাবাচক বহুব্রীহি:** দশগজি, চৌচালা, চারহাতি, তেপায়া, সেতার
- **নিপাতনে সিদ্ধ (কোনো নিয়মের অধীনে নয়) বহুব্রীহি:**
  দু দিকে অপ যার = দ্বীপ; অন্তর্গত অপ যার = অন্তরীপ; নরাকারের পশু যে = নরপশু; জীবিত থেকেও যে মৃত = জীবন্মৃত; পণ্ডিত হয়েও যে মূর্খ = পণ্ডিতমূর্খ

অব্যয়ীভাব সমাস

- **নিপাতনে সিদ্ধ :**

বেলাকে অতিক্রান্ত = উদ্বেল
বাস্তু থেকে উৎখাত = উদ্বাস্তু
প্রত্যাশাব আধিক্য = হাপিত্যেশ
সমীপ্য (নৈকট্য), বিপসা (পৌনঃ পুনিকতা) পর্যন্ত, অভাব, অনতিক্রম্যতা, সাদৃশ্য, যোগ্যতা নানা অর্থে অব্যয়ীভাব সমাস হয়।

- **বিপ্সা (পৌনঃপুনিকাত) অর্থে**

ক্ষণে ক্ষণে = অনুক্ষণ, প্রতিক্ষণ	বছর বছর = ফিবছর
রোজ রোজ = হররোজ	সনে সনে = ফি সন

- **অনতিক্রম্যতা অর্থে**

রীতিকে অতিক্রম না করে = যথারীতি
অর্থকে অতিক্রম না করে = যথার্থ

- **সাদৃশ্য অর্থে**

কথার সদৃশ = উপকথা	ভাষার সদৃশ = উপভাষা
মূর্তির সদৃশ = প্রতিমূর্তি	দানের সদৃশ = অনুদান
ধ্বনির সদৃশ = প্রতিধ্বনি	গ্রহের সদৃশ = উপগ্রহ

- **প্রাদি সমাস:** প্রবচন, অনুতাপ, প্রভাত, প্রগতি, প্রভাত, প্রবন্ধ, প্রগতি, প্রবচন
- **নিত্য সমাস:** কালসাপ, জলমাত্র, গ্রামান্তর, দেশান্তর, গ্রহান্তর, রূপান্তর, যুগান্তর, দর্শনমাত্র, স্থানান্তর, তন্মাত্র, ঘরখানা, মানুষগুলো, চিন্মাত্র

ব্যাসবাক্য মনে রাখার কৌশল

- ❑ **দ্বন্দ্ব:** ও, এবং আর থাকলে
- ❑ **কর্মধারয়:** যেই-সেই, যা-এ, যিনি-তিনি, যে-সে, সেটি থাকলে
- ❑ **তৎপুরুষ:** বিভক্তি লোপ পেলে
- ❑ **বহুব্রীহি:** যার, যাতে থাকলে
- ❑ **দ্বিগু:** সমাহার থাকলে
- ❑ **অব্যয়ীভাব:** নৈকট্য/সমীপে, কিংবা, অভাব, পর্যন্ত, সাদৃশ্য, ক্ষুদ্রতা, যোগ্যতা, অতিক্রম, পশ্চাৎ, অতিক্রান্ত থাকলে।

For Details..... এবং ব্যাসবাক্যের জন্য " অভিযাত্রী" বই দেখ।

ধাতু

- ক্রিয়াপদের মূল অংশকে বলা হয় ধাতু
- ক্রিয়াপদ থেকে ক্রিয়া বিভক্তি বাদ দিলে যা থাকে তাই ধাতু।
- **মৌলিক ধাতু:** মৌলিক ধাতুকে সিদ্ধ বা স্বয়ংসিদ্ধ ধাতুও বলা হয়।
- **বিদেশি ধাতু:** মাঙ>মাগ → হিন্দি: হের → অজ্ঞাতমূল বিদেশি ধাতু

  বিদেশি ধাতুগুলো কোনটা কী অর্থ প্রকাশ করে ?

  আঁট্ - শক্ত করে বাঁধা; **খাট্** - মেহনত করা; **চেঁচ্** - চিৎকার করা; **জম্** - ঘনীভূত হওয়া; **ঝুল্** - দোলা; **টান্** - আকর্ষণ; **টুট্** - ছিন্ন হওয়া; **ভিজ্** - সিক্ত হওয়া
- **নাম ধাতু:** মা শিশুকে **বেতাচ্ছে;** লাঠিটি **বাঁকিয়ে** ধর; সাপটি **ফোঁসাচ্ছে**
- **প্রযোজক ধাতু:** সাপুড়ে সাপ **খেলায়;** মা শিশুকে চাঁদ **দেখায়**
- **কর্মবাচ্যের ধাতু:** কাজটি ভাল **দেখায়** না; যা কিছু **হারায়** গিন্নী বলে কেষ্টা বেটাই চোর।
- **যৌগিক বা সংযোগমূলক ধাতু:** আমরা তাজমহল **দর্শন করলাম;** এখন **গোল্লায় যাও;** তোমাকে দেখে বিশেষ **প্রীত হলাম;** মাথা **ঝিমঝিম করছে; ঝমঝম করে বৃষ্টি পড়ছে;** এখনও **সাবধান হও,** নতুবা আখের খারাপ হবে

- ☞ **অসম্পূর্ণ ধাতু:** অসম্পূর্ণ ধাতু আছে ৫ টি। আ, আছ, নহ, বট , থাক।
- ☞ ধাতুর 'গণ' শব্দের অর্থ 'শ্রেণি'।
- ☞ ধাতুর গণ ২০টি।

অভিযাত্রী BCS বইটি পড়ুন। নিজেকে এগিয়ে রাখুন। মিথ্যা বলছি না... একবার পড়েই দেখুন।

www.preparationsbd.com

প্রকৃতি ও প্রত্যয়

- প্রকৃতি = প্র+√কৃ+তি ও প্রত্যয় = প্রতি+√ই+অ ।
- অপশ্রুতি তিন ভাবে সংঘটিত হয় । যথা গুণ, বৃদ্ধি, সম্প্রসারণ ।

বাংলা বা খাঁটি বাংলা কৃৎ প্রত্যয়

নাচন=√নাচ্+অন	ফুটন্ত=√ফুট্+অন্ত
রাখাল=√রাখ্+আল	চলন্ত=√চল্+অন্ত
ঝুলন্ত=√ঝুল্+অন্ত	মোড়ক=√মুড়্+অক
খেলনা=√খেল্+অনা	কান্না=√কাঁদ্+না
কাঁদন=√কাঁদ্+অন	দুলনা/দোলনা=√দুল্+অনা
ফাঁসি=√ফাঁস্+ই	ছুটি=√ছুট্+ই
পূজারী=√পূজ্+আরী	

নিপাতনে সিদ্ধ কৃৎপ্রত্যয়: বুদ্ধি=√বুধ্+ক্তি; শক্তি=√শক্+ক্তি; গীতি=√গৈ+ক্তি; সিদ্ধি=√সিধ্+ক্তি

বাংলা তদ্ধিত প্রত্যয়

ডিঙা = ডিঙি + আ	বাঘা = বাঘ + আ
চোরাই = চোর + আই	বাঙ্গলা = বঙ্গ + আল
বেনারসি = বেনারস + ই	ভণ্ডামি = ভণ্ড + আমি
সোনালি = সোনা + আলি	লাঠিয়াল = লাঠি + আল
শাঁখারি = শাঁখ + আরি	বেলে = বেল + ইয়া
পাথুরে = পাথর + ইয়া	শহুরে = শহর + ইয়া
সেকালে = সেকাল + ইয়া	একুশে = একুশ + ইয়া
জেলে = জাল + ইয়া	মেটে = মাটি + ইয়া
একালে = একাল + ইয়া	মেঘলা = মেঘ + লা
জমাট = জমা + ট	ভরাট = ভরা + ট
ক্ষ্যাপাটে = ক্ষ্যাপা + টিয়া	ঘোলাটে = ঘোলা + টিয়া

নিপাতনে সিদ্ধ তদ্ধিত প্রত্যয়:
সৌর = সূর্য+ষ্ণ

অপত্যার্থ প্রত্যয়: পুত্র, কন্যা বা বংশধর বোঝাতে কতকগুলো প্রত্যয় ব্যবহৃত হয় । এ-সব প্রত্যয়কে অপত্যার্থ (অপত্য + অর্থ = অপত্যার্থ) প্রত্যয় বলা হয় । যথা –

যদু + অ = যাদব	মনু + অ = মানব
রঘু + অ = রাঘব	দনু + অ = দানব
দ্বীপ + আয়ন = দ্বৈপায়ন	বদর + আয়ন = বদরায়ণ
দশরথ + ই = দাশরথি	রাবণ + ই = রাবণি
সুমিত্রা + ই = সৌমিত্রি	ভগিনী + এয় = ভাগিনেয়
বিমাতৃ + এয় = বৈমাত্রেয়	দিতি + য = দৈত্য
অদিতি + য = আদিত্য	চণক + য = চাণক্য
অর্জুন + ই = আর্জুনি	

হিন্দি(৫টি): ওয়ালা, ওয়ান, আনা, পনা, সা ।

বাকি ৫টি ফারসি: গর, দার, বাজ, বন্দি, সই

<u>গুরুত্বপূর্ণ প্রকৃতি ও প্রত্যয়</u>
কতিপয় কৃৎ প্রত্যয়

অগ্র=√অগ + র	অগ্রণী=√অগ্র + নি
আগামী=√আ + গম + ইন	আসান=√আস্ + অন
অনুচর=√অনু + চর	আটুনি=√আট + অনি
ইন্দ্রজিত=√ইন্দ্র + জি + দ্বিপ	ইচ্ছা=√ইষ + অ + দ্বিপ
ঈশ্বর=√ঈশ + বর	উদ্ভিদ=√উৎ + ভিদ
উক্তি=√বচ্ + তি	উড়ান=√উড় + আন
কর্তব্য=√কৃ + তব্য	কারক=√কৃ + ণক/অক
কৃষক=√কৃষ + অক	খোঁজ=√খুঁজ + আ
খ্যাতি=√খ্যা + তি	খেকো=√খা +উকা+খাইকা>খেকো
চরিত্র=√ চর + ইত্র	
চিরুনী=√চির্+উনি=চিরনী>চিরুনী	চিন্ময়=√চিৎ + ময়

ছটফটে=√ছটফট+ইয়া= ছটফাটিয়া >ছটফটে	
ছটফটানি=√ছটফট + আনি	ছাঁটাই=√ছাঁট + আই
ছুটি=√ছুট +ই	জ্যান্ত=√জি + অন্ত
জীবন্ত=√জীব + অন্ত	জয়=√জি + অল
ঝড়ো=√ঝড় + উয়া > ও	ডাকু=√ডাক্ + উ
ডাকাত=√ডাক্+আইত=ডাকাইত> ডাকাত	
ডুবুরী=√ডুব্ + উরী	দর্শন=√দৃশ + অনট
দর্শনীয়=√দৃশ +অনীয়	দিশারী=√দিশ্ + আরী
দুগ্ধ=√দুহ + ক্ত	দোলনা=√দুল্ + অনা
ধোয়া/ধূনা=√ধুন + আ	ধুনুরী=√ ধুন + উরী
নেতা=√নী + তৃচ্	নিড়ানি=√নিড় + আনি
নর্তক=√নৃৎ + অক	ফিরতা=√ফির + তা
বক্তব্য=√বচ্ +তব্য	বক্তা=√বচ্ + তৃচ (তা)
বর্ষণ=√বৃষ + অন	ভয়=√ভি + অল
ভিক্ষা=√ভিক্ষা + আ	ভীরু=√ভী + রু
ভোজন=√ভুজ + অন	ভিখারী=√ভিখ + আরী
মড়ক=√মড় + অক	মোড়ক=√মুড় + অক
মুক্ত=√মুচ্ + ত	মুক্তি=√মুচ্ + তি
রান্না=√রাধ + না	রাখাল=√রাখ্ + আল
লেখক=√লিখ্ + অক	শয়ন=√শে + অনট
শুনানী=√শুন + আনী	সিক্ত=√সিচ্ + ক্ত/ত
হাসি=√হাস + ই	হিংসা=√হিংস + অ + অ

কতিপয় তদ্ধিত প্রত্যয়

অগ্রিম=অগ্র + ইম	অন্তিম=অন্তি + ইম
অন্ত্য=অন্ত + য	আদুরে=আদর+ইয়া=আদরিয়া> আদুরে
আলস্য=অলস +য	এঁটেল=আ+ল=আঁটাল>এঁটেল
একদা=এক + দা	একলা=এক + লা
একুশ=একুশ +এ	ঐতিহাসিক=ইতিহাস + ষ্ণিক
ঐচ্ছিক=ইচ্ছা +এক	ওকালতি=ওকালত + ই
ওস্তাদী=ওস্তাদ + ঈ	কাঁসারী=কাঁসা + আরী
কারিগর=কারি + গর	কুলীন=কুল + ঈন
কেজো=কাজ+উয়া=কাজুয়া>কেজো	কর্কশ=কর্ক + শ
গুণবান=গুণ + বান	গরিমা=গুরু + ইমন
গরবিনী=গরব + ঈনী	গাড়োয়ান=গাড়ি + ওয়ান
গেঁয়ো=গাঁ + ইয়া > ও	গেছো=গাছ+উয়া> গাছুয়া>গেছো
গোলাপী=গোলাপ + ঈ	গোয়াল=গোয়াল + আ
গ্রাম্য=গ্রাম + ষ্ণ্য	গ্রামীণ=গ্রাম + ঈন
ঘরামি=ঘর + আমি	ঘোলাটে=ঘোলা + টে
ঘটকালি=ঘটক + আলি	চাকরি=চাকর + ই
চাকুরে=চাকর + ইয়া = চাকরিয়া >চাকুরে	
চলচ্চিত্র=চলৎ + চিত্র	চামার=চম । + আর
চামড়া=চাম্ + ড়া	চাটাই=চাটা + আই
চাঁদপানা=চাঁদ + পানা	চালাকি=চালক + ই
চোরাই=চোর + আই	চোরামি=চোর + আমি
ছাউনি=ছা + উনি	ছাতি=ছাতা + ই
ছাত্র=ছত্র + অ	ছাপাখানা=ছাপা + খানা
ছেলেমি=ছেলে + আমি	জনৈক=জন + এক
জমাট=জমা + ট	জলীয়=জল + ঈয়
জটিল=জটা + ইল	জনতা=জন + তা
জেলে=জাল+ইয়া=জালিয়া>জেলে	জটলা=জট + লা
জমিদার=জমি + দার	জলময়=জল + ময়
জেলখানা=জেল + খানা	ঝাঁপসা=ঝাঁপ + সা
ঝগড়াটে=ঝগড়া +টে	ঝাড়ুদার=ঝাড়ু + দার
টেকো=টাক+উয়া=টাকুয়া>টেকো	ডাক্তারী=ডাক্তার + ঈ
ডিঙা=ডিঙি + আ	ঢালু=ঢাল + উ
ঢাকাই=ঢাকা + আই	ঢুলি=ঢোল + ই
তারুণ্য=তরুণ + য	তক্তা=তক্ত + আ

www.preparationsbd.com

তবলচি=তবল + চি	তামাটে=তামা + টে
তরল=তৃ + অল	দাপট=দাপ + ট
দাগী=দাগ + ঈ	দাঁতাল=দাঁত + আল
দার্শনিক=দর্শন + ষ্ণিক	দারোয়ান=দ্বার > দার +ওয়ান
দৈত্য=দিতি + ষ্ণ	দাঙ্গাবাজ=দাঙ্গা + বাজ
দেনাদার=দেনা + দার	দেশী=দেশ + ঈ
দুষ্টামী=দুষ্ট + আমি	দৈনিক=দিন + ষ্ণিক
দয়ালু=দয়া + আলু	ধীমান=ধী + মতুপ
ধার্মিক=ধর্ম + ষ্ণিক	ধোঁয়াটে= ধোঁয়া +টে
ধৈর্য=ধীর + ষ্ণ্য	ধোকাবাজ=ধোকা + বাজ
নাবিক=নৌ + ষ্ণিক	নবীন=নব + নীন/ ইন
নীলিমা=নীল + ইমন	নকলনবীশ=নকল + নবীশ
পথিক=পথ +ষ্ণিক	পশমী=পশম + ঈ
পার্থিব=পৃথিবী + ষ্ণ	পাঠ্য=পাঠ + ষ্ণ্য
পাগলামি=পাগল + আমি	পূজারী=পূজা +আরী
পানতা=পানি + তা	পানসা=পানি + সা
পাথুরে=পাথর+ইয়া=পাথুরিয়া >পাথুরে	ফুলদানি=ফুল + দানি
ফেনিল=ফেন + ইল	বার্ষিক=বর্ষ + ষ্ণিক
বড়াই=বড় + আই	বাঘা=বাঘ + আ
বৎসল=বৎস + ল	বাঁশি=বাঁশ + ই
বাঁশরী=বাঁশ + উরী	বাবুগিরি=বাবু + গিরি
বাদামী=বাদাম + ঈ	বাগিচা=বাগ + চা
বাঙ্গালী=বাঙ্গাল + ঈ	বাবুয়ানা=বাবু + আনা
বেগুনে=বেগুন+ইয়া+বেগুনিয়া>বেগুন	বেঙাচী=বেঙ + আচি
বাংলাদেশী=বাংলাদেশ + ঈ	বৈজ্ঞানিক=বিজ্ঞান + ষ্ণিক
বোকামী=বোকা + আমি	বোমারু=বোমা + আরু
ভদ্রতা=ভদ্র + তা	
ভাড়াটে=ভাড়া +টিয়া= ভাড়াটিয়া> ভাড়াটে	
ভাতুড়ে=ভাত +উড়িয়া = ভাতুরিয়া> ভাতুড়ে	
ভৌগোলিক=ভূগোল + ষ্ণিক	মশারী=মশা + আরী
মলাট=মলা + ট	মাথাল=মাথা + ল
মানব=মনু + ষ্ণ	মামলাবাজ=মামলা + বাজ
মেঠো=মাঠ+উয়া=মাঠুয়া> মেঠো	মেছো=মাছ+উয়া=মাছুয়া>মেছো
মৃন্ময়=মৃৎ + ময়	মিথ্যুক=মিথ্যা + উক
মিতালি=মিতা + আলি	মিঠাই=মিঠা + আই
মেঘলা=মেঘ + লা	মেধাবী=মেধা + বিন
মোগলাই=মোগল + আই	যৌবন=যুব + ষ্ণ
রেশমী=রেশম + ঈ	রোগা=রোগ + আ
লাজুক=লাজ + উক	লালচে=লাল + চে
লাঠিয়াল=লাঠি + আল	
লেঠেল=লাঠি+আল=লাঠিয়াল>লেঠেল	লৌকিক=লোক + ষ্ণিক
শহুরে=শহর+ইয়া=শহরিয়া>শহুরে	শাঁখারী=শাঁখা + আরী
শিক্ষক=শিক্ষা + অক	শৈশব=শিশু + ষ্ণ
সাহায্য= সহায় + য	সওদাগর=সওদা + গর
সাপুড়িয়া,সাপুড়ে=সাপ+উরিয়া>উড়ে	সাহিত্যিক=সাহিত্য +ষ্ণিক
সাঁতারু=সাঁতার + আরু	সাধুতা=সাধু + তা
সাপ্তাহিক=সপ্তাহ + ষ্ণিক	সাংবাদিক=সংবাদ + ষ্ণিক
সেকেলে=সে+কালিয়া=সেকালিয়া >সেকেলে	
সূর্য=সুর + য	সৌর=সূর্য + ষ্ণ
সৌন্দর্য=সুন্দর + ষ্ণ	সেলামী=সেলাম + ঈ
সেবাইত=সেবা + আইত	হলদে=হলুদ+ইয়া=হলুদিয়া>হলদে
হাতুড়ে=হাত+উড়িয়া= হাঁতুড়িয়া>হাতুড়ে	
হাঁটুরে=হাঁট+উড়িয়া+হাঁটুড়িয়া>হাঁটুরে	
হাতল=হাত + অল	হস্তী=হস্ত + ঈ
হিমেল=হিম + এল	হিসাবী=হিসাব + ঈ

অভিযাত্রীর ATM বইটি থেকে ৪০তম BCS পরীক্ষায় বিরচন অংশের ৯টি থেকে হুবহু ৯টি প্রশ্নই কমন পড়েছে ।

পদ প্রকরণ

- ➢ পদ, পদ প্রকরণ → শব্দতত্ত্বে। পদক্রম, পদ পরিবর্তন → বাক্যতত্ত্বে।
- ➢ পদ প্রধানত বা মূলত ২ প্রকার কিন্তু মোট ৫ প্রকার

বিশেষ্য

- ♦ **জাতিবাচক বিশেষ্য:** মানুষ, বাঙালি, গরু, মাছ, পাখি, গাছ, পর্বত, পাহাড়, নদী, ইংরেজ, হিন্দু, মুসলমান ।
- ♦ **সমষ্টিবাচক বিশেষ্য:** সভা, জনতা, সমিতি, পঞ্চায়েত, মাহফিল, ঝাঁক, বহর(দল), বাহিনী, পরিবার, মিছিল, শ্রেণি, সংসদ, সমাজ ।
- ♦ **ভাববাচক বিশেষ্য:** আগমন, গমন, শয়ন, দর্শন, ভোজন.... করা, চলা, বলা, পড়া ।
- ♦ **গুণবাচক বিশেষ্য:** বীরত্ব, তারুণ্য, সৌন্দর্য, মধুরতা, তারল্য, তিক্ততা, যৌবন, সৌরভ, স্বাস্থ্য, যৌবন, সুখ, দুঃখ, সততা, ভদ্রতা, কুলিন ।

বিশেষণ

বিশেষ্যের বিশেষণ: নীল আকাশ; **সুস্থ-সবল** দেহকে কে না ভালবাসে?
সর্বনামের বিশেষণ: সে **ভাল**; সে **রূপবান ও গুণবান**

➢ **নাম বিশেষণের প্রকার ভেদ:**

ক. রূপ বা বৈশিষ্ট্য	: **নীল** আকাশ, **সবুজ** মাঠ, **কাল** মেঘ, **কালো** পোশাক ।
খ. গুণবাচক	: **চৌকস** লোক, **দক্ষ** কারিগর, **ঠাণ্ডা** হাওয়া, **সৎ** লোক ।
গ. অবস্থাবাচক	: **তাজা** মাছ, **রোগা** ছেলে, **খোঁড়া** পা, **মুমূর্ষু** রোগী ।
ঘ. সংখ্যাবাচক	: **হাজার** লোক, **দশ** দশা, **শ** টাকা, **দুই** জন লোক ।
ঙ. ক্রমবাচক	: **দশম** শ্রেণি, **সত্তর** পৃষ্ঠা, **প্রথমা** কন্যা ।
চ. পরিমাণবাচক	: **বিঘাটেক** জমি, **পাঁচ শতাংশ** ভূমি, **হাজার টনী** জাহাজ, **এক কেজি** চাল, **দু কিলোমিটার** রাস্তা ।
ছ. অংশবাচক	: **অর্ধেক** সম্পত্তি, **ষোল আনা** দখল, **সিকি** পথ ।
জ. উপাদানবাচক	: **বেলে** মাটি, **মেটে** কলসী, **পাথুরে** মূর্তি, **স্বর্ণময়** পাত্র ।
ঝ. প্রশ্নবাচক	: **কত দূর** পথ? **কেমন** অবস্থা? **কেমন** মানুষ?
ঞ. নির্দিষ্টতাজ্ঞাপক	: **এই** লোক, **সেই** ছেলে, **ছাব্বিশে** মার্চ ।

ক্রিয়া বিশেষণ: ধীরে ধীরে বায়ু বয়; **পরে** এক বার এসো; রকেট **দ্রুত** চলে; কারা যেন **গুনগুনিয়ে** গান গাচ্ছিল; ছেলেটা **জোরে** চিৎকার করে উঠল; ভদ্রলোক **ভেবে চিন্তে** কাজ করেন; আমরা **ভয়ে ভয়ে** এগোচ্ছিলাম; আমরা **পাহাড়ের ওপরে উঠতে উঠতে** সূর্যাস্ত দেখছিলাম; **টিপ টিপ** (করে) বৃষ্টি পড়ছে; আমরা **নির্ভয়ে** গুহায় ঢুকলাম; কাজটা **ভালোভাবে** সম্পন্ন হয়েছে; লোকটা **হনহন** করে হাঁটছে; টাকাটা **ধার করে** এনেছি ।

- ♦ **বিশেষণীয় বিশেষণ: সামান্য** একটু দুধ দাও। এ ব্যাপারে সে **অতিশয়** দুঃখিত; রকেট **অতি** দ্রুত চলে ।
- ♦ **অব্যয়ের বিশেষণ: ধিক্** তারে, **শত ধিক্** নির্লজ্জ যে জন ।
- ♦ **বাক্যের বিশেষণ: দুর্ভাগ্যক্রমে** দেশ আবার নানা সমস্যাজালে আবদ্ধ হয়ে পড়েছে; **বাস্তবিকই** আজ আমাদেরও কঠিন পরিশ্রমের প্রয়োজন ।

✦ **একই পদের বিশেষ্য ও বিশেষণ রূপে প্রয়োগ:**

→ বাংলা ভাষায় একই পদে বিশেষ্য ও বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হতে পারে। যেমন-

ভাল	: বিশেষণরূপে- **ভাল** বাড়ি পাওয়া কঠিন । রহিম **ভাল** ছেলে । বিশেষ্যরূপে- আপন **ভাল** সবাই চায় ।
মন্দ	: বিশেষণরূপে- **মন্দ** কথা বলতে নেই । বিশেষ্যরূপে- এখানে কী **মন্দ**টা তুমি দেখলে ?
পুণ্য	: বিশেষণরূপে-তোমার এ **পুণ্য** প্রচেষ্টা সফল । বিশেষ্যরূপে- **পুণ্যে** মতি হোক ।
নিশীথ	: বিশেষণরূপে-**নিশীথ** রাতে বাজছে বাঁশি । বিশেষ্যরূপে-গভীর **নিশীথে** প্রকৃতি থাকে সুপ্ত ।
শীত	: বিশেষণরূপে-**শীতকালে** কুয়াশা পড়ে । বিশেষ্যরূপে-**শীতের** সকালে চারিদিকে কুয়াশার অন্ধকার ।
সত্য	: বিশেষণরূপে-**সত্য** পথে থেকে **সত্য** কথা বলে । বিশেষ্যরূপে- এ এক বিরাট **সত্য** ।
ঠাণ্ডা	: বিশেষণরূপে-**ঠাণ্ডা** দুধটুকু খেয়ে নাও । বিশেষ্যরূপে- সে বেশি **ঠাণ্ডা** সইতে পারে না ।

নির্ধারক বিশেষণ

১. **রাশি রাশি ভারা ভারা** ধান ।
২. **লাল লাল** কৃষ্ণচূড়ায় গাছ ভরে আছে ।

www.preparationsbd.com

৩. নববর্ষ উপলক্ষ্যে **ঘরে ঘরে** সাড়া পড়ে গেছে।
৪. এত **ছোট ছোট** উত্তর লিখলে হবে না, ইত্যাদি।

সর্বনাম পদ

- **যারা** দেশের ডাকে সাড়া দিতে পারে,**তারাই** তো সত্যিকারের পুরুষ। ধান ভানতে **যারা** শিবের গীত গায়, **তারা** স্থির লক্ষ্যে পৌছাতে পারে না।
- **সামীপ্যবাচক সর্বনাম:** এ, এই, এরা, ইহারা, ইনি
- **সাকল্যবাচক সর্বনাম:** সব, সকল, সমুদয়, তাবৎ।
- **ব্যতিহারিক সর্বনাম:** আপনা আপনি, নিজে নিজে, আপসে, পরস্পর।
- **সাপেক্ষ সর্বনাম: যত** চাও **তত** লও; **যত** চেষ্টা করবে **ততই** সাফল্যের সম্ভাবনা; **যত** বড় মুখ নয় **তত** বড় কথা; **যত** গর্জে **তত** বর্ষে না; **যেই** কথা **সেই** কাজ।

অব্যয়

- **অব্যয় শব্দ তিন প্রকার কিন্তু অব্যয় পদ চার প্রকার:**
- **সংযোজক অব্যয়:** তিনি সৎ, **তাই** সকলেই তাঁকে শ্রদ্ধা করে সংযোজক অব্যয়গুলো হল– এবং, ও, আর, তথা, তাই, অধিকন্তু, সুতরাং
- **বিয়োজক অব্যয়:** 'মন্ত্রের সাধন **কিংবা** শরীর পাতন'; আমরা চেষ্টা করেছি বটে, **কিন্তু** কৃতকার্য হতে পারি নি
- **সংকোচক অব্যয়:** তিনি বিদ্বান **অথচ** সৎ ব্যক্তি নন। পলাশ ফুল দেখতে সুন্দর বটে **কিন্তু** গন্ধ নাই। **বরং** না খেয়ে থাকব তবুও ভিক্ষা করব না। তিনি একজন মহৎ লোক **কিন্তু** বদমেজাজী।
- **অনন্বয়ী অব্যয়:**

ক. উচ্ছ্বাস প্রকাশে : **মরি মরি!** কী সুন্দর প্রভাতের রূপ!
খ. স্বীকৃতি বা অস্বীকৃতি জ্ঞাপনে : **হ্যাঁ,** আমি যাব। **না,** আমি যাব না।
গ. সম্মতি প্রকাশে : আমি আজ **আলবত** যাব। **নিশ্চয়ই** পারব।
ঘ. অনুমোদন বাচকতায় : আপনি যখন বলেছেন, **বেশ তো** আমি যাব।
ঙ. সমর্থন সূচক জবাবে: **আপনি** যা জানেন তা তো ঠিকই বটে।
চ. যন্ত্রণা প্রকাশে: **উঃ!** পায়ে বড্ড লেগেছে। **নাঃ!** এ কষ্ট অসহ্য।
ছ. ঘৃণা বা বিরক্তিপ্রকাশে: **ছি ছি,** তুমি এত নীচ। **কী আপদ!** লোকটা যে পিছু ছাড়ে না।
জ. সম্বোধনে: **ওগো** আজ তোরা যাস নে ঘরের বাহিরে
ঝ. সম্ভাবনায়: 'সংশয়ে সংকল্প সদা টলে **পাছে** লোকে কিছু বলে।'

ঞ. বাক্যালংকার অব্যয়: কয়েকটি অব্যয় শব্দ নিরর্থক ভাবে ব্যবহৃত হয়ে বাক্যের শোভাবর্ধন করে, এদের বাক্যালংকার অব্যয় বলে। যেমন-
কত না হারানো স্মৃতি জাগে আজও মনে। **'হায়রে** ভাগ্য, **হায়রে** লজ্জা, কোথায় সভা, কোথায় সজ্জা।' এক **যে** ছিল রাজা। তুমি **তো** ভারি বোকা। দোয়েল কোয়েল গানের বিরাম জানে না **কো**।– রবীন্দ্রনাথ

► **বাক্যে 'না' বা 'নে' অব্যয়ের ব্যবহার। অর্থাৎ না এবং নে কোথায় কোথায় অব্যয়পদ হবে.....**

০১. সমাপিকা ক্রিয়ার পরে বসে। যথা – আমি যাব না। আমি ভাত খাই নে, রুটি খাই।
০২. অসমাপিকা ক্রিয়ার পূর্বে বসে। যথা– না চাইতে দানের কোনো মর্যাদা নেই।
০৩. বিশেষণীয় বিশেষণ রূপে বিশেষণের পূর্বে বসে। যেমন– না ভাল, না মন্দ।
০৪. 'যদি' দিয়ে বাক্য আরম্ভ করলে 'না' সমাপিকা ক্রিয়ার পূর্বে বসে। যেমন: তুমি যদি আজ না যাও, তা হলে খুবই ক্ষতি হবে।

ক্রিয়া পদ

- **সমধাতুজ কর্মের ক্রিয়া:** বেশ এক **ঘুম ঘুমিয়েছি;** এমন সুখের **মরণ** কে **মরতে** পারে ? আর মায়া**কান্না কেঁদো** না গো বাপু। আর কত **খেলা খেলবে।**
- **প্রযোজক ক্রিয়া:** সাপুড়ে সাপ **খেলায়;** মা শিশুকে চাঁদ **দেখায়।**
- **যৌগিক ক্রিয়া:** আমি বই **পড়ে ঘুমাব;** ঘটনাটি **শুনে রাখ**।
- **মিশ্র ক্রিয়া:** আমরা তাজমহল **দর্শন করলাম;** এখন **গোল্লায় যাও;** তোমাকে দেখে বিশেষ **প্রীত হলাম;** মাথা **ঝিমঝিম করছে; ঝমঝম করে বৃষ্টি পড়ছে।** এখনও **সাবধান হও,** নতুবা আখের খারাপ হবে

পদ পরিবর্তন

বিশেষ্য	বিশেষণ	বিশেষণ	বিশেষ্য
স্ত্রী	স্ত্রৈণ	হ্রস্ব	হ্রাস
পুর	পৌর	শূর	শৌর্য
সূর্য	সৌর	দীর্ঘ	দৈর্ঘ্য
খেদ	খিন্ন	দুরাত্মা	দৌরাত্ম্য

বিশেষ্য	বিশেষণ	বিশেষণ	বিশেষ্য
ফেন	ফেনিল	মহৎ	মহত্ত্ব, মহিমা
বপন	উপ্ত	সুজন	সৌজন্য
পংক্তি	পাংক্তেয়	মধুর	মাধুর্য, মাধুরী, মধুরতা, মধুরিমা, মধুরত্ব
আদি	আদ্য, আদিম	মহৎ	মহিমা, মহত্ত্ব
প্রতীচী	প্রতীচ্য	বিদগ্ধ	বৈদগ্ধ্য
প্রাচী	প্রাচ্য	সুকুমার	সৌকুমার্য
পঙ্ক	পঙ্কিল	আভ্যন্তরীণ	অভ্যন্তর
ঋষি	আর্য	উচিত	ঔচিত্য
অনুবাদ	অনূদিত	কুমার	কৌমার্য
গ্রন্থ	গ্রন্থিত	কৃপণ	কৃপণতা, কার্পণ্য
কণ্ঠ	কণ্ঠ্য	দরিদ্র	দারিদ্র, দরিদ্রতা
জন্ম	জাত	সুষ্ঠু	সুষ্ঠুতা, সৌষ্ঠব
ভূত	ভুতুড়ে, ভৌতিক	উচিত	ঔচিত্য
সন্ধ্যা	সান্ধ্য	প্রিয়	প্রীতি, প্রেম
সেচন	সিক্ত	গুরু	গুরুত্ব, গৌরব, গরিমা
প্রাচী	প্রাচ্য	ঋজু	ঋজুতা, আর্জব
পা	পেয়	বহু	ভূমা
দেব	দৈব	শীত	শৈত্য
পঙ্ক	পঙ্কিল	সুন্দর	সৌন্দর্য
বন	বুনো, বন্য	দীর্ঘ	দৈর্ঘ্য, দ্রাঘিমা
ভোজন	ভুক্ত	মন্দ	মান্দ্য
বাক	বাগীশ	বিকার	বিকৃত
লয়	লীন	পরিবর্তন	পরিবর্তিত
ধূসর	ধূসরিত	শোভা	শোভিত
শিক্ষা	শিক্ষিত	প্রচলন	প্রচলিত

ক্রিয়ার কাল

✓ **নিত্যবৃত্ত বর্তমান:** বর্তমানের অভ্যাস বা চিরন্তন সত্য বুঝালে তাকে নিত্যবৃত্ত বর্তমান বলে।

১. **চিরন্তন সত্য** ⟶ যা নিত্যবৃত্ত বর্তমান
যেমন:সূর্য পূর্ব দিকে উদিত হয়।
২. **বর্তমানের অভ্যাস**⟶ যা নিত্যবৃত্ত বর্তমান
যেমন: আমি রোজ সকালে হাঁটি, তিনি রোজ দশটায় অফিসে যান।
অনিশ্চয়তা প্রকাশে: কে জানে দেশে আবার দুর্ভিক্ষ হবে কি না।
ঐতিহাসিক বর্তমান : বাবরের মৃত্যুর পর হুমায়ুন দিল্লীর সিংহাসনে বসেন।
৩. **কাব্যের ভণিতায় :** মহাভারতের কথা অমৃত সমান, কাশীরাম দাস ভনে শুনে পুণ্যবান।

নিত্যবৃত্ত অতীত- যে ক্রিয়া আগে সচরাচর ঘটত, অথবা অতীতে যে কাজের অভ্যাস ছিল তার কালকে নিত্যবৃত্ত অতীত কাল বলে। যেমন- আমি কাজটি করতাম।
১. অতীতের অভ্যাস
২. পৃথিবীতে অসম্ভব বলে যা আছে। যেমন- অসম্ভব চিন্তা, কল্পনা, কাজ।
৩. যত unreal contional sentence (বাস্তবিক অসম্ভব বাক্য) রয়েছে।

➡ **নিত্যবৃত্ত অতীতের ব্যবহার :**

১. অসম্ভব কল্পনায় : সাতাশ হত যদি একশ সাতাশ।
২ সম্ভাবনা প্রকাশে : তুমি যদি যেতে, তবে ভালই হত।
৩. কামনা প্রকাশে : আজ যদি সুমন আসত, কেমন মজা হত।

❑ কোন বাক্যে যদি, যখন, যেন থাকলে⟶ ক্রিয়াপদ যদি বর্তমান বা ভবিষ্যৎ কালে হয় তবে বাক্যটি হবে নিত্যবৃত্ত বর্তমান। ক্রিয়াপদ যদি অতীত কালের হয় তবে বাক্যে হবে নিত্যবৃত্ত অতীত কাল।
১. আজ যদি ও আসে (বর্তমান) তবে অনেক মজা হবে। (ভবিষ্যৎ)
২. আজ যদি ও আসত (অতীত) তবে অনেক মজা হত। (অতীত)
❑ কোন বাক্যে নেই, নাই, নি থাকলে বাক্যের ক্রিয়া যেই কালেরই হোক না কেন বাক্যটি হবে সাধারণ বর্তমান কাল। যেমন: তিনি গতকাল বাড়ি আসেনি।

www.preparationsbd.com

ক্রিয়ার ভাব

✦ **অনুজ্ঞা ভাবঃ**

ক) আদেশাত্মক : বর্তমান কালেঃ আমটা খাও।
ভবিষ্যৎ কালে : কাল দেখা হবে।
খ) নিষেধাত্মক: বর্তমান কালে : অন্যায় কাজ করো না।
ভবিষ্যৎ কালে : মিথ্যা বলবে না।
গ) অনুরোধসূচক: বর্তমান কালেঃ ছাতাটা দিন তো ভাই।
ভবিষ্যৎ কালেঃ আপনারা আসবেন।
ঘ) উপদেশাত্মক: বর্তমান কালেঃ মানুষ হও।
ভবিষ্যৎ কালেঃ স্বাস্থ্যের প্রতি দৃষ্টি রেখো।

ক. বর্তমান কাল

১. আদেশ : কাজটি করে ফেল। তোমরা এখন যাও।
২. উপদেশ : সত্যকথা গোপন করো না।
: কড়া রোদে ঘোরাফেরা করিস না।
: পাতিস নে শিলাতলে পদ্মপাতা।
৩. অনুরোধ : আমার কাজটা এখন কর।
: অঙ্কটা বুঝিয়ে দাও না।
৪. প্রার্থনা : আমার দরখাস্তটা পড়ুন।
৫. অভিশাপ : মর, পাপিষ্ঠ।

খ. ভবিষ্যৎ কালের অনুজ্ঞা

১. আদেশে : সদা সত্য কথা বলবে।
২. সম্ভাবনায় : চেষ্টা কর, সবই বুঝতে পারবে।
৩. বিধান অর্থে : রোগ হলে ওষুধ খাবে।
৪. অনুরোধ : কাল এক বার এসো (বা আসিও বা আসিবে)

সাপেক্ষ ভাবঃ

ক) সম্ভাবনায়: তিনি ফিরে এলে সব কিছুর মীমাংসা হবে। যদি সে পড়ত তবে পাশ করত।
খ) উদ্দেশ্য বোঝাতে: ভাল করে পড়লে সফল হবে।
গ) ইচ্ছা বা কামনায়: আজ বাবা বেঁচে থাকলে আমার এত কষ্ট হত না।

আকাঙ্ক্ষক ভাবঃ

সে যাক। যা হয় হোক। সে একটু হাসুক। বৃষ্টি আসে আসুক। তার মঙ্গল হোক।

কারক

এ **জমিতে** সোনা ফলে। – অধিকরণে ৭মী
কপালের লেখা না যায় খণ্ডন। অধিকরণে ৬ষ্ঠী
গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল। – অধিকরণে ৭মী
গগনে গরজে মেঘ ঘন বর্ষা। – অধিকরণে ৭মী
পাতায় পাতায় পড়ে নিশির শিশির। – অধিকরণে ৭মী
বন্যেরা **বনে** সুন্দর শিশুরা মাতৃক্রোড়ে। – অধিকরণে ৭মী
বোঁটা আলগা ফল **গাছে** থাকে না। – অপাদান ৭মী
মনেতে আগুন জ্বলে চোখে কেন জ্বলে না – অধিকরণে ৭মী
সর্বাঙ্গে ব্যথা ঔষধ দিব কোথা। – অধিকরণে ৭মী
শিশুগণ দেয় মন নিজ নিজ **পাঠে**। – অধিকরণে ৭মী
পৃথিবীতে সাতটি মহাসমুদ্র আছে।– অধিকরণে ৭মী
মন বসে না **পড়ার টেবিলে**। – অধিকরণে ৭মী
পড়াতে তার মন বসে না। – অধিকরণে ৭মী
বসন্তে কোকিল ডাকে। – অধিকরণে ৭মী
রাতে মশা **দিনে** মাছি, এই নিয়ে **ঢাকায়** আছি। – অধিকরণে ৭মী
শরতে ধরাতল শিশিরে ঝলমল। – অধিকরণে ৭মী
হৃদয় আমার নাচেরে **আজিকে**। – অধিকরণে ২য়া
তিরিশ বছর ভিজায়ে রেখেছি দুই নয়নের জলে।–অধিকরণে শূন্য
প্রভাতে উঠিল রবি লোহিত বরণ।– অধিকরণে ৭মী
অন্তরা **অংকে** ভালো কিন্তু **ব্যাকরণে** কাঁচা। – অধিকরণে ৭মী
আমাদের সেনারা **সাহসে** দুর্জয়, **যুদ্ধে** অপরাজেয়।– অধিকরণে ৭মী
সূর্যোদয়ে অন্ধকার দূরীভূত হয়।– অধিকরণে ৭মী
তাপে বরফ গলিত হয়। – অধিকরণে ৭মী
কান্নায় শোক মন্দীভূত হয়। – অধিকরণে ৭মী
শুক্তি থেকে মুক্তো মেলে। – অপাদানে ৫মী
খেজুর রসে গুড় হয়। – অপাদানে ৭মী
টাকায় টাকা হয়। – অপাদানে ৭মী
লোকমুখে এ কথা শুনেছি। অর্থাৎ লোকমুখ থেকে কথা গুলো তৈরি হয়েছে।–অপাদানে ৭মী
কত **ধানে** কত চাল তা আমি জানি।– অপাদানে ৭মী
জলে বাষ্প হয়। – অপাদানে ৭মী
ধানেতে তৈরি হয় মুড়ি চিড়ে খই। – অপাদানে ৭মী
লোভে পাপ **পাপে** মৃত্যু। – অপাদানে ৭মী
কথায় কথা বাড়ে। – অপাদানে ৭মী
জ্ঞানে আনন্দ লাভ হয়।– অপাদানে ৭মী
মেঘ থেকে বৃষ্টি পড়ে। – অপাদানে ৫মী
চোখ দিয়ে পানি পড়ে।– অপাদানে ৩য়া
মনে পড়ে সেই জৈষ্ঠ্যের দুপুরে **পাঠশালা** পলায়ন।– অপাদানে শূন্য
পরীক্ষা আসিলে **চোখে** জল পড়ে। – অপাদানে ৭মী
সাদামেঘে বৃষ্টি হয় না।–অপাদানে ৭মী
বাঘে ভয় হয়। – অপাদানে ৭মী
বাবাকে বড্ড ভয় পাই। – অপাদানে ২য়া
যেখানে **বাঘের** ভয়, সেখানে সন্ধ্যে হয়। – অপাদানে ৬ষ্ঠী
ভূতকে আবার কিসের ভয়। – অপাদানে ২য়া
বাঘকে ভয় পায় না কে? – অপাদানে ২য়া
আমি কি ডরাই সখী ভিখারী **রাঘবে**। – অপাদানে ৭মী
পরাজয়ে ডরে না বীর।– অপাদানে ৭মী
তিলে তৈল আছে - অধিকরণে ৭মী
তিলে তৈল হয় – অপাদানে ৭মী
ছাদে বৃষ্টি পড়ে– অধিকরণে ৭মী
ছাদে পানি পড়ে। – এর অর্থ হচ্ছে ছাদ থেকে পানি পড়ে। কিন্তু ঘরে পানি পড়ে। তা অধিকরণ; কারণ ঘর এখানে স্থান বুঝিয়েছে যার উপর পানি পড়ে।
জমিতে ফসল ফলে – অধিকরণে ৭মী
জমি থেকে ফসল পাই– অপাদান ৫মী
বিপদে অধীর হইও না – অধিকরণে ৭মী
রহিমের চেয়ে করিম অনেক ভালো– অপাদানে ৫মী
প্রাণের চেয়ে প্রিয়। অপাদানে ৫মী
লোভে পাপ, **পাপে** মৃত্যু। অপাদানে ৭মী; করণে ৭মী
কুকর্মে বিরত হও। অপাদানে ৭মী
তর্কে বিরত হও। অপাদানে ৭মী
ধর্ম হতে বিচলিত হয়ো না। অপাদানে ৫মী
সুখের চেয়ে শান্তি ভাল। অপাদানে ৫মী
সমিতিতে চাঁদা দাও –সম্প্রদানে ৭মী
মৃতজনে দেহ প্রাণ – সম্প্রদানে ৭মী
অন্ধজনে দেহ আলো – সম্প্রদানে ৭মী
সৎপাত্রে কন্যাদান কর– সম্প্রদানে ৭মী
অন্নহীনে অন্ন দাও– সম্প্রদানে ৭মী
আমায় একটু আশ্রয় দিন– সম্প্রদানে ৭মী
গৃহহীনে গৃহ দিলে আমি থাকি ঘরে– সম্প্রদানে ৭মী
তোমারে সঁপিনু মোর যাহা কিছু প্রিয়– সম্প্রদানে ৪র্থী
তোমায় কেন দেইনি আমার সকল শূন্য করে– সম্প্রদানে ৭মী
সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু - নিমিত্তার্থে ৬ষ্ঠী/ সম্প্রদানে ৬ষ্ঠী
বেলা যে পড়ে এল, **জলকে** চল। – নিমিত্তার্থে ৪র্থী/ সম্প্রদানে ৪র্থী
সে **পীড়ায়** হয়েছে দুর্বল-করণকারকে ৭মী।
ব্যবহারে বংশের পরিচয়- করণকারকে ৭মী।
শিকারি বিড়াল **গোঁফে** চেনা যায়-করণে ৭মী।
ছেলেরা **তাস** খেলে পড়া নষ্ট করছে- করণকারকে শূন্য ।
তাহা হইতে **সুখের** আশা কম- করণকারকে ৫মী।
বড় হও **স্বীয় চেষ্টায়**- করণকারকে ৭মী।
ডাকাতরা গৃহস্বামীর মাথায় **লাঠি** মেরেছে– করণকারকে শূন্য
লাঙ্গল দ্বারা জমি চাষ করা হয়। – করণকারকে তৃতীয়া
চেষ্টায় সব হয়।– করণকারকে ৭মী
টাকায় কী না হয়– করণকারকে ৭মী
টাকায় সব হয়– করণকারকে ৭মী
পাপীকে ঘৃণা করো না- কর্মকারকে ২য়া।
আমি চিনি গো চিনি **তোমারে**- কর্মকারকে ২য়া।
ঝিকে মেরে **বৌকে** শেখানো- কর্মকারকে ২য়া।
গুরুজনে কর নতি-কর্মকারকে ৭মী।

www.preparationsbd.com

বিপদে যেন করিতে পারি জয়-অধিকরণে ৭মী।
বালিকা **মালা** গাঁথে-কর্মকারকে শূন্য।
ঈদের **চাঁদ** উঠেছে- কর্মকারকে শূন্য।
মানুষ ভাবে এক হয় আরেক- কর্তায় শূন্য।
তার দ্বারা এ কাজ হবে না সাধন-কর্তৃকারকে ৩য়া।
ঘোড়ায় ঘাস খায়- কর্তৃকারকে ৭মী।
পাছে **লোকে** কিছু বলে -কর্তৃকারকে ৭মী।
পাতা নড়ে-কর্তৃকারকে শূন্য।
পাখি সব করে রব-কর্তৃকারকে শূন্য।
সকলকে একদিন মরতে হবে-কর্তৃকারকে ২য়া।
সর্বাঙ্গে ব্যথা, **ওষুধ** দিব কোথা ?– অধিকরণে ৭মী, কর্মে শূন্য।
তাস খেলে **পড়া** নষ্ট করো না। – করণে শূন্য, কর্মে শূন্য।
পাখি সব করে **রব** রাতি পোহাইলো। – কর্তায় শূন্য, কর্মে শূন্য।
কাননে কুসুমকলি সকলি ফুটিল। – অধিকরণে ৭মী।
রাখাল গরুর পাল লয়ে যায় মাঠে। – কর্তায় শূন্য।
শিশুগণ দেয় **মন** নিজ নিজ **পাঠে**। – কর্মে শূন্য;অধিকরণে ৭মী
নগরের **নটি** চলে **অভিসারে** যৌবন মদে মত্তা – কর্তায় শূন্য; নিমিত্তার্থে ৭মী
অঙ্গে আঁচল সুনীল বরণ, রুনুঝুনু রবে- অধিকরণে ৭মী
পরীক্ষা আসিলে তাই **চোখে** জল ঝরে – অপাদানে ৭মী।
সর্বশিষ্যে জ্ঞান দেন গুরুমহাশয় –সম্প্রদানে ৭মী।
শ্রদ্ধাবান লভে জ্ঞান **অন্যে** কভু নয় –কর্তায় ৭মী।
বিহগে ললিত গীতি শিখায়েছ ভালবেসে –কর্মে ৭মী।
আমার সোনার **ধানে** গিয়াছে ভরি –করণে ৭মী।
তিরিশ বছর ভিজায়ে রেখেছি দুই নয়নের **জলে** –ব্যাপ্তার্থে শূন্য; করণে ৭মী।
প্রিয়জনে যাহা দিতে চাই, তাই দিই **দেবতারে** – সম্প্রদানে ৭মী; সম্প্রদানে ৪র্থী।
তোমার **পুণ্যেতে, মাতা** তরিব **বিপদে** – করণে ৭মী, সম্বোধনে শূন্য অপাদানে ৭মী।
রাক্ষসে বধিবে ভীম তোমার **প্রসাদে** –কর্মে ৭মী অধিকরণে ৭মী।
শরতে ধরাতল **শিশিরে** ঝলমল –করণে ৭মী।
নূতন **ধান্যে** হবে নবান্ন –করণে ৭মী।
রহিমকে ঢাকা যাইতে হইবে –কর্তায় ২য়া।
তাহা দ্বারা একাজ হবে না –কর্তায় ৩য়া।
দশে মিলে করি কাজ –কর্তায় ৭মী।
মা শিশুকে **চাঁদ** দেখাইল –কর্মে শূন্য।
অন্ধজনে দয়া কর –সম্প্রদানে ৭মী ।
ইট-পাথরের বাড়ি বড় শক্ত –করণে ৬ষ্ঠী।
এ কাজ আপনি **নিজ হাতে** করুন –করণে ৭মী।
সকল কর্মফল **ভগবানে** অর্পণ কর –সম্প্রদানে ৭মী।
তোমার চেয়ে বড় বন্ধু আমার নাই –অপাদানে ৫মী।
চোরের **মুখ দিয়ে** রক্ত পড়ছে –অপাদানে ৩য়া।
এ বৎসর ভাল ফসল জন্মিয়াছে –অধিকরণে শূন্য।
ছেলেরা **ছাদ থেকে** ঘুড়ি উড়াচ্ছে –অধিকরণে ৫মী।
তোমায় দেখলেও পাপ –কর্মে ৭মী।
সোনা গলাইয়া গহনা করা হয় –কর্মে শূন্য।
আলোয় আঁধার কাটিয়া যায় –করণে ৭মী।
টাকায় বাঘের দুধ মিলে –করণে ৭মী।
ব্যায়ামে শরীর ভাল থাকে –করণে ৭মী।
কালির দাগ সহজে উঠে না –করণে ৬ষ্ঠী।
নৌকাতে নদী পার হওয়া যায় –করণে ৭মী।
সরিষা হইতে তৈল হয় –অপাদানে ৫মী।
গরুতে গরুতে লড়াই করিতেছে –কর্তায় ৭মী।
কি **সাহসে** এমন কথা কহিতেছ –কর্মে ৭মী।
তাহারা **পাশা** খেলিতেছে – করণে শূন্য।
ধর্ম হইতে বিচলিত হইও না –অপাদানে ৫মী।
একদিন পাপের ফল ফলিবে –অধিকরণে শূন্য।
প্রাসাদ হইতে তাহাকে ডাকিলাম –অধিকরণে ৫মী।
সকলকে মরিতে হইবে –কর্তায় ২য়া।
সৈন্যদল **যুদ্ধে** যাইতেছে –সম্প্রদানে ৭মী।
দরিদ্র **ধনীকে** ঈর্ষা করে –সম্প্রদানে ৪র্থী।
টাকার লোভ ভাল নয় –সম্প্রদানে ৬ষ্ঠী।
বসন্তে নানা রকমের ফুল ফোটে –অধিকরণে ৭মী।
গুণ্ডারা পথিকের **মাথায়** লাঠি মারিয়াছে –অধিকরণে ৭মী।
অর্থ **অনর্থ** ঘটায় –কর্মে শূন্য।
লোকমুখে শোনা যায় –অপাদানে ৭মী।
জিজ্ঞাসিব **জনে জনে** –কর্মে ৭মী।

এ **কলমে** ভাল লেখা হয় না –করণে ৭মী।
চোরের ভয়ে ঘুম আসে না –অপাদানে ৬ষ্ঠী।
সুখের চেয়ে শান্তি ভাল –অপাদানে ৫মী।
তারা **তীর্থে** যাত্রা করল –সম্প্রদানে ৭মী।
সর্বভূতে ধন দাও –সম্প্রদানে ৭মী।
হাতের তৈরী জিনিস আমার প্রিয় –করণে ৬ষ্ঠী।
আমাদের **ছাদে** পানি পড়ে –অপাদানে ৭মী।
ধৈর্য ধর, বাঁধ **বুক** –কর্মে শূন্য কর্মে শূন্য।
কলমের খোঁচা দিও না –করণে ৬ষ্ঠী।
জ্যোৎস্নাতে আলোকিত এই রাত্রি –করণে ৭মী।
হে **অতীত**, তুমি **ভুবনে ভুবনে** –অধিকরণে ৭মী।
কোথা সে **ছায়া** সখি কোথা সে **জল** –কর্মে শূন্য।
মিটাবো আপন **মনে** –অধিকরণে ৭মী।
বিপদে সে উতলা হইয়াছে –অধিকরণে ৭মী।
পুত্র হতে পিতৃসুখ আর হবে না –করণে ৫মী।
বড় **দুঃখে** আপনার শরণ লইয়াছি –করণে ৭মী।
যে **লোক** জীবনের সঙ্গে –কর্তায় শূন্য।
মানুষে ভাবে এক, হয় আর এক –কর্তায় ৭মী।
এ **বৎসর** বড়ই বিপদ –অধিকরণে শূন্য।
জাহাজে সাগর পার হওয়া যায় –করণে ৭মী।
শিক্ষক ছেলেটিকে **বেত** মারিলেন –করণে শূন্য।
লাঠির **আঘাতে** মাথা ভাঙ্গিয়া দিল –করণে ৭মী।
জলকে চলো –সম্প্রদানে ৪র্থী।
ঘরকে যাও –অধিকরণে ২য়া।
আমার **বাড়ি থেকে** আজানের ধ্বনি শোনা যায় –অধিকরণে ৫মী।
মীনার চেয়ে নীলা বড় –অপাদানে ৫মী।
বাঘে-মহিষে এক ঘাটে পানি খায় –কর্তায় ৭মী।
তাহারা **পাঁচজনে** যাইবে –কর্তায় ৭মী।
এক **ক্রোশ** ঘুরিয়া তবে বাড়ি পৌছিলাম –কর্মে শূন্য।
সে খুব **ঠকা** ঠকিয়াছে –কর্মে শূন্য।
এমন চোরের মত **বাঁচা** বাঁচিতে চাইনা –কর্মে শূন্য।
এ বয়সে ঢের **দেখা** দেখেছি –কর্মে শূন্য।
স্রোতে নৌকাটি উল্টাইয়া দিল – কর্তায় ৭মী।
বুলবুলিতে ধান খেয়েছে, খাজনা দিব কিসে –কর্তায় ৭মী।
বাষ্পে কল চালানো হয় –করণে ৭মী।
সময়ে সবই হয় –করণে ৭মী।
পড়ায় বিরত হয়ো না –অপাদানে ৭মী।
তোমার মহিমা যেন **জ্বলন্ত অক্ষরে** লেখা –করণে ৭মী।
ওই **ফুলটি** তুলিও না –কর্মে শূন্য।
মশা মেরে হাত কালো করো না –কর্মে শূন্য।
তোমার **দুঃখে** শিয়াল কুকুর কাঁদিবে – করণে ৭মী।
ব্যবহারেই ইতর-ভদ্র চেনা যায় – করণে ৭মী।
সে **চোখে-মুখে** কথা বলে – করণে ৭মী।
মাংস **আগুনে** সিদ্ধ কর – করণে ৭মী।
তাহাকে কি তোমার মনে পড়ে (অর্থাৎ সে কি তোমার মনে পতিত হয়?-কর্তায় ২য়া।
করিমের না গেলে নয় – কর্তায় ৬ষ্ঠী।
রানির দর্শন লাভ আমার ভাগ্যে ঘটে নাই–কর্মে ৬ষ্ঠী।
এমন **অদ্ভুত জন্তু** কেহ কখনও দেখে নাই – কর্মে শূন্য।
সে **পীড়ায়** দুর্বল হয়ে পড়েছে – করণে ৭মী।
ছেলেটির লেখাপড়া হইল না, সুতরাং **তাহা হইতে** সুখের আশা কম – করণে ৫মী।
চুপ কর, **পিঁপড়েরা** কি বলছে শুনি। – কর্তায় শূন্য।
ইহা **করিমের** বিবেচ্য নহে – কর্তায় ৬ষ্ঠী।
সূর্য উঠিলে রাত্রির **অন্ধকার** দূর হয় – কর্তায় শূন্য; কর্মে শূন্য।
যাদুকর একটি **আলুকে ডিম** বানাইল – কর্মে ২য়া, কর্মে শূন্য।
বাতাস **মন্দ মন্দ** বহিতেছে – কর্মে শূন্য।
পাপীকে ধিক – কর্মে ২য়া।
আমি **তোমা** বিনা আর কাহাকেও জানি না – কর্মে শূন্য।
সে **কানে** শোনে না – করণে ৭মী।
পাখিকে **তীর** মারো – করণে শূন্য।
মদে তাহার সর্বনাশ হইয়াছে – করণে ৭মী।
শ্রম বিনা ধনলাভ হয় না – করণে শূন্য।
উদ্যম বিহনে কার পুরে মনোরথ? – করণে শূন্য।
চিররোগী কি **আশায়** বাঁচে? – সম্প্রদানে ৭মী।

www.preparationsbd.com

গত **বিষয়ের** জন্য লোভ করিও না – সম্প্রদানে ৬ষ্ঠী।
শুধু **বৈকুন্ঠের** তরে নহে বৈষ্ণবের গান – সম্প্রদানে ৬ষ্ঠী।
পাপী **পশুর** অধম – অপাদানে ৬ষ্ঠী।
পাপ হইতে পুণ্য পৃথক – অপাদানে ৫মী।
ফলে না সকল **বৃক্ষে** সুমধুর ফল – অধিকরণে ৭মী।
অতিবড় বৃদ্ধ পতি **সিদ্ধিতে** নিপুণ – অধিকরণে ৭মী।
বুদ্ধি খাটিয়ে কাজ করো – কর্মে শূন্য।
আগুনে সেক দাও – করণে ৭মী।
সর্বাঙ্গ দংশিল মোর নাগ-**নাগবালা** – কর্তায় শূন্য।
জটাতে তাপস চিনি – করণে ৭মী।
ধর্মের কল **বাতাসে** নড়ে – করণে ৭মী।
তোমার **বাণীরে** করিনি গ্রহণ ক্ষমা কর হজরত – কর্মে ২য়া।
যেখানে **বাঘের** ভয়, সেখানে সন্ধ্যা হয় – অপাদানে ৬ষ্ঠী।
আকাশ আজি মেঘলা যেয়ো নাকো একলা – অধিকরণে শূন্য।
এবারের সংগ্রাম **স্বাধীনতার** সংগ্রাম – কর্মে ষষ্ঠী।
গগনে গরজে মেঘ ঘন বরষা – অধিকরণে ৭মী।
তোমার পূজার ছলে তোমায় ভুলেই থাকি – সম্প্রদানে ৬ষ্ঠী।
পাহাড় নড়ায় সাধ্য কার? – কর্মে শূন্য।
লোকটা **জাতিতে** বৈষ্ণব – করণে ৭মী।
আমারে দেখিতে যাইয়ো কিন্তু **উজান তলীর গাঁ** – অধিকরণে শূন্য।
বাতাস **মন্দ মন্দ** বহিতেছে – কর্মে শূন্য।
ছিলাম **নিশিদিন** আশাহীন **প্রবাসী** – অধিকরণে শূন্য; কর্মে শূন্য।
এ **অধীনে** দায়িত্বভার অর্পণ করবেন – কর্মে ৭মী।
শুধু **বৈকুন্ঠের তরে** নহে বৈষ্ণবের গান – সম্প্রদানে ৬ষ্ঠী।
রাক্ষসে বধিবে ভীম তোমার **প্রসাদে** – কর্মে ৭মী, করণে ৭মী।
বাপে না জিজ্ঞাসে **মায়ে** না সম্ভাষে – কর্তায় ৭মী।
কপোল ভাসিয়া গেল নয়নের জলে – কর্মে শূন্য।
রবীন্দ্রনাথ পড়লাম, **নজরুল** পড়লাম তবু এর সুরাহা খুঁজে পেলাম না – কর্মে শূন্য।
আকাশের ঐ তারার সনে কইব কথা নইবা **তুমি** এলে – কর্তায় শূন্য।
তোমারে সঁপিনু মোর যাহা কিছু প্রিয়ে – সম্প্রদানে ৪র্থী।
সৌন্দর্যে কার না অরুচি আসে – অধিকরণে ৭মী।
মাটিরে আমি যে বড়ো ভালোবাসি – কর্মে ২য়া।

বাক্য প্রকরণ

✓ ভাষার মূল উপাদান ধ্বনি
✓ ভাষার মূল উপকরণ বাক্য
✓ বাক্যের মূল উপাদান শব্দ

✓ একটি আদর্শ বাক্যের বা সার্থক বাক্যের তিনটি গুণ থাকতে হয়।

১. আকাঙ্ক্ষা ২. আসত্তি ৩. যোগ্যতা

✓ যোগ্যতা

বাক্যস্থিত পদসমূহের অন্তর্গত এবং ভাবগত মিলবন্ধনের নাম যোগ্যতা

বাক্যের যোগ্যতা ৬টি বিষয়ের উপর নির্ভর করে- এই ৬টির অন্তত একটি থাকলে বাক্য যোগ্যতার গুণ হারাবে।

✓ ১. দুর্বোধ্যতা
✓ ২. উপমার ভুল প্রয়োগ
✓ ৩. বাগধারার শব্দ পরিবর্তন
✓ ৪. বাহুল্যতা
✓ ৫. রীতিসিদ্ধ অর্থবাচকতা
✓ ৬. গুরুচণ্ডালী দোষ

গরুর শকট, শব পোড়া, মড়া দাহ

❑সরল বাক্যের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ:

১. বার্ধক্যকে সবসময় বয়সের ফ্রেমে বাঁধা যায় না।
২. সমাজে পেশীশক্তির চেয়ে সৌজন্যের মর্যাদা বেশী।
৩. আমাদের পৃথিবী আমরা আমাদের মনের মতো করিয়া গড়িয়া লইব।
৪. ধর্ম আমাদের ইসলাম হইলেও প্রাণের ধর্ম আমদের তারুণ্য।
৫. কবির মতিগতি শিক্ষকের মতিগতির সম্পূর্ণ বিপরীত।
৬. ফরিয়াদী প্রসন্ন গোয়ালিনী।
৭. বেদিতে না বসলে আমাদের উপদেশ কেউ মানে না।
৮. হযরত মুহম্মদ (সাঃ) ছিলেন একজন আদর্শ মানব।
৯. তুমি অধম বলে আমি উত্তম হবো না কেন?
১০. সুশিক্ষিত লোক মাত্রই স্বশিক্ষিত।
১১. প্রকৃতির রাজ্যের নিয়ম ভঙ্গ হয় না।
১২. ধনহীন ব্যক্তি সমাজে উপেক্ষিত।
১৩. সুনাম পেতে চাইলে নামের প্রতি লোভ ছাড়।
১৪. আমরা বাইরে আসলেও স্বাধীনতা পাইনি।
১৫. পরের উপকারীকে সকলেই শ্রদ্ধা করে।

❑ মিশ্র বা জটিল বাক্যের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ:

১. যেহেতু পড়াশোনা করেছ, সেহেতু কৃতকার্য হবেই।
২. লেখাপড়া করে যে, গাড়ি ঘোড়া চড়ে সে।
৩. ধনধান্যে পুষ্পে ভরা, আমাদের এই বসুন্ধরা।
৪. যে ব্যক্তির মাথায় বুদ্ধি নেই, সে পরের সমালোচনায় উদ্বিগ্ন হয়।
৫. লেখাপড়া বিষয়ে তার যে গভীর অনুরাগ ছিল, একথা বলা যায় না।
৬. তুমি আসবে বলে হে স্বাধীনতা, সখিনা বিবির কপাল ভাঙল।
৭. যারা ভালো ছাত্র, তারা শিক্ষককে শ্রদ্ধা করে।
৮. যাদের বুদ্ধি নেই, তারাই একথা বিশ্বাস করবে।
৯. আমি মাঠে গিয়ে দেখলাম, খেলা শেষ হয়ে গিয়েছে।
১০. যেহেতু তুমি প্রথম হয়েছে, সেহেতু পুরস্কার তুমিই পাবে।
১১. যেহেতু বৃষ্টিতে ভিজেছ, সেহেতু সর্দি তোমার হবেই।
১২. যে পরিশ্রম করে, সেই সুখলাভ করে।
১৩. সবাই জানেন যে, কালো টাকার মালিকগণ সুখী হন না।
১৪. যদি তারে নাই চিনি গো, সে কি আমায় নেবে চিনে।
১৫. তিনি বাড়ি আছেন কিনা আমি জানি না।
১৬. খাঁটি সোনার চাইতে খাঁটি আমার দেশের মাটি।
১৭. যতই করিবে দান, ততই যাবে বেড়ে।
১৮. তুমি ঢাকায় যাবে বলে, আমি উদ্বিগ্ন হয়ে আছি।
১৯. যেহেতু নির্বাচন হয়েছে, সেহেতু দেশে গণতন্ত্র ফিরে আসবেই।
২০. যে ভিক্ষা চায়, তাকে দান কর।
২১. যতদিন বেঁচে থাকব, ততদিন এ ঋণ স্বীকার করব।
২২. যখন বিপদ আসে, তখন দুঃখও আসে।
২৩. যদি সে কাল আসে, তাহলে আমি যাবো।

❑যৌগিক বাক্যের গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ:

১. সে না এলে তুমি যাবে না, কিন্তু সে বলে পাঠিয়েছে যে তার আসতে দেরি হবে।
২. সে কারো বশ্যতা স্বীকার করতে চায় না, এদিকে টাকার অভাব হলেই যার তার কাছে আত্মসম্মান বলি দিয়ে হাত পাতে।
৩. তিনি অত্যন্ত দরিদ্র কিন্তু তাঁর অন্তঃকরণ অতিশয় উচ্চ।
৪. উদয়াস্ত পরিশ্রম করব, তথাপি অন্যের দ্বারস্থ হব না।
৫. গিয়াস পড়াশোনা করেছিল প্রচুর কিন্তু পরীক্ষায় পাস করে নি।
৬. তিনি আমাকে দশটি টাকা দিলেন এবং বাড়ি যেতে বললেন।
৭. মানুষ সূর্যোদয়ে আনন্দিত হয় এবং রাত্রির আগমনে পুলকিত হয়ে থাকে।
৮. তার বয়স হয়েছে, কিন্তু বুদ্ধি হয় নি।
৯. মোহিতলাল মজুমদার ভালো অধ্যাপক ছিলেন এবং তিনি বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ রচনা করেন।
১০. জননেতা জনগণকে উৎসাহিত করলেন বটে, কিন্তু কোনো পথ দেখাতে পারলেন না।
১১. তাঁর টাকা আছে, কিন্তু তিনি দান করেন না।
১২. আমি বহু কষ্ট করেছি, ফলে শিক্ষা লাভ করেছি।
১৩. তার বয়স বেড়েছে, কিন্তু বুদ্ধি পাকে নি।
১৪. মন্ত্রী এলাকা পরিদর্শনে যাবেন ও বন্যার্তদের তিনি সাহায্য দেবেন।
১৫. তারা দুজনে খুব ঝগড়া করে বটে, কিন্তু একজন যদি খাবার জন্য একটি বার্গার পায় দুজনে ভাগ করে খায়।
১৬. মিথ্যা কথা বলি নি, তাই বিপদে পড়েছি।
১৭. মেঘ গর্জন করে, তবে ময়ূর নৃত্য করে।
১৮. বিপদ এবং দুঃখ এক সময়ে আসে।

অভিযাত্রীর ATM বইটি থেকে ৪০তম BCS পরীক্ষায় বিরচন অংশের ৯টি থেকে হুবহু ৯টি প্রশ্নই কমন পড়েছে।

www.preparationsbd.com

বাচ্য

✓ **কর্মকর্তৃবাচ্য:** আযান হচ্ছে, সুতি কাপড় অনেক দিন টিকে, ট্রেনটি দ্রুত চলছে, ঢোল বাজে, শঙ্খ বাজে, বাঁশি বাজে ঐ মধুর লগনে, বাজনা বাজে, ফুল ফোটে, কাজটা ভাল দেখায় না।

→ বাজনা অর্থে বাজে দিয়ে যত বাক্য হবে তার সবগুলো কোন চিন্তা ছাড়াই কর্মকর্তৃবাচ্যের উদাহরণ হবে।

✓ **ভাব বাচ্য: উদাহরণগুলো একবার দেখে নাও**

০১. তার একটা চাকরি পাওয়া হয়েছে। ০২. মন দিয়ে লেখাপড়া করা হোক। ০৩. তার কোথায় থাকা হয়? ০৪. তোমার এখন বাড়ি যাওয়া হবে।

০৫. আমার যাওয়া হবে না। ০৬. তোমাদের কখন আসা হল? ০৭. তোমাকেই ঢাকা যেতে হবে। ০৮. এবার একটি গান করা হোক। ০৯. তার যেন আসা হয়। ১০. তোমার যাওয়া হবে। ১১. চা পান করা হোক ১২. আমার ভাত খাওয়া হবে না। ১৩. আমার বিদেশ যাওয়া হবে না। ১৪. এবার খাওয়া হোক। ১৫. তোমার হাঁটা হোক। ১৬. তোমার খাওয়া হবে। ১৭. তোমরা পড়া হবে।

যতি বা ছেদ চিহ্ন

- ♦ বাংলা একাডেমি প্রমিত বাংলা ভাষা ব্যাকরণ গ্রন্থ অনুসারে যতি চিহ্নের সংখ্যা–১৬টি। আর বিরাম চিহ্নের সংখ্যা–৯টি। যেসব যতি চিহ্নগুলোর মধ্যে থামতে হয় সেগুলোই বিরাম চিহ্ন।
- ♦ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তার উপন্যাস 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' তে প্রথম যতি চিহ্ন ব্যবহার করেন।
- ♦ পূর্ণবাক্যের শেষে বসে তিনটি চিহ্ন (।, ?, !)।

✦ **এক নজরে বিরাম চিহ্নের বিরতির চিত্র:**

১ সেকেন্ড থামতে হবে → দাঁড়ি, জিজ্ঞাসা, বিস্ময়, কোলন, কোলন ড্যাশ, ড্যাশ
থামার প্রয়োজন নেই → হাইফেন, ইলেক, ব্রাকেট
১ বলতে যেসময় লাগে → কমা, উদ্ধরণ চিহ্ন
১ বলার দ্বিগুণ থামতে হবে → সেমিকোলন

✦ **বিরাম চিহ্নের ব্যবহার:**

১. একটি অপূর্ণ বাক্যের পরে অন্য একটি বাক্যের অবতারণা করতে হলে কোলন (:) ব্যবহৃত হয়। যেমন সভায় সাব্যস্ত হল: এক মাস পরে নতুন সভাপতির নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

২. উদাহরণ বা দৃষ্টান্ত প্রয়োগ করতে হলে কোলন এবং ড্যাস (:-) চিহ্ন এক সঙ্গে ব্যবহৃত হয়। যেমন– পদ পাঁচ প্রকার:- বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম, অব্যয় ও ক্রিয়া।

৩. সমাসবদ্ধ পদের অংশগুলো বিচ্ছিন্ন করে দেখাবার জন্য হাইফেনের(–) ব্যবহার হয়। যেমন– এ আমাদের শ্রদ্ধা-অভিনন্দন, আমাদের প্রীতি-উপহার।

৪. প্রথম বন্ধনীটি () বিশেষ ব্যাখ্যা মূলক অর্থে সাহিত্যে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যেমন– ত্রিপুরায় (বর্তমানে কুমিল্লা) তিনি জন্মগ্রহণ করে।

✦ **ব্যাকরণিক চিহ্ন:**

ব্যাকরণিক চিহ্ন আছে মোট ৪ টি

১. √ ধাতুদ্যোতক চিহ্ন
২. > পূর্ববর্তী রূপবোধক চিহ্ন
৩. < পরবর্তী রূপবোধক চিহ্ন
৪. = সমানবাচক বা সমস্তবাচক

শুদ্ধিকরণ

✦✦✦✦✦ ভাইয়ারা আপুরা ভাবার কিছু নাই নিচের সবগুলো চিন্তা ছাড়া মুখস্থ করবে...... যদি কোন বানানে Problem হয় তবে সরাসরি বাংলা অভিধান দেখবে..... যদি কোন ব্যাকরণ বই follow কর তবে সেখানেও বানান ভুল থাকতে পারে...... অতএব যা বললাম তাই করবে.... OK ✦✦✦✦✦✦✦

০১. অকস্মাৎ, আকস্মিক, অগণ্য, অগণিত, অগ্রহায়ণ, অণু-পরমানু, অতীন্দ্রিয়, অত্যধিক, অদ্যাবধি, অধ্যবসায়, অনন্যোপায়, অনিন্দ্যসুন্দর, অনুকূল, অনূদিত,অন্ত:সত্ত্বা, অন্তস্তল (Not অন্তস্থল), অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া (Not অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া), অপাঙ্‌ক্তেয়, অস্তায়মান (Not অস্তমান), অস্থি (Not অস্তি), আকাঙ্ক্ষা, কাঙ্ক্ষণীয়, আশঙ্কা (Not আশংকা), আশিস্, স্নেহাশিস, অপরাহ্ণ, পূর্বাহ্ণ, মধ্যাহ্ন, আটপৌরে (Not আটপৌড়ে), আদ্যোপান্ত, আয়ত্ত, তত্ত্বাবধায়ক, স্বত্বাধিকারী, স্বায়ত্তশাসন, ইত:পূর্বে (Not ইতিপূর্বে), ইতোমধ্যে, (Not ইতিমধ্যে), ইত্যাকার (Not ইত্যকার), উচ্ছ্বাস, উপরি-উক্ত/উপর্যুক্ত (Not উপরোক্ত), উপাচার্য, এতৎসত্ত্বেও, তৎসংক্রান্ত,ঔদ্ধত্য, খ্রিস্টাব্দ, গড্ডলিকা, ঘূর্ণ্যমান, জাগরূক, জাজ্বল্যমান, জাত্যভিমান, জীবিকা, জ্যোতিষ্ক, ঝাঁজালো(Notঝাঁঝালো), ত্যাজ্য, ত্বরান্বিত, দিঙ্‌নির্ণয়, দিঙ্‌নির্দেশনা, দুরবস্থা, দৌরাত্ম্য, নমস্কার, নিরীক্ষণ, নূতন/নতুন, নূপুর, পাণিনি, পারিপাট্য, পিপীলিকা, পুঙ্খানুপুঙ্খ, পুষ্করিণী, পৌন:পুনিক, প্রতিদ্বন্দ্বী, বক্ষ্যমান, বাঞ্ছনীয়, বাল্মীকি, বিভীষণ, বিভীষিকা, বিভূতিভূষণ, বুভুক্ষু, ব্যতিক্রম, ব্যথা, মধুসূদন, মন:কষ্ট, মনক্ষুণ্ন, মনস্তুষ্টি, মন:পূত, মনীষা, মনীষী, মরীচিকা, মুমূর্ষু, মুহুর্মুহু, মুহূর্ত, মৃণ্ময়ী, যক্ষ্মা, জিশুখ্রিস্ট(Not যীশুখৃষ্ট), শারীরিক, শ্বশুর-শাশুড়ি, শিরশ্ছেদ, শুশ্রুষা, শ্মশান, সমীচীন, সরস্বতী, সস্ত্রীক, সাক্ষর, সান্ত্বনা, সুষ্ঠু, সূক্ষ্ম, স্বচ্ছন্দ/ স্বাচ্ছন্দ্য, স্বত:স্ফূর্ত, স্বতন্ত্র, হীনম্মন্যতা, মনোমোহন, কুজ্ঝটিকা।

০২. শব্দের শেষে অঞ্জলি/আলি বসলে ই-কার (ি) বসবে।

শ্রদ্ধাঞ্জলি, গীতাঞ্জলি, রূপালি, গীতালি, পুষ্পাঞ্জলি,গৃহস্থালি

০৩. উচ্চারণের শেষে ই/উ হলে = ষ হবে। অ/আ হলে = স হবে।

পরিষ্কার, অনুষ্ঠান, অনুষঙ্গ, আবিষ্কার, বৃহস্পতি, পুরস্কার, তিরস্কার, নমস্কার

০৪.ভুত ও অদ্ভুত কেবল এই ২ টি শব্দের ক্ষেত্রে উ-কার (ু) বসবে। এ ছাড়া যত ভূত দিয়ে আর যত শব্দ হয় সব জায়গায় ঊ-কার (ূ) হবে।

ভূত, অদ্ভুত, উদ্ভূত, ভূতপূর্ব,দ্রবীভূত, বাস্পীভূত, ঘনীভূত, পুঞ্জীভূত

০৫. দূরে / দূরত্ব বুঝাতে 'দূ'- কার বসে। অন্যান্য ক্ষেত্রে 'দু'-কার বসে।

দূরবীন, দূরত্ব, দূরদর্শন, দূরদৃষ্টি, দুর্গত, দুর্বিষহ, দুর্ঘটনা, দুর্নীতি, দূরদর্শী, দুর্গাপূজা, দুর্যোগ

→ ব্যতিক্রম :- দূষণ, রাষ্ট্রদূত, দূষিত, দূর্বাঘাস, দূষণীয়।

০৬.

স্ত-গ্রাস অর্থে	**স্থ-থাকা অর্থে**
নেশাগ্রস্ত, বিপদগ্রস্ত অভ্যস্ত, বিপদগ্রস্ত	মুখস্থ, ঠোঁটস্থ গৃহস্থ

→ স্থ / স্হ বাদ দিলে একটি পূর্ণ শব্দ থাকবে। গৃহ,মুখ

→ স্ত বাদ দিলে একটি পূর্ণ শব্দ থাকবে না। বিপদগ্র,নেশাগ্র

০৭. ই/ঈ-কার ....জীবী

নিশীথ, পিপীলিকা, নিরীক্ষণ, আশিস, বিভীষিকা

০৮. মুহূর্ত, পুণ্য, মরূদ্যান, মুমূর্ষু, পুণ্যাহ, জাগরূক, মুহর্মুহ, সুষ্ঠু, শুশ্রূষা/শশ্রূষা, নূপুর, দুরূহ, সুষম

০৯. ন / ণ

পূর্বাহ্ণ, অপরাহ্ণ, মধ্যাহ্ন, সায়াহ্ন

১০. গুরুত্বপূর্ণ

সরস্বতী, বাল্মীকি, নিরীহ, আকাঙ্ক্ষা, অতীত, সংবর্ধনা, শাশ্বত, ভাগীরথী, বীণাপাণি, সান্ত্বনা, নৃশংস, উচিত, ধস্, শস্য, পুনর্গঠন, কোষ্ঠ, অত্যধিক, পুনর্বাসন, গোষ্ঠী, দুরবস্থা, গ্রীন হাউস, গড্ডলিকা, অহর্নিশ।

অভিযাত্রী BCS বইটি পড়ুন। নিজেকে এগিয়ে রাখুন। মিথ্যা বলছি না... একবার পড়েই দেখুন।

www.preparationsbd.com

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস

➢ বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম রূপ / শাখা – কাব্য ।
➢ বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম সৃষ্টি – ছড়া।
➢ সাহিত্য শব্দটি – সংস্কৃত শব্দ।

● **বাংলা সাহিত্যের যুগকে প্রধান তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে:-**

১. প্রাচীন যুগ বা আদি যুগ (৬০০-১২০০ খ্রী :)
২. মধ্যযুগ (১২০১- ১৮০০ খ্রী:)
৩. আধুনিক যুগ (১৮০১- বর্তমান)

➢ এর মধ্যে মধ্যযুগের (১২০১- ১৩৫০) সাল - অন্ধকার যুগ, কারণ এ সময় তেমন কোন উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ রচিত হয় নি। অন্ধকার যুগকে সন্ধিযুগও বলা হয়।
➢ প্রাচীন যুগের প্রধান বৈশিষ্ট্য - ব্যক্তিজীবন।
➢ মধ্যযুগের প্রধান বৈশিষ্ট্য – ধর্মনির্ভর।
➢ আধুনিক যুগের প্রধান বৈশিষ্ট্য – মানবতা।

● **প্রাচীন যুগ:**

■ **চর্যাপদ**

✓ বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন/প্রাচীনতম নিদর্শন/ প্রথম গ্রন্থ।
✓ এটি গানের সংকলন।
✓ এটি মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত।
✓ ভাষা:- আলো আঁধারি ভাষা বা সান্ধ্যভাষা।
✓ আবিষ্কারক:- মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী; নেপালের রাজদরবারের রয়েল লাইব্রেরী থেকে আবিষ্কার করেন।
✓ অবিস্কৃত হয় – ১৯০৭ সালে।
✓ প্রকাশিত হয় – ১৯১৬ সালে (আবিষ্কারের ৯ বছর পর)।
✓ চর্যাপদের ভাষাকে বাংলায় প্রতিপন্ন করেন – ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।
✓ চর্যাপদের বাঙালি রচয়িতা – শবরপা (তিনি চর্যাকর ছিলেন)।

➢ **ডাক ও খনার বচন বাংলা সাহিত্যের আদিযুগের সৃষ্টি।**

✓ **ক) ডাকের বচন**:- জ্যোতিষ ক্ষেত্রতত্ত্ব ও মানব চরিত্রের ব্যাখ্যা প্রাধান্য পেয়েছে।
✓ **খ) খনার বচন**:- কৃষি ও আবহাওয়ার কথা প্রাধান্য পেয়েছে।

■ **মধ্যযুগ:**

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন

✓ মধ্যযুগের প্রথম নিদর্শন /প্রথম কাব্য।
✓ সর্বজন স্বীকৃত ও খাঁটি বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম কাব্য গ্রন্থ।
✓ আবিষ্কারক : বসন্ত রঞ্জন রায়।
✓ আবিস্কৃত হয় :- ১৯০৯ সালে।
✓ প্রকাশিত হয়: ১৯১৬ সালে।
✓ রচয়িতা: বড়ু চণ্ডীদাস।

➢ **মৈমনসিংহ গীতিকা:-**

✓ সংগ্রহ করেন – চন্দ্রকুমার দে।
✓ সম্পাদনা করেন ড. দীনেশচন্দ্র সেন, তিনি বাংলা সাহিত্যের প্রথম ইতিহাস বিষয় গ্রন্থ রচনা করেন।
✓ প্রথম প্রকাশিত হয় – ১৯২৩ সালে ।
✓ এটি বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলার নেত্রকোনা ও কিশোরগঞ্জের নিম্নাঞ্চলের লোকমুখে প্রচারিত ও প্রচলিত কবিতা বা গীত সমূহের সংকলন।
✓ এটি ২৩ টি ভাষায় অনূদিত হয়।

■ **আধুনিক যুগ**

➢ আধুনিক যুগের প্রধান বৈশিষ্ট্য – মানবতা।
➢ বাংলা গদ্যের উদ্ভব ও বিকাশ ঘটে – উনিশ শতকে।
➢ আধুনিক যুগের নিদর্শন – বাংলা গদ্য।
➢ বাংলা গদ্যের পথিকৃৎ/ প্রবর্তক – উইলিয়াম কেরি।
➢ বাংলা গদ্যের/ সাধু রীতির জনক – ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।
➢ বাংলা গদ্য ছন্দ প্রচলন করেন – রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
➢ বাংলা গদ্য লেখার সূচনা হয় – ইংরেজদের হাতে।
➢ বাংলা চলিত রীতির জনক – প্রমথ চৌধুরী।
➢ বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক উপন্যাস – দুর্গেশনন্দিনী (১৮৬৫)
✓ রচয়িতা – বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
➢ বাংলা সাহিতের সর্বাধিক সমৃদ্ধধারা – গীতি কবিতা/গীতিকাব্য।
✓ গীতিকাব্যের মূল সুর – প্রকৃতি ও নারী প্রেম।
➢ কথা সাহিত্য বলতে বুঝায় – ছোটগল্প ও উপন্যাস।
➢ ছোট গল্পের প্রবর্তক – রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
➢ বাংলা সাহিত্যের প্রথম নাটক (অনুবাদকৃত) – ভদ্রার্জুন (১৮৫২)
✓ রচয়িতা – তারাচরণ শিকদার।
➢ বাংলা সাহিত্যের প্রথম মৌলিক নাটক – কুলীনকুল সর্বস্ব ।
✓ রচয়িতা – রামনারায়ণ তর্করত্ন (তর্করত্ন উপাধি)।
➢ বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক নাটক – শর্মিষ্ঠা। রচয়িতা – মাইকেল মধুসূদন দত্ত।
➢ বাংলা সাহিত্যের প্রথম ট্রাজেডী নাটক/বিয়োগান্তক নাটক – কীর্তিবিলাস (১৮৫২)।
✓ রচয়িতা – যোগেন্দ্রচন্দ্র গুপ্ত।
➢ বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক ট্রাজেডী বিয়োগান্তক নাটক – কৃষ্ণকুমারী ।
✓ রচয়িতা – মাইকেল মধুসূদন দত্ত।
➢ বাংলা নাটকের পথিকৃৎ – মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

বাংলা সাহিত্য

১. লোক সাহিত্য বলতে কী বোঝায় ?
উত্তর: লোক সাহিত্য বলতে জনসাধারণের মুখে মুখে প্রচলিত গাঁথা কাহিনী, গান ছড়া প্রবাদ ইত্যাদিকে বোঝায়। লোক সাহিত্য সাধারণত কোন ব্যক্তি বিশেষের একক সৃষ্টি নয়। এ সাহিত্যের নির্যাস আধুনিক সাহিত্যের প্রাণ সঞ্চার করেছে।

০২. লোক সাহিত্য সংগ্রহকারী সংগঠনকে কী বলা হয় ?
উত্তর: Folklore Society.

০৩. লাইলী-মজনু কে রচনা করেন ?এর মূল উৎস কী ?
উত্তর: দৌলত উজীর বাহরাম খান। এর মূল উৎস আরবীয় লোকগাঁথা।

০৪. কার রচনার অনুসরণে 'ভ্রান্তি বিলাস' রচিত হয় ?
উত্তর: শেক্সপীয়রের The comedy of Errors-এর অনুকরণে।

০৫. কোন সাহিত্যিক বাংলা সাহিত্যে বিরাম চিহ্নের ব্যবহার করেন?
উত্তর: ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। তাকে বিরাম চিহ্নের আবিষ্কারক বলা হয় ।

০৬. মুনীর চৌধুরী কী জন্য বিখ্যাত ছিলেন ?
উত্তর: একজন নাট্যকার ও গবেষক হিসেবে।

০৭. শামসুর রাহমানের কবিতার বৈশিষ্ট্য কী ?
উত্তর: নাগরিকতা।

০৮. বাংলা একাডেমি কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয় ?
উত্তর: ৩ ডিসেম্বর, ১৯৫৫ সাল।

০৯. উপমহাদেশে কখন, কোথায় প্রথম ছাপাখানা প্রতিষ্ঠিত হয় ?
উত্তর: ১৪৯৮ সালে গোয়ায়।

১০. বাংলা গীতি কবিতায় ভোরের পাখি কাকে বলা হয়?
উত্তর: বিহারীলাল চক্রবর্তী।

১১. বাংলায় টি.এস. ইলিয়টের কবিতার প্রথম অনুবাদক কে ?
উত্তর: বিষ্ণুদে।

১২. বাংলায় কুরআন শরীফের প্রথম অনুবাদক কে ?
উত্তর: ভাই গিরিশ চন্দ্র সেন।

১৩. আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙ্গানো একুশে ফেব্রুয়ারি গানটির রচয়িতা কে?
উত্তর: আব্দুল গাফফার চৌধুরী।

১৪. অবরোধবাসিনী কার রচনা ?
উত্তর: বেগম রোকেয়ার।

১৫. চাচা কাহিনীর লেখক কে ?
উত্তর: সৈয়দ মুজতবা আলী।

১৬. ইসলামের ইতিহাস ও ঐতিহ্য কোন কাব্যের উপজীব্য? রচয়িতা কে?
উত্তর: সাত সাগরের মাঝি, ফররুখ আহমদ।

১৭. আব্দুল্লাহ কী ধরনের গ্রন্থ? লেখক কে ?
উত্তর: উপন্যাস, কাজী ইমদাদুল হক।

১৮. পদ্মানদীর মাঝির লেখক ও উপজীব্য কী ?
উত্তর: মানিক বন্দোপাধ্যায়। জেলে জীবনের বিচিত্র সুখ-দুঃখ।

১৯. নির্ঝরের স্বপ্ন ভঙ্গ কবিতায় রবীন্দ্রনাথের উপলব্ধি কী ?
উত্তর: ভাঙ্গার পরেই গড়ার কাজ শুরু হয়।

২০. কল্লোল পত্রিকা কত সালে প্রকাশিত হয় ?
উত্তর: ১৯২৩ সালে।

www.preparationsbd.com

২১. হে দারিদ্র্য, তুমি মোরে করেছ মহান-এ কবিতাংশের রচয়িতা কে?
উত্তর: কাজী নজরুল ইসলাম ।
২২. বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়-এ কবিতাংশের রচয়িতা কে?
উত্তর: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ।
২৩. কোথায় স্বর্গ কোথায় নরক-পঙ্ক্তিটি কার রচনা ?
উত্তর: ফজলল করিমের ।
২৪. যুদ্ধ মানেই শত্রু শত্রু খেলা, যুদ্ধ মানেই আমার প্রতি তোমার অবহেলা- উক্তিটি কার?
উত্তর: নির্মলেন্দু গুণ ।
২৫. ফুলের গন্ধে ঘুম আসে না একলা জেগে রই-পঙ্ক্তিটি কার রচিত?
উত্তর: যতীন্দ্র মোহন বাগচী ।
২৬. হে বঙ্গ ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন-কবিতাংশটি কার রচনা?
উত্তর: মাইকেল মধুসূদন দত্তের ।
২৭. শুনহ মানুষ ভাই সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই পঙ্ক্তির রচয়িতার নাম কী?
উত্তর: চণ্ডীদাস ।
২৮. আজি হতে শতবর্ষ পরে কে তুমি পড়িছ বসি আমার কবিতা খানি-পঙ্ক্তিটির রচয়িতা কে ?
উত্তর: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ।
২৯. ধন ধান্যে পুষ্পে ভরা, আমাদের এ বসুন্ধরা-কার রচনা ?
উত্তর: দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ।
৩০. মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন-উক্তিটি কার?
উত্তর: ভারত চন্দ্র রায়গুণাকর ।
৩১. কাণ্ডারী এ তরীর পাকা মাঝি মাল্লা দাঁড়ী মুখে সারি গান লা শরীক আল্লাহ কার রচিত?
উত্তর: কাজী নজরুল ইসলাম ।
৩২. নানান দেশের নানা ভাষা - গানটির রচয়িতা কে ?
উত্তর: রামনিধি গুপ্ত ।

শব্দার্থ (বাংলা সংকলন বহির্ভূত)

০১. আহব - যুদ্ধ ।
০২. অটবী - বন ।
০৩. আকাল- দুর্ভিক্ষ ।
০৪. কুণ্ডুয়ান-কুণ্ডলী পাকান ।
০৫. শম-শান্তি ।
০৬. মার্জার - বিড়াল ।
০৭. কপোল-গণ্ডদেশ ।
০৮. শিষ্টাচার-সদাচার ।
০৯. অভিনিবেশ - মনোযোগ ।
১০. নির্মোক-সাপের খোলস ।
১১. গণ্ডগ্রাম-বৃহৎ গ্রাম ।
১২. শ্বশ্রূ-শাশুড়ি ।
১৩. শ্মশ্রু -গোঁফদাড়ি ।
১৪.প্রথিত-বিখ্যাত ।
১৫. জঙ্গম-গতিশীল ।
১৬.প্রাকৃত-স্বাভাবিক ।
১৭. বিরাগী-উদাসীন ।
১৮. কেওয়াট-কপাট ।
১৯. বহুব্রীহি-বহু ধান ।
২০. অপলাপ- অস্বীকার ।
২১. বামেতর-ডান ।
২২. কনক–স্বর্ণ ।
২৩. দিনমণি–সূর্য ।
২৪. কিরীট–মুকুট ।
২৫. কিরীটিনী–মুকুট ভূষিত ।
২৬. হেমহর্ম–স্বর্ণনির্মিত অট্টালিকা ।
২৭. আবিল - কলুষিত ।
২৮. শৃঙ্গধর–পর্বত ।
২৯. অহি–সাপ ।
৩০. অবলেপে–সগর্বে; সদর্পে ।
৩১. কৌমুদি–জোৎস্না ।
৩২. কুমুদ–পদ্ম ।
৩৩. কুঞ্জর–হাতি ।
৩৪. সাদী–অশ্বারোহী সেনা ।
৩৫. শূর–বীর ।
৩৬. মকর–সমুদ্র ।
৩৭. প্রভঞ্জ - প্রবল বায়ু ।
৩৮. নিগর– শৃঙ্খল ।
৩৯. বীতংস–পাখি ধরার ফাঁদ ।
৪০. ভাল–কপাল ।
৪১. বারীন্দ্র–সমুদ্র ।
৪২. সমভিব্যাহারে–সঙ্গে নিয়ে ।
৪৩. মৃগয়া–বনে গিয়ে হরিণ শিকার ।
৪৪. সংহতি–সংযোগ সাধন ।
৪৫. নীবার–উড়িধান;তৃণধান্য ।
৪৬. ঈদৃশ–এই রকম । ।
৪৭. মাদৃশ–আমার মতো ।
৪৮. তাদৃশ–সে রকম ।
৪৯. সমীপবর্তিনী–নিকটবর্তী হয়েছে এমন নারী
৫০. আতপ–সূর্যকিরণ ।
৫১. শোণিত–রক্ত ।
৫২. আধার–আশ্রয় ।
৫৩. প্রসবণ–ঝরনা ।
৫৪. নিনাদ–শব্দ ।
৫৫. নীপবৃক্ষ–কদম গাছ ।
৫৬. রসাল-আম ।
৫৭. বারিধি–সমুদ্র ।
৫৮. আততায়ী–গুপ্তঘাতক ।
৫৯. চরিতার্থ–সফল ।
৬০. জণয়িতা–জন্মদাতা ।
৬১. অন্তরায়–বাঁধা ।
৬২. জিগর–হৃদয়,প্রাণ,মন ।
৬৩. আঁশটে–মাছের আঁশের গন্ধযুক্ত ।
৬৪. মীনসন্তান -মাছ ।
৬৫. ধোঁয়াশা– ধোঁয়া ও কুয়াশার মিলিত ফল ।
৬৬. কল্কি–তামাক ভরে তাতে আগুন দেওয়া হয় এমন পাত্র বা ছিলিম ।
৬৭. পাটাতন -নৌকা বা জাহাজের কাঠের মেঝে
৬৮. জনান্তিকে–সংগোপনে;জনগনের আড়ালে ।
৬৯. পতঞ্জলি–পাণিনি ব্যাকরণের ভাষ্যকার ।
৭০. ওয়াগণ–মালগাড়ি ।
৭১. আরক্ত–লালচে ।
৭২. পাণিনি -বিখ্যাত বৈয়াকরণ ।
৭৩. বর্ষীয়সী–অতিশয় বৃদ্ধা ।
৭৪. রায়ট –দাঙ্গা ।
৭৫. এল নিনিও–খুদে শিশু ।
৭৬. উন্নত দেশ–Developed country ।
৭৭. উন্নয়নশীল দেশ -Developing country ।
৭৮. স্বল্পোন্নত দেশ– least Developed country ।
৭৯. আদমশুমারী - লোক গননা পদ্ধতি ।
৮০. সৎকার –সমাদর;আপ্যায়ন ।
৮১. বহিত্র–নৌকা ।
৮২. অদ্রি–পর্বত ।
৮৩. শরণি–সড়ক,পথ ,রাস্তা ।
৮৪. দামিনী–বিদ্যুৎ ।
৮৫. জলধি–সমুদ্র ।
৮৬. নিপাত–পতন ।
৮৭. হায়দর–ব্যাঘ্র,সিংহ ।
৮৮. কোহিনূর–সুবিখ্যাত হীরকখণ্ড ।
৮৯. বিবর্ধন - উত্তেজনা ।
৯০. বিরাগী - উদাসীন ।
৯১.বেসাতি - কেনা বেচা ।
৯২. কুক্কুট - মুরগী ।
৯৩. বীচী - তরঙ্গ ।
৯৪. আভরণ - অলংকার ।
৯৫. শীকর - জলকণা ।
৯৬. শীল - চরিত্র ।
৯৭. খপোত - উড়োজাহাজ ।
৯৮. রাতুল - লাল ।
৯৯. নির্বন্ধ - বিধান ।
১০০. শম্বর - হরিণ ।
১০১. গোকুল - গরু জাতি ।
১০২. মকমক - ব্যাঙের ডাক ।
১০৩. পল্লবগ্রহিতা - ভাসা ভাসা জ্ঞান ।
১০৪. কুম্ভলিক - অন্যের লেখা চুরি করে নিজের নামে যে চালায় ।
১০৫. সম্যক - সর্বতোভাবে, পরিপূর্নরূপে
১০৬. অভিধান– শব্দার্থ

বাংলা সংকলন বহির্ভুত বিভিন্ন লেখকের উদ্ধৃতি

☞ **রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর**

১.হৃদয় আজি মোর কেমনে গেল খুলি,
জগত আসি সেথা করিছে কোলাকুলি ।
২.মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই ।
৩.বেলা যে পড়ে এল,জলকে চল
৪.গ্রহণ করেছ যত, ঋণী তত করেছ আমায় ।
৫.যাহা চাই তাহা ভুল করে চাই
যাহা পাই তাহা চাই না ।
৬.হে অতীত তুমি ভুবনে ভুবনে
কাজ করে যাও গোপনে গোপনে ।
৭.সাত কোটি মানুষের হে মুগ্ধ জননী
রেখেছ বাঙালি করে মানুষ কর নি ।
৮.বিপদে মোরে রক্ষা কর এ নহে মোর প্রার্থনা
বিপদে আমি না যেন করি ভয় ।
৯.তোমার সৃষ্টির পথ রেখেছ আকীর্ণ করি ।(শেষ লেখা)

☞ **কাজী নজরুল ইসলাম**

১.আমি চাই না বিচার হাশরের দিন
চাই করুণা ওগো হাকীম ।
২.বউ কথা কও, বউ কথা কও
কও কথা অভিমানিনী
সেধে সেধে কেঁদে কেঁদে
যাবে যত যামিনী ।
৩.কাঁটা কুঞ্জে বসি তুই গাঁথিবি মালিকা দিয়া
গেনু ভালে তোর বেদনার টীকা ।

☞ **ভারতচন্দ্র**

১.আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে

www.preparationsbd.com

☞ **বঙ্কিমচন্দ্র**
১.তুমি অধম তাই বলিয়া আমি উত্তম হইব না কেন ?
২.পথিক! তুমি পথ হারাইয়াছ ?

☞ **কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার**
১.চিরসুখী জন ভ্রমে কি কখন
ব্যথিত বেদন বুঝিতে কি পারে ।
২.কাঁটা হেরি ক্ষান্ত- কেন কমল তুলিতে
দুঃখ বিনা সুখ লাভ হয় কি মহিতে ?
৩.যে জন দিবসে মনের হরষে
জ্বালায় মোমের বাতি,
আশু গৃহে তার দেখিবে না আর
নিশীতে প্রদীপ ভাতি ।

☞ **রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়**
স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে ।

☞ **সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত**
কালো আর ধলো বাহিরে কেবল
ভিতরে সবার সমান রাঙ্গা ।

☞ **সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়**
বন্যেরা বনে সুন্দর শিশুরা মাতৃক্রোড়ে ।

☞ **চণ্ডীদাস**
শুনহ মানুষ ভাই
সবার উপর মানুষ সত্য
তাহার উপর নাই ।

☞ **শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়**
বড় প্রেম শুধু কাছেই টানে না- দূরেও ঠেলিয়া দেয় ।

☞ **প্রমথ চৌধুরী**
দেহের যৌবনের সঙ্গে মনের যৌবনের একটা যোগাযোগ থাকলেও দৈহিক যৌবন ও মানসিক যৌবন স্বতন্ত্র ।
ভাষা মানুষের মুখ থেকে কলমের মুখে আসে । এর উল্টোটি হলেই মুখে কালি পড়ে ।

☞ **সুভাষ মুখোপাধ্যায়**
ফুল ফুটুক আর না ফুটুক, আজ বসন্ত ।

☞ **শেখ ফজলল করিম**
০১. কোথায় স্বর্গ কোথায় নরক
কে বলে তা বহুদূর
মানুষের মাঝে স্বর্গ -নরক
মানুষেতে সুরাসুর ।
০২. সুন্দর হে দাও দাও সুন্দর জীবন
হউক দূর অকল্যাণ সকল অশোভন ।

☞ **সৈয়দ মুজতবা আলী**
রুটি মদ ফুরিয়ে যাবে, প্রিয়ার কালো চোখ ঘোলাটে হয়ে আসবে,কিন্তু বইখানা অনন্ত যৌবনা ।
মাছি-মারা কেরানি নিয়ে যত ঠাট্টা রসিকতা করি না কেন ,মাছি মারা যে কত শক্ত, সে কথা পযবেক্ষণশীল ব্যক্তিমাত্রই স্বীকার করে নিয়েছেন ।

☞ **মদনমোহন তর্কালঙ্কার**
পাখি সব করে রব রাতি পোহাইল
কাননে কুসুম কলি সকলি ফুটিল ।

☞ **অতুলপ্রসাদ সেন**
মোদের গরব মোদের আশা
আ-মরি বাংলা ভাষা ।

☞ **সুফিয়া কামাল**
জন্মেছি মাগো তোমার কোলেতে মরি যেন এই দেশে

☞ **মাইকেল মধুসূদন দত্ত**
সতত হে নদ তুমি পড় মোর মনে
সতত তোমার কথা ভাবি এ বিরলে ।

☞ **আব্দুল গাফফার চৌধুরী**
আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারী আমি কি ভুলিতে পারি ।
(সুরকার-আলতাফ মাহমুদ) ।

☞ **শামসুর রাহমান**
১.শহীদের ঝলকিত রক্তের বুদবুদ, স্মৃতিগন্ধে ভরপুর একুশের কৃষ্ণচূড়া আমাদের চেতনারই রঙ ।
২.তুমি আসবে বলে হে স্বাধীনতা ।

☞ **আব্দুল হাকিম**
যে সব বঙ্গেতে জন্মি হিংসে বঙ্গবাণী
সে সব কাহার জন্ম নির্ণয় ন জানি ।

☞ **দাউদ হায়দার**
জন্মই আমার আজন্ম পাপ ।

☞ **লালন শাহ**
কেউ মালা কেউ তসবি গলায়,তাইত জাত ভিন্ন বলায় ।

☞ **জ্ঞানদাস**
রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর ।

বাংলা ভাষার সাহিত্যিকদের ছদ্মনাম

☞ **কাজেম আল কোরেশী** → কায়কোবাদ
☞ **কাজী নজরুল ইসলাম** → ধুমকেতু
☞ **প্রবোধ কুমার** → মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়
☞ **প্রমথ চৌধুরী** → বীরবল
☞ **প্যারীচাঁদ মিত্র** → টেকচাঁদ ঠাকুর
☞ **বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়** → কমলাকান্ত
☞ **মীর মশাররফ হোসেন** →উদাসীন পথিক;গাজী মিয়া
☞ **মোহাম্মদ জহিরুল্লাহ** → জহির রায়হান
☞ **রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর** → ভানুসিংহ
☞ **শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়** → অনিলা দেবী
☞ **শেখ আজিজুর রহমান** → শওকত ওসমান
☞ **আবু নাঈম মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ**→শহীদুল্লা কায়সার

বাংলা ভাষার সাহিত্যিকদের উপাধি

☞ **সুফিয়া কামাল** → জননী সাহসিকা/নারী আন্দোলনের পথিকৃৎ
☞ **অমিয় চক্রবর্তী** → বিশ্ব নাগরিক কবি
☞ **শামসুর রাহমান** → নগর কবি/ আধুনিক কবি
☞ **জসীমউদ্দিন** → পল্লী কবি
☞ **বেগম রোকেয়া** → মুসলিম নারী জাগরণের অগ্রদূত
☞ **রামনারায়ণ** → তর্করত্ন
☞ **আব্দুল করিম** → সাহিত্য বিশারদ
☞ **বিহারীলাল চক্রবর্তী** → ভোরের পাখি
☞ **সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত** → ছন্দের যাদুকর
☞ **শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়** → অপরাজেয় কথাশিল্পী
☞ **ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ** → ভাষা বিজ্ঞানী
☞ **মুকুন্দরাম দাস** → চারণ কবি
☞ **সুকান্ত ভট্টাচার্য** → কিশোর কবি
☞ **রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর** → বিশ্বকবি/নাইট
☞ **মুকুন্দরাম চক্রবর্তী** → কবি কঙ্কন
☞ **কাজী নজরুল ইসলাম** → বিদ্রোহী কবি
☞ **ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর** → গদ্যের জনক/বিদ্যাসাগর
☞ **বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়** → সাহিত্য সম্রাট/বাংলার ওয়াল্টার স্কট
☞ **জীবনানন্দ দাশ** → রূপসী বাংলার কবি; তিমির হননের কবি/নির্জনতা ও ধূসরতার কবি
☞ **ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত** → যুগসন্ধিক্ষণের কবি
☞ **ফররুখ আহমদ** → মুসলিম রেনেসাঁর কবি

www.preparationsbd.com

মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক প্রামাণ্য চলচ্চিত্র

চলচ্চিত্র	পরিচালক
Stop Genocide	- জহির রায়হান
A State is Born	- জহির রায়হান
Liberation Fighters	- আলমগীর কবির
Innocent Millions	- বাবুল চৌধুরী
মুক্তির গান (বাংলা)	- তারেক মাসুদ ও ক্যাথরিন মাসুদ
মুক্তির কথা	- ক্যাথরিন মাসুদ

সাহিত্যে নোবেল পুরস্কারঃ ২০১৮

☞ ২০১৮ সালে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার দেয়া হয় নি ।

পত্র-পত্রিকা

পত্রিকার নাম	সম্পাদক
০১. বঙ্গদর্শন (১৮৭২)	বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
০২. সাধনা (১৮৯১)	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
০৩. সবুজপত্র (১৯১৪)	প্রমথ চৌধুরী
০৪. ধূমকেতু (১৯২২)	কাজী নজরুল ইসলাম
০৫. লাঙ্গল (১৯২৫)	কাজী নজরুল ইসলাম
০৬. সমকাল (১৯৫৪)	সিকানদার আবু জাফর
০৭. আঙুর (কিশোর পত্রিকা)	ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ
০৮. শিখা	কাজী মোতাহার হোসেন
০৯. দৈনিক নবযুগ (১৯৪১)	কাজী নজরুল ইসলাম
১০. মাসিক ভারতী	স্বর্ণকুমারী দেবী
১১. সাহিত্য পত্রিকা	মুহম্মদ আবদুল হাই

বাগধারা

১. **অগত্যা মধুসূদন** - অনন্যোপায় হয়ে ।
২. **অজগর বৃত্তি** - আলসেমি ।
৩. **অপোগণ্ড** - অকর্মণ্য, অপ্রাপ্ত বয়স্ক, নাবালক ।
৪. **অবরে সবরে** - কালে -ভদ্রে ।
৫. **অজগর বৃত্তি** - আলসেমি ।
৬. **অশ্বমেধ যজ্ঞ** - বিপুল আয়োজন ।
৭. **অচলায়তন** – গোরামিপূর্ণ
৮. **অষ্টরম্ভা** - কাঁচকলা, ফাঁকি, কিছুই না ।
৯. **অক্ষয় বট** - প্রাচীন ব্যক্তি ।
১০. **অকাল কুষ্মাণ্ড** - অপদার্থ ।
১১. **অকালের বাদলা** -অপ্রত্যাশিত বাধা ।
১২. **অক্ষরে অক্ষরে** -সম্পূর্ণভাবে ।
১৩. **অষ্টবজ্র সম্মিলন** -প্রতিভাবান ব্যক্তিদের একত্র সমাবেশ
১৪. **অলক্ষীর দশা** -দারিদ্র্য
১৫. **অক্ষয়ভাণ্ডার** -যে ভাণ্ডারের ধন কখনো ফুরায় না
১৬. **অগ্নিগর্ভ** -বলিষ্ঠ
১৭. **অঞ্চলের নিধি** - যে সম্পদ আঁচলে ঢেকে সুরক্ষিত রাখতে হয়/সন্তান
১৮. **অন্ধিসন্ধি** -ফাঁকফোকর/গোপন তথ্য
১৯. **আঠারো মাসে বছর** - দীর্ঘসূত্রিতা ।
২০. **আঁটকুড়ো** - নিঃসন্তান ।
২১. **আমড়া কাঠের ঢেঁকি**-অকেজো লোক/অকর্মণ্য ।
২২. **আসরে নামা** -আবির্ভূত হওয়া ।
২৩. **আধা খেঁচড়া** -বিশৃঙ্খলা
২৪. **আঁচা-আঁচি** -পরস্পরের মনের ভাব
২৫. **আগলদার** -জমির ফসল আগলানোর বা পাহারা দেয়ার জন্য নিযুক্ত লোক
২৬. **আদিখ্যেতা** - ন্যাকামি
২৭. **আস্ত কেউটে** - অত্যন্ত বিপজ্জনক লোক
২৮. **ইলশে গুঁড়ি** - গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি ।
২৯. **ইয়ারবকসি** - বন্ধুবান্ধব
৩০. **ইল্লতে কাণ্ড** - নোংরা ব্যাপার / নোংরা কাণ্ড
৩১. **ইতুনিদকুঁড়ে** - অলসঃ দীর্ঘসূত্রীতা
৩২. **উলুখাগড়া** - গুরুত্বহীন লোক ।
৩৩. **উজানের কৈ** - সহজলভ্য ।
৩৪. **উপোসি ছারপোকা** - অভাবগ্রস্থ লোক ।
৩৫. **উপরোধের ঢেঁকি গেলা** – অন্যায় আবদার করা
৩৬. **উদোমারা** - বোকা ।
৩৭. **উটকো লোক** - অচেনা লোক/হঠাৎ অবাঞ্ছিতভাবে এসে
৩৮. **উনকোটি চোষট্টি** - প্রায় সম্পূর্ণ ।
৩৯. **উনপাঁজুরে** - অপদার্থ ।
৪০. **উরুস্তম্ভ** - ফোঁড়া জাতীয় রোগ
৪১. **উর্মিমালী** - সমুদ্র
৪২. **এলেবেলে** - নিকৃষ্ট ।
৪৩. **এক ছাঁচে ঢালা** - সাদৃশ্য ।
৪৪. **একাদশে বৃহস্পতি** - মহাসৌভাগ্য/ সৌভাগ্যের লক্ষণ ।
৪৫. **একা দোকা** - নিঃসঙ্গ
৪৬. **ওষুধে ধরা** - প্রার্থিত ফল পাওয়া ।
৪৭. **ওষুধ করা** - গুণ করা ।
৪৮. **ওষুধ পড়া** - সঠিক ব্যবস্থা নেওয়া ।
৪৯. **কচ্ছপের কামড়** - যা সহজে ছাড়ে না ।
৫০. **কলমি কাপ্তেন** - দরিদ্র কিন্তু বিলাসী ।
৫১. **কাক ভূষণ্ডি** - দীর্ঘায়ু ব্যক্তি ।
৫২. **কাটনার কড়ি** - উপার্জন সামান্য ।
৫৩. **কায়েতের ঘরের ঢেঁকি** - অপদার্থ লোক ।
৫৪. **কিম্ভূতকিমার** - অদ্ভুত ও কুৎসিত ।
৫৫. **কাগুজে বাঘ** - মিথ্যা জুজু ।
৫৬. **কাঁঠালের আমসত্ত্ব** - অলীক বস্তু ।
৫৭. **কুমিরের সান্নিপাত** - অসম্ভব ব্যাপার ।
৫৮. **কূপমণ্ডুক** - ঘরকুনো / সীমাবদ্ধ জ্ঞান সম্পন্ন ।
৫৯. **কেউ কেটা** - সামান্য ।
৬০. **কেঁচো গণ্ডূষ** - গোড়া থেকে শুরু ।
৬১. **কলির সন্ধ্যা** - দৌরাত্ম্যের শুরু ।
৬২. **কূর্ম অবতার** - অলস ।
৬৩. **কুনো ব্যাঙ** → সীমিত জ্ঞান
৬৪. **কুম্ভীরাশ্রু** → লোক দেখানো কান্না/নকল সমবেদনা
৬৫. **খামকাজ** - ভুলকাজ ।
৬৬. **খাবি খাওয়া** - ছটফট করা ।
৬৭. **খুঁটে খাওয়া** - স্বাবলম্বী হওয়া ।
৬৮. **গয়ংগচ্ছ** - ঢিলেমি ।
৬৯. **গোকুলের ষাঁড়** - স্বেচ্ছাচারী
৭০. **গণ্ডগ্রাম** - বড়গ্রাম ।
৭১. **গোঁয়ার গোবিন্দ** - কাণ্ডজ্ঞানহীন মানুষ
৭২. **গলগ্রহ** - পরের বোঝা হয়ে থাকা
৭৩. **ঘাড়ে গর্দানে** - অত্যন্ত মোটা ।
৭৪. **ঘোড়ার কামড়** - দৃঢ় পণ ।
৭৫. **ঘটিরাম** - অপদার্থ
৭৬. **চক্ষুদান করা** - চুরি করা ।
৭৭. **চড়ুই পাখির প্রাণ** - ক্ষীণজীবী লোক ।
৭৮. **চতুর্ভুজ হওয়া** - উৎফুল্ল হওয়া ।
৭৯. **চাঁদের হাট** - ধনেজনে পরিপূর্ণ সংসার ।
৮০. **চাঁদ-কপালে** - ভাগ্যবান ।
৮১. **চোখের চামড়া / পর্দা** - চক্ষুলজ্জা ।
৮২. **চক্ষের পুতলি** - আদরের ধন ।
৮৩. **চর্বিত চর্বণ** - পুনরাবৃত্তি ।
৮৪. **ঢাকের বাঁয়া** - অপ্রয়োজনীয় ।
৮৫. **চোরাবালি** - প্রচ্ছন্ন আকর্ষণ
৮৬. **ছামনি নাড়া** - দৃষ্টি বিনিময় ।

www.preparationsbd.com

৮৭. **ছাঁদনা তলা** - বিবাহের মণ্ডপ।
৮৮. **ছক্কা-পাঞ্জা** - ইতঃস্তত করা/ বড় বড় কথা বলা।
৮৯. **ছাঁদাবাঁধা** - পুজোরপর বা ভোজবাড়ি থেকে ফেরার সময় চাদর বা গামছায় খাবার বেঁধে নেয়া
৯০. **জগদ্দল পাথর** - গুরুভার।
৯১. **জেলঘুঘু** - যে ব্যক্তি বারবার জেল খাটে
৯২. **ঝাঁকের কৈ** - এক দলভুক্ত।
৯৩. **ঝাড়ে বংশে** - সবশুদ্ধ।
৯৪. **টুপ ভুজঙ্গ** - নেশায় বিভোর।
৯৫. **টেণ্ডাই মেণ্ডাই** - আস্ফালন।
৯৬. **টেঁকে গোঁজা** - আত্মসাৎ করা।
৯৭. **ঠাঁটঠমক** - হাবভাব, চালচলন
৯৮. **ডুমুরের ফুল** - অদর্শনীয়।
৯৯. **ডামাডোল** - গোলযোগ।
১০০.**ডাকাবুকো** - দুঃসাহসী
১০১. **ঢেঁকির কুমির** - অপদার্থ।
১০২. **ঢেঁকি অবতার** - নির্বোধ লোক।
১০৩.**ঢেঁকির কচকচি** - বিরক্তিকর কথা।
১০৪.**ঢাকের কাঠি** - তোষামুদে।
১০৫.**ঢাকের বায়া** - অপ্রয়োজনীয়।
১০৬.**ঢুলুঢুলু** - তন্দ্রালুতা
১০৭.**তামার বিষ** - অর্থের কুপ্রভাব।
১০৮.**নবমীর পাঁঠা** - প্রাণ ভয়ে ভীত ব্যক্তি।
১০৯.**তাসের ঘর** - ক্ষণস্থায়ী।
১১০. **তেল নুন লকড়ি** - মৌলিক প্রয়োজন।
১১১. **তীর্থের কাক** - প্রতীক্ষারত।
১১২. **তুর্কি নাচন** - নাজেহাল অবস্থা।
১১৩. **তুলসী বনের বাঘ** - সুবেশে দুর্বৃত্ত।
১১৪. **ত্রাহি ত্রাহি** - পরিত্রাণ কর বলে চিৎকার
১১৫. **তরবেতর** - নানারকম
১১৬. **থাউকি বেলা** - বিকালবেলা
১১৭. **দড়ি কলসি** - আত্মহত্যার উপায়।
১১৮. **দোজবরে** - দ্বিতীয়বার যে ছেলে বিয়ে করতে চায়।
১১৯. **দড়বড়ে** - তাড়াহুড়ো করে এমন
১২০.**দবকানো** - ওপরে ভার চাপানো/উপর থেকে চাপ দেয়া
১২১. **দশবাই চণ্ডী** - অত্যন্ত রাগী স্ত্রীলোক
১২২.**দাঁদুড়ে** - অত্যন্ত/দুর্দান্ত
১২৩.**দাতাকর্ণ** - অত্যন্ত উদার ও দানশীল
১২৪.**দায়-দৈব** - ছোট বড় সমস্যা
১২৫.**দেবদ্বিজ মানা** - ধর্মে বিশ্বাস থাকা
১২৬.**দক্ষযজ্ঞ ব্যাপার** - বিরাট সমারোহ
১২৭.**ধর্মের কল** - সত্য।
১২৮.**ধামাধরা** - তোষামোদকারী।
১২৯.**ধোপে টেকা** - পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া।
১৩০.**ধোপার গাধা** - পরের জন্য খাটা।
১৩১. **ধর্মের ষাঁড়** - যথেচ্ছাচারী।
১৩২.**ধিনিকেষ্ট** - দায়িত্বপালনহীন ব্যক্তি
১৩৩.**ধোঁকার টাটি** - প্রতারণার উপরের আবরণ
১৩৪.**ধোপার গাধা** - ভারবাহী
১৩৫.**ধড়িবাজ** - ধূর্ত ও ফন্দিবাজ
১৩৬.**ধোপার ভাঁড়ার** - প্রচুর জিনিসপত্র যা ব্যবহার করা যাবে না
১৩৭.**নয়-দুয়ারি** - দ্বারে দ্বারে।
১৩৮.**নারদের ঢেঁকি** - বিবাদের বিষয়।
১৩৯.**নগদ নারায়ণ** - নগদ অর্থ।
১৪০. **নিরানব্বইয়ের ধাক্কা** - সঞ্চয়ের প্রবৃত্তি, টাকা জমানোর প্রবৃত্তি।
১৪১.**ননীর পুতুল** - সহজে কাতর, আদরে দুলাল।
১৪২.**নন্দভৃঙ্গী** - অত্যন্ত আদুরে কিন্তু অকর্মণ্য।
১৪৩.**ননদী ভুলী** - কুকর্মের সঙ্গী
১৪৪.**নব কার্তিক** - সুদর্শন কিন্তু অকর্মণ্য ব্যক্তি
১৪৫.**ন্যালাখ্যাপা** - পাগলাটে
১৪৬.**নবমীর পাঁঠা** - প্রাণভয়ে ভীত ব্যক্তি
১৪৭.**পঞ্চত্ব প্রাপ্ত** - মারা যাওয়া।
১৪৮.**পায়াভারি** - অহংকার।
১৪৯.**পটের বিবি** - সুসজ্জিত।
১৫০.**পালের গোদা** - দলপতি।
১৫১.**পগারপার** - পালানো।
১৫২.**পাণ্ডববর্জিত** - সভ্য লোকের বাসের অযোগ্য।
১৫৩.**পত্রপাঠ** - তৎক্ষণাৎ।
১৫৪.**পয়মন্ত** - সুলক্ষণযুক্ত
১৫৫.**পালপাল** - প্রচুর সংখ্যক
১৫৬.**পিণিগেলা** - অনিচ্ছায় বা ঘৃণায় কোনো রকমে খাওয়া
১৫৭.**বচনবাগীশ** - কথায় পটু।
১৫৮.**ফোঁস মনসা** - ক্রোধী লোক।
১৫৯.**ফুসমন্তর** - ফাঁকির মন্ত্র
১৬০.**ফোঁপরা** - বাজে, অকেজো
১৬১. **বামনের গরু** - যে অল্প পারিশ্রমিকে বেশি কাজ করে।
১৬২.**বিদুরের খুদ** - শ্রদ্ধার সামান্য উপহার।
১৬৩.**বিড়াল তপস্বী** - ভণ্ড লোক।
১৬৪.**ব্যাঙের আধুলি** - সামান্য পুঁজি হলেও যা গর্বের।
১৬৫.**ব্যাঙের লাথি** - নগণ্য লোকের দ্বারা অপমান।
১৬৬.**ব্যাঙের সর্দি** - অসম্ভব ব্যাপার।
১৬৭.**বাস্তু ঘুঘু** - প্রচ্ছন্ন শয়তান।
১৬৮.**বচনাবাগীশ** - কেবল কথায় পটু
১৬৯.**বিষের পুটুঁলি** - বিদ্বেষী
১৭০.**বারো ভূত** - অনাত্মীয় লোকজন
১৭১. **বাপান্ত করা** - গালাগালি দেয়া
১৭২.**বারফট্টাই** - বড়াই
১৭৩.**বিশ বাও জল** - ভীষণ বিপাক
১৭৪. **ভেরেণ্ডা ভাজা** - অকাজে সময় নষ্ট করা/বেকার জীবন যাপন করা।
১৭৫.**ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা** - অনড় সংকল্প।
১৭৬. **ভূষণ্ডির কাক** - বিচক্ষন ব্যক্তি/দীর্ঘকালের অভিজ্ঞ ব্যক্তি।
১৭৭.**ভানুমতীর খেলা** - অবিশ্বাস্য ব্যাপার।
১৭৮.**ভূঁই ফোড়** - নতুন আগমন।
১৭৯.**ভুঁইফোঁড়** - অর্বাচীন।
১৮০.**মণিহারা ফণী** - প্রিয়জনের জন্য অস্থির লোক।
১৮১. **ম্যাও ধরা** - দায়িত্ব নেওয়া।
১৮২.**যশুরে কই** - যে ব্যক্তির মাথাটা মোটা কিন্তু শরীর শীর্ণ
১৮৩.**রাশভারি** - গম্ভীর প্রকৃতির।
১৮৪.**রামগরুড়ের ছানা** - গোমড়ামুখো লোক।
১৮৫.**রাবণের চিতা** - চির অশান্তি।
১৮৬.**রায়বাগিণী** - উগ্রচণ্ডা নারী, দজ্জাল স্ত্রীলোক
১৮৭.**লম্বাদেয়া** - পালানো।
১৮৮.**লেজে খেলা** - ছলনা করা/চাতুরি দ্বারা কষ্ট দেয়া।
১৮৯.**লোহার কার্তিক** - কালো কুৎসিত লোক
১৯০.**শর্বরীর প্রতীক্ষা** - দীর্ঘকাল ধরে প্রতীক্ষা।
১৯১. **শিবরাত্রির সলতে** - একমাত্র বংশধর/সন্তান।
১৯২.**শুয়োরের গোঁ** - ভয়ানক।
১৯৩. **শরতের শিশির**-ক্ষণস্থায়ী (যদি না থাকে তবে হবে-সুসময়ের বন্ধু)
১৯৪.**শাঁখের করাত** - উভয় সংকট।
১৯৫.**শিকে ছেঁড়া** - হঠাৎ সৌভাগ্যের উদয় হওয়া
১৯৬.**সাতকাহন** - প্রচুর পরিমাণ।
১৯৭. **সরফরাজি করা** - প্রভাব খাটানোর চেষ্টা/অযোগ্য ব্যক্তির চালাকি।
১৯৮. **স্বখাত সলিলে** - স্বীয় কর্মে ফল ভোগ/ঘোর বিপদে নিপতিত।
১৯৯.**সাতকাণ্ড রামায়ণ** - মস্তবড় ব্যাপার
২০০.**স্রোঁতের শেওলা** - নিরাশ্রয় ও সহায় সম্বলহীন লোক
২০১.**ষাঁড়ের গোবর** - অপদার্থ লোক/অযোগ্য।
২০২.**ষত্ব ণত্ব জ্ঞান** - কাণ্ডজ্ঞান।

www.preparationsbd.com

২০৩.ষণ্ডামার্কা - গুণ্ডা বা বাজে ধরনের লোক।
২০৪.হ্রস্বদীর্ঘ জ্ঞান - কাণ্ড জ্ঞান, সাধারণ জ্ঞান।
২০৫.হাত ধরা - অনুরোধ করা।
২০৬.হাড় হদ্দ - নাড়ী নক্ষত্র।
২০৭.হাড়ির হাল - দুর্দশার একশেষ।
২০৮.হাত পাকান - দক্ষতা
২০৯.হাড় জুড়ানো - শান্তি পাওয়া
২১০.হাঁড়ির হাল - মলিন
২১১.রসাতলে গমন- অধঃপাতে যাওয়া।
২১২.পৃষ্ঠপ্রদর্শন- পালানো।
২১৩.ঊনপঞ্চাশের বায়ু– পাগলামী
২১৪.একচোঁখা– পক্ষপাতিত্বপূর্ণ
২১৫.কাষ্ঠহাসি– কপট হাসি
২১৬.ওঁৎপাতা– সুযোগের প্রতীক্ষায় থাকা
২১৭.এক গোয়ালের গরু– একই স্বভাবের লোক
২১৮.কুলকাঠের অঙ্গার– তীব্র জ্বালা
২১৯.ক অক্ষর অংশ– বর্ণপরিচয়হীন
২২০.কেতাদুরস্ত – চৌকস
২২১.খয়ের খাঁ– তোষামোদকারী
২২২.খাদানাকে তিলক– অশোভন সাজসজ্জা
২২৩.খাটো করা– মর্যাদা না দেওয়া
২২৪.গোঁফখেজুরে–অলস
২২৫.গৌরচন্দ্রিকা– ভূমিকা
২২৬.গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা– তুষ্টি সাধন
২২৭.টইটুম্বুর– ভরপুর
২২৮.ঠোঁটকাটা– স্পষ্টভাষী
২২৯.ঠুটো জগন্নাথ– অকর্মন্য ব্যক্তি
২৩০.ঠান্ডা লড়াই– দুরভিসন্ধি করা
২৩১.তাল পাতার সেপাই–কঙ্কালসার দেহ
২৩২.তুবড়ি ছোটা– বেশি কথা বলা
২৩৩.ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির– ধার্মিক
২৩৪.বাপের ঠাকুর– শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি
২৩৫.বাঘের মাসি– নির্ভীক
২৩৬.ভানুমতির খেলা– কেরামতি
২৩৭.ঘোড়ার রোগ – বাতিক
২৩৮.ঘরপোড়া গরু– বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতা
২৩৯.চোরাবালি– প্রচ্ছন্ন আকর্ষণ
২৪০.চোখের বালি– অপ্রিয়
২৪১.ছুচোর কেত্তন– কলহ
২৪২.ঢি ঢি পড়া– কলঙ্ক
২৪৩.টিমে তেতালা– মন্থর গতি
২৪৪.ফোড়ন দেওয়া– খোঁচা দেওয়া

সমার্থক শব্দ

অশ্ব – বাজী, তুরগ, তুরঙ্গ, ঘোড়া, ঘোটক, হ্রেষা, তুরঙ্গম।
কোকিল – অন্যপুষ্ট, পরপুষ্ট, কাকপুষ্ট, কলকণ্ঠ, বসন্তদূত, পিক, পরভৃত।
অন্ন – ভাত, ওদন।
ইচ্ছা – অভিলাষ, অভিপ্রায়, আকাঙ্ক্ষা, বাঞ্ছা, স্পৃহা, কামনা, বাসনা, অভিরুচি, সাধ, লালসা, মনোরথ, প্রবৃত্তি, আশা, প্রার্থনা, প্রত্যাশা, আকুলতা, ব্যগ্রতা, মনস্কাম।
ঈশ্বর – জগদীশ্বর, পরমেশ্বর, পরমাত্মা, বিধি, জগদীশ, জগৎপতি, জগন্নাথ, পৃথ্বীশ, অন্তর্যামী, আল্লাহ, খোদা, রহিম, ইলাহি, মালিক বিশ্বপতি, বিভু, প্রজাপতি, স্বয়ম্ভু, সৃষ্টিকর্তা, স্রষ্টা, ভগবান, বিধাতা, প্রভু।
কবুতর – কপোত ও পায়রা।
কিরণ – কর, প্রভা, দীপ্তি, জ্যোতি, অংশু, রশ্মি, আলো, বিভা, ময়ূখ।
কন্যা – আত্মজা, দুহিতা, নন্দিনী, তনয়া, সুতা, মেয়ে, দুলালী।
কাক – বায়স, পরভৃৎ।
খড়্গ – তরবারি, তলোয়ার, কৃপাণ, অসি।
গৃহ – বাসস্থান, আলয়, ভবন, নিলয়, নিকেতন, আশ্রয়, আবাস, নিবাস, বাটী, সদন, বাড়ি, ইমারত, সৌধ, মঞ্জিল, কুঠি।
জ্যোৎস্না – চন্দ্রিমা, দীপিকা, পুর্ণেন্দু, কৌমুদী।
ঝড় – প্রবলবায়ু, ঘূর্ণিবায়ু, ঝটিকা, বাত্যা, ঝঞ্ঝা।
খবর – সন্ধান, সমাচার, বার্তা, সংবাদ, ফরমান, সন্দেশ, তত্ত্ব,
গরু – ধেনু, গাভী, গো, পয়স্বিনী।
দেহ – গা, তনু, শরীর, অঙ্গ, কায়া, কলেবর, গাত্র, কায়।
দোকান – পণ্যবিচিত্রা, বিপণি, হাট, আপন।
দিবস – অহ্ন, দিবা, দিনমান, তারিখ।
নারী – কান্তা, রমণী, মহিলা, অঙ্গনা, বামা, পত্নী, রামা, ললনা, কামিনী, অবলা, জেনানা, শর্বরী, অন্তঃপুরিকা, অসূর্যস্পর্শ্যা।
স্বর্গ – বেহেশ্‌ত, অমরাবতী, সুরলোক, দ্যুলোক।
সিংহ – মৃগরাজ, কেশরী, হরি।
হস্ত – হাত, কর, বাহু, পাণি, ভুজ।
হস্তী – করী, দ্বিপ, হাতি, মাতঙ্গ, গজ, কুঞ্জর, ঐরাবত, নাগ।
সাদা – শ্বেতা, শুভ্র, শুচি, সিত, শুক্ল, সফেদ, ধবল।
ফুল – কুসুম, প্রসূন, পুষ্প, অংকুর, রঙ্গন।
বন – জঙ্গল, কানন, বনানী, অরণ্য, অটবি, বিপিন, কুঞ্জ, বনশ্রী।
শত্রু – প্রতিপক্ষ, বৈরি, রিপু, অরি।
আগুন- বহ্নি, পাবক, অনল, শিখা, কৃশানু, বিভাবসু, হুতাশন, বৈশ্বানর, সর্বভুক,হোমাগ্নি, সর্বশুচি, আতশ, বায়ুসখা।
অন্ধকার - তিমির, আন্ধার, আঁধার, তমঃ, আঁধিয়ার, শর্বর, অমা, তমস, তমিস্র,তমিস্রা।
অক্ষি - চক্ষু, নয়ন, দর্শন, দৃষ্টি, লোচন, নজর।
কেশ - কবরী, চুল, কুন্তল, চিকুর, কেশপাশ, কেশদাম, অলক।
কপাল - ললাট, ভাল, ভাগ্য, নিয়তি, দৈব, অলিক, অদৃষ্ট।
আকাশ- অম্বর, অম্বরতল, অন্তরীক্ষ, অভ্র, ব্যোম, সুরপথ, খলোক, নক্ষত্রলোক।
উর্মি- তরঙ্গ, ঢেউ, বীচি, লহর, লহরী, তরঙ্গ।
চন্দ্র - কলাধর, শশাঙ্ক, শশধর, সোম, সুধানিধি, হিমকর, নিশাপতি, নিশাকান্ত, সুধাংশু, চাঁদ, সুধাকর, শশী, হিমাংশু, বিধু, নিশাকর, শীতাংশ, দ্বিজরাজ, মৃগাঙ্ক, কলাভৃৎ, রাকা, কুমুদনাদ।
জল - অম্বু, উদক, জলিল, বারি, নীর, তোয়, পয়ঃ।
নদী - তটিনী, প্রবাহিনী, কলস্বিনী, নির্ঝরিণী, সরিৎ,স্রোতস্বিনী, তরঙ্গিনী, পয়স্বিনী।
পৃথিবী - ধরিত্রী, বসুধা, অবনী, মেদিনী, মর্ত্যলোক, অখিল, পৃথ্বী, শৈল, শিখরী, ধরণী, বসুন্ধরা, ক্ষিতি, বসুমতী, জগৎ, সংসার।
পাখি - বিহঙ্গ, বিহঙ্গম, খেচর, পক্ষী, বিহগ, খগ, শকুন্ত, দ্বিজ, পতত্রী, অন্ডজ।
পদ্ম - উৎপল, অরবিন্দ, পঙ্কজ, তামরস, কোকনদ, কুমুদ, রাজীব, শতদল, নলিনী, সরসিজ, সরোজ, কুবলয়, ইন্দীবর, পুষ্কর, কমল।
পর্বত - পাহাড়, ভূধর, শিখরী, মহীধ্র, গিরি, নগ, মহীধর, অচল, শৈল, অদ্রি, শৃঙ্গী, শৃঙ্গধর, ভূভৃৎ, শৃঙ্গী।
বায়ু - সমীরণ, বাত, প্রভঞ্জন, অনিল, সমীর, মরুৎ, মারুত, গন্ধবাহ।
রাত্রি - শর্বরী, বিভাবরী, ক্ষণদা, রজনী, যামিনী, ত্রিযামা, নিশীথিনী।
মেঘ - অম্বুদ, জলদ, জীমূত, তোয়ধর, নীরদ, তোয়দ, পয়োদ, বারিদ, জলধর, পয়োধর, বলাহক, পর্জন্য।
সূর্য - মিহির, ভানু, ভাস্কর, আদিত্য, তপন, দিবাকর, মার্তণ্ড, অর্ক, সবিতা, বিভাবসু, ময়ূখমালী, বালার্ক, হরিদশ, অংশমালী, পুষা, প্রভাকর, বিবস্বান, কিরণমালী, অর্যমা।

www.preparationsbd.com

সর্প - সাপ, ভুজঙ্গ, নাগ, ভুজঙ্গম, বিষধর, ফণধর, ফণী, ভুজুগ, অহি, পন্নগ, উরগ, আশীবিষ, ফণাধর, বায়ুভুক।
সোনা - স্বর্ণ, সুবর্ণ, হিরণ, কাঞ্চন, কনক, হিরণ্য, হেম।
হস্তী- করী, দ্বিপ, হাতি, মাতঙ্গ, গজ, কুঞ্জর।
বিটপী- পাদপ, পণী, দ্রুম, শাখী, গাছ, তরু, মহীরুহ, শৃঙ্গী, শিখরী।
সমুদ্র - রত্নাকর, বারিধি, উদধি, পয়োধি, জলনিধি, পাথার, জলধর, তোয়নিধি, বারীন্দ্র, জলধি, সিন্ধু, বারীশ, অর্ণব, অম্বুধি, পারাবার, নীলাম্বু, পয়োনিধি, অম্বুনিধি।
বিদ্যুৎ – তড়িৎ, ক্ষণপ্রভা, চপলা, শম্পা, সৌদামিনী, চঞ্চলা, দামিনী, অচিরপ্রভা, বিজলী।
ভ্রমর - মধুকর, মধুপ, অলি, মধুমক্ষিকা, ষট্পদ, ভৃঙ্গ, শিলীমুখ, দ্বিরেফ, মধুমক্ষিকা, মধুভৃৎ।
ময়ূর- কেকা, কেকী, বর্হী, কলাপী, শিখী।
যুদ্ধ - রণ, সংগ্রাম, সমর, আহব, বিগ্রহ, অনীক।

বিপরীত শব্দ

অম্ল - মধুর
অহ্ন - রাত্রি
অন্ত্য - আদ্য
অলীক - সত্য/বাস্তব
আশ্লেষ - বিশ্লেষ
আকুঞ্চন - প্রসারণ
আবাহন - বিসর্জন
আপদ - সম্পদ
আঁটি - শাঁস
ইন্দ্রিয় - অতীন্দ্রিয়
উগ্র - সৌম্য
উদ্যতি-বিরতি
ঐহিক - পারত্রিক
করাল - সৌম্য/স্বাভাবিক
কৃত্রিম - স্বাভাবিক
কৃশাঙ্গী-স্থূলাঙ্গী
খরিদ-বিক্রি
গরল - অমৃত
গম্ভীর - চপল
গ্রামীণ - নাগরিক
চিরায়ত - সাময়িক
ছায়া-রৌদ্র
টগবগে-মেদা
ডাব - নারিকেল
তোয়াজ-তাচ্ছিল্য
দ্বৈত - অদ্বৈত
দস্যু - ঋষি
দৈব - দুর্দৈব
দারা-স্বামী
ধন্যবাদার্হ-নিন্দার্হ
নিরত - বিরত
নিত্য - নৈমিত্তিক
নির্মীলিত-উন্মীলিত
পথ - বিপথ
প্রাচ্য - প্রতীচ্য
পর্বত - সমতল
অপচয় - উপচয়, সঞ্চয়
আশু - বিলম্ব
অশন - অনশন
অনুলোপ - প্রতিলোপ
অবতরণ - উত্তরণ
আচার - অনাচার
আবির্ভাব - তিরোভাব
আরোহণ - অবরোহণ
আকস্মিক - চিরন্তন
উৎপত্তি - বিনাশ
উচাটন - প্রশান্ত
ঋজু - বক্র/বঙ্কিম
কড়ি - কোমল
কৃতঘ্ন - কৃতজ্ঞ
কুলীন - অন্ত্যজ
খল - সরল
গৃহীত - বর্জিত
গরিষ্ঠ - লঘিষ্ঠ
গোরা - কালা
ঘরোয়া - আনুষ্ঠানিক
চুনোপুটি - রুই কাতলা
জঙ্গম - স্থাবর
ডগমগ - মনমরা
ঢোলা - আঁটসাঁট
দারিদ্র্য - ঐশ্বর্য
দৃঢ় - শিথিল
দিগগজ - মহামূর্খ
দরাজ - সংকীর্ণ
ধূপ - ছায়া
ধেড়ে-কচি
নৈসর্গিক - কৃত্রিম
নিরবয়ব-সাবয়ব
প্রাচী - প্রতীচী
পারত্রিক - ঐহিক
প্রমাণিত - অনুমিত
প্রায়শ - কদাচিৎ
পূর্বাহ্ন - অপরাহ্ন
প্রবণতা - ঔদাসীন্য
প্রাংশু - বামন
প্রাখর্য-স্নিগ্ধতা
পূর্ণিমা-অমাবস্যা
ফুটন্ত - ঠাণ্ডা
ফতে(জয়)-পরাজয়
ফাঁপা-নিরেট
বিলাপ - হাস্য
বৈরাগ্য - আসক্তি
বিকি - কিনি
বিশেষ-সামান্য/নির্বিশেষ
বাদলা-শুকনা
ভাটি - উজান
ভৃত্য-প্রভু
মুখরতা - মৌনতা
মনীষা - নির্বোধ
যজমান-পুরোহিত
রজত - স্বর্ণ
শিখর - নিম্নদেশ
শুক্লপক্ষ - কৃষ্ণপক্ষ
ষণ্ডা-দুর্বল
যোজক - প্রণালী
ঝানু– অপটু
পূজক– পূজ্য
অমৃত– হলাহল
সংশয়– নিশ্চয়
স্বতন্ত্র–পরতন্ত্র
হত– জীবিত
নির্মল– পঙ্কিল
ঔদ্ধত্য– বিনয়
পাংশু– ক্ষীণ
গরিমা– লাঘব
কুলীন– অন্ত্যজ
দারক– কন্যা
চটুল– স্থির
পার্থিব - স্বর্গীয়
প্রজ্বলন - নির্বাপণ
প্রত্যর্থী-অর্থী
প্রসাদ-রোষ
পূজক/পূজারি-পূজিত
ফরিয়াদি- আসামি
ফাজিল-চুপচাপ
বাচাল - স্বল্পভাষী
বাউণ্ডুলে - সংসারী
বৈরী - অনুকূল
বিজন-জনবহুল
বরণ-বিসর্জন/বিদায়
ভূস্বামী - ভূমিহীন
ভক্ত - বিরাগী
ভব্য-অভব্য
মর্সিয়া - আনন্দগাঁথা
যাদৃশ-তাদৃশ
রম্য - কুৎসিত
লেশ-যথেষ্ট
শৌখিন - পেশাদার
শবল (বিচিত্র)- একবর্ণা
স্বকীয় - পরকীয়
যাযাবর - গৃহী
কৃশ–স্থূল
উন্মীলন– নির্মীলন
লিপ্ত– নির্লিপ্ত
শান্ত– দুরন্ত
হৃদ্যতা– কপটতা
স্তুতি– নিন্দা
উদার্য– কার্পণ্য
অনুলোম– প্রতিলোম
ঈশান– নৈঋত
ঈদৃশ– তাদৃশ
চিন্ময়– মৃন্ময়
খিড়কি– সিংহদার

বাক্য সংকোচন/এক কথায় প্রকাশ

জয়ের জন্য উৎসব - জয়ন্তী
পঁচিশ বছর পূর্তিতে হয় – রজত জয়ন্তী
পঞ্চাশ বছর পূর্তিতে হয় – সুবর্ণ জয়ন্তী
ষাট বছর পূর্তিতে হয় – হীরক জয়ন্তী
পঁচাত্তর বছর পূর্তিতে হয় – প্লাটিনাম জয়ন্তী
একশত বছর পূর্তিতে হয় – শতবর্ষ পূর্তি উৎসব
একশত পঞ্চাশ বছর পূর্তিতে হয় – সার্ধশতবর্ষ পূর্তি উৎসব

অ

অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করিয়া কাজ করে না যে - অবিমৃষ্যকারী
অগ্রসর হইয়া অভ্যর্থনা - প্রত্যুদ্গমন
অগ্রে দান গ্রহণ করে যে - অগ্রদানী
অগ্রে বর্তমান থাকে যে - অগ্রবর্তী
অতি শীতও নয়, গ্রীষ্মও নয় - নাতিশীতোষ্ণ
অনুকরণ করিতে ইচ্ছুক - অনুচিকীর্ষু

www.preparationsbd.com

অনুসন্ধান করিতে ইচ্ছুক - অনুসন্ধিৎসু
অন্য সময়/বার - বারান্তর
অন্ন ভক্ষণ করিয়া যে প্রাণ ধারণ করে - অন্নগতপ্রাণ
অপত্য হইতে বিশেষ পার্থক্য না করিয়া - অপত্যনির্বিশেষে
অপকার করার ইচ্ছা - অপচিকীর্ষা
অনুকরণ করার ইচ্ছা - অনুচিকীর্ষা
অপরের দোষ খুঁজে বেড়ায় যে - ছিদ্রান্বেষী
অভিজ্ঞতার অভাব - অনভিজ্ঞতা
অভ্র লেহন করে যে - অভ্রংলেহি
অশ্বে আরোহণ করে যে ব্যক্তি বা সৈনিক - অশ্বারোহী
অশ্ব, রথ, হস্তী ও পদাতিক সৈন্যের সমাহার - চতুরঙ্গ
অসম্ভব কাণ্ড ঘটাইতে অতিশয় পটু - অঘটনঘটনপটীয়সী
অস্ত যাইতে উদ্যত - অস্তোন্মুখ, অস্তায়মান

আ

আচরণের যোগ্য - আচরণীয়
আচারে যাহার নিষ্ঠা আছে - আচারনিষ্ঠ
আট প্রহর যাহা পরা যায় - আটপৌরে (শাড়ি)
আত্ম বা যে নিজে বিষয়কেই সর্বস্ব বলিয়া মনে করে - আত্মসর্বস্ব
আয়ুর পক্ষে হিতকর - আয়ুষ্য

ই

ইচ্ছামত কাজ বা আচরণ করে যে - স্বেচ্ছাচারী
ইহার তুল্য - ঈদৃশ

ঈ

ঈষৎ পাংশুবর্ণ - কয়রা
ঈষৎ বক্র - বঙ্কিম
ঈষৎ উষ্ণ যাহা - ঈষদুষ্ণ, কবোষ্ণ, কদুষ্ণ
ঈষৎ উন (একটু কম) যাহা - ঈষদূন
ঈষৎ শিক্ষিত - শিক্ষিতকল্প

উ

উপস্থিত বুদ্ধি আছে যাহার - প্রত্যুৎপন্নমতি
উদরই সর্বস্ব যার - উদরসর্বস্ব
উৎসবের নিমিত্তে গৃহ - মণ্ডপ
উড়ন্ত পাখির ঝাঁক - বলাকা

এ

একই সময়ে বর্তমান - সমসাময়িক
এক মনুর শাসন কালান্তে অন্য মনুর কালরাম্য - মন্বন্তর

ক

কন্যার সঙ্গে পৃথক বিচার না করিয়া - কন্যানির্বিশেষে
কামনা দূর হইয়াছে যাহার - বিতকাম
কষ্টে গমন করা যায় যেখানে - দুর্গম
কি করতে হবে তা বুঝতে পারে না যে - কিংকর্তব্যবিমূঢ়
কেবল নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকে যে - আত্মনিষ্ঠ
কোনটা দিক, কোনটা বিদিক, এই জ্ঞান নাই যাহার - দিগ্বিদিকজ্ঞান শূন্য
কাজ সমাধা হয় যাহা দ্বারা - কেজো
কষার বর্ণে রঞ্জিত বস্ত্র - কষায়

গ

গঙ্গার অপত্য - গাঙ্গেয়
গ্রামে প্রস্তুত - গ্রাম্য বা গ্রাম্যজাত
গাণ্ডীব ধনুক যাহার - গাণ্ডীবধনা

ঘ

ঘৃতের অল্প গন্ধ যাহাতে - ঘৃতগন্ধি
ঘৃণার যোগ্য - ঘৃণ্য, ঘৃণার্হ
ঘর্ষণ বা পেষণজাত সুগন্ধ - পরিমল

চ

চাঁদের মতো - চাঁদপনা
চন্দ্রের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত - চান্দ্র
চন্দ্র চূড়াতে যাহার - চন্দ্রচূড়

ছ

ছয় মাস অন্তর - ষাণ্মাসিক
ছিন্নবস্ত্র - চীর

জ/ঝ

জ্বল জ্বল করিতেছে যাহা - জাজ্বল্যমান

ঠ/ড/ঢ

ঠিক বিপরীত দিকে অবস্থিত - প্রতীপ
ঠকাতে অভ্যস্ত যে - ঠগ
ডিঙ্গি বাইবার দাঁড় - বৈঠা
ডালিমের কুঁড়ি - আনারকলি
ডিম্বাশয়ের মধ্যে প্রাণ কোষ - ডিম্বাণু
ঢিপির মতো - ঢ্যাপসা

ত

তম দূর করে যে - তমোঘ্ন, তমোনাশ
ত্বরায় গমন করে যে - তুরগ, তুরঙ্গ, তুরঙ্গম
তুলার দ্বারা তৈরি - তুলোট, তুলট

দ

দিন ও রাত্রি ব্যাপিয়া - দিবারাত্র, অহোরাত্র
দেখিবার ইচ্ছা - দিদৃক্ষা
কষ্টে দমন করা যায় যাহাকে - দুর্দমনীয়
দার পরিগ্রহ করেন নাই যিনি - অকৃতদার
দারে থাকে যে - দৌবারিক
দূর ভবিষ্যৎ ভাবিয়া দেখে না যে - অদূরদর্শী

ধ

ধুলার মতো রং যার - পাংশুল
ধনুকের ধ্বনি - টঙ্কার

ন

নিন্দা করতে ইচ্ছা - জুগুপ্সা
নিজেকে যে বড় মনে করে - হামবড়া
নিন্দা করার অযোগ্য - অনিন্দ্য
নিয়মের অধীন - বিধিবদ্ধ

প

পর্বতের কন্যা - পার্বতী
পরের উন্নতি দেখলে যার হিংসা হয় - পরশ্রীকাতর
প্রেম করিবার ইচ্ছা - প্রেমীষা
পা ধুইবার জল - পাদ্য
পিতার ভ্রাতা - পিতৃব্য
প্রতিকার করিবার ইচ্ছা - প্রতিচিকীর্ষা
প্রতিকার করিতে ইচ্ছুক - প্রতিচিকীর্ষু

ফ

ফল পাকিলে যে উদ্ভিদ মরিয়া যায় - ওষধি
ফাঁস দিয়া মানুষ মারে যে - ফাঁসুড়ে
ফিকা কমলা রং - বাসন্তী
ফাল্গুন মাসের পূর্ণিমা - ফাল্গুনী
ফুলতোলা মসলিন শাড়ি - জামদানি

ব

বাস্তু হতে উৎখাত যারা - উদ্বাস্তু
বিহঙ্গের ধ্বনি - কাকলি
বহুকাল যাবৎ চলে আসছে যা - চিরন্তন
বাঘের চামড়া - কৃত্তি
বমি করার ইচ্ছা - বিবমিষা
ব্যাঙের ছানা - ব্যাঙাচি
বীরের ধ্বনি - হুঙ্কার
বীণার ঝঙ্কার - নিক্বণ
বহু গৃহ হইতে ভিক্ষা সংগ্রাহক - মাধুকরী
বাক্য ও মনের অগোচর - অবাঙ্মানসগোচর

www.preparationsbd.com

বালক হইতে আরম্ভ করিয়া বৃদ্ধ ও স্ত্রীলোক সকলেই - আবালবৃদ্ধবণিতা
বিষ্ণুর উপাসক - বৈষ্ণব

ভ

ভদ্রলোক যে রকম ব্যবহার করেন - ভদ্রোচিত
ভবিষ্যতে কী হবে দেখে যে - পরিণামদর্শী
ভবিষ্যৎ কী হইবে দেখে না যে - অপরিণামদর্শী
ভূত, ভবিষ্যত ও বর্তমান জানেন যিনি - ত্রিকালজ্ঞ
ভুজ বা বাহুতে ভর করিয়া চলে যে - ভুজঙ্গ
ভ্রাতাদের মধ্যে সদ্ভাব - সৌভ্রাতৃত্ব

ম

মৃত্তিকা দিয়ে তৈরি - মৃন্ময়
মন হরণ করে যা - মনোহরী
মক্ষিকাও প্রবেশ করিতে পারে না যেখানে - নির্মক্ষিক
মাথা পাতিয়া লইবার যোগ্য - শিরোধার্য
মুক্তি পাইতে ইচ্ছুক - মুমুক্ষু, মুক্তিকামী

য

যার অনুরাগ দূর হয়েছে - বীতরাগ
যার কিছু নেই - আকিঞ্চন
যে সুন্দরের নিন্দা করা যায় না - অনিন্দ্যসুন্দর
যে নারী গোপনে প্রিয়জনের সাথে মিলিত হয় - অভিসারিণী
যে নারী কখনও সূর্যকে দেখে নাই - অসূর্যম্পশ্যা
যে নারীর সন্তান হয় না - বন্ধ্যা
যাহা আঘাত দ্বারা সহজে ভাঙ্গে না - ঘাতসহ
যাহা উচ্চারণ করিতে কষ্ট হয় - দুরুচ্চার্য, অনুচ্চার্য
যাহা ধ্যানের যোগ্য - ধ্যেয়
যাহা পূর্বে কখনো দেখা যায় নাই বা পূর্বে ঘটে নাই - অদৃষ্টপূর্ব
যাহা পূর্বে কখনো হয় নাই - অভূতপূর্ব
যাহা পূর্বে ছিল এখন নাই - ভূতপূর্ব
যাহা চিন্তা বা ভাবা যায় নাই - অচিন্তিতপূর্ব
যাহা পূর্বে ভস্ম ছিল না, এখন ভস্মে পরিণত হইতেছে - ভস্মীভূত
যাহার কোথাও উঁচু কোথাও নিচু - বন্ধুর
যাহার জটা আছে - জটিল, জটাধারী
যাহার জায়া যুবতী - যুবজানি
যাহার দুই হাত সমান চলে - সব্যসাচী
যাহার পর্যবাসন ঘটিয়াছে - পর্যবসিত
যাহা লংঘন করা দূরূহ - দুর্লংঘন
যাহা লাফাইয়া চলে - প্লবগ
যাহা সর্বদা ইতস্তত ঘুরিয়া বেড়াইতেছে - সতত-সঞ্চারমান
যাহা সহজে জীর্ণ হয় - সুপ্রাচ্য
যাহা সহজে জীর্ণ হয় না - দুষ্প্রাচ্য
যাহা সহজে পরিপাক করিতে পারা যায় না - গুরুপাক, দুষ্প্রাচ্য
যাহা সরোবরে জন্মে - সরোজ, সরসিজ
যাহার পূর্বজন্মের কথা স্মরণ থাকে - জাতিস্মর
যাহার সর্ব হারাইয়াছে - সর্বস্বান্ত
যারা এক মাতার গর্ভে জন্মিয়াছে - সহোদর, সোদর
যাহাকে কোনক্রমেই নিবারণ করা যায় না - অনিবার্য
যিনি অপ্রিয় কথা বলে থাকে - অপ্রিয়বাদী
যিনি ন্যায় শাস্ত্রে পণ্ডিত - নৈয়ায়িক
যিনি প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন - লব্ধপ্রতিষ্ঠ
যিনি বক্তৃতা দানে পটু - বাগ্মী
যিনি যুদ্ধে স্থির থাকেন - যুধিষ্ঠির
যিনি সকল অত্যাচার সহ্য করেন - সর্বংসহা
যিনি স্মৃতি শাস্ত্র জানেন - স্মার্ত
যে কোন বিষয়ে স্পৃহা হারিয়েছে - বীতস্পৃহ
যাহার সর্বস্ব হৃত হইয়া গিয়াছে - হৃতসর্বস্ব
যাহার সর্বস্ব চুরি হইয়া গিয়াছে - হৃতসর্বস্ব
যে গাঁজার নেশা করে - গেঁজেল
যে তৃণাদি খাইয়া জীবন ধারণ করে - তৃণভুক
যে নারী অপরের দ্বারা পালিত - পরভর্তিকা
যে নারী স্বয়ং পতিবরণ করে - স্বয়ংবরা
যে নারীর স্বামী পুত্র নেই - অবীরা
যে নারীর স্বামী বিদেশে থাকে - প্রোষিতভর্তৃকা
যে নারীর হাসি পবিত্র - সুচিস্মিতা
যে বুকে হাঁটিয়া গমন করে - সরীসৃপ
যে বন হিংস্র জন্তুতে পরিপূর্ণ - শ্বাপদসংকুল
যে বৃহৎ বৃক্ষে ফল হয় কিন্তু ফুল হয় না - বনস্পতি
যে বা যাহা প্রবীণ বা প্রাচীন নয় - অর্বাচীন
যে ভরণ পোষণ করছে - ভর্তা
যে (ভাই) পরে জন্মগ্রহণ করিয়াছে - অনুজ
যে রমণীর অসূয়া (হিংসা, পরশ্রীকাতরতা) নাই - অনুসূয়া

র/ল

রেশম দ্বারা নির্মিত - রেশমি
রাত্রির মধ্যভাগ - মহানিশা
রাত্রির প্রথম ভাগ - পূর্বরাত্র
রাত্রির শেষ ভাগ - পররাত্র

শ

শ্রবণ করার ইচ্ছা - শ্রবনেচ্ছা
শক্তির উপাসক - শাক্ত
শক্তি বা শক্তিকে অতিক্রম না করিয়া - যথাশক্তি
শুনিবামাত্র স্মরণ রাখিতে পারে যে - শ্রুতিধর

স

সকল পদার্থ ভক্ষণ করে যে - সর্বভুক
সম্মুখে অগ্রসর হইয়া অভ্যর্থনা - প্রত্যুদ্গমন
সিংহের গর্জন - সিংহনাদ
সময়ের গণ্ডিকে অতিক্রম করে যা টিকে থাকে - কালজয়ী
সর্বস্ব যাহা পরিপাক হয় না - দুষ্প্রাচ্য, দুষ্পরিপাচ্য

হ

হস্তী তাড়নের নিমিত্তে ব্যবহৃত দণ্ড – অঙ্কুশ
হরিণের চামড়া - অজিন
হাতের চতুর্থ অঙ্গুলি - অনামিকা
হাত পা বাঁধার শিকল - আন্দু
হাতির শাবক - করভ
হরেক রকম বলে যে - হরবোলা

ভাবার কিছুই নেই..... চিন্তা ছাড়া মুখস্থ করে ফেল

বেঁচে থাকার ইচ্ছা– জিজীবিষা ।	ক্ষমা করার ইচ্ছা– চিক্ষমিষা ।
মুক্তি পাওয়ার ইচ্ছা– মুমুক্ষা ।	যুদ্ধ করার ইচ্ছা– যুযুৎসা ।
সৃষ্টি করার ইচ্ছা– সিসৃক্ষা ।	দেখবার ইচ্ছা– দিদৃক্ষা ।
হনন করার ইচ্ছা– জিঘাংসা ।	বমি করার ইচ্ছা– বিবমিষা ।
প্রবেশ করার ইচ্ছা– বিবক্ষা ।	বিজয় লাভের ইচ্ছা– বিজিগীষা ।
দান করার ইচ্ছা– দিৎসা ।	গমন করার ইচ্ছা– জিগমিষা ।
ভোজন করার ইচ্ছা– বুভুক্ষা ।	ত্রাণ লাভ করার ইচ্ছা– তিতিৎসা ।
বাস করার ইচ্ছা– বিবৎসা ।	নির্মাণ করার ইচ্ছা– নির্মিৎসা ।
রমণের ইচ্ছা– রিরংসা ।	জয় করার ইচ্ছা– জিগীষা ।
বলার ইচ্ছা– বিবক্ষা ।	যে রূপ ইচ্ছা– যদৃচ্ছা ।
গিলিবার ইচ্ছা– জিগরিষা ।	গ্রহণ করিবার ইচ্ছা– জিঘৃক্ষা ।
মরণের ইচ্ছা– মুমূর্ষা ।	ভ্রমণ করিবার ইচ্ছা– বিভ্রমিষা ।

এবার শেষ প্রচেষ্টা ... মিলিয়ে নাও....

০১. ক. অরি বা শত্রুকে দমন করেন যিনি– অরিন্দম ।
খ. অরি বা শত্রুকে হত্যা করেন যিনি– শত্রুঘ্ন ।
গ. শত্রুকে জয় করেন যিনি– শত্রুজিৎ বা পরঞ্জয় ।
ঘ. শত্রুকে পীড়া কষ্ট দেন যিনি– পরন্তপ ।

www.preparationsbd.com

০২. ক. যে নারীর স্বামীর স্ত্রী বিদেশে থাকে– প্রোষিতভর্তৃকা।
খ. যে স্বামীর স্ত্রী বিদেশে থাকে– প্রোষিতপত্নীক/প্রোষিতভার্য।
০৩. ক. যে আঘাত পায়নি– অনাহত।
খ. যাকে ডাকা (আহূত) হয় নি– অনাহূত।
০৪. ক. অক্ষির সমীপে- সমক্ষ।
খ. অক্ষির অভিমুখে– প্রত্যক্ষ।
গ. অক্ষির অগোচরে– পরোক্ষ।
ঘ. অক্ষি বা চক্ষুর সম্মুখে সংঘটিত– চাক্ষুষ।
০৫. ক. যে ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে না– অপরিণামদর্শী।
খ. যে ভবিষ্যতের কথা না ভেবে কাজ করে– অবিমৃষ্যকারী।
০৬. ক. নীল বর্ণের যে পদ্ম- ইন্দিবর।
খ. রক্ত/লাল বর্ণের যে পদ্ম– কোকনদ।
গ. শ্বেতবর্ণের পদ্ম– পুণ্ডরীক।
০৭. ক. দিবসের/অহ্নের পূর্বভাগ– পূর্বাহ্ণ।
খ. দিবসের/অহ্নের মধ্যভাগ– মধ্যাহ্ন।
গ. দিবসের/অহ্নের অপরভাগ– অপরাহ্ণ।
ঘ. দিবসের/অহ্নের সায় বা অবসান ভাগ– সায়াহ্ন।
০৮. ক. যা উচ্চারণ করা যায় না– অনুচ্চার্য।
খ. যা উচ্চারণ করা কঠিন– দুরুচার্য।
গ. যা সহজে উচ্চারণ করা যায়– সরুচ্চার্য।
০৯. ক. অনেকের মধ্যে একজন– অন্যতম।
খ. দুয়ের মধ্যে এক– অন্যতর।
১০. ক. একই সময়ে বর্তমান– সমসাময়িক।
খ. একই সময়ে– যুগপৎ
১১. ক. সর্বত্র গমন করে যে– সর্বগ।
খ. বিহায়সে (আকাশে) বিচরণ করে যে– বিহগ।
গ. ত্বরায় গমন করে যে– তুরগ।
ঘ. উরস বা বুকে ভর দিয়ে চলে যে– উরগ।
ঙ. ভুজের সাহায্যে চলে যে– ভুজগ।
চ. পা-দিয়ে চলে না যে– পন্নগ।
ছ. লাফিয়ে চলে যে– প্লবগ।
১২. ক. দমন করা যায় না যাকে– অদম্য।
খ. দমন করা কষ্টকর যাকে– দুর্দমনীয়।
১৩. ক. সকলের জন্য প্রযোজ্য– সার্বজনীন।
খ. সকলের জন্য কল্যাণকর– সর্বজনীন।
১৪. ক. যার কোন উপায় নেই– নিরুপায়।
খ. যার অন্য কোন উপায় নেই– অনন্যোপায়।
১৫. ক. পরকে প্রতিপালন করে যে– পরভৃৎ (কাক)।
খ. পরের দ্বারা প্রতিপালিত যে– পরভৃত (কোকিল)।

পারিভাষিক শব্দ

A

Absconder-ফেরারি, পলাতক
Abrogation– রদ, নিরাকরণ
Ad-hoc – তদর্থক
Aircraft – বিমান
Alien– বিদেশী, বহিরাগত
Amalgamation – সংমিশ্রণ, সংযোজন
Armoury – অস্ত্রাগার
Apprentice – শিক্ষানবিস
Attestation– সত্যায়ন
Ambiguous– দ্ব্যর্থক, অস্পষ্ট
aboroginal- আদিবাসী
adaptation- অভিযোজন
Ad-hoc-তদর্থক
affairs- বিষয়াবলি
airtight- বায়ুরোধী
archives- মোহাফেজখানা
arrear- বকেয়া
art- চারুকলা, ললিতকলা
autobiography- আত্মজীবনী
autograph- অটোগ্রাফ, স্বলেখন
Ancestor-পূর্বপুরুষ
Asylum-আশ্রয়

B

balanced diet- সুষম খাদ্য
bench- বিচারপীঠ, এজলাস
bilingual দ্বিভাষিক
bio-data- জীবনবৃত্তান্ত, জীবনতথ্য
blockade- অবরোধ
bonafide- প্রকৃত
breaking point- সহনসীমা
bribery- ঘুস, উৎকোচ
brochure- পুস্তিকা
buffer stock- জরুরি মজুদ

C

calligraphy- হস্তলিপি বিদ্যা
cash crop - অর্থকরী ফসল
cell - কোষ
code of conduct - আচরণবিধি
cold war- স্নায়ুযুদ্ধ
colonialism- উপনিবেশবাদ
colony- উপনিবেশ
communique - ইশতেহার
compilation - সংকলন
concession- রেয়াত, ছাড়
concrete- মূর্ত
consignment- চালান
corrigendum - শুদ্ধিপত্র
custody- হেফাজত
Canon– নীতি
Censure– তিরস্কার
Chronological– কালানুক্রমিক
Copyright– গ্রন্থস্বত্ব
Counsel– কৌশলি

D

death penalty- মৃত্যুদণ্ড
delegate - প্রতিনিধি
demurrage - বিলম্বশুল্ক
deputation - প্রেষণ
dispatcher - প্রেরক
dictation- শ্রুতলিপি
due date - নির্দিষ্ট তারিখ
duty - শুল্ক
deadlock-অচলাবস্থা
dockyard-পোতাঙ্গন
domicile-স্থায়ী নিবাস
drought-খরা, অনাবৃষ্টি
Domicile– স্থায়ী নিবাস
Dyarchy– দ্বৈতশাসন

E

Eradication– উচ্ছেদ

www.preparationsbd.com

embargo- অবরোধ
emblem- প্রতীক
emigrant- প্রবাসী
encyclopedia- বিশ্বকোষ
enrolment- তালিকাভূক্তকরণ
explicit- বিশদ

F

fair price- ন্যায্য মূল্য
farewell address- বিদায়-সম্ভাষণ
faxcism- ফ্যাসিবাদ
fauna- প্রাণিকূল
feudal- সামন্ততান্ত্রিক, সামন্তবাদী, সামন্তবাদ
fiction- কথাসাহিত্য
fine arts - ললিতকলা, চারুকলা
First aid– প্রাথমিক চিকিৎসা
fiscal year - অর্থবৎসর
flat rate - সমহার
flora- উদ্ভিদকুল
folio- পত্র, পাতা
folk song - লোকসঙ্গীত
forfeit - বাজেয়াপ্ত করা, অপবর্তন করা
forgery - জালিয়াতি
freight - মালের ভাড়া, ভাড়া, মাশুল
funeral- শেষকৃত্য, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া

G

germicide- জীবানুনাশক
glossary- টীকাপঞ্জী, শব্দকোষ
gradation- পর্যায়, ক্রমায়ণ
Granary– লৈখিক, রৈখিক
Gypsy– বেদে
granary- শস্যাগার
gravitation- মহার্কষ

H

harbour- পোতাশ্রয়
hoarder- মজুতদার
honorarium- সম্মানী
horticulturist- উদ্যানবিদ
humidity– আর্দ্রতা
hypothesis– প্রকল্প
Hostile– বিরোধী, প্রতিকূল
hydraulic- জলীয়

I

illegible- দুষ্পাঠ্য
inadequate- অপ্রতুল, অপ্রচুর
incentive- প্রেরণা, প্রযোজক
increment- বেতন বৃদ্ধি
ineligibility- অযোগ্যতা
inheritance- উত্তরাধিকার
inorganic- অজৈব
interpreter- দোভাষী, ভাষান্তরিক
inventory- ফর্দ
invigilator- পর্যবেক্ষক
irrational- অযৌক্তিক
irrigation- সেচ, জলসেচ

J

judicial- বিচার-, ন্যায়-, বিচারিক, ন্যায়িক
Jurisprudence– আইন বিজ্ঞান, ব্যবহারশাস্ত্র

K

knot- সমুদ্র-মাইল, গ্রন্থি, গিট
Key note– মূলভাব, মর্ম

L

leftist - বামপন্থী
Latitude– অক্ষাংশ
Lexicon– অভিধান
Legitimate– বৈধ
Lingua franca– মিশ্র ভাষা
lexicographer- আভিধানিক
liaison- সংযোগ, সম্পর্ক
livestock- পশুপালন
low water- ভাটা

M

malnutrition- অপুষ্টি
manifesto- ইশতেহার
mercantile bank- বাণিজ্যিক ব্যাংক
monarchy- রাজতন্ত্র
morgue- শবাগার

N

null and void- বাতিল

O

oath-taking cermony- শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান
obituary- শোকলিপি
observatory- মানমন্দির
Octroi duty– নগর শুল্ক
Orbit– কক্ষপথ
octroi- পণ্যপ্রবেশ
omission- বাদ, ভুল
opening stock - প্রারম্ভিক মজুদ

P

pact- চুক্তি
pamphlet- পুস্তিকা
parity- সমতা
patronage- পৃষ্ঠপোষকতা
penal - দণ্ডমূলক, দণ্ড
permissible - অনুমতিযোগ্য
petition - দরখাস্ত
philatelist- ডাকটিকিট-সংগ্রহকারী
phonetics - ধ্বনি বিদ্যা
physiography - ভূমিবৃত্তি
physiological- শারীরবৃত্তীয়
pilot project- অগ্রণী প্রকল্প
Plebiscite – গণভোট
Pseudonym – ছদ্মনাম
Prerogative – বিমেষ অধিকার
police outpost - (পুলিশ) ফাঁড়ি
postage- ডাকমাসুল
postal- ডাক-সংক্রান্ত
pottery- মৃৎশিল্প, মৃগপাত্র
preventive - নিবারক
price ceiling - সর্বোচ্চ মূল্য
price quotation- মূল্যোদ্ধৃতি
prima duties- প্রাথমিক কর্তব্য
primitive- আদিম, প্রাককালীন
propaganda- প্রচারণা

Q

quota - যথাংশ

www.preparationsbd.com

R

racial - জাতিগত
Ransom– মুক্তিপণ
recreation - বিনোদন
referendum - গণভোট
refinery - শোধনাগার
reinstatement - পুনর্গ্রহণ, পুনঃস্থাপন, পুনর্বহাল
remedy - প্রতিকার
remission - নিস্কৃতি, মকুব
robot - যন্ত্রমানব
ropeway - রজ্জুপথ

S

safe custody - নিরাপদ হেফাজত
salvage - উদ্ধার
scrutiny - সমীক্ষা
sect - সম্প্রদায়
shallow - অগভীর, ভাসা-ভাসা
shortthand - সাঁটলিপি
simultaneous - যুগপৎ

T

Tribe– আদিবাসী

U

ultimatum - চরপত্র, চূড়ান্ত দাবি
up-to-date - হালনাগাদ
under disposal - বিবেচ্য
undue - অবৈধ

V

Vacancy-খালি, শূন্য
Vague-অস্পষ্ট
Vaccination-টিকা, টিকাদান
Velvet– মখমল
Vertical– উল্লম্ব, খাড়া
Vendee-ক্রেতা
Verdict-রায়
Versus-বনাম

W

Windmill-বায়ুচক্র

X

X-mas-ক্রিসমাস

Y

year-book - বৎসর, বর্ষপঞ্জি

Z

zebra crossing - জেব্রা পারাপার
zoologist - প্রাণিবিদ
zealot - ধর্মান্ধ

Extra

dead slow - পূর্ণ মন্থর
grace period - অতিরিক্ত সময়
public thoroughfare - জনপথ

বঙ্গানুবাদ

০১. The situation has come to a head - পরিস্থিতির উন্নতি ঘটেছে।
০২. The girl is possessed - মেয়েটি ভুতাবিষ্ট।
০৩. Bad workman quarrels with his tools- নাচতে না জানলে উঠান বাঁকা।
০৪. I cannot spare an instant. আমার তিলমাত্র সময় নেই।
০৫. The rose is a fragrant flower-গোলাপ সুগন্ধি ফুল।
০৬. Ill got ill spent- অসৎ পথে আয় অসৎ পথেই যায়।
০৭. The man is off his head. লোকটির মাথা খারাপ হইয়াছে।
০৮. I cannot spare a moment- আমার তিলমাত্র সময় নেই।
০৯. The fire is out - আগুন ছড়িয়ে পড়েছে।
১০. I'll teach you a lesson– আমি তোমাকে শিক্ষা দিয়ে ছাড়ব।
১১. He is very hard up now- সে খুব কষ্টে দিনাতিপাত করছে।
১২. অপমানের চেয়ে মৃত্যু ভাল–Death is preferable to dishonour.
১৩. এই বই খানি আমি খুজঁছি -This is the book I am looking for.
১৪. আমি দেখলাম যে ঘড়িটা বন্ধ হয়ে গেছে-I found that clock had stopped
১৫. The defendant was issued summons in time- বাদীকে যথাসময়ে সমনজারী করা হয়েছিল।
১৬. Waste not, Want Not-অপচয় করো না, অভাবও হবে না।
১৭. It takes two to make a quarrel–এক হাতে তালি বাজে না।
১৮. There was once a bald-headed man–এক ছিল টেকো লোক।
১৯. He has broken with his friend–সে তার বন্ধুর সঙ্গে ঝগড়া করেছে।
২০. Is everything in order? – সবকিছু ঠিকঠাক আছে তো?
২১. Wishes never fill the bag-শুধু কথায় পেট ভরে না।
২২. No pains, no gains - কষ্ট না করলে কেষ্ট মেলে না।
২৩. He called me names – সে আমাকে গালাগালি করল।
২৪. Do not smile at anybody – কাউকে নিয়ে রসিকতা করবে না।
২৫. To keep up appearances - বাইরের ঠাট বজায় রাখা।
২৬. Why do you fight sight of me?– কেন তুমি আমাকে এড়িয়ে চলছ?
২৭. Did he leave the country for good? - সে কি চিরতরে দেশ ছাড়লো?
২৮. A bull in a China shop - পদ্মবনে মত্তহস্তী।
২৯. Blessed by your tongue – তোমার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক।
৩০. There is none else like my mother - আমার মায়ের মত আর কেউ নেই।
৩১. Do not cry down your enemy – শত্রুকে খাটো করে দেখো না ৩২. The ring leader was caught - দলনেতা ধরা পড়েছে
৩৩. যাকে দেখতে নারি, তার চলন বাঁকা- Faults are thick where love is thin
৩৪. সে আমাকে বোকা বলল- He called me a fool
৩৫. No smoke without fire- সব গুজবেরই ভিত্তি আছে।
৩৬. বিপদ কখনও একা আসে না- Misfortunes never come alone
৩৭. On that question I must part company with you - ঐ কারণে আমি অবশ্যই তোমার সঙ্গ ত্যাগ করব।
৩৮. I never got to see him at close quarters - আমি তাকে কখনো কাছ থেকে দেখার সুযোগ পাই নি।
৩৯. I was much put out by the late arrival of the train - ট্রেনটি দেরিতে আসায় আমার অনেক অসুবিধা হল।
৪০. Fools rush in where angels fear to tread - হাতি ঘোড়া গেল তল, ভেড়া বলে কত জল।
৪১. He is yet to take in the situation -সে এখনও পরিস্থিতি বুঝে উঠতে পারেনি।
৪২. He has no business to say that - সেটি বলার কোনো অধিকার তার নেই।
৪৩. I have been on the go for the last seven days - গত সাত দিন আমি কর্মব্যস্ত ছিলাম।
৪৪. The workers have called of their strike - শ্রমিকরা ধর্মঘট প্রত্যাহার করে নিয়েছে।
৪৫. He has put on much weight - তার ওজন বেশ বেড়েছে।
৪৬. They are playing at fighting - তারা যুদ্ধ যুদ্ধ খেলছে।
৪৭. I feel like weeping - আমার কান্না পাচ্ছে।
৪৮. Too much courtesy too much craft - অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ।
৪৯. I am not young enough to know everything – সবজান্তা হওয়ার মতো তরুণ আমি নই।
৫০. স্ক্যাইরেল (squirrel)-এর বঙ্গানুবাদ- কাঠবিড়ালী।
৫১. He was called to the Bar in 1990 - তিনি ১৯৯৮ সালে ওকালতি শুরু করেন।

www.preparationsbd.com

৫২. The ship was settled – জাহাজটি মেরামত করা হলো ।
৫৩. He takes after his father - সে দেখতে তার পিতার মতো ।
৫৪. It is raining cats and dogs - মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে ।
৫৫. He is man of world - তিনি বিষয়ী লোক ।
৫৬. He will make a good player সে – ভালো খেলোয়াড় হবে ।
৫৭. Mass education is the crying need of Bangladesh – বাংলাদেশের জন্য গণশিক্ষার জরুরি প্রয়োজন ।
৫৮. His monumental failure haunts him even today -তার পর্বত প্রমাণ ব্যর্থতা আজও তাকে তাড়িয়ে বেড়ায় ।
৫৯. The neighbours set the brothers by the ears and enjoyed the fun – ভায়ে ভাইয়ে ঝগড়া বাধিয়ে প্রতিবেশীরা মজা দেখতে লাগলো ।

www.preparationsbd.com

বাংলা ব্যাকরণ

এই প্রশ্নসহ উত্তরগুলো Just মুখস্থ করবে

০১. প্রমিত বাংলা ভাষা মানে এক ধরনের-
A. সাধু ভাষা **B. চলিত ভাষা** C. আঞ্চলিক ভাষা D. উপভাষা

০২. মাতৃভাষী জনসংখ্যার হিসেবে পৃথিবীতে বাংলা ভাষার স্থান–
A. প্রথম B. পঞ্চম **C. সপ্তম** D. দশম

০৩. 'কতো নদী সরোবর বা বাংলা ভাষার জীবনী' কার লেখা?
A. জ্যোতিভূষণ চাকী **B. ড. হুমায়ুন আজাদ** C. আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ D. ড. হায়াৎ মামুদ

০৪. চর্যাপদ কোন ধর্মাবলম্বীদের সাহিত্য?
A. সনাতন হিন্দু B. জৈন ধর্ম **C. সহজিয়া বৌদ্ধ** D. হরিজন

০৫. দেশ-কাল ও পরিবেশ ভেদে কিসের পার্থক্য ঘটে-
A. ধ্বনির B. শব্দের C. অর্থের **D. ভাষার**

০৬. বাংলা ব্যাকরণ কত বৎসরের পুরাতন?
A. ১৫০ **B. ২৫০** C. ৩০০ D. ৩৫০

০৭. বাংলা ভাষার মৌলিক রূপ কয়টি?
A. ৪টি B. ৩টি C. ২টি D. ১টি

০৮. বাংলা অক্ষরের প্রথম নকশা তৈরি করেন-
A. ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ B. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় C. উইলিয়াম কেরী **D. চার্লস উইলকিন্স**

০৯. 'ফোকলোর' কথাটির উদ্ভাবক-
A. ডরসন **B. উইলিয়াম থমস** C. হেনরী গ্লাসি D. কোনটিই নয়

১০. বাংলা গদ্য কোন্ যুগের ভাষার নিদর্শন?
A. প্রাচীন যুগের B. আদি যুগের **C. আধুনিক যুগের** D. মধ্য যুগের

১১. 'লেক্সিকোগ্রাফি' কোন বিষয় নিয়ে আলোচনা করে?
A. ধ্বনিতত্ত্ব B. শব্দতত্ত্ব **C. অভিধানতত্ত্ব** D. অর্থতত্ত্ব

১২. 'Origin and Development of Bengali Language' এর লেখক–
A. মুহম্মদ আবদুল হাই **B. ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়** C. ডঃ দীনেশ চন্দ্র সেন D. ডঃ সুকুমার সেন

১৩. অক্ষর বা তার চিহ্নকে বলে-
A. কার **B. বর্ণ** C. ফলা D. পদ

১৪. ভাষার মূল উপাদান হ'ল -
A. ধ্বনি, শব্দ, অক্ষর B. ধ্বনি, অক্ষর, লেখনী **C. ধ্বনি, শব্দ, বাক্য** D. ধ্বনি, অক্ষর, উচ্চারণ

১৫. 'সন্ধি' কিসের আলোচ্য বিষয়?
A. বাক্য প্রকরণ B. পদক্রম C. রূপতত্ত্ব **D. ধ্বনিতত্ত্ব**

১৬. ভাষার মৌলিক উপাদান কোন্টি?
A. বর্ণ B. শব্দ **C. ধ্বনি** D. বাক্য

১৭. 'ব্যাকরণ' শব্দের সঠিক অর্থ কোনটি?
A. বিশেষভাবে বিভাজন **B. বিশেষভাবে বিশ্লেষণ** C. বিশেষভাবে বিয়োজন D. বিশেষভাবে সংযোজন

১৮. নিচের কোনটি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের অনুবাদগ্রন্থ?
A. ভ্রান্তিবিলাস B. বর্ণ-পরিচয় C. প্রভাবতী সম্ভাষণ D. দশমী

১৯. 'রাইফেল রোটি আওরাত' উপন্যাসের প্রতিপাদ্য বিষয় কী?
A. ৭ মার্চের ঘটনা B. '৭১ এর বিজয়ের ঘটনা C. ২৫ মার্চ থেকে দু'দিনের ঘটনা **D. ৩ মার্চের পরের ঘটনা**

২০. 'লালসালু' উপন্যাসের চরিত্র কোনটি?
A. হরিপদ B. সুদীপ্ত শাহিন C. শওকত ওসমান **D. খালেক ব্যাপারী**

২১. 'একাত্তরের দিনগুলি' - কার রচনা?
A. কাজী নজরুল ইসলাম B. বিষ্ণু দে C. উৎপল দত্ত **D. জাহানারা ইমাম**

২২. 'কেয়ার কাঁটা' কোন ধরনের বই?
A. কবিতা B. গল্প C. স্মৃতিচারণ **D. কাব্য**

২৩. 'খনার বচন' প্রধানত কি সংক্রান্ত?
A. কৃষি B. শিল্প C. ব্যবসা D. রাজনীতি

২৪. 'মৈমনসিংহ গীতিকা' কে সংকলন ও সম্পাদনা করেন?
A. দীনেশচন্দ্র সেন B. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ C. জসীমউদ্দীন D. মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন

২৫. 'পথের পাঁচালী' উপন্যাসের চলচ্চিত্র–রূপ কে দিয়েছেন?
A. হীরালাল সেন B. জহির রায়হান C. প্রমথেশ বড়ুয়া **D. সত্যজিৎ রায়**

২৬. 'গীতাঞ্জলি' কাব্যের ইংরেজি অনুবাদক কে?
A. ডব্লু বি ইয়েটস্ B. এজরা পাউন্ড C. টি এস এলিয়ট D. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৭. কোন বিদেশি ব্যক্তি কবি জীবনানন্দ দাশের কবিতা নিয়ে উচ্চতর গবেষণা করেন?
A. উইলিয়াম রাদিচে B. ক্লিনটন বি সিলি C. সি এফ এ্যান্ড্রুজ D. পিয়ের ফালোঁ

২৮. কাজী ইমদাদুল হক–এর 'আব্দুল্লাহ' উপন্যাসের উপজীব্য–
A. চাষী জীবনের করুণ চিত্র
B. কৃষক সমাজের সংগ্রামশীল জীবন
C. তৎকালীন মুসলিম মধ্যবিত্ত সমাজের চিত্র
D. মুসলিম জমিদার শ্রেণির জীবন কাহিনী

২৯. 'সোনালী কাবিন' কাব্যগ্রন্থের লেখক কে?
A. আল মাহমুদ B. আলাউদ্দিন আল আজাদ C. আবুল হোসেন D. আহমদ ছফা

৩০. কথাশিল্পী শওকত ওসমানের প্রকৃত নাম কি?
A. আবুল ফজল B. আব্দুল হাই C. কাজেম আল কোরায়শী **D. শেখ আজিজুর রহমান**

৩১. লোক সাহিত্য বলতে কি বুঝায়?
A. গ্রাম বাংলার লোকের মুখে মুখে প্রচলিত গাঁথা কাহিনী, ছড়া
B. গ্রাম বাংলার মানুষ কর্তৃক সৃষ্ট সাহিত্য ।
C. যে সাহিত্যে গ্রামের রূপ ফুটে উঠে ।
D. গ্রাম বাংলার জন্য রচিত সাহিত্য ।

৩২. ফলাযুক্ত শব্দ কোনটি?
A. পল্লব B. লিপ্সা C. শক্ত D. কর্জ

৩৩. ব্যাকরণিক চিহ্ন কোনটি?
A. ঃ- **B. >** C. () D. "

৩৪. কোন বাঙালি সর্বপ্রথম মুদ্রনের জন্য বাংলা হরফ তৈরি করেন?
A. পঞ্চানন কর্মকার B. পঞ্চানন সাহা C. পঞ্চানন দে D. পাঞ্চজন্য কমৃকার

৩৫. বাংলা ভাষার মৌলিক স্বরধ্বনি কয়টি?
A. ৫টি B. ৬টি **C. ৭টি** D. ৮টি

৩৬. 'মই' কথাটির ই-কে কী বলে?
A. হ্রস্বস্বর B. অর্ধস্বর **C. দ্বিস্বর** D. ভগ্নস্বর

৩৭. কোনটি স্বরান্ত অক্ষর?
A. আশা B. পবন C. দহন D. মরণ

৩৮. বাংলা ভাষায় মোট বর্ণ সংখ্যা কয়টি ?
A. ১৯টি B. ২৯টি **C. ৫০টি** D. ৪৭টি

৩৯. একটি ধ্বনিতে কয়টি 'প্রতীক' ব্যবহৃত হয়?
A. দুইটি **B. একটি** C. চারটি D. পাঁচটি

৪০. বাংলা স্বরধ্বনিতে হ্রস্ব স্বরের সংখ্যা কয়টি?
A. ২টি **B. ৪টি** C. ৬টি D. ৮টি

৪১. নিচের কোনটি অর্ধস্বরধ্বনি নয়?
A. এ B. ঐ C. ও D. উ

৪২. 'ক্ষ্ম' যুক্তাক্ষরটিতে আছে–
A. ক্+ষ+ম B. হ+ম+ণ C. য+ণ+ম D. ক+য+ণ

৪৩. কোনটি অন্ত্যস্বরাগম?
A. বাক্য> বাইক্য **B. সত্য > সত্যি** C. করিয়া>কইর‍্যা D. ধুলা > ধুলো

৪৪. শরীর>শরীল, লাল>নাল-ধ্বনি পরিবর্তনের কিসের উদাহরণ?
A. ধ্বনি বিপর্যয় B. সমীভবন **C. বিষমীভবন** D. অভিশ্রুতি

৪৫. 'অলাবু' থেকে 'লাউ' হওয়ার কারণ–
A. বর্ণাগম **B. বর্ণলোপ** C. বর্ণ বিপর্যয় D. বর্ণাশুদ্ধি

৪৬. 'দৈরজ' শব্দটি নিষ্পন্ন হয়েছে যে নিয়মসূত্রে -
A. স্বরসঙ্গতি **B. স্বরভক্তি** C. অভিশ্রুতি D. অপিনিহিতি

www.preparationsbd.com

৪৭. বাক্‌স>বাস্‌ক হওয়ার রীতিকে বলা হয়-
A. ধ্বনি বিপর্যয় B. ধ্বনিসাম্য C. ধ্বনিলোপ D. ব্যঞ্জনাগম

৪৮. 'ধর্মাধর্ম' শব্দটির সন্ধি বিচ্ছেদ হল–
A. ধর্ম+আধর্ম B. ধর্মা+ধর্ম C. ধর্ম+আ+ধর্ম D. ধর্ম+অধর্ম

৪৯. সংসদ এর সন্ধি বিচ্ছেদ হল–
A. সম্+সদ B. সং+সদ C. সন+সদ D. কোনটিই নয়

৫০. কোনটিতে সন্ধির নিয়ম লজ্ঘিত হয়েছে?
A. শরৎ+চন্দ্র = শরৎচন্দ্র B. জগৎ+মোহন= জগমোহন
C. চলৎ+শক্তি = চলচ্ছক্তি D. বাক্+ইশ্বরী= বাগীশ্বরী

৫১. 'দ্বৈপায়ন' শব্দের সন্ধিবিচ্ছেদ কোনটি?
A. দ্বীপ + আয়ন B. দ্বীপ + অয়ন
C. দ্বৈপ + আয়ন D. দ্বৈপ + ষ্ণায়ন

৫২. 'অহর্নিশ' শব্দের সন্ধি বিচ্ছেদ-
A. অহঃ + নিশা B. অহঃ + নিশ C. অহর + নিশ D. অহ + নিশ

৫৩. 'ব্যাকরণ' শব্দটির সন্ধি বিচ্ছেদ কোনটি?
A. বি + আকরণ B. ব্যা + আকরন C. বি + করন D. ব্যা + করন

৫৪. কোন বানানটি খাঁটি ষত্ব-বিধানের উদাহরণ?
A. বিশেষণ B. ষোড়শ C. ভূষণ D. স্পষ্ট

৫৫. 'ণ-ত্ব বিধি' অনুসারে কোন বানানটি শুদ্ধ?
A. পুরোণো B. পরাগণা C. ধরণ D. প্রণয়ন

৫৬. ইকা-প্রত্যয় কোন শব্দে ক্ষুদ্রার্থে ব্যবহৃত হয়েছে?
A. সেবিকা B. মালিকা C. বালিকা D. চালিকা

৫৭. 'গণক' শব্দটির স্ত্রী লিঙ্গ কোন্‌টি?
A. গণিকা B. গণকী C. গণকিনী D. গণকা

৫৮. বিশেষ নিয়মে সাধিত স্ত্রী বাচক শব্দ কোনটি?
A. নর্তকী B. ময়ূরী C. নেত্রী D. মালিকা

৫৯. লিঙ্গান্তর হয়না কোন শব্দের?
A. শুক B. বেয়াই C. ঠাকুর D. সতীন

৬০. 'বৃহৎ'-অর্থে স্ত্রীবাচক শব্দ কোনটি?
A. যোগিনী B. ক্ষত্রিয়ানী C. অরণ্যানী D. গীতিকা

৬১. 'চোগা' শব্দটি কোন উৎস থেকে আগত?
A. তুর্কি B. ফরাসি C. আরবি D. হিন্দি

৬২. 'হিন্দি' শব্দটি মূলত–
A. সংস্কৃত B. উর্দু C. ফারসি D. গুজরাটি

৬৩. 'হরতাল' কোন ভাষার শব্দ?
A. তেলেগু B. ফরাসি C. সংস্কৃতি D. গুজরাটি

৬৪. 'বাব' শব্দটি কোন ভাষা থেকে এসেছে?
A. ফারসি B. তুর্কি C. হিন্দি D. তেলেগু

৬৫. 'ডাগর' শব্দটি কি ধরনের শব্দ?
A. দেশি B. বিদেশি C. তৎসম D. তদ্ভব

৬৬. কোনটি মৌলিক শব্দ?
A. লোনা B. ডিঙা C. ফুল D. চাকা

৬৭. 'চাঁদ' কোন ধরনের শব্দ?
A. তৎসম B. দেশি C. তদ্ভব D. অর্ধ-তৎসম

৬৮. 'রিকশা' কোন ভাষার শব্দ?
A. জাপানি B. চীনা C. ইংরেজি D. পর্তুগিজ

৬৯. 'দোকান' শব্দটি কোন ভাষা থেকে এসেছে?
A. আরবি B. ফারসি C. উর্দু D. হিন্দি

৭০. রূঢ়ি শব্দ-
A. রাজপুত B. মধুর C. মহাযাত্রা D. প্রবীণ

৭১. 'আইলা' ও 'কিরিচ' কোন ভাষার শব্দ?
A. মেক্সিকান B. মালয় C. ফরাসি D. ইতালীয়

৭২. 'রেনেসাঁ' কোন্ ভাষা থেকে আগত শব্দ?
A. ফারসি B. ফরাসি C. পর্তুগিজ D. ইংরেজি

৭৩. 'বঙ্গ' শব্দের উৎপত্তি হয়েছে-
A. ফারসি থেকে B. মুণ্ডা থেকে C. আরবী থেকে D. সংস্কৃত থেকে

৭৪. কোন্‌টি শংকর শব্দ?
A. সাংবাদিক B. ফুলদানি C. সংক্রমণ D. তৃণক্ষেত্র

৭৫. 'একটা কলম দাও।'– এখানে 'একটা' শব্দটি
A. নির্দিষ্টতাজ্ঞাপক B. অনির্দিষ্টতাজ্ঞাপক
C. গুণবাচক D. পরিমাণবাচক

৭৬. 'বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর'– বাক্যটিতে কোন ধরনের দ্বিরুক্তি ব্যবহৃত হয়েছে?
A. ধ্বন্যাত্মক দ্বিরুক্তি B. অব্যয়ের দ্বিরুক্তি
C. পদাত্মক দ্বিরুক্তি D. বিশেষ্যের দ্বিরুক্তি

৭৭. 'মনে মনে তুলনা করে দেখলাম।' এখানে দ্বিরুক্তি ব্যবহৃত হয়েছে-
A. ব্যাপ্তি অর্থে B. আধিক্য বোঝাতে
C. বিশেষ্য রূপে D. ক্রিয়াবিশেষণ রূপে

৭৮. 'কাটিতে কাটিতে ধান এল বরষা'--- এখানে 'কাটিতে কাটিতে' কোন্ অর্থে ব্যবহৃত?
A. নিরন্তরতা B. বিলম্ব C. সমাপ্তি D. সম্ভাবনা

৭৯. "সে আমার দিকে মাঝে মাঝে তাকাচ্ছে।"-এই বাক্যের মাঝে মাঝে দ্বিরুক্ত শব্দটি
A. ক্রিয়া-বিশেষণ B. বিশেষণ
C. বিশেষণীয় বিশেষণ D. বিশেষ্য

৮০. 'চত্বারিংশ' শব্দটি কোন সংখ্যা জ্ঞাপক?
A. চব্বিশ B. চৌত্রিশ C. চল্লিশ D. চৌচল্লিশ

৮১. 'চৌঠা' কোন্ বাচক শব্দ
A. অঙ্কবাচক B. গণনাবাচক C. তারিখবাচক D. পূরণবাচক

৮২. 'সমাগত সুধীজনকে সাদর সম্ভাষণ ও অভিনন্দন জানানো হল।'–বাক্যটিতে উপসর্গের সংখ্যা
A. চার B. পাঁচ C. ছয় D. সাত

৮৩. 'আগমন' শব্দটিতে উপসর্গ ব্যবহৃত হয়েছে কী অর্থে?
A. পর্যন্ত B. ঈষৎ C. সদৃশ D. বিপরীত

৮৪. 'সমভিব্যাহার' শব্দে উপসর্গের সংখ্যা–
A. ৪ B. ৩ C. ২ D. ১

৮৫. কোন্‌টিতে 'উপ' উপসর্গ ভিন্ন দ্যোতনায় প্রযুক্ত?
A. উপনদী B. উপকূল C. উপভাষা D. উপবিধি

৮৬. 'কদবেল' শব্দে 'কদ্' উপসর্গটি ব্যবহৃত হয়েছে–
A. ক্ষুদ্র অর্থে B. অন্যরকম অর্থে C. নিন্দিত অর্থে D. অভাব অর্থে

৮৭. কোনটি বহুবচনজ্ঞাপক শব্দের দৃষ্টান্ত নয়?
A. গ্রাম B. মহল C. দাম D. ক্ষেত্র

৮৮. বহুবচনজ্ঞাপক শব্দবিভক্তি কোনটি?
A. গাছ B. গাছা C. গজ D. গ্রাম

৮৯. 'গমন' শব্দের মূল ধাতু কোনটি?
A. গতি B. গত C. গম্য D. গম্

৯০. 'পড়া' শব্দটি কোন ধাতু?
A. মৌলিক B. সাধিত C. যৌগিক D. বাংলা

৯১. লোকটি ভিক্ষা মেগে খায়- এ বাক্যে 'মাগ' ধাতুটি কোন ভাষার?
A. উর্দু B. বাংলা C. হিন্দি D. আরবি

৯২. কোনটি প্রত্যয়যুক্ত শব্দের উদাহরণ নয়–
A. সাংবাদিক B. ঘরবাড়ি C. হতভাগিনী D. প্রাণী

৯৩. 'সাহচর্য' শব্দের শুদ্ধ গঠন কোনটি?
A. সহ+চর+র্য B. সহচর+ৎ ফলা C. সহচর+র্য D. কোনটিই নয়

৯৪. কোন্‌টি 'শিক্ষক' শব্দের শুদ্ধ বিশ্লিষ্ট রূপ?
A. √শিক্ষ্ + ক B. √শিক্ষ্ + অক
C. √শিক্ষ্ + নক D. √শিক্ষ + অনক

৯৫. আদরার্থে কোনটি?
A. বোনাই B. কেষ্টা C. নিমাই D. গোপাল

৯৬. 'মাতা' শব্দের সঠিক প্রকৃতি ও প্রত্যয় কোন্‌টি?
A. মা + তৃচ B. মা +তা C. মাতা +তা D. মাতৃ+তৃচ

৯৭. "প্রকৃতির অবস্থান প্রত্যয়ের পূর্বে কিন্তু প্রত্যয়ের অবস্থান প্রকৃতির পরে"-
A. কথাটি সঠিক B. ভুল C. প্রায় সঠিক D. কোনটিই নয়

৯৮. কোনটি অবস্থানবাচক বিশেষণ?
A. মজা পুকুর B. চলন্ত গাড়ি C. তরল পদার্থ D. সামুদ্রিক ঝড়

৯৯. 'এ এক বিরাট সত্য'– এ বাক্যে সত্য কোন পদ?
A. বিশেষ্য B. ক্রিয়া C. সর্বনাম D. বিশেষণ

১০০. সংশয়ে সংকল্প সদা টলে, পাছে লোক কিছু বলে–
A. অনুসর্গ B. অনন্বয়ী C. সংকোচক D. বিয়োজক

www.preparationsbd.com

১০১. কোনটি মিশ্র ক্রিয়া?
A. গোল্লায় যাও B. কন্‌কনাচ্ছে C. বেজে ওঠে D. দেখাচ্ছে

১০২. দক্ষতা অর্থে 'হাত' শব্দের ব্যবহার কোনটি?
A. হাত থাকা B. হাতছাড়া C. হাতে আসা D. হাত আসা

১০৩. 'হে দারিদ্র্য, তুমি মোরে করেছ মহান।'- এখানে 'দারিদ্র্য' কোন পদ?
A. বিশেষণ B. নির্দেশক C. বিশেষ্য D. সর্বনাম

১০৪. বাক্যের অপরিহার্য অঙ্গ কোনটি?
A. সর্বনাম B. বিশেষণ C. ক্রিয়া D. বিশেষ্য

১০৫. 'নিশীথ রাতে বাজছে বাঁশি।' এখানে নিম্নরেখ শব্দটি কোন পদ?
A. বিশেষ্য B. বিশেষণ C. সর্বনাম D. অব্যয়

১০৬. 'সামুদ্রিক' শব্দটি–
A. বিশেষ্য B. বিশেষণ C. নামধাতু D. অব্যয়

১০৭. 'ফুল কি ফোটে নি শাখে?'- নি হচ্ছে -
A. ক্রিয়া বিশেষণ B. বিশেষণ
C. অলঙ্কার D. ক্রিয়া বিশেষণের বিশেষণ

১০৮. গুণবাচক বিশেষণ
A. একশত B. চৌকস C. প্রথমা D. কোনো

১০৯. 'বেলে-মাটি' পদের প্রথম অংশটি কিরূপ বিশেষণ?
A. উপাদান বাচক B. গুণবাচক C. রূপবাচক D. ভাববাচক

১১০. 'ওগো আজ তোরা যাস নে ঘরের বাহিরে।' –ওগো কোন ধরনের অব্যয় পদ?
A. সমুচ্চয়ী অব্যয় B. অনুসর্গ
C. অনন্বয়ী অব্যয় D. অনুকার অব্যয়

১১১. 'সব ক'টা জানালা খুলে দাও না।'- বাক্যে 'না'-এর ব্যবহার-
A. নঞর্থক B. অস্ত্যর্থক C. নিরর্থক D. অলঙ্কারসূচক

১১২. বিশেষ্য ও বিশেষণ উভয় অর্থে ব্যবহৃত হয় কোন শব্দটি?
A. অতিশয় B. এক C. চতুর D. ঐকিক

১১৩. পানি এর বিশেষণ পদ কি?
A. পান্তা B. পানীয় C. পেয় D. পেনী

১১৪. কোনটি মৌলিক বিশেষণ?
A. গুণী B. সুপ্ত C. কালো D. ফুটন্ত

১১৫. 'তুমি যদি হতে বনফুল- কী ভালোই না লাগতো।' বাক্যটি হল–
A. সাধারণ অতীত কালের B. পুরাঘটিত বর্তমান কালের
C. নিত্যবৃত্ত অতীত কালের D. সাধারণ ভবিষ্যত কালের

১১৬. 'তুমি যদি যেতে, তবে ভাল হতো।' কোন কালের উদাহরণ?
A. নিত্যবৃত্ত অতীত B. পুরাঘটিত অতীত
C. পুরাঘটিত বর্তমান D. সাধারণ ভবিষ্যৎ

১১৭. 'শৈশবে আম কুড়াতে আনন্দ পেতাম'- উক্ত বাক্যটি কোন অতীত কাল?
A. সাধারণ অতীত B. নিত্যবৃত্ত অতীত
C. ঘটমান অতীত D. পরাঘটিত অতীত

১১৮. 'সদা সত্য কথা বলবে' বাক্যটি-
A. অনুজ্ঞাসূচক B. আদেশসূচক
C. উপদেশসূচক D. অনুরোধসূচক

১১৯. 'তুমি আমার কাঁচকলা করবে।'- এখানে 'কাঁচকলা'র ব্যবহার
A. বিরোধার্থক B. অবজ্ঞাসূচক C. বিস্ময়সূচক D. নঞর্থক

১২০. 'ক্রমপুঞ্জিত' শব্দটির যথার্থ উচ্চারণ হল:
A. ক্রমোপুনজিত B. ক্রোমোপুন্‌জিত
C. ক্রমোপুন্‌জিতো D. ক্রোমোপুন্‌জিতো

১২১. 'মতিনের ভাই বাড়ি যাবে' বাক্যটি কোন পদের উদাহরণ
A. সম্বন্ধ পদ B. বিশেষ্য পদ
C. ক্রিয়া বিশেষণ পদ D. ক্রিয়া পদ

১২২. 'বাবা আদালতে গেছেন।'– এ বাক্যে 'আদালত' কোন কারক?
A. কর্ম B. সম্প্রদান C. অপাদান D. অধিকরণ

১২৩. এ সুতায় কাপড় হয় না। কারক নির্ণয় কর
A. কর্তৃকারক B. করণ কারক C. সম্প্রদান কারক D. অপাদান

১২৪. 'টাকায় কি না হয়?'- 'টাকায়' শব্দটি কোন কারকে কোন বিভক্তি?
A. অপাদানে সপ্তমী B. করণে সপ্তমী
C. কর্মে ষষ্ঠী D. করণে দ্বিতীয়া

১২৫. ছাদে বৃষ্টি পড়ে। এ বাক্যে 'ছাদে' কোন কারকে কোন বিভক্তি?
A. অপাদানে ৭মী B. অধিকরণে ৭মী
C. করণে ৭মী D. অধিকরণে শূন্য

১২৬. 'তিলে তৈল হয়'-নিম্নরেখ পদটি কোন কারকে কোন বিভক্তি?
A. কর্ম কারকে ৭মী B. অধিকরণে ৭মী
C. অপাদানে ৭মী D. করণ কারকে ৭মী

১২৭. 'সর্বাঙ্গে ব্যথা, ঔষুধ দেব কোথা'? যে কারক–
A. অপাদান B. করণ C. অধিকরণ D. কর্ম

১২৮. 'আলোয় আঁধার কাটে'-'আলোয়' কোন কারকে কোন বিভক্তি?
A. কর্তায় ৭মী B. অধিকরণে ৫মী C. অধিকরণে ৭মী D. করণে ৭মী

১২৯. 'খিলিপান দিয়ে ওষুধ খাবে'-বাক্যে, 'খিলিপান দিয়ে' কোন কারকে কোন বিভক্তি?
A. অধিকরণে ৫মী B. অপাদানে ৫মী
C. করণে ৩য় D. অধিকরণে ৩য়

১৩০. "ছেলেটি অঙ্কে কাঁচা"-এ বাক্যে 'অঙ্ক' কোন কারক?
A. অধিকরণ B. করণ
C. সম্প্রদান D. অপাদান

১৩১. "গরিবকে কম্বল দিয়ে ঠাণ্ডায় বাঁচাও।"-বাক্যটির 'ঠাণ্ডায়' শব্দের কারক-বিভক্তি-
A. কর্মে সপ্তমী B. করণে সপ্তমী
C. অপাদানে সপ্তমী D. অধিকরণে সপ্তমী

১৩২. "আচরণেই ইতর-ভদ্র বোঝা যায়।"-এই বাক্যে 'আচরণেই' কোন কারক ও বিভক্তি নির্দেশ করে?
A. কর্মে ৭মী B. করণে সপ্তমী
C. অপাদানে সপ্তমী D. অধিকরণে সপ্তমী

১৩৩. "মনে পড়ে সেই জৈষ্ঠ্যের দুপুরে পাঠশালা পলায়ন" 'পাঠশালা' কোন কারকে কোন বিভক্তি?
A. অধিকরণে শূন্য B. অপাদানে প্রথমা
C. কর্মে শূন্য D. করণে প্রথমা

১৩৪. নৌকাতে নদী পার হওয়া যায়-এ বাক্যে 'নৌকাতে' পদটির কারক ও বিভক্তি কী?
A. করণে ২য়া B. অধিকরণে ৭মী C. করণে ৭মী D. কর্তায় ৭মী

১৩৫. 'শিশির যখন কোলে তখন তাহার মার মৃত্যু হয়।' বাক্যটি–
A. সকল B. যৌগিক C. জটিল D. খণ্ড

১৩৬. 'আষাঢ়-শ্রাবণ দুই মাস বসন্তকাল'– কোন ধরনের বাক্য?
A. প্রাঞ্জলতা B. যোগ্যতা C. আসক্তি D. আকাঙ্ক্ষা

১৩৭. 'দোষ স্বীকার কর, তোমাকে কোন শাস্তি দিব না'- এটি কোন ধরনের বাক্য?
A. মিশ্র B. জটিল C. যোগিক D. সরল

১৩৮. 'রাজা আছেন, কোটালের দোহাই কেন?' কোন ধরনের বাক্য?
A. সরল B. জটিল C. যৌগিক D. মিশ্র

১৩৯. 'ধনীদের ধন আছে, কিন্তু তারা প্রায়ই কৃপণ হয়।' বাক্যটি-
A. জটিল B. সরল C. যৌগিক D. মিশ্র

১৪০. 'আকাঙক্ষা, আসত্তি, যোগ্যতা'–কিসের গুণাবলী?
A. বাক্য B. শব্দ C. অক্ষর D. ধ্বনি

১৪১. 'গরু মানুষের গোসত খায়।'-বাক্যটিতে কিসের অভাব আাছে?
A. যোগ্যতা B. আকাঙ্ক্ষা C. আসত্তি D. নৈকট্য

১৪২. 'সুখবরটা জেনে সে আনন্দিত হয়েছে'-এটি কোন ধরনের বাক্য?
A. সরল বাক্য B. জটিল বাক্য C. যৌগিক বাক্য D. বিস্ময়সূচক বাক্য

১৪৩. 'পৃথিবী চিরস্থায়ী নয়।' এটি কোন ধরনের বাক্য?
A. অস্তিবাচক B. অনুজ্ঞাবাচক C. ভবিষ্যৎজ্ঞাপক D. নেতিবাচক

১৪৪. 'কাজটা ভাল দেখায় না।'– কোন বাচ্যের উদাহরণ?
A. কর্মকর্তৃবাচ্য B. কর্তৃবাচ্য C. কর্মবাচ্য D. ভাববাচ্য

১৪৫. 'বাঁশি বাজছে।'– কোন বাচ্যের উদাহরণ?
A. কর্তৃবাচ্য B. কর্মবাচ্য C. ভাববাচ্য D. কর্মকর্তৃবাচ্য

১৪৬. 'শাঁখ বাজিতেছে'- কোন বাচ্য?
A. কর্তৃবাচ্য B. কর্মবাচ্য C. ভাববাচ্য D. কর্মকর্তৃবাচ্য

১৪৭. 'বাঁশি বাজে ঐ মধুর লগনে'–এটি কোন বাচ্যের উদাহরণ?
A. কর্মবাচ্য B. ভাববাচ্য C. কর্তৃবাচ্য D. কর্মকর্তৃবাচ্য

১৪৮. "পচা বাঁশ সহজে ভাঙ্গে।" এটি কোন বাচ্যের উদাহরণ?
A. কর্মবাচ্য B. কর্তৃবাচ্য C. কর্মকর্তৃবাচ্য D. ভাববাচ্য

www.preparationsbd.com

১৪৯. 'হাতাহাতি' কোন সমাসভুক্ত?
A. দ্বন্দ্ব সমাস B. নিত্য সমাস
C. প্রাদি সমাস D. বহুব্রীহি সমাস

১৫০. 'উপকথা' শব্দটি কোন সমাস?
A. অব্যয়ীভাব B. তৎপুরুষ C. দ্বিগু D. বহুব্রীহি

১৫১. 'বুদ্ধিজীবী' কোন সমাস?
A. মধ্যপদলোপী কর্মধারয় B. উপপদ তৎপুরুষ
C. সমানাধিকরণ বহুব্রীহি D. সমার্থক দ্বন্দ্ব

১৫২. 'চোখের বালি' এই ব্যসবাক্য কোন সমাসের?
A. অব্যয়ীভাব B. বহুব্রীহি
C. অলুক তৎপুরুষ D. উপপদ তৎপুরুষ

১৫৩. 'কুশীলব' শব্দটি কোন সমাসবদ্ধ শব্দ?
A. দ্বন্দ্ব B. উপপদ তৎপুরুষ
C. কর্মধারয় D. তৎপুরুষ

১৫৪. 'স্মৃতিসৌধ' কোন সমাস?
A. উপমান কর্মধারয় B. মধ্যপদলোপী কর্মধারয়
C. উপমিত কর্মধারয় D. রূপক কর্মধারয়

১৫৫. 'শিক্ষামন্ত্রী' কোন সমাস?
A. অলুক বহুব্রীহি B. মধ্যপদলোপী কর্মধারয়
C. সমার্থক দ্বন্দ্ব D. চতুর্থী তৎপুরুষ

১৫৬. 'তিনি বললেন, দয়া করে ভিতরে আসুন'– বাক্যটি কিসের উদাহরণ?
A. কর্ম বাচ্যের B. পরোক্ষ উক্তির
C. প্রত্যক্ষ উক্তির D. কর্তৃবাচ্যের

১৫৭. বাংলা ভাষায় বিরাম চিহ্ন প্রবর্তন করেন কে?
A. প্রমথ চৌধুরী B. ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত
C. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর D. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৫৮. কোন যতি চিহ্নটি সেমিকোলনের পরিবর্তে বসতে পারে না?
A. কমা B. কোলন C. ড্যাশ D. হাইফেন

১৫৯. আমি বললাম তুমি গৃহদাহ পড়িয়াছ কি --- এ বাক্যে কয়টি বিরামচিহ্ন বসবে?
A. দুই B. তিন C. চার D. পাঁচ

★★রাজশাহীঃ
★সোনাদিঘীর মোড়ঃ মেট্রো লাইব্রেরি, আশিক লাইব্রেরী, বুকস ভ্যালী লাইব্রেরি, বই বিচিত্রা লাইব্রেরি, প্রাইম বুক হাউস, কোরআন মঞ্জিল লাইব্রেরী, বইঘর লাইব্রেরী, বরেন্দ্র লাইব্রেরী, বই বিচিত্রা লাইব্রেরী ও পদ্মা বই বিতান
★কাজলাঃরেডিয়েন্ট লাইব্রেরী
★বিনোদপুরঃসানজিদ লাইব্রেরী
★★ দিনাজপুর-তূর্য্য বুক ডিপো ও গ্রীণ লাইব্রেরি
★★সৈয়দপুর-হাসান বুক হাউস
★★বগুড়া-কাজল ব্রাদার্স লাইব্রেরি ও নলেজ সেন্টার লাইব্রেরি
★★রংপুর-বই তরঙ্গ লাইব্রেরী, মনি লাইব্রেরী ও মাহফুজাহ লাইব্রেরি

★★বরিশাল- মাহবুব লাইব্রেরী
★★যশোর- রয়েল লাইব্রেরী
★★নরসিংদী- বই বাজার
★★খুলনা- সোহাগ বুক ডিপু, আফিয়া বুক হাউজ

আর নিকটস্থ লাইব্রেরীতে যোগাযোগ করুন।

লাইব্রেরীর জন্য বই সংগ্রহ করতে যোগাযোগ করুনঃ
১. বাংলাবাজারঃ সুমনা বইঘর; ফোনঃ 01819089850
২. খন্দকার মামুন ফোনঃ 01714525526
৩. সাব্বিরঃ ফোনঃ 01937810403

কুরিয়ারে নিতেঃ
আরাফাতঃ 01307529092
তারেকঃ 01681741571

আপনার প্রিয় #অভিযাত্রী এবং ATM বইটি পাওয়া যাবে #লিখিত ও MCQ সংস্করণ 2019

★★ ঢাকারঃ ফার্মগেটের সকল লাইব্রেরী
★★ নীলক্ষেতেরঃ মামুন বুক হাউজ, নাহার বুক হাউজ, উদয়ন লাইব্রেরী সহ সকল লাইব্রেরী
★★ কুমিল্লা- রফিক গ্রন্থাগার, সিটি লাইব্রেরী, বিসমিল্লাহ লাইব্রেরী, নিউ ভিক্টোরিয়া লাইব্রেরি।
★★রাজশাহী - বইঘর,বই বিচিত্রা,পদ্মা লাইব্রেরী।
★★ময়মনসিংহ -আকন্দ লাইব্রেরী।
★★চিটাগাং -পেঙ্গুইন লাইব্রেরী (আন্দরকিল্লা), বুকল্যান্ড (চকবাজার)
★★সাভার- বই ঘর,মায়ের দোয়া,আইডিয়াল লাইব্রেরী।
★★রংপুর-লালবাগ,বই তরঙ্গ, মিন্টু
★★কুষ্টিয়া-বই সমাবেশ লাইব্রেরি
★★সিলেট- সামি লাইব্রেরী

অভিযাত্রীর ATM বইটি থেকে ৪০তম BCS পরীক্ষায় বিরচন অংশের ৯টি থেকে হুবহু ৯টি প্রশ্নই কমন পড়েছে ।

অভিযাত্রী BCS বইটি পড়ুন । নিজেকে এগিয়ে রাখুন । মিথ্যা বলছি না... একবার পড়েই দেখুন ।

www.preparationsbd.com

অভিযাত্রী

::::বাংলা ব্যাকরণ:::

বাক্য

যোগাযোগঃ

Abu Bakar Sir
BBA, MBA(Marketing)
Dhaka University
Ph: 01722073577

www.preparationsbd.com

বাক্য প্রকরণ

যা জানবে এবং যা শিখবে

Dear ... এই topic এর যা আছে তার সব-ই পরীক্ষার জন্য ভয়ংকর মাত্রার important. তাই আলাদাভাবে কিছু বলার নেই। আর এখান থেকে প্রতিবছর প্রশ্ন থাকে এবং এবছরও থাকবে। So চিন্তা ছাড়া বাক্য প্রকরণের সবই আয়ত্তে নিয়ে আসবে।
বাক্যে রূপান্তর পরীক্ষায় অতটা আসে না। বাক্য রূপান্তরের অংশটি কেবল বাক্য নির্ণয় হিসেবেই পড়বে। যখন তুমি বাক্য নির্ণয় শিখতে পারবে তখন অনায়াসেই বাক্য রূপান্তর তোমার আয়ত্তে চলে আসবে। কেবল কোনটি কোন ধরনের অর্থাৎ কোনটি সরলবাক্য বা জটিলবাক্য বা যৌগিকবাক্য এই ধরনের প্রশ্নই আসে এবং আসবে।

➡ **বাক্য:** পরস্পর সম্পর্কযুক্ত একাধিক পদ একত্র হয়ে একটি সম্পূর্ণ মনের ভাব প্রকাশ করলে তাকে বাক্য বলে। যেমন- আমার বাবা গতকাল এসেছেন।

- ✓ ভাষার মূল উপাদান – ধ্বনি
- ✓ বাক্যের মূল উপাদান – শব্দ
- ✓ ভাষার মূল উপকরণ – বাক্য
- ✓ বাক্যের মূল উপকরণ – নাই
- ✓ শব্দের মূল উপকরণ – বাক্য

✓ **একটি আদর্শ বাক্যের বা সার্থক বাক্যের তিনটি গুণ থাকতে হয়।**

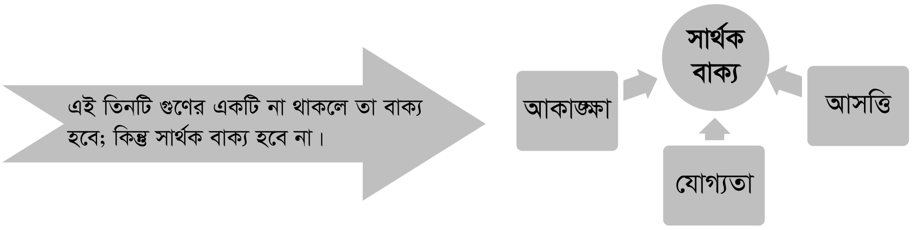

আকাঙ্ক্ষা

❧ আকাঙ্ক্ষা শব্দের অর্থ ইচ্ছা। বাক্যের কিছু অংশ শোনার পর বাকি অংশ শোনার যে ইচ্ছা তাই হলো আকাঙ্ক্ষা। অর্থাৎ বাক্যের অর্থ পরিষ্কারভাবে বোঝার জন্য এক পদের পর অন্য পদ শোনার যে ইচ্ছা তা-ই আকাঙ্ক্ষা।

অপূর্ণাঙ্গ বাক্য: আমি তোমাকে ....। (আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হয় নি, আরও কিছু শোনার ইচ্ছা হয়।)
পূর্ণাঙ্গ বাক্য: আমি তোমাকে চিনি না। (আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হয়েছে।)

অপূর্ণাঙ্গ বাক্য: আমি আজ রাতে..........................। (আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হয় নি, আরও কিছু শোনার ইচ্ছা হয়।)
পূর্ণাঙ্গ বাক্য: আমি আজ রাতে অনেক লেখাপড়া করব। (আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হয়েছে।)

অপূর্ণাঙ্গ বাক্য: চন্দ্র পৃথিবীর চারদিকে ....। (আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হয়নি, আরও কিছু শোনার ইচ্ছা হয়।)
পূর্ণাঙ্গ বাক্য: চন্দ্র পৃথিবীর চারদিকে ঘোরে। (আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হয়েছে।)

আসত্তি

❧ আসত্তি শব্দের অর্থ নৈকট্য বা নিকটে। বাক্যের পদগুলো সুশৃঙ্খলভাবে বসবে। অর্থাৎ মনোভাব প্রকাশের জন্য বাক্যে শব্দগুলো এমনভাবে পর পর সাজাতে হবে যাতে মনোভাব প্রকাশে বাধাগ্রস্ত না হয়। বাক্যের অর্থ সঙ্গতি রক্ষার জন্য সুশৃঙ্খল পদবিন্যাস-ই আসত্তি।

আসত্তিহীন বাক্য : চন্দ্র পৃথিবীর ঘোরে চারদিকে। (বাক্যে পদগুলো সমন্বয়হীন)
আসত্তি সম্পন্ন বাক্য : চন্দ্র পৃথিবীর চারদিকে ঘোরে। (বাক্যে পদগুলো সুশৃঙ্খল)

আসত্তিহীন বাক্য : উচিত থাকা মাঝেই সবার দেশপ্রেম। (বাক্যে পদগুলো সমন্বয়হীন)
আসত্তি সম্পন্ন বাক্য : সবার মাঝেই দেশপ্রেম থাকা উচিত। (বাক্যে পদগুলো সুশৃঙ্খল)

যোগ্যতা

❧ বাক্যস্থিত পদসমূহের অন্তর্গত এবং ভাবগত মিলবন্ধনের নাম যোগ্যতা। যেমন-

যোগ্যতাহীন বাক্য: গরু মাংস খায়। (বাক্যটি ভাবপ্রকাশের যোগ্যতা হারিয়েছে।)
যোগ্যতাসম্পন্ন বাক্য: গরু ঘাস খায়। (বাক্যটিতে পদসমূহের অর্থগত এবং ভাবগত সমন্বয় রয়েছে।)

যোগ্যতাহীন বাক্য: বর্ষার রৌদ্র প্লাবনের সৃষ্টি করে। (বাক্যটি ভাবপ্রকাশের যোগ্যতা হারিয়েছে।)
যোগ্যতাসম্পন্ন বাক্য: বর্ষার বৃষ্টিতে প্লাবনের সৃষ্টি হয়। (বাক্যটিতে পদসমূহের অর্থগত এবং ভাবগত সমন্বয় রয়েছে।)

www.preparationsbd.com

বাক্যের যোগ্যতা

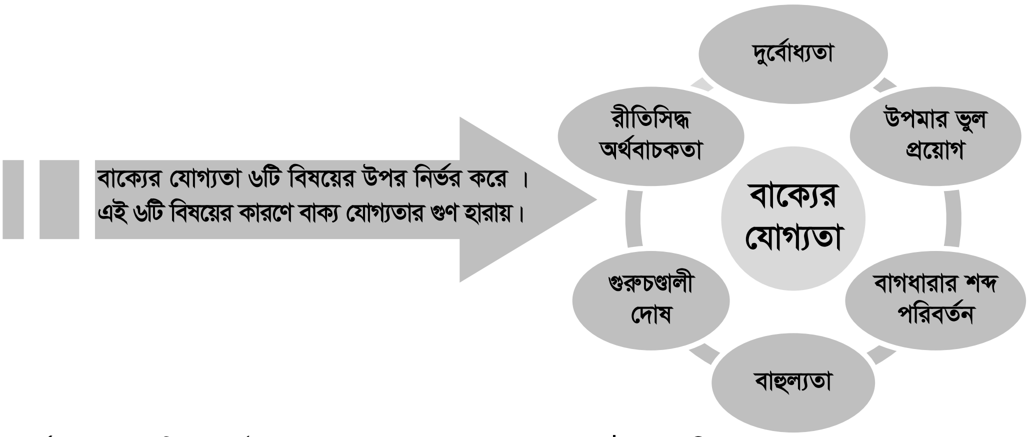

✔ **১. দুর্বোধ্যতা:** অপ্রচলিত, দুর্বোধ্য শব্দ ব্যবহার করলে বাক্যের যোগ্যতা হারায়। অর্থাৎ সহজ একটি বাক্যে কঠিন একটি শব্দের কারণে পুরো বাক্যটি দুর্বোধ্য হয়ে যায়। যেমন:-

যোগ্যতাহীন বাক্য: তুমি আমার সঙ্গে প্রপঞ্চ করেছ। (চাতুরী বা মায়া অর্থে বাংলায় প্রপঞ্চ শব্দটি অপ্রচলিত)।

যোগ্যতাসম্পন্ন বাক্য: তুমি আমার সঙ্গে চাতুরী করেছ।(এটি বোধগম্য বাক্য তাই এখানে বাক্য যোগ্যতা হারায় নি।)

যোগ্যতাহীন বাক্য: তুমি তো আমার অন্তরে বায়ুশিখা জ্বালিয়ে দিয়েছ। (আগুন অর্থে বাংলায় বায়ুশিখা শব্দটি অপ্রচলিত)।

যোগ্যতাসম্পন্ন বাক্য: তুমি তো আমার অন্তরে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছ। (এটি বোধগম্য বাক্য তাই এখানে বাক্য যোগ্যতা হারায় নি।)

✔ **২. উপমার ভুল প্রয়োগ:** ঠিকভাবে উপমা অলংকার ব্যবহার না করলে যোগ্যতার হানি ঘটে। যেমন-

যোগ্যতাহীন বাক্য: আমার হৃদয়-মন্দিরে আশার বীজ উপ্ত হল। (বীজ ক্ষেতে বপন করা হয়, মন্দিরে নয়)

যোগ্যতাসম্পন্ন বাক্য: আমার হৃদয়-ক্ষেত্রে আশার বীজ উপ্ত হল।

যোগ্যতাহীন বাক্য: শোকসাগরে সে উড়ে বেড়ায়।

যোগ্যতাসম্পন্ন বাক্য: শোকসাগরে সে নিমজ্জিত হয়।

✔ **৩. বাগধারার শব্দ পরিবর্তন:** বাগধারা ভাষাবিশেষের ঐতিহ্য। এর বিন্দুমাত্র পরিবর্তন করলে শব্দ তার যোগ্যতা হারায়। যেমন:-

যোগ্যতাহীন বাক্য: বনে ক্রন্দন (বাগধারাটি যোগ্যতাহীন)

যোগ্যতাসম্পন্ন বাক্য: অরণ্যে রোদন (অর্থ – নিষ্ফল আবেদন)

যোগ্যতাহীন বাক্য: কাঠ হাসি (বাগধারাটি যোগ্যতাহীন)

যোগ্যতাসম্পন্ন বাক্য: কাষ্ঠ হাসি (অর্থ – শুকনো হাসি)

✔ **৪. বাহুল্যতা :** বাহুল্য শব্দের অর্থ অতিরিক্ত বা অপ্রয়োজনীয়। বাহুল্য দোষ হয়:–

১. প্রয়োজনের অতিরিক্ত শব্দ ব্যবহারে
২. একই শব্দের জন্য একই সাথে দুইবার বহুবচন ব্যবহার করলে।

যোগ্যতাহীন বাক্য: সকল শিক্ষকগণ আজ উপস্থিত। (শিক্ষকগণ বহু বচনবাচক শব্দ। এর সঙ্গে 'সকল' শব্দটির অতিরিক্ত ব্যবহার বাহুল্য-দোষ সৃষ্টি করেছে।)

যোগ্যতাসম্পন্ন বাক্য: সকল শিক্ষক আজ উপস্থিত বা শিক্ষকগণ আজ উপস্থিত।

যোগ্যতাহীন বাক্য: সকল আলেমগণ আজ উপস্থিত।

যোগ্যতাসম্পন্ন বাক্য: আলেমগণ আজ উপস্থিত। অথবা, সকল আলেম আজ উপস্থিত।

✔ **গুরুচণ্ডালী দোষ:**

তৎসম শব্দের সঙ্গে দেশীয় শব্দের প্রয়োগ গুরুচণ্ডালী দোষ সৃষ্টি করে। এ দোষে দুষ্ট শব্দ তার যোগ্যতা হারায়।

গুরুচণ্ডালী দোষ হবে	গুরুচণ্ডালী দোষ হবে না
সাধু + চলিত তৎসম + দেশি	সাধু + সাধু চলিত + চলিত দেশি + দেশি তৎসম + তৎসম
<u>গরুর</u> (দেশি) <u>শকট</u> (তৎসম)	<u>গরুর</u> (দেশি) <u>গাড়ি</u> (দেশি)
<u>শব</u> (তৎসম) <u>পোড়া</u> (দেশি)	<u>শব</u> (তৎসম) <u>দাহ</u> (তৎসম)
<u>মড়া</u> (দেশি) <u>দাহ</u> (তৎসম)	<u>মড়া</u> (দেশি) <u>পোড়া</u> (দেশি)

✔ **রীতিসিদ্ধ অর্থবাচকতা:** রীতিসিদ্ধ অর্থ প্রাচীন বা পুরাতন অর্থ। একটি শব্দের অর্থ কি হবে না হবে তা নির্ভর করে প্রকৃতি ও প্রত্যয়গত বিশ্লেষণের উপর। অর্থাৎ প্রকৃতি ও প্রত্যয়গত অর্থই হচ্ছে একটি শব্দের প্রকৃত বা সঠিক অর্থ।

<u>শব্দ</u>	রীতিসিদ্ধ <u>অর্থ</u>	প্রকৃতি + প্রত্যয় <u>জাত অর্থ</u>
বাধিত	অনুগৃহীত বা কৃতজ্ঞ	বাধ + ইত → বাধাপ্রাপ্ত
তৈল	তিল জাতীয়	তিল+ষ্ণ → তিলজাত স্নেহ পদার্থ, যে কোনো শস্যের রস।

যোগ্যতাহীন বাক্য: আমি আপনার প্রতি বাধিত থাকব। (কৃতজ্ঞ অর্থে)

যোগ্যতাসম্পন্ন বাক্য: আমি আজ বিশ্ববিদ্যালয়ে যেতে বাধিত হলাম(বাধাপ্রাপ্ত অর্থে)

www.preparationsbd.com

➡ **বাক্যের গঠনগত শ্রেণি বিভাগ:**

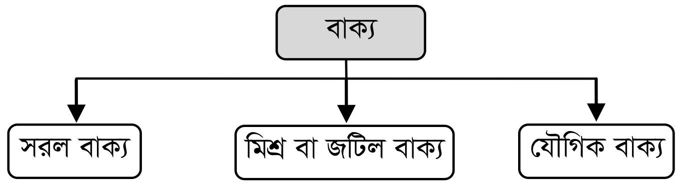

সরল বাক্য

যে বাক্যে একটি মাত্র কর্তা (উদ্দেশ্য) এবং একটি মাত্র সমাপিকা ক্রিয়া (বিধেয়) থাকে, তাকে সরল বাক্য বলে। যথা: পুকুরে পদ্ম ফুল জন্মে।

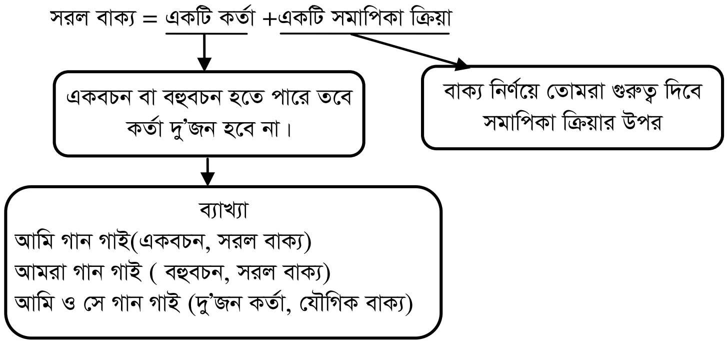

ক্রমিক	বাক্য	ব্যাখ্যা	বাক্যের ধরন
১	পুকুরে পদ্মফুল জন্মে।	বাক্যে 'পদ্মফুল' – কর্তা এবং 'জন্মে বা জন্মায়' সমাপিকা ক্রিয়া। কর্তা ও সমাপিকা ক্রিয়া ১টি করে।	সরল বাক্য
২	হযরত মোহাম্মদ (সঃ) ছিলেন একজন আদর্শ মানব।	'হযরত মোহাম্মদ (সঃ)' – কর্তা এবং 'ছিলেন' – সমাপিকা ক্রিয়া। কর্তা ও সমাপিকা ক্রিয়া ১টি করে।	সরল বাক্য
৩	মিথ্যাবাদীকে কেউ ভালবাসে না।	এখানে কর্তা – 'কেউ' এবং 'ভালবাসে না' - সমাপিকা ক্রিয়া। কর্তা ও সমাপিকা ক্রিয়া ১টি করে।	সরল বাক্য
৪	বিপদে মোরে রক্ষা কর এ নহে মোর প্রার্থনা ।	বাক্যে কর্তা – 'মোর' (মোরে কর্তা নয় কর্ম) এবং ১টি সমাপিকা ক্রিয়া 'রক্ষা কর'।	সরল বাক্য
৫	ইহাদের মতো রূপবতী রমনী আমার অন্তপুরে নাই।	বাক্যে কর্তা – 'আমার' এবং ১টি সমাপিকা ক্রিয়া 'নাই'।	সরল বাক্য
৬	দুর্জন লোক পরিত্যাজ্য। তোমার কাথাগুলে অসত্য মূর্খলোক অবজ্ঞার পাত্র। ধার্মিকেরা সুখী। জ্ঞানীই সত্যিকার ধনী। ঐ তোমার বাপের নাম কী ? সুসংবাদ পেয়ে সে আনন্দিত। ধনীরা প্রায়ই কৃপণ। আমার কেনা বইটি খুব দাম। বিদ্বান সর্বত্র আদরণীয়। সুশিক্ষিত লোক মাত্রই স্বশিক্ষিত।	বাক্যে 'হয়, হয়েছে বা হন' সমাপিকা ক্রিয়া যা উহ্য আছে। তাতে কি! বোঝতে তো পারলে। এরূপ বাক্যে সমাপিকা ক্রিয়াটি নিজে দিয়ে নিবে।	সরল বাক্য
৭	আমি বহু কষ্টে পাশ/ শিক্ষা লাভ করেছি।	বার্ক্যে কর্তা – 'আমি' ১টি এবং 'করেছি' সমাপিকা ক্রিয়া তাও ১টি।	সরল বাক্য
৮	পৃথিবীতে অবাস্তব বলে কিছু নেই	বাক্যে কর্তা থাক বা না থাক তাতে কী? ১টি সমাপিকা ক্রিয়া 'কিছু নেই' আছে।	সরল বাক্য
৯	ভালো ছেলেরা শিক্ষকের আদেশ পালন করে।	১টি কর্তা (বহুবচন) ভাল ছেলেরা আর ১টি সমাপিকা ক্রিয়া পালন করে।	সরল বাক্য
১০	সকল মাংশাসী পশু অত্যন্ত বলবান।	বাক্যে মাংশাসী পশু–১টি কর্তা এবং হয়–১টি সমাপিকা ক্রিয়া যেটি উহ্য।	সরল বাক্য
১১	নির্বোধরাই একথা বিশ্বাস করবে।	বাক্যে – ১টি কর্তা নির্বোধরা এবং ১টি সমাপিকা ক্রিয়া - করবে।	সরল বাক্য

www.preparationsbd.com

Exclusive 01 :- বাক্যের মাঝে – হলেও, বললেও, করলেও, পাকলেও, সত্ত্বেও, থাকলেও এরূপ বাক্যে ক্রিয়ার সাথে 'ও' থাকবে, আবার বাক্যে হলেই, বললেই, করলেই, থাকলেই, লোকেই এরূপভাবে থাকলে তা চিন্তা ছাড়া সরল বাক্য হবে। কয়েকবার Practice কর, দেখবে... তুমি নিজেই সবাইকে শিখাতে পারছ।

এবার নিচের উদাহরণগুলো একবার Practice করে ফেল। মুখস্থ কিন্তু করতে হবে না... বোঝালেই চলবে।

- ☞ দুর্জন লোক বিদ্বান হলেও পরিত্যাজ্য।
- ☞ দরিদ্র হলেও তিনি সুখী।
- ☞ দরিদ্র হলেও সে সত্যবাদী।
- ☞ বিদ্বান হলেও তার বিন্দুমাত্র অহঙ্কার নেই।
- ☞ বিদ্বান হলেও তুমি উদার নও।
- ☞ 'তুমি নবমালিকা কুসুমকোমলা হওয়া সত্ত্বেও তোমায় আলবালজলসেচনে নিযুক্ত করিয়াছেন।
- ☞ সে পরিশ্রমী হলেও নির্বোধ।
- ☞ অনেক দেখেও দেখা শেষ হল না।
- ☞ জ্ঞানী বলেই তিনি বিনয়ী ছিলেন।
- ☞ মোটা হলেও তার গায়ে শক্তি নেই।
- ☞ চুল পাকলেও তার বুদ্ধি পাকে নি।
- ☞ দরিদ্র হলেও তার মন ছোট নয়।
- ☞ তিনি দরিদ্র হলেও অসাধু নন।
- ☞ তিনি ধনী হলেও দাতা নন।
- ☞ তিনি ধনী হলেও সুখী ছিলেন না।
- ☞ অনেকের নিবাস থাকলেও আমার নিবাস নাই।
- ☞ পণ্ডিত হওয়া সত্ত্বেও সে বিনয়ী নয়।
- ☞ পরিশ্রমী লোকেই সাফল্য লাভ করে।
- ☞ এখানে এসেই সে বসে পড়ল।
- ☞ আমরা বাইরে আসলেও স্বাধীনতা পাইনি।

Exclusive 02: বাক্যের প্রথম অংশের শেষে করলে, বললে, থাকলে, চাইলে, করার, বলার, থাকার, করতে, বলতে, থাকতে, হলে, বলে, এলে এরূপ ক্রিয়াগুলো থাকবে এবং বাক্যের শেষে অবশ্যই ১টি সমাপিকা ক্রিয়া থাকবে। এরূপ হলে তা সরল বাক্য হবে। তবে বাক্যের মাঝে কোনরূপ কমা(,) বসবে না। সরল বাক্যে কখনও কমা হয় না।

- ☞ মা ছিল না বলে কেউ তার চুল বেঁধে দেয় নি।
- ☞ মেঘ গর্জন করলে ময়ূর নৃত্য করে।
- ☞ মেঘ করলে বৃষ্টি হয়।
- ☞ সাবধান না হলে বিপদে পড়বে।
- ☞ সত্য কথা না বলে বিপদে পড়েছি।
- ☞ দোষ স্বীকার করলে তোমার কোন শাস্তি হবে না।
- ☞ সুসংবাদটা পেয়ে সে আনন্দিত হল।
- ☞ সত্য কথা স্বীকার না করলে শাস্তি পাবে।
- ☞ কলম থাকলে লেখা যেত।
- ☞ তুমি গেলে আমি যাব।
- ☞ তুমি অধম বলে আমি উত্তম হব না কেন?
- ☞ মিথ্যা কথা বলার জন্য তোমার পাপ হবে।
- ☞ গাড়িঘোড়া চড়তে হলে লেখাপড়া কর।
- ☞ বৃষ্টি হলে বের হব না।
- ☞ পাশ করতে চাইলে পড়।

মিশ্র বা জটিল বাক্য

যে বাক্যে একটি প্রধান খণ্ডবাক্যের এক বা একাধিক আশ্রিত বাক্য পরস্পর সাপেক্ষভাবে ব্যবহৃত হয়, তাকে মিশ্র বা জটিল বাক্য বলে। এ বাক্যে একটি অপরটির উপর নির্ভরশীল হবে। এতে একটি প্রধান খণ্ডবাক্য ও আশ্রিত বাক্য থাকবে।

সহজ কথায়: জটিল বাক্য = আশ্রিত বাক্য + সরল বাক্য (প্রধান খণ্ডবাক্য)

আশ্রিত বাক্য	সরল বাক্য (প্রধান খণ্ডবাক্য)
কর্তা + অসমাপিকা ক্রিয়া	কর্তা + সমাপিকা ক্রিয়া
যিনি পরের উপকার করেন,	তাঁকে সবাই শ্রদ্ধা করে।

- ☞ যিনি পরের উপকার করেন, তাঁকে সবাই শ্রদ্ধা করে।
- ☞ ধনধান্যে পুষ্পে ভরা, আমাদের এই বসুন্ধরা।
- ☞ তিনি বাড়ি আছেন কিনা আমি জানি না।
- ☞ যে তোমার মঙ্গল চায়, সেই তোমার বন্ধু।
- ☞ আমি মাঠে গিয়ে দেখলাম, খেলা শেষ হয়ে গিয়েছে।
- ☞ খাঁটি সোনার চাইতে খাঁটি আমার দেশের মাটি।

www.preparationsbd.com

কিছু সাপেক্ষ সর্বনাম যেমন: যে–সে, যেই–সেই, যা–তা, যিনি–তিনি, যদি–তবে, যদি–তাহলে, যদিও–তবু, যারা–তারা, যখন–তখন, যেমন–তেমন, যেইনা–অমনি, যেহেতু–সেহেতু/সেজন্য/সুতরাং ইত্যাদি থাকলে বাক্যটি চিন্তা ছাড়া জটিল বাক্য হবে।

- যে-ই তার দর্শন পেলাম, সে-ই আমরা প্রস্থান করলাম।
- যে ব্যক্তির মাথায় বুদ্ধি নেই, সে পরের সমালোচনায় উদ্বিগ্ন হয়।
- যাদের বুদ্ধি নেই, তারাই একথা বিশ্বাস করবে।
- যেহেতু বৃষ্টিতে ভিজেছ, সেহেতু সর্দি তোমার হবেই।
- সবাই জানেন যে, কালো টাকার মালিকগণ সুখী হন না।
- যেহেতু নির্বাচন হয়েছে, সেহেতু দেশে গণতন্ত্র ফিরে আসবেই।
- যখন বিপদ আসে, তখন দুঃখও আসে।
- যেহেতু পড়াশোনা করেছ, সেহেতু কৃতকার্য হবেই।
- পিতা যখন আছেন, তখন পুত্রকে খোঁজ কেন?
- যারা ধার্মিক, তারা সুখী।
- যখন মেঘ করে, তখন বৃষ্টি হয়।
- যদিও তিনি দরিদ্র, তবু তিনি অসাধু নন।
- যদি সে কাল আসে, তাহলে আমি যাব।
- যদি সত্য বল, তাহলে মুক্তি পাবে।
- যারা ভালো ছাত্র, তারা শিক্ষককে শ্রদ্ধা করে।
- যেহেতু তুমি প্রথম হয়েছ, সেহেতু পুরস্কার তুমিই পাবে।
- যে পরিশ্রম করে, সেই সুখ লাভ করে।
- যতই করিবে দান, ততই যাবে বেড়ে।
- যতদিন বেঁচে থাকব, ততদিন এ ঋণ স্বীকার করব।
- যদি সে কাল আসে, তাহলে আমি যাব।
- লেখাপড়া করে যে, গাড়ি ঘোড়া চড়ে সে।
- বিকেল যখন ৫টা, তখন কুমিল্লা পৌছলাম।
- যদি কলম থাকত, তাহলে লেখা যেত।
- যদিও তিনি দরিদ্র, তবু তিনি সুখী।
- যদি গাড়িঘোড়া চড়তে চাও, তবে লেখাপড়া কর।
- যদি পানিতে নাম, তবে সাঁতার শিখতে পারবে।

বাক্যে যদি, যখন, যেন, যে, যা একবার থাকলে তা কোন রকম চিন্তা ছাড়াই জটিল বাক্য হবে। সব নিয়ম কানুন ভুলে বাক্যটি জটিল বা মিশ্র বাক্য উত্তর করবে।

- শিশির যখন কোলে তখন তাহার মার মৃত্যু হয়।
- আমি যে কলমটি হারিয়েছি, সেটি ফিরে পেয়েছি।
- যে মিথ্যাবাদী তাকে কেউ বিশ্বাস করে না।
- তাদের যে দৃষ্টি তাতে সামান্য বিস্ময়ের ভাব।
- অনেকের জীবনে প্রথমে দুঃখ আসে, পরে সুখ আসে।
- লেখাপড়া বিষয়ে তার যে গভীর অনুরাগ ছিল, একথা বলা যায় না।
- যদি তারে নাই চিনি গো, সে কি আমায় নেবে চিনে।
- তোমার যিনি বাপ, তার নাম কি?
- তুমি যা বললে তা অসত্য।
- যে বইটি আমি কিনেছি, সেটি খুব দামি।
- যদি পাশ করতে চাও তাহলে পড়।
- যে অন্ধ তাকে আলো দাও।
- তুমি আসবে বলে হে স্বাধীনতা, সখিনা বিবির কপাল ভাঙল।
- যে ভিক্ষা চায়, তাকে দান কর।

একটু Exceptional :-

- এত যদি যদি করে কী হবে? – সরলবাক্য
- তুমি যখন–তখন রেগে গেলে তো হবে না। – সরলবাক্য

উপরের বাক্যগুলোতে যদি যদি এবং যখন-তখন সাপেক্ষ হিসেবে ব্যবহৃত হয় নি, তাই এগুলো সরলবাক্য হবে। তবে এরকম উদাহরণ পরীক্ষায় আসার তেমন সম্ভাবনা নেই। Just ব্যাপারটি Clear হওয়ার জন্য দিয়ে দিলাম।

♦ **'লেখাপড়া করে যে গাড়ি ঘোড়া চড়ে সে।' – কোন ধরনের বাক্য?**

A. সরলবাক্য
B. জটিলবাক্য √
C. যৌগিকবাক্য
D. মিশ্রবাক্য

বিশেষ জ্ঞাতব্য : জটিল বাক্যকে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মিশ্রবাক্য বলেছেন। জটিল বাক্য বোঝাতে এ কথাটির ব্যবহার না করাই ভাল, কারণ মিশ্র আর যৌগিক সাধারণত সমার্থক। MCQ এর অপশনে আলাদা ভাবে জটিল বাক্য এবং মিশ্র বাক্য থাকলে তোমরা জটিল বাক্যই উত্তর করবে।

যৌগিক বাক্য

পরস্পর নিরপেক্ষ দুই বা ততোধিক সরল বা মিশ্র বাক্য মিলিত হয়ে একটি সম্পূর্ণ বাক্য গঠন করলে তাকে যৌগিক বাক্য বলে।

যৌগিক বাক্য	কারণ	উদাহরণ
সরল বাক্য + সরল বাক্য	একটি সরল বাক্যে ১টি কর্তা ও ১টি সমাপিকা ক্রিয়া থাকে, অতএব ২টি সরল বাক্যে ২টি কর্তা ও ২টি সমাপিকা ক্রিয়া থাকবে। যা যৌগিক বাক্য গঠন করে।	সে গান গায়, আমি শুনি। টাকা দাও, ছাড়া পাবে।
সরল বাক্য + জটিল বাক্য	সরল বাক্যে ১টি সমাপিকা ক্রিয়া থাকে এবং জটিল বাক্যেও ১টি সমাপিকা ক্রিয়া থাকে। তাই দুটি সমাপিকা ক্রিয়া যৌগিক বাক্য গঠন করে।	সে কোন ভাবেই মানতে রাজি নয়, যে বইটি সে কিনেছে, সেটি খুব কম দামি।
জটিল বাক্য+ জটিল বাক্য	প্রত্যেকটি জটিল বাক্যে অন্তত ১টি করে ২টি সমাপিকা ক্রিয়া থাকে যা যৌগিক বাক্য হয়।	সে না এলে তুমি যাবে না, সে বলে পাঠিয়েছে যে তার আসতে দেরি হবে।

www.preparationsbd.com

যৌগিক বাক্যে আলাদা কর্তা হবে ২টি এবং সমাপিকা ক্রিয়াও হবে ২টি। তোমাদের যা করতে হবে – প্রথমে দেখবে ২টি সমাপিকা ক্রিয়া আছে কি না এবং ২টি সমাপিকা ক্রিয়ার ২টি কর্তা আছে কি না? থাকলে তা নিশ্চিন্তে যৌগিক বাক্য হবে। বিশেষ করে কর্তা থাক বা না থাক ২টি সমাপিকা ক্রিয়া হলেই যৌগিক বাক্য হবে, কারণ সমাপিকা ক্রিয়া দিয়েই কোনটি কোন বাক্য তা নির্ণয় করা সম্ভব।

- দশ মিনিট অতিক্রান্ত হলো, তারপর ট্রেন আসল।
- তার ভাই ঋণ করেছিল, আর সে তা পরিশোধ করেছে।
- সে গান গায়, আমি শুনি।
- টাকা দাও, ছাড়া পাবে।
- মরো, নইলে বাঁচার মত বাঁচো।
- গঙ্গা হিমালয় থেকে উৎপন্ন হয়েছে তারপর সাগরে পড়েছে।
- কাজ কর, না হয় বসে পড়।
- আমার কথা বিশ্বাস কর, তোমার মঙ্গল হবে।
- আমি বাড়ি যাব, তাই সে আজ স্কুলে যায় নি।
- দোষ স্বীকার কর, তোমাকে শাস্তি দিব না।
- 'রাজা আছেন, কোটালের দোহাই কেন?'
- তুমি গান কর, আমি তবলা বাজাই।
- নিয়মিত ব্যায়াম কর, স্বাস্থ্য ভাল হবে।
- তিনি জ্ঞানী ছিলেন, সে জন্য তিনি বিনয়ী ছিলেন।
- লোভ পরিত্যাগ কর, তুমি সুখে থাকবে।
- পিতা তো আছেন, তাই পুত্রকে খোঁজ কেন?

কিছু অব্যয় যেমন– এবং, ও, আর, অথচ, বরং, তথাপি, কিন্তু, কিংবা, নতুবা, অতএব, তাই, তারপর ইত্যাদি দিয়ে যুক্ত থাকলে বাক্যটি চিন্তা ছাড়া যৌগিক বাক্য হবে। এখানে মনে রাখতে হবে যে, অব্যয়টি দুটি কর্তা বা দুটি বাক্য বা দুটি পদকে যুক্ত করবে এবং বাক্যে অব্যয়টির আগে ও পরে দুটি সমাপিকা ক্রিয়া থাকবে।

- তিনি অত্যন্ত দরিদ্র কিন্তু তাঁর অন্তঃকরণ অতিশয় উচ্চ।
- গিয়াস পড়াশোনা করেছিল প্রচুর কিন্তু পরীক্ষায় পাস করে নি।
- তার বয়স হয়েছে, কিন্তু বুদ্ধি হয় নি।
- তার বয়স বেড়েছে, কিন্তু বুদ্ধি পাকে নি।
- উদয়াস্ত পরিশ্রম করব, তথাপি অন্যের দ্বারস্থ হব না।
- তিনি আমাকে দশটি টাকা দিলেন এবং বাড়ি যেতে বললেন।
- তাঁর টাকা আছে, কিন্তু তিনি দান করেন না।
- মন্ত্রী এলাকা পরিদর্শনে যাবেন ও বন্যার্তদের তিনি সাহায্য দেবেন।
- সে না এলে তুমি যাবে না, কিন্তু সে বলে পাঠিয়েছে যে তার আসতে দেরি হবে।
- মানুষ সূর্যোদয়ে আনন্দিত হয় এবং রাত্রির আগমনে পুলকিত হয়ে থাকে।
- মোহিতলাল মজুমদার ভালো অধ্যাপক ছিলেন এবং তিনি বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ রচনা করেন।
- জননেতা জনগণকে উৎসাহিত করলেন বটে, কিন্তু কোনো পথ দেখাতে পারলেন না।
- তারা দুজনে খুব ঝগড়া করে বটে, কিন্তু একজন যদি খাবার জন্য একটি বার্গার পায় দুজনে ভাগ করে খায়।

কিছু কিছু সময় কমা (,) এর পরে ফলে, তবে, তাই, নতুবা, তবু, কেবল, কারণ, অতএব, তারপর ইত্যাদি দিয়ে যুক্ত থাকলে বাক্যটি চিন্তা ছাড়া যৌগিক বাক্য হবে। এখানেও মনে রাখতে হবে যে, অব্যয়টি দুটি কর্তা বা দুটি বাক্য বা দুটি পদকে যুক্ত করবে এবং বাক্যে অব্যয়টির আগে ও পরে দুটি সমাপিকা ক্রিয়া থাকবে।

- আমি বহু কষ্ট করেছি, ফলে শিক্ষা লাভ করেছি।
- সূর্য উদিত হয়, তবে অন্ধকার দূর হয়।
- সত্য কথা স্বীকার কর, নতুবা শাস্তি পাবে।
- তার গায়ে একটুও মাংস নেই, কেবল ক'খানা হাড়।
- তিনি আসতে পারলেন না, কারণ তিনি অসুস্থ।
- সে কাল আসবে, তারপর আমি যাব।
- সে অনেক কষ্ট করেছে, তাই সাফল্য লাভ করেছে।
- সত্য কথা বল নি, তাই বিপদে পড়েছ।
- কোথাও ধার পাই নি, তাই তোমার কাছে এসেছি।
- অনেক দেখা হল বটে, তবু দেখা শেষ হল না।
- সে নিরপরাধ, অতএব সে মুক্তি পাবে।
- মেঘ গর্জন করে, তবে ময়ূর নৃত্য করে।

আমরা জানলাম – যৌগিক বাক্য হতে হলে ২টি কর্তা এবং ২টি সমাপিকা ক্রিয়া থাকতে হবে। তবে কখনও কখনও ২টি কর্তার সমাপিকা ক্রিয়া একই হতে পারে অর্থাৎ ২টি কর্তার সমাপিকা ক্রিয়া একই হলে ২ বার লেখার প্রয়োজন হয় না।

রহিম একথা বলল – সরল বাক্য
করিম একথা বলল – সরল বাক্য

বিপদ আসে – সরল বাক্য
দুঃখ আসে – সরল বাক্য

রহিম এবং করিম একথা বলল। – যৌগিক বাক্য
বিপদ এবং দুঃখ এক সঙ্গে আসে। – যৌগিক বাক্য

কর্তা ২জন কিন্তু সমাপিকা ক্রিয়া একই হওয়ায় ২ বার লেখার প্রয়োজন হয় না। তবে এটা মনে রাখবে – এখানে সমাপিকা ক্রিয়া এক বার দেখা গেলেও আছে কিন্তু ২বার। OK.... Dear.

Exceptional : -বাক্যে অব্যয়গুলো যদি দুটি পদ বা বাক্যকে যুক্ত না করে তবে তা আবার সরল বাক্য হয়। যেমন–
তোমার কিন্তু কিন্তু ভাব আর গেল না।
তবে এরকম উদাহরণ পরীক্ষায় আসার তেমন সম্ভাবনা নেই। Just ব্যাপারটি Clear হওয়ার জন্য দিয়ে দিলাম।

www.preparationsbd.com

বাক্যে পদ-সংস্থাপনার ক্রম

☞ বাক্যের অন্তর্ভুক্ত পদগুলো উপযুক্ত স্থানে বসানোই পদ–সংস্থাপনার ক্রম। একে কেউ কেউ পদক্রম বলে থাকেন।

	নিয়মাবলি	উদাহরণ
০১	সাধারণ বাক্যের প্রথমে সম্প্রসারকসহ উদ্দেশ্য (বা কর্তা) এবং বাক্যের শেষে সম্প্রসারকসহ বিধেয় (বা ক্রিয়াপদ) বসবে।	মনোযোগী ছাত্ররাই রীতি মত পড়াশোনা করে। (সম্প্রসারক) (কর্তৃপদ) (সম্প্রসারক) (ক্রিয়াপদ) কিন্তু বাক্যকে শক্তিশালী করার জন্য এর ব্যতিক্রমও হতে পারে। যেমন: লোকটি ছিল অত্যন্ত চতুর।
০২	সম্বন্ধ পদ বিশেষ্যের পূর্বে বসবে।	"ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে এসেছে।"
	কিন্তু বাক্যকে শক্তিশালী করার জন্য এর ব্যতিক্রমও হতে পারে।	"হে আদি জননী সিন্ধু, বসুন্ধরা সন্তান তোমার।"
০৩	কারক–বিভক্তিযুক্ত পদ বা অসমাপিকা ক্রিয়াপদ বিশেষণের আগে বসে।	লোকটি ব্যবহারে খুবই ভদ্র। রাজশাহীর আম খেতে চমৎকার।
০৪	বিধেয় বিশেষণ সর্বদাই বিশেষ্যের পরে বসে।	লোকটি যে জ্ঞানী তাতে সন্দেহ নেই।
০৫	বাক্যের প্রথমে কর্তা, পরে কর্ম এবং শেষে ক্রিয়াপদ বসে।	আমি 'শাহনামা' পড়েছি।
	(ক) কবিতায় এর ব্যতিক্রম হতে পারে।	'লহ নমস্কার, সুন্দর আমার।'
	(খ) বাক্যে জোর দিতে গেলেও নিয়মের ব্যতিক্রম হতে পারে।	জানি, তোমার মুরোধ কতটুকু।
০৬	বহু পদময় বিশেষণ অবশ্যই বিশেষ্যের পূর্বে বসে।	তোমার দাঁত-বের-হাসি দেখলে সবারই পিত্ত জ্বলে যায়।

ঢাবি সহ অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০১৭-১৮ সালের ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্ন ও সমাধান।

০১. 'বিপদ এবং দুঃখ একই সঙ্গে আসে'। বাক্যটি – *[ঢাবি, B ইউনিট- ২০১৭-১৮]* **০১.C**
A. সরল B. জটিল
C. যৌগিক D. মিশ্র

০২. 'Syntax' শব্দটির বাংলা পরিভাষিক রূপ হলো : *[ঢাবি, B ইউনিট- ২০১৭-১৮]* **০২.C**
A. শব্দ–প্রকরণ B. ধ্বনি–প্রকরণ
C. বাক্য–প্রকরণ D. শব্দ–গঠন

০৩. যদি বল, আসব। - এটি কী ধরনের বাক্য? *[ঢাবি, D ইউনিট- ২০১৭-১৮]* **০৩.C**
A. ইচ্ছাসূচক B. প্রার্থনামূলক
C. কার্যকারণাত্মক D. অনুজ্ঞা

০৪. 'সে না এলে তুমি যাবে না, কিন্তু সে বলে পাঠিয়েছে যে তার আসতে দেরি হবে।' এটি কোন ধরনের বাক্য? *[ঢাবি, গা অ বিভাগ - ২০১৭-১৮]* **০৪.C**
A. সংযোগমূলক বাক্য B. জটিল বাক্য
C. যৌগিক বাক্য D. সরল বাক্য

০৫. 'তার বয়স বেড়েছে কিন্তু বুদ্ধি বাড়েনি।' কোন ধরনের বাক্য? *[জবি, B ইউনিট - ২০১৭-১৮]* **০৫.A**
A. যৌগিক B. মিশ্র
C. সরল D. সাধারণ

০৬. কোনটি ঠিক? *[জাবি, C ইউনিট - ২০১৭-১৮]* **০৬.D**
A. আইনানুসারে তিনি একাজ করতে পারেন না
B. আইনগত তিনি একাজ করতে পারেন না
C. আইনগতভাবে তিনি একাজ করতে পারেন না
D. আইনত তিনি এ কাজ করতে পারেন না

০৭. নিচের কোন বাক্যটি শুদ্ধ? *[রাবি, A ইউনিট - ২০১৭-১৮]* **০৭. C**
A. সে আরোগ্য হইয়াছে B. অতিশয় দুঃখিত হলাম
C. সূর্য উদিত হয়েছে D. কথাটি সঠিক নয়

০৮. কোন বাক্যটি শুদ্ধ নয়? *[চবি, A ইউনিট - ২০১৭-১৮]* **০৮.C**
A. চাঁদ উঠেছে B. বাঁশি বাজে
C. তাহারা গান করবে D. আমরা দাঁড়াইয়া থাকিবো

০৯. সকল পরীক্ষার্থীরাই যথাসময়ে উপস্থিত হয়েছে। বাক্যটিতে–ভুল রয়েছে। *[চবি, B ইউনিট - ২০১৭-১৮]* **০৯.C**
A. বানানজনিত B. লিঙ্গজনিত
C. বচনজনিত D. সমাসজনিত

১০. 'তার বয়স বেড়েছে, কিন্তু বুদ্ধি বাড়ে নি' এটা কোন ধরনের বাক্য? *[ইবি, B ইউনিট - ২০১৭-১৮]* **১০.A**
A. যৌগিক বাক্য B. সাধারণ বাক্য
C. মিশ্র বাক্য D. সরল বাক্য

১১. শুদ্ধ বাক্য কোনটি? *[ইবি, B ইউনিট - ২০১৭-১৮]* **১১.D**
A. তাহার জীবন সংশয়পূর্ণ
B. তাহার জীবন সংশয়ময়
C. তাহার জীবন সংশয়ভরা
D. তাহার জীবন সংশয়াপূর্ণ

১২. কোন বাক্যটি ভুল? *[শাবিপ্রবি, A ইউনিট - ২০১৭-১৮]* **১২.A**
A. আলোচনার মাধ্যমে সব সমস্যার সমাধান সম্ভবপর
B. গতকাল যে পাঁচজন মেয়ে এসেছিল, তার মধ্যে ছোটটি সবচেয়ে বুদ্ধিমতী
C. নিরপরাধ ও নিষ্পাপ লোককে শাস্তি দেওয়া অন্যায়
D. ইতোমধ্যে বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে
E. ইতঃপূর্বে তিনি সপরিবারে আমন্ত্রিত হয়েছিলেন

১৩. 'পড়া শেষে খেতে যাব।' এই বাক্যে ব্যাকরণের কোন লক্ষণ প্রকাশিত? *[জাতীয় কবি নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়, AP ইউনিট - ২০১৭-১৮]* **১৩.D**
A. আসক্তি B. স্পৃহা
C. অভ্যাস D. অভিপ্রায়

www.preparationsbd.com

ঢাবি সহ অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০১৬-১৭ সালের ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্ন ও সমাধান।

০১. 'সারাদিন আমি যেন ভালো হয়ে চলি।' বাক্যটি-*[ঢাবি, D-ইউনিট, ১৬-১৭]* **০১.C**
A. সন্দেহবাচক B. অনুজ্ঞাবাচক
C. ইচ্ছাবাচক D. কার্যকারণবাচক

০২. "সত্য কথা না বলে বিপদে পড়েছি" এটা কোন বাক্য?*[জবি, A-ইউনিট, ১৬-১৭]* **০২.A**
A. সরল B. যৌগিক C. জটিল D. মিশ্র

০৩. 'পরিণতি' বোঝাতে কোন বাক্যটি প্রযোজ্য?*[জবি,A-ইউনিট, ১৬-১৭]* **০৩.C**
A. তুমি গেলে আমিও যাব।
B. ভাত খেয়ে রওনা দিব।
C. বৃষ্টিতে ভিজলে জ্বর হবে।
D. রোদ উঠলেও উঠতে পারে।

০৪. 'লোকটি দরিদ্র হলেও সৎ'- বাক্যটির যৌগিক রূপ কী? *[জবি, B-ইউনিট, ১৬-১৭]* **০৪.B**
A. লোকটি দরিদ্র এবং সৎ
B. লোকটি দরিদ্র কিন্তু সৎ
C. লোকটি যদিও দরিদ্র তবুও সৎ
D. যদিও লোকটি দরিদ্র বটে তথাপি সৎ

০৫. সাধু ও চলিত রীতির মিশ্রণে বাক্য কোন্ দোষে দুষ্ট হয়? *[চবি, D3 -ইউনিট, ১৬-১৭]* **০৫.A**
A. গুরুচণ্ডালী দোষ B. আঞ্চলিক দোষ
C. বাহুল্য দোষ D. উৎপ্রেক্ষা দোষ

০৬. কোনটি বাক্যের গুণ নয়? *[জবি, B-ইউনিট, ১৬-১৭]* **০৬.B**
A. আকাঙ্ক্ষা B. আসক্তি
C. যোগ্যতা D. আসত্তি

০৭. 'কাব্যগ্রন্থ' শব্দটিতে কোন দোষ ঘটেছে?*[খুবি, B -ইউনিট, ১৬-১৭]* **০৭. D**
A. উপমার ভুল প্রয়োগ B. গুরুচণ্ডালী
C. বাগধারার ভুল প্রয়োগ D. বাহুল্য

০৮. নিম্নের কোনটি ভাববাচ্যের বাক্য? **০৮.C**
A. চোরটা ধরা পড়েছে B. রোগী পথ্য সেবন করে
C. কোথা থেকে আসা হচ্ছে D. আসামিকে জরিমানা করা হয়েছে

০৯. 'ভিক্ষুকটা যে পিছনে লেগেই রয়েছে, কী বিপদ' - এই বাক্যের 'কী' কী ভাব প্রকাশ করছে? *[জবি, D-ইউনিট, ১৬-১৭]* **০৯.C**
A. ভয় B. রাগ C. বিরক্তি D. বিপদ

১০. বাংলাদেশ দীর্ঘজীবী হোক- কোন্ ধরনের বাক্য? *[চবি, F1 -ইউনিট, ১৬-১৭]* **১০.C**
A. অনুজ্ঞাসূচক B. বিবৃতিমূলক
C. প্রার্থনাসূচক D. বিস্ময়সূচক E. যৌগিক

১১. কোন বাক্যটি শুদ্ধ? *[চবি, B2 -ইউনিট, ১৬-১৭]* **১১.B**
A. রাতদুপুর থেকে সৌন্দর্য বর্জনের কাজ
B. সৈয়দ শামসুল হককে সব্যসাচী লেখক বলা হয়
C. কম খরচে বিনামূল্যে রক্তের গ্রুপ পরীক্ষা করা হয় এখানে
D. আমার আর বার্চিবার স্বাদ নাই

১২. 'তুমি আসবে বলে আমি অপেক্ষা করছি।' এটি কোন ধরনের বাক্য?*[খুবি, S -ইউনিট, ১৬-১৭]* **১২.D**
A. জটিল B. যৌগিক
C. যোগরূঢ় D. সরল

১৩. 'ব্যাপারটি নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করলে ফল ভালো হবে না'- কোন ধরনের বাক্য? *[রাবি, E -ইউনিট, ১৬-১৭]* **১৩.C**
A. ক্রিয়া বিশেষণ স্থানীয় খণ্ডবাক্য
B. বিশেষণ স্থানীয় আশ্রিত খণ্ডবাক্য
C. বিশেষ্য স্থানীয় আশ্রিত বাক্য
D. যৌগিক বাক্য

১৪. কোনটি জটিল বাক্য?*[রাবি, E -ইউনিট, ১৬-১৭]* **১৪.D**
A. মেঘ গর্জন করে, ময়ূর নৃত্য করে
B. স্টেশনে পৌছলাম, আর ট্রেনটিও ছেড়ে দিল
C. তার বয়স হলেও বুদ্ধি হয়নি
D. যেহেতু আমি বহু কষ্ট করেছি, ফলে শিক্ষা লাভ করেছি

১৫. প্রত্যক্ষ উক্তির জন্য ব্যবহৃত *[রাবি, D -ইউনিট, ১৬-১৭]* **১৫.C**
A. কোলন B. রেখা চিহ্ন
C. উদ্ধৃতি চিহ্ন D. কমা

১৬. 'একাজ করা ঠিক হয় নি।'- কোন ধরনের বাক্য? *[চবি, B1 -ইউনিট, ১৬-১৭]* **১৬.D**
A. বিস্ময়সূচক B. অনুজ্ঞাসূচক
C. প্রার্থনাসূচক D. বিবৃতিমূলক

১৭. 'আমি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবসায় প্রশাসন অনুষদের কোন একটি বিভাগে ভর্তি হতে চাই।'- কোন্ ধরনের বাক্য? *[চবি, C1 -ইউনিট, ১৬-১৭]* **১৭.A**
A. সরল বাক্য B. জটিল বাক্য
C. যৌগিক বাক্য D. খণ্ডবাক্য
E. আবেগ বাক্য

১৮. 'পরীক্ষায় উত্তর লিখব অথচ কলমে কালি ফুরিয়ে গেল'- কোন্ ধরনের বাক্য? *[চবি, D3 -ইউনিট, ১৬-১৭]* **১৮.C**
A. সরল B. জটিল
C. যৌগিক D. নেতিবাচক

১৯. 'আমরা জানতাম, বাংলাদেশ জিতবেই'- কোন্ ধরনের বাক্য?*[চবি, D1 -ইউনিট, ১৬-১৭]* **১৯.B**
A. সরল B. জটিল
C. যৌগিক D. নেতিবাচক

২০. 'পরীক্ষা ভালো হলে ভর্তি হওয়ার সম্ভাবনা আছে।'- কোন ধরনের বাক্য. *[চবি, E1 -ইউনিট, ১৬-১৭]* **২০.A**
A. সরল B. জটিল
C. যৌগিক D. নেতিবাচক
E. অনুজ্ঞাবাচক

২১. 'পরীক্ষা ভালো না হলে ভর্তি হওয়া যাবে না।'- কোন ধরনের বাক্য? *[চবি, ই১ -ইউনিট, ১৬-১৭]* **২১.B**
A. জটিল B. সরল
C. যৌগিক D. অনুজ্ঞা

২২. 'আমি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবসায় প্রশাসন অনুষদের কোন একটি বিভাগে ভর্তি হতে চাই।'- কোন্ ধরনের বাক্য? *[চবি, C1 -ইউনিট, ১৬-১৭]* **২২.A**
A. সরল বাক্য B. জটিল বাক্য
C. যৌগিক বাক্য D. খণ্ডবাক্য
E. আবেগ বাক্য

২৩. 'সারাদিন আমি যেন ভাল হয়ে চলি'- কোন ধরনের বাক্য? *[চবি, D1 -ইউনিট, ১৬-১৭]* **২৩.D**
A. অনুজ্ঞাবাচক B. প্রার্থনাবাচক C. অবজ্ঞা D. ইচ্ছাবাচক

ঢাবি সহ অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্ন ও সমাধান।

০১. 'সে সৎ, কিন্তু তার ভাই অসৎ।' বাক্যটি–(ঢাবি ই ১৫-১৬) ১.C
A. সরল B. জটিল
C. যৌগিক D. মিশ্র

www.preparationsbd.com

০২. 'তুমি যা বলছ তা আমি বিশ্বাস করি না।'–কোন ধরনের বাক্য?(চবি C1 ১৫-১৬) ২.B
A. সরল B. জটিল
C. যৌগিক D. খণ্ডবাক্য E. অনুজ্ঞা বাক্য

০৩. 'লেখাপড়া বিষয়ে তার যে গভীর অনুরাগ ছিল, এ-কথা বলা যায় না।'– এটি কী ধরনের বাক্য? [ঢাবি ক-ইউনিট ২০১৪-২০১৫] ৩.C
A. সরল B. যৌগিক
C. মিশ্র D. খণ্ড

০৪. 'মেঘ আকাশের ঝরে বৃষ্টি থেকে।'– এ বাক্যটিতে কোন গুণের অভাব ঘটেছে? [জবি খ-ইউনিট ২০১৪-২০১৫] ৪.C
A. যোগ্যতা B. আকাঙ্ক্ষা
C. আসত্তি D. প্রাঞ্জলতা

০৫. 'তুমি মিথ্যা বলেছ, সুতরাং তোমার পাপ হবে'– কোন ধরনের বাক্য? [চবি B_1-ইউনিট ২০১৪-২০১৫] ৫.B
A. জটিল বাক্য B. যৌগিক বাক্য
C. সরল বাক্য D. অনুজ্ঞা বাক্য

০৬. 'একটা গান গাও'– কোন ধরনের বাক্য? [চবি B_1-ইউনিট ২০১৪-১৫] ৬.D
A. অস্তিবাচক B. বিবৃতিমূলক
C. বিস্ময়সূচক D. অনুজ্ঞাবাচক

০৭. 'তুমি এসো এবং আমি যাই।'– এটি কোন ধরনের বাক্য? [চবি B_1-ইউনিট ২০১৪-২০১৫] ৭.A
A. যৌগিক B. সরল
C. জটিল D. কোনটিই নয়

০৮. কন্যার বাপ সবুর করিতে পারিতেন, কিন্তু বরের বাপ সবুর করিতে চাহিলেন না।– কোন ধরনের বাক্য? [চবি C_1-ইউনিট ২০১৪-১৫] ৮.C
A. সরল B. জটিল
C. যৌগিক D. অনুজ্ঞাবাচক
E. অস্তিবাচক

০৯. 'একটা পয়সা দে' – কোন ধরনের বাক্য? [চবি D-ইউনিট ২০১৪-১৫] ৯.B
A. বিস্ময়সূচক B. বিবৃতিমূলক
C. অনুজ্ঞাবাচক D. অস্তিবাচক

১০. 'লেখাপড়া করে যে গাড়ি ঘোড়া চড়ে সে।' – কোন ধরনের বাক্য? [চবি D-ইউনিট ২০১৪-২০১৫] ১০.B
A. সরল B. জটিল C. যৌগিক D. অনুজ্ঞা

১১. 'ভিক্ষা দে'– কোন ধরনের বাক্য? [চবি E-ইউনিট ২০১৪-১৫] ১১.B
A. বিস্ময়সূচক B. বিবৃতিমূলক
C. অনুজ্ঞাবাচক D. অস্তিবাচক
E. নেতিবাচক

১২. 'তার বয়স বেড়েছে, কিন্তু বুদ্ধি বাড়ে নি।'– কোন ধরনের বাক্য? [রাবি E-ইউনিট ২০১৪-২০১৫] ১২.C
A. সরল B. জটিল C. যৌগিক D. মিশ্র

১৩. বাক্যের একক কী– [রাবি F-ইউনিট ২০১৪-২০১৫] ১৩.B
A. ধ্বনি B. শব্দ C. পদ D. প্রত্যয়

১৪. বাক্যের একক কী? [ইবি B-ইউনিট ২০১৪-২০১৫] ১৪.D
A. উক্তি B. বিভক্তি C. উপসর্গ D. শব্দ

১৫. "আমি আইন বিভাগের ছাত্র"– বাক্যের জটিল রূপ কোনটি? [ইবি H-ইউনিট ২০১৪-২০১৫] ১৫.C
A. আমার বিভাগের নাম আইন
B. আমি একটি বিভাগের ছাত্র এবং তার নাম আইন
C. আমি যে বিভাগের ছাত্র তার নাম আইন
D. 'আমি একজন ছাত্র'– সেই বিভাগের নাম আইন।

১৬. 'যদি সত্য বল তাহলে মুক্তি পাবে'– কোন বাক্যের উদাহরণ? [ইবি H-ইউনিট ২০১৪-২০১৫] ১৬.C
A. সংযুক্ত বাক্যের B. যৌগিক বাক্যের
C. মিশ্র বাক্যের D. সরল বাক্য

১৭. 'অঙ্কটি কর' কোন ধরনের বাক্য? ১৭.A
A. অনুজ্ঞা বাক্য B. প্রশ্নবোধক বাক্য
C. আবেগ বাক্য D. বিবৃতিমূলক বাক্য

১৮. 'মিথ্যা বলার জন্য তোমার পাপ হবে'– কোন ধরনের বাক্য? ১৮.C
A. রূপান্তরকৃত B. যুক্ত C. সরল D. যৌগিক

১৯. 'মা ছিল না বলে কেউ তার চুল বেঁধে দেয়নি' এটি একটি– ১৯.C
A. জটিল বাক্য B. যৌগিক বাক্য
C. সরল বাক্য D. মিশ্র বাক্য

২০. 'এমন কোন মা নেই, যিনি সন্তানকে স্নেহ করেন না।' গঠনগত দিক থেকে এটি– [ববি D-ইউনিট ২০১৪-২০১৫] ২০.C
A. খণ্ডবাক্য B. সরলবাক্য
C. জটিল বাক্য D. যৌগিক বাক্য

২১. 'যেমন কর্ম করবে, তেমন ফল পাবে।' বাক্যটির সরল রূপ– [ববি D-ইউনিট ২০১৪-২০১৫] ২১.C
A. কর্ম অনুসারে ফল পাবে B. কর্মের উপর ফল নির্ভর করে
C. কর্ম অনুযায়ী ফল পাবে D. কর্মের অনুরূপ ফল পাবে

২২. 'মানুষ সূর্যোদয়ে আনন্দিত হয় এবং রাত্রির আগমনে পুলকিত হয়ে থাকে।'– এটি কোন ধরনের বাক্য? [ববি B-ইউনিট ২০১৪-১৫] ২২.C
A. মিশ্র বাক্য B. জটিল বাক্য
C. যৌগিক বাক্য D. সরল বাক্য

২৩. 'তিনি এলেন, দেখলেন ও জয় করলেন।' বাক্যটি– [ববি B-ইউনিট ২০১৪-২০১৫] ২৩.B
A. সরল B. যৌগিক
C. অনুজ্ঞাবাচক D. জটিল

বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর

০১. 'মিথ্যাবাদীকে সবাই অপছন্দ করে' – বাক্যটিকে নেতিবাচক বাক্যে রূপান্তর করলে হয় – [৩৬ তম বিসিএস] **০১.C**
A. মিথ্যাবাদীকে সবাই পছন্দ করে
B. মিথ্যাবাদীকে সবাই পছন্দ না করে পারি না
C. মিথ্যাবাদীকে কেউ পছন্দ করে না
D. মিথ্যাবাদীকে কউে অপছন্দ করে না

ব্যাখ্যা : না – সূচক বাক্যে না, নয়, নহে, নি, নেই, নাহি, নাই ইত্যাদি নঞর্থক অব্যয় ব্যবহার করতে হবে। না – বাচক ক্রিয়া ও না – বাচক শব্দ বা না – বাচক অব্যয় মিলে বাক্যে দু'বার ব্যবহার করে অস্তিবাচক বা হ্যাঁ – সূচক ভাব বজায় রাখতে হবে। মিথ্যাবাদীকে সবাই অপছন্দ করে' – বাক্যটির নেতিবাচক রূপ 'মিথ্যাবাদীকে কেউ পছন্দ করে না।'

০২. কোনটি বাক্যের বৈশিষ্ট্য নয়? [৩৫ তম বিসিএস] **০২.C**
A. যোগ্যতা B. আকাঙ্ক্ষা
C. আসক্তি D. আসত্তি

০৩. 'তুমি আসবে বলে হে স্বাধীনতা সখিনা বিবির কপাল ভাঙল।'– এটি কোন বাক্য? [৩৩তম বিসিএস; ৮ম বিজেএস (সহকারী জজ) ২০১৩] ০৩.B
A. সরল B. মিশ্র বা জটিল
C. যৌগিক D. সংযুক্ত

০৪. 'মা ছিল না বলে কেউ তার চুল বেঁধে দেয়নি।' এটি একটি– [৩২তম বিসিএস] ০৪.C
A. জটিল বাক্য B. যৌগিক বাক্য
C. সরল বাক্য D. মিশ্র বাক্য

০৫. বাক্যের তিনটি গুণ কি কি? [২৯তম বিসিএস] ০৫.B
A. আকাংখা, আসক্তি ও বিধেয় B.আকাঙ্ক্ষা আসত্তি ও যোগ্যতা
C. যোগ্যতা, উদ্দেশ্য ও বিধেয় D. কোনটিই নয়

০৬. 'যে-ই তার দর্শন পেলাম, সে-ই আমরা প্রস্থান করলাম।'– এটি কোন জাতীয় বাক্য? [২৬তম বিসিএস] ০৬.D
A. সরল বাক্য B. যৌগিক বাক্য
C. মৌলিক বাক্য D. মিশ্র বাক্য

www.preparationsbd.com

০৭. 'যেহেতু তুমি বেশি নম্বর পেয়েছ, সুতরাং তুমি প্রথম হবে' কোন ধরনের বাক্য? *[২৫তম বিসিএস]* — ০৭.B

A. সরল B. জটিল C. অনুজ্ঞামূলক D. যৌগিক

০৮. তুমি না বলেছিলে আগামীকাল আসবে?– এখানে 'না' –এর ব্যবহার কি অর্থে? *[২৪তম বিসিএস]* — ০৮.B

A. না-বাচক B. হ্যাঁ-বাচক C. প্রশ্নবোধক D. বিস্ময়সূচক

০৯. 'তার বয়স বেড়েছে কিন্তু বুদ্ধি বাড়েনি'– এটা কোন ধরনের বাক্য? *[১৮তম বিসিএস]* — ০৯.A

A. যৌগিক বাক্য B. সাধারণ বাক্য C. মিশ্র বাক্য D. সরল বাক্য

১০. 'হজরত মুহম্মদ (স) ছিলেন একজন আদর্শ মানব' বাক্যটি একটি শ্রেণীর– *[১৭তম বিসিএস]* — ১০.D

A. মিশ্র B. জটিল C. যৌগিক D. সরল

১১. যৌগিক বাক্যের অন্যতম গুণ কি? — ১১.C

A. একটি জটিল ও একটি সরল বাক্যের সাহায্যে বাক্য গঠন
B. একটি সংযুক্ত ও একটি বিযুক্ত বাক্যের সাহায্যে বাক্য গঠন
C. দুটি সরল বাক্যের সাহায্যে বাক্য গঠন
D. দুটি মিশ্র বাক্যের সাহায্যে বাক্য গঠন

পিএসসি ও অন্যান্য পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর

০১. বাক্যের মৌলিক উপাদান কি? *[NSI সহকারী পরিচালক ২০১৫]* — ০১.A

A. শব্দ B. ধ্বনি C. ভাব D. বর্ণ

০২. 'ছোট কিন্তু রসে ভরা' – বাক্যটিকে সরল বাক্যে রূপান্তরিত করলে হবে। *[উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা ২০১৫]* — ০২.D

A. যদিও ছোট, তবু রসে ভরা B. রসে ভরা ছোট চিঠি
C. ছোট ও রসে ভরা D. ছোট হলেও রসে ভরা

০৩. গঠন অনুসারে বাক্য কয় প্রকার? *[জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের উপ-সহকারী প্রকৌশল ২০১৫]* — ০৩.B

A. ২ প্রকার B. ৩ প্রকার C. ৪ প্রকার D. ৫ প্রকার

০৪. তার বয়স বেড়েছে, কিন্তু বুদ্ধি বাড়েনি। – কোন ধরনের বাক্যে? *[প্রাক – প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক (১৭ জেলা) ৩০ অক্টোবর ১৫]* — ০৪.A

A. যৌগিক B. মিশ্র C. সরল D. জটিল

০৫. 'হযরত মুহম্মদ (স) ছিলেন একজন আদর্শ মানব' বাক্যটি নিম্নোক্ত কোন শ্রেণীর বাক্য? *[প্রাক – প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক (১৭ জেলা) ২৮ অক্টোবর ২০১৫]* — ০৫.D

A. মিশ্র B. জটিল C. যৌগিক D. সরল

০৬. ইচ্ছামূলক বাক্য কোনটি? *[বন অধিদপ্তরের বন প্রহরী ২০১৫]* — ০৬.B

A. কাজ কর B. ভাল থাকিস C. যাবি কিনা বল? D. কাজটি কর

০৭. 'পুকুরে পদ্মফুল জন্মে' – কোন ধরনের বাক্য? *[কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ – সহকারী কৃষি কর্মকর্তা ২০১৪]* — ০৭.A

A. সরল বাক্য B. জটিল বাক্য C. যৌগিক বাক্য D. মিশ্র বাক্য
E. কোনোটিই নয়

০৮. হে সিন্ধু! বন্ধু মোর – মজিনু তব রূপে। এটা কোন ধরনের বাক্য? *[কন্ট্রোলার জেনারেল ডিফেন্স ফাইনান্স – এর কার্যালয়ের অধীনে জুনিয়র অডিটর ২০১৫]* — ০৮.D

A. প্রর্থনাসূচক B. অনুজ্ঞাসূচক C. কার্যকরণাত্মক D. বিস্ময়সূচক

০৯. জটিল বাক্যের অন্তর্গত প্রত্যেক খণ্ডবাক্যের পর বসে – *[পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশনের অ্যাসিসটেন্ট ম্যানেজার ২০১৪]* — ০৯.D

A. দাঁড়ি B. কোলন C. সেমিকোলন D. কমা

১০. 'ভিক্ষুকটা যেন পিছনে লেগেই রয়েছে, কি বিপদ;' এ বাক্যের 'কি' এর অর্থ –*[পল্লী উন্নয়ন বোর্ড – এর মাঠকর্মী ২০১৪]* — ১০.B

A. ভয় B. বিরক্তি C. রাগ D. বিপদ

১১. কোন বাক্যটি শুদ্ধ?*[পল্লী উন্নয়ন বোর্ড – এর মাঠকর্মী ২০১৪]* — ১১.B

A. তাহার জীবন সংশয়পূর্ণ B. তাহার জীবন সংশয়াপূর্ণ
C. তাহার জীবন সংশয়ময় D. তাহার জীবন সংশয়ভরা

১২. 'তোমাকে দেখে খুবই খুশি হলাম' – এই বাক্যটি কোন ভাষারীতিতে লেখা? *[বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর পরিসংখ্যান জুনিয়র অ্যাসিসটেন্ট অফিসার ২০১৪]* — ১২.B

A. সাধু B. চলিত C. আঞ্চলিক D. কথ্য
E. কোনোটিই নয়

১৩. কোন বাক্যটি শুদ্ধ? *[বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর পরিসংখ্যান জুনিয়র অ্যাসিসটেন্ট অফিসার ২০১৪]* — ১৩.A

A. একটি গোপনীয় কথা বলি B. একটি গোপন কথা বলি
C. একটি গুপ্ত কথা বলি D. একটা গোপন কথা বলি
E. কোনোটিই নয়

১৪. 'শৈবাল দীঘিরে বলে উচ্চ করি শির, লিখে রেখ, এক ফোটা দিলেম শিশির' – এ অংশটুকুর মূল প্রতিপাদ্য – *[বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর পরিসংখ্যান জুনিয়র অ্যাসিসটেন্ট অফিসার ১৪]* — ১৪.D

A. অসহিষ্ণুতা B. প্রতুৎপ্রকার C. প্রতিদান D. অকৃতজ্ঞতা
E. কোনোটিই নয়

১৫. 'আ মরি বাংলা ভাষা' – এ চরণে 'আ' দ্বারা কী প্রকাশ পেয়েছে? *[৯ম বিজেএস (সহকারী জজ) ২০১৪]* — ১৫.C

A. আশাবাদ B. আবেগ C. আনন্দ D. আনুগত্য

১৬. 'তাঁর চুল পেকেছে কিন্তু বুদ্ধি পাকেনি'। এটা কোন্ ধরনের বাক্য?*[৯ম বিজেএস (সহকারী জজ) ২০১৪]* — ১৬.A

A. যৌগিক বাক্য B. মিশ্র বাক্য C. সরল বাক্য D. জটিল বাক্য

১৭. গঠন অনুসারে বাক্য কত প্রকার? *[প্রাক. প্রা. সহ শিক্ষক ২০১৪(পুনগৃহীত ১৭ জেলা)]* — ১৭.D

A. দুই প্রকার B. পাঁচ প্রকার C. ছয় প্রকার D. তিন প্রকার

১৮. তিনি সৎ কিন্তু কৃপণ – বাক্যটি –*[তথ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন গণযোগাযোগ অধিদপ্তরের সহকারী তথ্য অফিসার ২০১৩]* — ১৮.B

A. সরল বাক্য B. যৌগিক বাক্য C. মিশ্র বাক্য D. বিস্ময়বোধক বাক্য

১৯. একটি আদর্শ বাক্যে গুণ থাকা আবশ্যক? *[তথ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন গণযোগাযোগ অধিদপ্তরের সহকারী তথ্য অফিসার ২০১৩]* — ১৯.B

A. ২ B. ৩ C. ৪ D. ৫

২০. 'যদি বৃষ্টি হয়, তবে বের হব না'– এটি কোন ধরনের বাক্য? *[তথ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন গণযোগাযোগ অধিদপ্তরের সহকারী তথ্য অফিসার ২০১৩]* — ২০.B

A. সরল বাক্য B. জটিল বাক্য C. যৌগিক বাক্য D. নির্দেশাত্মক বাক্য

www.preparationsbd.com

২১. আকাঙ্ক্ষা, আসত্তি ও যোগ্যতা– এ তিনটি কিসের গুণ? ২১.C
A. শব্দের B. কারকের
C. বাক্যের D. সমাসের

২২. কোনটি বাক্যের বাহন? ২২.A
A. শব্দ B. পদ
C. আশ্রিত খণ্ডবাক্য D. ধ্বনি

২৩. 'সে বলতে চায় তথাপি বলে না'– এটি কোন শ্রেণীর বাক্য? [খাদ্য অধিদপ্তরের সহকারী ২০১২] ২৩.C
A. সরল বাক্য B. জটিল বাক্য
C. যৌগিক বাক্য D. ব্যাসবাক্য

২৪. 'যতই পরিশ্রম করবে ততই ফল পাবে'– [৮ম বেসরকারি প্রভাষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন পরীক্ষা ২০১২]] ২৪.D
A. নির্দেশক বাক্য B. সরল বাক্য
C. যৌগিক বাক্য D. জটিল বাক্য

২৫. বাক্যে এক পদের পর অন্যপদ শোনার ইচ্ছাকে কী বলে? [৮ম বেসরকারি প্রভাষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন পরীক্ষা ২০১২] ২৫.B
A. আসত্তি B. আকাঙ্ক্ষা C. যোগ্যতা D. আসক্তি

২৬. ভাষার মূল উপকরণ কী? [৮ম বেসরকারি প্রভাষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন পরীক্ষা ২০১২] ২৬.B
A. ধ্বনি B. বাক্য C. শব্দ D. বর্ণ

২৭. 'দেশের সকল আলেমগণই এখানে উপস্থিত'– বাক্যটি কোন দোষে দুষ্ট? [৭ম বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন পরীক্ষা ১১] ২৭.B
A. গুরুচণ্ডালী দোষ B. বাহুল্য দোষ
C. উপমার দোষ D. বাগধারার দোষ

২৮. "তুমি না সেদিন বাড়ি গিয়েছিলে?" এখানে 'না' কোন অর্থে ব্যবহৃত? [দুর্নীতি দমন কমিশনের উপ-সহকারী পরিচালক ১১] ২৮.D
A. সন্দেহ B. বিস্ময়
C. অনুমান D.নিশ্চয়তা

২৯. 'সে যেতে চায় তথাপি বসে আছে'– এটি কোন শ্রেণীর বাক্য? [পরিবেশ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক (কারিগরি) ২০১১] ২৯.C
A. সরল বাক্য B. জটিল বাক্য
C. যৌগিক বাক্য D. ব্যাসবাক্য
E. কোনটিই নয়

৩০. 'যেমন কাজ করবে তেমন ফল পাবে'– বাক্যটির সরল রূপ কোনটি? [সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সমাজসেবা অধিদপ্তরের সমাজসেবা অফিসার ২০১০] ৩০.A
A. কাজ অনুযায়ী ফল পাবে B. যেমন কর্ম তেমন ফল
C. ফলেই কর্মের পরিচয়
D. কাজের উপর ফল নির্ভর করে

৩১. কোনটি সরল বাক্য? [(ATEO) ২০১০] ৩১.D
A. যা করবার তা করেছি B. তুমি যা বলবে তাই ঠিক
C. সে পরিশ্রমী বটে, কিন্তু নির্বোধ
D. তুমি অধম বলে আমি উত্তম হবো না কেন?

৩২. গঠন অনুসারে বাক্য কত প্রকার? [শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সহকারী প্রধান পরিদর্শক (সাধারণ) ২০০৯;] ৩২.B
A. ২ প্রকার B. ৩ প্রকার C. ৪ প্রকার D. ৫ প্রকার

৩৩. 'পড়া শেষে খেলতে যাবো'– এই বাক্যে কোন লক্ষণ প্রকাশিত? [অর্থ মন্ত্রণালয়ের অধীন জাতীয় সঞ্চয় পরিদপ্তরের সহকারী পরিচালক ২০০৯] ৩৩.D
A. স্পৃহা B. আসক্তি C. অভ্যাস D. অভিপ্রায়

৩৪. 'তাঁর চুল পেকেছে কিন্তু বুদ্ধি পাকেনি'– এটা কোন ধরনের বাক্য? [প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রধান শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা (জবা) ০৯] ৩৪.C
A. সরল বাক্য B. জটিল বাক্য
C. যৌগিক বাক্য D. মিশ্র বাক্য

৩৫. 'যদি সত্য বল তাহলে মুক্তি পাবে'– এটি কোন ধরনের বাক্য? *[প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রধান শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা (বেলী) ২০০৯]* ৩৫.D
A. সংযুক্ত বাক্য B. যৌগিক বাক্য
C. সরল বাক্য D. মিশ্র বাক্য

৩৬. 'বিদ্বান লোক সকলের শ্রদ্ধার পাত্র'– এটি কোন শ্রেণীর বাক্য? *[প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রধান শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা (বেলী) ২০০৯]* ৩৬.C
A. যৌগিক B. জটিল C. সরল D. বিযুক্ত

৩৭. শিক্ষায় মন সংস্কারমুক্ত হয়ে থাকে– বাক্যটিতে কোন অর্থ প্রকাশ পেয়েছে– *[সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক ২০০৯]* ৩৭.C
A. নিরন্তরতা অর্থ B. কার্য সমাপ্তি অর্থ
C. অভ্যস্ততা অর্থ D. অনুমোদ

৩৮. 'ভাল ফলের চেষ্টা কর।' এটি কোন ধরনের বাক্য? *[সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক ২০০৮]* ৩৮.D
A. ইচ্ছাবোধক B. নির্দেশাত্মক
C. বিস্ময়বোধক D. অনুজ্ঞাবাচক

৩৯. 'সুশিক্ষিত লোক মাত্রেই স্বশিক্ষিত'– এটি কোন ধরনের বাক্য? *[সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সমাজসেবা অধিদপ্তরের শহর সমাজসেবা অফিসার (হাসপাতাল) ২০০৭]* ৩৯.A
A. সরল B. জটিল C. যৌগিক D. মিশ্র

৪০. 'হাসান নিয়মিত পড়াশোনা করে বলে পুরস্কার পায়।'– এই জটিল বাক্যের সরল রূপ হলে– *[সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সমাজসেবা অধিদপ্তরের শহর সমাজসেবা অফিসার (হাসপাতাল) ০৭]* ৪০.A
A. নিয়মিত পড়াশোনা করার কারণেই হাসান পুরস্কার পায়
B. হাসান নিয়মিত পড়াশোনা করে এবং পুরস্কার পায়
C. হাসান নিয়মিত পড়াশোনা করে এবং পুরস্কার পায়
D. নিয়মিত পড়াশোনা করে সেজন্য হাসান পুরস্কার পায়

৪১. বাক্যের একক কোনটি? [সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সমাজসেবা অধিদপ্তরের শহর সমাজসেবা অফিসার (হাসপাতাল) ২০০৭] ৪১.D
A. উক্তি B. বিভক্তি C. উপসর্গ D. শব্দ

৪২. নিচের কোনটি সরল বাক্য তা চিহ্নিত করুন। [সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক কর্মকর্তা ২০০৭] ৪২.C
A. ইহারা যেরূপ, এরূপ রূপবতী রমণী আমার অন্তঃপুরে অনুপস্থিত
B. ইহারা যেরূপ, এরূপ রূপবতী রমণী আমার অন্তঃপুরের বাইরে আছে
C. ইহাদের মত রূপবতী রমণী আমার অন্তঃপুরে নাই
D. ইহার যেরূপ, এরূপ রূপবতী রমণী আমার অন্তঃপুরে নাই

৪৩. নিচের কোনটি নেতিবাচক বাক্য? [বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন (PSC)–এর সহকারী পরিচালক ২০০৬] ৪৩.B
A. হৈম তাহার অর্থ বুঝিতে ব্যর্থ হইল B. হৈম তাহার অর্থ বুঝিল না
C. হৈম কি তাহার অর্থ বুঝিল না? D. হৈম তাহার অর্থ বুঝিল!

৪৪. 'গরু মাংস খায়'– বাক্যটি অশুদ্ধ কেন? [স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক কর্মকর্তা, ব্যক্তিগত কর্মকর্তা ও কারা তত্ত্বাবধায় এবং নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের প্রশাসনিক কর্মকর্তা ২০০৬] ৪৪.B
A. আসত্তির অভাব B. যোগ্যতার অভাব
C. অর্থ অস্পষ্ট বলে D. পদবিন্যাসে ত্রুটি

৪৫. বাক্যের অর্থসঙ্গতি রক্ষার জন্য সুশৃঙ্খল পদ–বিন্যাসই হলো– ৪৫.B
A. মাধুর্য B. আসত্তি C. আকাঙ্ক্ষা D. যোগ্যতা

৪৬. একটি মাত্র কর্তা ও একটি মাত্র সমাপিকা ক্রিয়ার দ্বারা গঠিত বাক্যকে কি বাক্য বলে? *[বাংলাদেশ রেলওয়ে হাসপাতালসমূহে সহকারী সার্জন ২০০৫]* ৪৬.A
A. সরল বাক্য B. জটিল বাক্য
C. মিশ্র বাক্য D. যৌগিক বাক্য

www.preparationsbd.com

৪৭. কোনটি সরল বাক্য? *[অর্থ মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক কর্মকর্তা ০৪]* — ৪৭.D
A. যে রক্ষক সেই ভক্ষক B. তিনি দরিদ্র কিন্তু চরিত্রহীন নন
C. তার বয়স হয়েছে কিন্তু বুদ্ধি হয়নি D. ধনের ধর্মই অসাম্য

৪৮. কোন অস্তিবাচক বাক্য? — ৪৮.D
A. পৃথিবী চিরস্থায়ী নয় B. ওকে চেনাই যায় না
C. কথাটা না মেনে উপায় নেই D. জায়গাটা নির্জন

৪৯. 'সেখানে কেউ নেই'– বাক্যটির অস্তিবাচক রূপ কোনটি? *[ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের টেলিফোন বোর্ডের সহকারী পরিচালক/ হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা ২০০৪]* — ৪৯.B
A. শূন্য স্থান B. নির্জন জায়গা
C. নির্বান্ধব স্থান D.অনুপস্থিত

৫০. এত ধন দৌলত বিলাচ্ছ কেন? তুমি কি দানবীর মোহসীন হলে নাকি?– এ বাক্যে কোন মোহসীন–এর কথা বলা হয়েছে? *[পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক কর্মকর্তা ২০০৪]* — ৫০.B
A. মোহসীন-উল মূলক B. হাজী মুহাম্মদ মোহসীন
C. কে এম মোহসীন D. মোহসীন শস্ত্রপাণি

৫১. বাক্যের মৌলিক উপাদান কোনটি? *[উপজেলা/থানা শিক্ষা অফিসার (TEO) ২০০৪]* — ৫১.A
A. শব্দ B. ধ্বনি C. বর্ণ D. ভাষা

৫২. 'মেঘ গর্জন করলে ময়ূর নৃত্য করে'– কোন ধরনের বাক্য? *[সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যা]* — ৫২.A
A. সরল B. বিবৃতিমূলক C. মিশ্র D. যৌগিক

ব্যাংক নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর

০১. 'তিনি যখন চাঁদপুরে থাকতেন, তখন প্রত্যহ নদীর তীরে হাঁটতেন'– এটি কোন শ্রেণীর বাক্য? *[Dutch-Bangla Limited Management Trainee Officer 2012]* — ১.B
A. সরল বাক্য B. জটিল বাক্য
C. যৌগিক বাক্য D. ব্যাসবাক্য

০২. 'যেহেতু তুমি বেশি নম্বর পেয়েছ, সুতরাং তুমি প্রথম হবে'– এটি কোন ধরনের বাক্য? — ২.B
A. সরল B. জটিল
C. যৌগিক D. অনুজ্ঞামূলক

০৩. সরল বাক্য রূপান্তর কর– 'যদি আমার কথা না শুন, ভবিষ্যতে অনুতাপ করবে।' — ৩.C
A. আমার কথা না শুনলে অনুতাপ করবে
B. আমার কথা শুনলে অনুতাপ করবে
C. আমার কথা না শুনলে ভবিষ্যতে অনুতাপ করবে
D. ভবিষ্যতে আমার কথা না শুনলে অনুতাপ করবে
E. কোনটিই না

০৪. 'যে-ই তার দর্শন পেলাম, সে-ই আমরা প্রস্থান করলাম।'– এটি কোন জাতীয় বাক্য? *[Rajshahi Krishi Unnayan Bank Officer, 2011]* — ৪.D
A. সরল বাক্য B. যৌগিক বাক্য
C. মৌলিক বাক্য D. মিশ্র বাক্য

০৫. 'সে আসতে চায় তথাপি আসে না'– এটি কোন শ্রেণীর বাক্য? *[City Bank Ltd. Probationary Officer 2011]* — ৫.C
A. সরল বাক্য B. জটিল বাক্য
C. যৌগিক বাক্য D. ব্যাসবাক্য
E. কোনোটিই নয়

০৬. 'সে যেতে চায় তথাপি বসে আছে'– এটি কোন শ্রেণীর বাক্য? *[Bangladesh Gas Field co Asst. Manager 2011]* — ৬.C
A. সরল বাক্য B. জটিল বাক্য
C. যৌগিক বাক্য D. ব্যাসবাক্য
E. কোনোটিই নয়

www.preparationsbd.com

www.preparationsbd.com

সন্ধি:

সন্ধি শব্দের অর্থ মিলন। সন্নিহিত দুটি ধ্বনির মিলনকে সন্ধি বলে। অর্থাৎ পাশাপাশি দুটি ধ্বনি দ্রুত উচ্চারণকালে সম্পূর্ণ বা আংশিক মিলিত হয় অথবা একটি লোপ পায় কিংবা একটি অপরটির প্রভাবে পরিবর্তিত হয়, এরূপ পরিবর্তন, লোপ বা মিলনকে সন্ধি বলে। যেমন:
বিদ্যা + আলয় = বিদ্যালয়; গৈ + অক = গায়ক; নে + অন = নয়ন।

সন্ধির উদ্দেশ্য:

১. স্বাভাবিক উচ্চারণে সহজপ্রবণতা।
২. ধ্বনিগত মাধুর্য সম্পাদন।

সন্ধির সাহায্যে শব্দ গঠনে পদ্ধতি:

সন্ধির কাজ হচ্ছে ধ্বনির সঙ্গে ধ্বনি মিলিয়ে নতুন শব্দ গঠন করা। যেমন: নরাধম। এখানে 'নর' এবং 'অধম'-এ দুটি পদের মিলন হয়েছে। 'নর'-এর অন্ত্যস্বর 'অ' আর 'অধম'-এর আদ্যস্বর 'অ' উভয়ে মিলে আ-কার হয়েছে। আর এই 'আ'-কার পূর্ব বর্ণে যুক্ত হওয়ার ফলে নতুন শব্দ 'নরাধম' সৃষ্টি হয়েছে। অনুরূপভাবে, অ বা আ-কারের পর ই-কার থাকলে 'অ' বা 'আ'-এর স্থানে এ-কার হয়। এ-কার পূর্ব বর্ণে যুক্ত হয়। যেমন: শুভ + ইচ্ছা = শুভেচ্ছা। এমনিভাবে পরস্পর সন্নিহিত দুটি ধ্বনির মিলনে সন্ধি নতুন শব্দ গঠন করে।

সন্ধির প্রয়োজনীয়তা:

- সন্ধি ভাষার শ্রুতিমধুরতা আনে, সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে।
- সন্ধির ফলে ভাষা সংক্ষিপ্ত হয়।
- সন্ধির মাধ্যমে নতুন নতুন শব্দ গঠন করা হয়। ফলে ভাষা নির্মাণে সন্ধির প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য।
- সন্ধির মাধ্যমে শব্দের আকার সংকুচিত হয়।
- সন্ধির ফলে ভাষা সাবলীল ও শ্রুতি মধুর হয়।
- সন্ধির মাধ্যমে উচ্চারণ সহজ হয়।
- দীর্ঘ শব্দকে ছোট করে।
- শব্দের শৃঙ্খলা আনার জন্য সন্ধির প্রয়োজন রয়েছে।
- ধ্বনি পরিবর্তনের সময় সন্ধি বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

সর্বোপরি সন্ধি ভাষার সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে এবং ভাষাকে প্রাঞ্জল ও সংক্ষিপ্ত করতে সন্ধির প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

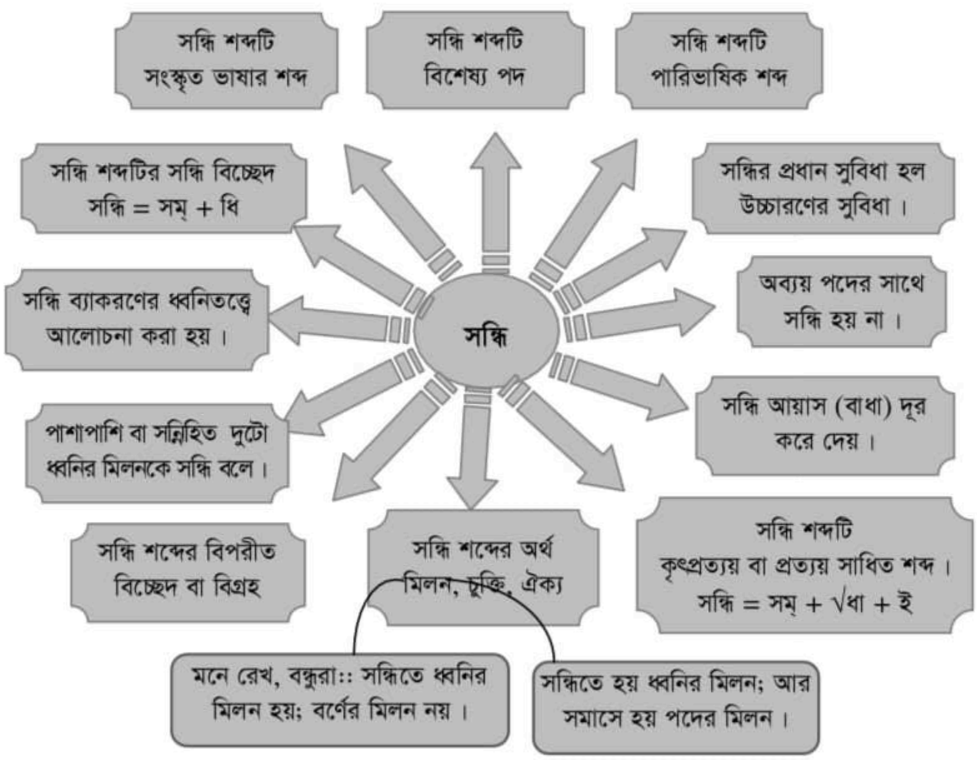

www.preparationsbd.com

যেভাবে বইয়ে উপস্থাপন করা হয় এবং স্যারেরা পড়ায়

আলাদা দুটি শব্দের প্রথম অংশের শেষ ধ্বনি এবং শেষ অংশে প্রথম ধ্বনির মিলন করতে সন্ধি বিচ্ছেদগুলোর শব্দগুলোকে বিভিন্ন নিয়মের মধ্য দিয়ে একত্রিত করে সন্ধি করা হয় এবং সব বইয়ে সেইভাবে সূত্র প্রয়োগ করা আছে।

রবি + ইন্দ্র = রবীন্দ্র

সূত্রঃ

ই/ঈ + ই/ঈ = ঈ

পরীক্ষায় যেভাবে আসে

পরীক্ষায় আসে তার ঠিক উল্টো। একটি শব্দ দিয়ে বলবে যে শব্দটির সন্ধি বিচ্ছেদ কী?

পরীক্ষায় যেভাবে আসে বা আসবে সেভাবেই আমাদের পড়া উচিত। আর অভিযাত্রী বইয়ে ঠিক সেভাবে সন্ধি উপস্থাপন করা হয়েছে।

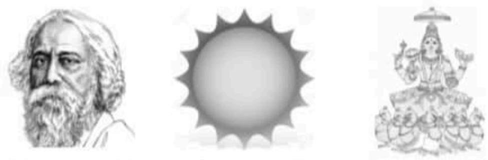

রবীন্দ্র = রবি + ইন্দ্র

:::পরীক্ষায় আসে সূত্রের ঠিক উল্টো:::

ঈ = ই/ঈ + ই/ঈ

➢ **সন্ধির প্রকারভেদ**

- সন্ধি
  - বাংলা শব্দের সন্ধি
    - স্বর সন্ধি
    - ব্যঞ্জন সন্ধি
  - তৎসম শব্দের সন্ধি
    - স্বর সন্ধি
    - ব্যঞ্জন সন্ধি
    - বিসর্গ সন্ধি

→ **নিপাতনে সিদ্ধ সন্ধিঃ** যে সন্ধিগুলো কোনো নিয়ম অনুসারে হয় না, সেগুলোকে নিপাতনে সিদ্ধ সন্ধি বলে। যথা:-
১. নিপাতনে সিদ্ধ স্বরসন্ধি ২. নিপাতনে সিদ্ধ ব্যঞ্জন সন্ধি ৩. নিপাতনে সিদ্ধ বিসর্গ সন্ধি। *এই তিন ধরনের সন্ধি সমূহ ভর্তি পরীক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ।*

■ **নিপাতনে সিদ্ধ স্বরসন্ধি :-(আশা করি ৭টি শিখলেই চলবে।)**

☞ কুলটা = কুল+অটা
☞ অন্যান্য = অন্য+অন্য
☞ প্রৌঢ় = প্র+ঊঢ়
☞ স্বৈর = স্ব+ঈর
☞ গবাক্ষ = গো+অক্ষ
☞ মার্তণ্ড = মার্ত+অণ্ড
☞ শুদ্ধোদন = শুদ্ধ+ওদন

এখানে **গবাক্ষ** শব্দের অর্থ জানালা, **মার্তণ্ড** শব্দের অর্থ সূর্য, **ওদন** শব্দের অর্থ অন্ন বা ভাত আর **শুদ্ধোদন** হচ্ছে বুদ্ধদেবের পিতা।

→ **মনে রাখবে যে ভাবে :-**

কুলটা মেয়েটি অন্যান্য প্রৌঢ়দের সাথে স্বৈরশাসন প্রতিষ্ঠা করতে পারে নি। তাই গবাক্ষের পাশে বসে মার্তণ্ডের শুদ্ধোদনের সাথে প্রেম করছে।

এগুলো ছাড়া আরও কিছু নিপাতনে সিদ্ধ স্বরসন্ধি আছে, অবশ্যই মুখস্থ করবে।

☞ স্বৈরিণী = স্ব+ঈরিণী
☞ প্রেষণ = প্র+এষণ
☞ বিম্বোষ্ঠ = বিম্ব+ওষ্ঠ
☞ রক্তোষ্ঠ = রক্ত+ওষ্ঠ
☞ গবেন্দ্র = গো+ ইন্দ্র
☞ গবেশ্বর = গো+ঈশ্বর

■ **নিপাতনে সিদ্ধ ব্যঞ্জন সন্ধি:- আশা করি ১২টি শিখলেই চলবে**

☞ বৃহস্পতি = বৃহৎ +পতি
☞ বনস্পতি = বন+পতি
☞ পরস্পর = পর+পর
☞ তস্কর = তৎ+কর
☞ গোষ্পদ = গো+পদ
☞ একাদশ = এক+দশ
☞ ষোড়শ = ষট্+দশ
☞ মনীষা = মনস্+ঈষা
☞ আশ্চর্য = আ+ চর্য
☞ হরিশ্চন্দ্র = হরি+চন্দ্র
☞ পতঞ্জলি = পতৎ+অঞ্জলি
☞ দ্যুলোক = দিব্+লোক

→ **মনে রাখবে যে ভাবে :-**

বৃহস্পতি আর বনস্পতি দুই ভাই। তারা পরস্পর তস্কর (চোর), গোষ্পদ (গরুর পা) চুরি করে। বৃহস্পতির বয়স একাদশ (১১) আর বনস্পতির বয়স ষোড়শ (১৬)। তাদের চুরি করার সময় দেখে বম্বের নায়িকা মনীষা। দেখে আশ্চর্য হয়ে যায়। দৌড়ে গেল ছবির নায়ক হরিশ্চন্দ্র এর কাছে। দুজনে কিছু না বুঝে গেল ছবির পরিচালক পতঞ্জলির কাছে। পতঞ্জলি বলে দিল যারা গরুর পা চুরি করে তারা কখনও দ্যুলোক (আকাশে) থাকতে পারবে না।

www.preparationsbd.com

এগুলো ছাড়া আরও কিছু নিপাতনে সিদ্ধ ব্যঞ্জন সন্ধি আছে, অবশ্যই মুখস্থ করবে।

- হিংস্র = হিনস্+অ
- নাব্য = নৌ+য
- বাগেশ্বরী = বাক্+ঈশ্বরী
- পশ্চার্থ = পশ্চাৎ+অর্থ
- প্রায়শ্চিত্ত = প্রায়+চিত্ত

■ নিপাতনে সিদ্ধ বিসর্গ সন্ধিঃ- আশা করি ৪টি শিখলেই চলবে (একে বিশেষ নিয়মে সাধিত বিসর্গ সন্ধিও বলা হয়)

- অহর্নিশ = অহঃ+নিশা
- অহরহ = অহঃ+অহ
- বাচস্পতি = বাচঃ+পতি(বক্তৃতা দানে পটু বা দক্ষ)
- ভাস্কর = ভাঃ+কর(সূর্য)

এগুলো ছাড়া আরও কিছু নিপাতনে সিদ্ধ বিসর্গ সন্ধি আছে, অবশ্যই মুখস্থ করবে।

- আস্পদ = আঃ+পদ
- শিরঃপীড়া = শিরঃ+পীড়া
- প্রাতঃকাল = প্রাতঃ+কাল
- মনঃকষ্ট = মনঃ+কষ্ট

কিন্তু ভাস্বর = √ভাস+বর (প্রত্যয় যোগে গঠিত শব্দ)।

■ বিশেষ নিয়মে সাধিত ব্যঞ্জন সন্ধিঃ

- উত্থান = উৎ+স্থান
- উত্থাপন = উৎ+স্থাপন
- উত্থাপিত = উৎ+স্থাপিত
- সংস্কার = সম্+কার
- সংস্কৃত = সম্+কৃত
- সংস্কৃতি = সম্+কৃতি
- পরিষ্কার = পরি+কার
- পরিস্কৃত= পরি+কৃত

- গণ্য = গণ্ + য
- মোড়ক = মুড়্ + অক
- ভক্ত = ভজ্ + ত
- সদাশয় = সৎ + আশয়
- সন্নিহিত = সম্ + নিহিত
- নিরবধি = নির্ + অবধি
- তাৎক্ষনিক = তৎ + ক্ষনিক
- রান্না = রাঁধ্ + না
- সিংহ = সিন্ + হ

www.preparationsbd.com

ভয়ঙ্কর মাত্রায় Important কিছু উদাহরণ

স্বরসন্ধি

মহীন্দ্র = মহী + ইন্দ্র
স্বেচ্ছা = স্ব + ইচ্ছা
যদ্যপি = যদি + অপি
রাজর্ষি = রাজা + ঋষি
উত্তমর্ণ = উত্তম + ঋণ
মহোৎসব = মহা + উৎসব
নীলোৎপল = নীল + উৎপল
প্রতীক্ষা = প্রতি + ঈক্ষা
প্রাণাধিক = প্রাণ + অধিক
রমেশ = রম + ঈশ
পৃথ্বীশ = পৃথ্বি + ঈশ
প্রশ্নোত্তর = প্রশ্ন + উত্তর
অন্বয় = অনু + অয়
কতেক = কত + এক
শ্রীশ = শ্রী + ঈশ
নরেশ = নর + ঈশ
পর্যন্ত = পরি + অন্ত
ভয়ার্ত = ভয় + ঋত
সপ্তর্ষি = সপ্ত + ঋষি
নবোঢ়া = নব + ঊঢ়া
চলোর্মি = চল + ঊর্মি
প্রতীত = প্রতি + ইত
হস্তান্তর = হস্ত + অন্তর
নরেন্দ্র = নর + ইন্দ্র
অতীব = অতি + ইব
অধমর্ণ = অধম + ঋণ
মন্বন্তর = মনু + অন্তর
হিংসুক = হিংসা + উক
ক্ষুধার্ত = ক্ষুধা + ঋত
গিরীন্দ্র = গিরি + ইন্দ্র
প্রত্যাবর্তন = প্রতি + আবর্তন
আশাতীত = আশা + অতীত
গত্যন্তর = গতি + অন্তর
রবীন্দ্র = রবি + ইন্দ্র
পশ্বধম = পশু + অধম
নিন্দুক = নিন্দা + উক
হিতাহিত = হিত + অহিত
মহাশয় = মহা+আশয়
রত্নাকর = রত্ন+আকর
মহার্ঘ=মহা+অর্ঘ
পূর্ণেন্দু = পূর্ণ + ইন্দু
প্রত্যয় = প্রতি + অয়
অভ্যুত্থান = অভি+উত্থান
সর্বৈব = সর্ব+এব
হিতোপদেশ=হিত+উপদেশ
অত্যাশ্চর্য =অতি+আশ্চর্য
হিতৈষী = হিত+ঐষী
ক্ষিতীশ = ক্ষিতী+ঈশ
আদ্যন্ত=আদি+অন্ত
কথামৃত=কথা+অমৃত
প্রত্যাশা=প্রতি+আশা
দিলীশ্বর=দিলী+ঈশ্বর
পশ্বাচার=পশু+আচার
হিমাচল = হিম+অচল
দেবালয়= দেব+আলয়
সদানন্দ = সদা+আনন্দ
কারাগার=কারা+আগার
শ্রবণেন্দ্রিয়=শ্রবণ+ইন্দ্রিয়
অত্যধিক=অতি+অধিক
অগ্ন্যুৎপাত=অগ্নি+উৎপাত
যথোপযুক্ত=যথা+উপযুক্ত
অতুলৈশ্বর্য=অতুল+ঐশ্বর্য
পরোপকার=পর+উপকার
প্রত্যুপকার=প্রতি+উপকার

ব্যঞ্জনসন্ধি

তৎপর=তদ্+পর
প্রতিচ্ছবি=প্রতি+ছবি
উদ্ধৃত=উৎ+হৃত
দিগ্বিজয়=দিক্+বিজয়
উদগিরণ=উৎ+গিরন
বাগদত্তা=বাক্+দত্তা
পরিচ্ছেদ=পরি+ছেদ
সন্দর্শন=সম্+দর্শন
বাগীশ=বাক্+ঈশ
মুখচ্ছবি=মুখ+ছবি
সম্মান=সম্+মান
তদ্ধিত=তৎ+হিত
সচ্চিদানন্দ=সচিৎ+আনন্দ
সচ্চরিত্র=সৎ+চরিত্র
বাগজাল=বাক্+জাল
বাগদেবী=বাক্+দেবী
কিংবা=কিম্+বা
তত্ত্ব = তদ্+ত্ব
প্রচ্ছদ= প্র+ছদ
উদ্ধত = উৎ+হত
উদ্যম=উৎ+দম
উদ্ভব = উৎ+ভব
কৃদন্ত = কৃৎ+অন্ত
কিন্নর= কিম্+নর
তদন্ত= তত+অন্ত
বিচ্ছেদ=বি+ছেদ
সন্ধান=সম্+ধান
উল্লেখ=উৎ+লেখ
উজ্জ্বল=উৎ+জ্বল
তচ্ছবি= তদ+ছবি
সদগুরু=সৎ+গুরু
কিম্ভূত=কিম্+ভূত
সংবরণ=সম্+বরণ
সন্ন্যাস=সম্+নাস
উল্লিখিত=উৎ+লিখিত
সংগীত=সম্+গীত
সদানন্দ=সৎ+আনন্দ
উচ্চারণ=উৎ+চারণ
উচ্ছৃঙ্খল= উৎ+শৃঙ্খল
সদুপদেশ=সৎ+উপদেশ
জগজ্জীবন=জগৎ+জীবন
বাগাড়ম্বর=বাক্+আড়ম্বর
স্বয়ংবরা=স্বয়ম্+বরা
সংঘাত=সম্+ঘাত
আচ্ছাদন= আ+ছাদন
স্বচ্ছন্দে=স্ব+ছন্দে
সংশোধন=সম্+শোধন
সংযোগ=সম্+যোগ
তজ্জন্য=তদ+জন্য
অঙ্গচ্ছেদ=অঙ্গ+ছেদ
সংকীর্ণ=সম্+কীর্ণ
উল্লেখ্য = উৎ+লেখ্য

www.preparationsbd.com

3:15 PM 190K/s 28%

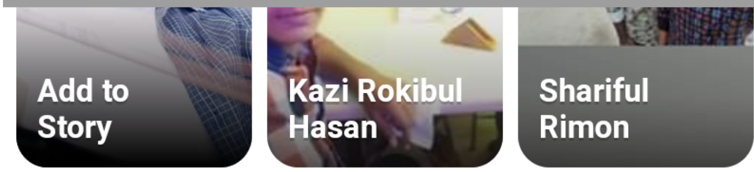

Anupom Roy ▸ Sushanto paul এর career adda
4 hrs ·

নোবেল পুরস্কার ২০১৯

বিষয়	বিজয়ীর নাম	যে কারনে পেয়েছেন
চিকিৎসাশাস্ত্র	আমেরিকান উইলিয়াম জি কেইলিন জুনিয়র এবং গ্রেগ এল সিমেনজা ও ব্রিটিশ পিটার জে রেটক্লিফ	কোষ অক্সিজেনের উপস্থিতি কীভাবে টের পায় এবসেই অনুযায়ী কিভাবে ব্যবস্থা নেয় ইহা আবিষ্কারের জন্য।
পদার্থ	কানাডীয় বংশোদ্ভূত মার্কিন নাগরিক জেমস পেবলস এবং সুইজারল্যান্ডের মিশেল মাইয়র ও দিদিয়ে কেলোজ	বাস্তবিক মহাজগতের তাত্ত্বিক আবিষ্কার এবং সৌরজগতের বাইরে অবস্থিত একটি নক্ষত্রকে কেন্দ্র করে ঘূর্ণায়মান একটি গ্রহ আবিষ্কারের জন্য
রসায়ন	জার্মান বংশোদ্ভূত মার্কিন নাগরিক জন বি গুডএনাফ, ব্রিটিশ – আমেরিকান এম স্ট্যানলি হুইটিংহাম ও জাপানের আকিরা ইয়োশিনো	লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারি নিয়ে গবেষণার জন্য।
শান্তি	ইথিওপিয়ার প্রধানমন্ত্রী আবি আহমেদ	ইথিওপিয়া- ইরিত্রিয়ার যুদ্ধ বন্ধে কার্যকরী ভূমিকা এবং শান্তি স্থাপনের অবিরাম প্রচেষ্টার জন্য।
সাহিত্য (২০১৮)	পোল্যান্ডের ওলগা তোকারচুক	মানবজীবনের নানা সীমা অতিক্রমের গল্প নিজের কল্পনার তুলিতে ফুটিয়ে তোলার জন্য।
সাহিত্য (২০১৯)	অস্ট্রিয়ার পিটার হান্ডে	ভাষার সৌকর্য এবং মানবিক অভিজ্ঞতার প্রান্তিক ও সুনির্দিষ্টতা উম্মোচনের জন্য।
অর্থনীতি	১৪ অক্টোবর দেয়া হবে।	

[সংগ্রহে- Rony Nil Akash]

সদুপায়=সৎ+উপায়
শরচ্চন্দ্র=শরৎ+চন্দ্র
বৃহড্ঢক্কা=বৃহৎ+ঢক্কা
জগদিন্দ্র= জগৎ+ইন্দ্র
চলচ্ছক্তি=চলৎ+শক্তি
হৃৎকম্প=হৃদ্+কম্প
বারংবার=বারম্+বার
বৃক্ষচ্ছায়া=বৃক্ষ+ছায়া
অনুচ্ছেদ=অনু+ছেদ
সর্বংসহা= সর্বম্+সহা
সংযোজন=সম্+যোজন
যাবজ্জীবন=যাবৎ+জীবন
আলোকচ্ছটা=আলোক+ছটা

বিসর্গ সন্ধি

প্রাদুর্ভাব= প্রাদুঃ+ভাব
চতুষ্পদ=চতুঃ+পদ
নিষ্পাপ=নিঃ+পাপ
বহিষ্কৃত=বহিঃ+কৃত
পুনর্জন্ম=পুনঃ+জন্ম
বহির্গত=বহিঃ+গত
দুরন্ত= দুরঃ+অন্ত
প্রাতরুত্থান=প্রাতঃ+উত্থান
পুনরপি=পুনঃ+অপি
প্রাতরুত্থান=প্রাতঃ+উত্থান
তিরস্কার=তিরঃ+কার
চতুষ্কোণ=চতুঃ+কোণ

জ্যোতির্ময়=জ্যোতিঃ+ময়
নির্জন=নিঃ+জন
নিষ্ফল=নিঃ+ফল
দুষ্প্রাপ্য=দুঃ+প্রাপ্য
দুষ্কৃতি=দুঃ+কৃতি
পুনর্বার=পুনঃ+বার
দুর্লোভ=দুঃ+লোভ
অন্তর্ভুক্ত= অন্তঃ+ভুক্ত
অন্তবর্তী-=অন্তঃ+বর্তী
মনস্কামনা=মনঃ+কামনা
আবিষ্কৃত=আবিঃ+কৃত
নিরাকরণ=নিঃ+আকরণ

Extra

ব্যর্থ=বি+অর্থ
মৃন্ময়=মৃৎ+ময়
মন্বন্তর= মনু+অন্তর
আদ্যোপান্ত= আদি+উপান্ত
ষষ্ঠ= ষষ্+থ
উজ্জ্বল= উৎ+জ্বল
সুবন্ত=সুপ+অন্ত
প্রাতরাশ=প্রাতঃ+আশ
নবোঢ়া= নব+উঢ়া
ভক্তি=ভজ্+তি
দুস্থ=দুঃ+থ
দুর্নীতি=দুঃ+নীতি
উপর্যুক্ত= উপরি+উক্ত
তন্বী=তনু+ঈ

স্বাধীনতা=স্ব+অধীনতা
কুজ্ঝটিকা=কুৎ+ঝটিকা
নিরন্ন=নিঃ+অন্ন
আদ্যোপান্ত=আদি+উপান্ত
অন্তরঙ্গ= অন্তঃ+অঙ্গ
দুর্লভ=দুঃ+লভ
সদ্যোজাত=সদ্যঃ+জাত
পর্যায়=পরি+আয়
স্বেচ্ছা=স্ব+ইচ্ছা
অকুতোভয়= অকুতঃ+ভয়
প্রেম= প্রিয়+ইমন
সন্নিহিত= সম্+নিহিত
পর্যবেক্ষন=পর+অবেক্ষণ
নিরাকার= নিঃ+আকার
মাত্রাধিক্য= মাত্রা+আধিক্য
তুষ্ট=তুষ্+ত
উদ্ধৃত=উৎ+হৃত
সান্নিধ্য=সন্নিধি+য
জলৌকা=জল+ওকা
সংসার=সম্+সার
রত্নাকর=রত্ন+আকর
কটাক্ষ=কট+অক্ষ
ভূর্ধ্ব=ভূ+উর্ধ্ব
সুধীন্দ্র=সুধী+ইন্দ্র
অভীষ্ট=অভি+ইষ্ট
গুরুক্তি=গুরু+উক্তি
নীরস=নিঃ+রস
পদ্ধতি=পদ্+হতি
সংশপ্তক=সম+শপ্তক
ভ্রাতুষ্পুত্র=ভ্রাতুঃ+পুত্র
কৃষ্টি=কৃষ+তি

☞ **সন্ধি ও সমাসের পার্থক্য:**

সন্ধি ও সমাস উভয়ই বাংলা ভাষায় নতুন শব্দ গঠন করে থাকে এবং ভাষাকে সংক্ষিপ্ত, সরল ও শ্রুতিমধুর করে থাকে। কিন্তু এসব মিল থাকা সত্ত্বেও উভয়ের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান। নিচে সন্ধি ও সমাসের পার্থক্য আলোচনা করা হলো:

সন্ধি	সমাস
১. 'সন্ধি' অর্থ মিলন। পাশাপাশি দুটি ধ্বনির মিলন, লোপ ও পরিবর্তনকে সন্ধি বলে।	১. 'সমাস' অর্থ সংক্ষেপণ। পরস্পর দুই বা ততোধিক অর্থসম্বন্ধযুক্ত পদের মিলনকে সমাস বলে।
২. সন্ধিতে ধ্বনির মিলন হয়।	২. সমাসে পদের মিলন হয়।
৩. সন্ধি শব্দকে সংক্ষেপ করে।	৩. সমাস বাক্যকে সংক্ষেপ করে।
৪. সন্ধির ক্ষেত্রে বিভক্তি লোপ পায় না।	৪. একমাত্র অলুকদ্বন্দ্ব ছাড়া সকল সমাসেই পূর্বপদের বিভক্তির লোপ পায়।
৫. সন্ধি লক্ষ্য রাখে উচ্চারণের দিকে।	৫. সমাস লক্ষ্য রাখে অর্থের দিকে।
৬. সন্ধির ক্ষেত্রে দুইটি ধ্বনির মাঝ স্থানে যোগ চিহ্ন (+) ব্যবহৃত হয়।	৬. সমাসে দুইটি শব্দের মধ্যে অব্যয় পদ ব্যবহৃত হয়।
৭. সন্ধি প্রধানত তিন প্রকার।	৭. সমাস প্রধানত ছয় প্রকার।
৮. সন্ধিতে শব্দের বাইরের রূপের পরিবর্তন ঘটে কিন্তু অর্থের কোনো পরিবর্তন ঘটে না।	৮. সমাসের ক্ষেত্রে অর্থের পরিবর্তন হয়ে একার্থবোধক পদের উৎপত্তি হয়।
৯. বিদ্যা + আলয় = বিদ্যালয়; গৈ + অক = গায়ক; নে + অন = নয়ন	৯. স্বর্ণ নির্মিত অলংকার = স্বর্ণালংকার, সাত দিনের সমাহার=সপ্তাহ

www.preparationsbd.com

অভিযাত্রী

::::বাংলা ব্যাকরণ:::

কারক

যোগাযোগঃ

Abu Bakar Sir
BBA, MBA(Marketing)
Dhaka University
Ph: 01722073577

www.preparationsbd.com

কারক

যা জানবে এবং যা শিখবে

একটি বাক্য দিয়ে তার একটি পদের নিচে Underline করে বলবে যে ঐ পদটি কোন কারকে কোন বিভক্তি? এই প্রশ্ন ছাড়া কারক বা বিভক্তি কত প্রকার বা কোন কারক কত প্রকার বা কাকে বলে এই ধরনের প্রশ্ন পরীক্ষায় সাধারণত আসবে না। তাই এখানে যে ভাবে দেওয়া আছে সেভাবেই Practice করবে।

তোমরা শিক্ষার্থীরা এমনকি শিক্ষকরাও কর্তৃকারক থেকে পড়া শুরু করে অধিকরণ পর্যন্ত পড়তে পড়তে একই সাথে শিক্ষার্থী ও শিক্ষক উভয়েই ক্লান্ত হয়ে পরে। তাই ভাইয়া অধিকরণ দিয়েই শুরু করলাম। যেন গুরুত্বপূর্ণ গুলো সহজেই catch করতে পার। তোমাদের পরীক্ষার জন্য অধিকরণ, অপাদান এবং করণ কারক ভয়ংকর, ভয়ংকর এবং ভয়ংকর মাত্রায় গুরুত্বপূর্ণ। অভিযাত্রী, শিক্ষক ছাড়া তোমাকে এই কারক শিখাতে সক্ষম। একবার পড়, প্রমাণ নিজেই নিজেকে দিয়ে দিবে।

☞ কারক ব্যাকরণের শব্দতত্ত্বে আলোচনা করা হয়। কারক শব্দটি সংস্কৃত ভাষার শব্দ।

☞ কারক = √কৃ + নক, অর্থাৎ যে করে বা যা ক্রিয়া সম্পাদন করে। অতএব, কারক শব্দটি প্রত্যয় (কৃৎ প্রত্যয়) সাধিত শব্দ বা প্রত্যয় সাধিত শব্দ।

➢ **এইবার একটি গল্প দিয়ে আমরা কারক শিখব। মনোযোগ সহকারে পড়বে।** রাফি পঞ্চগড়ে থাকে। সে কখনো ঢাকা আসে নি; এমনকি ঢাকায় তার কোন আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব, পরিচিত বা অপরিচিত কেউ নাই। কিন্তু রাফি বাসায় বসে TV-তে ছিংনেমা আর ছিংরিয়াল দেখে। দেখতে দেখতে এটা উপলব্ধি হল যে ঢাকায় যেসব মেয়েরা বসবাস করে তারা সবাই খুবই সুন্দর হয়। যেই কথা সেই কাজ । রাফি সিদ্ধান্ত নিল ঢাকায় বসবাস করে এমন কোন মেয়েকে সে বিয়ে করবে। অতপর বাস বা ট্রেনে ঢাকা পোঁছল। স্টেশনে তো অনেক মেয়েই থাকে। সে যদি কোন মেয়ের হাত ধরে বলে– আমি পঞ্চগড় থেকে এসেছি বিয়ে করতে। পঞ্চগড়ে আমার ৪টা বাড়ি, ৩টা গাড়ি আর ২টা নারী আছে; চল আমরা বিয়ে করি। মেয়ে কি বিয়েতে রাজি হবে ? না; হবে না। এখন রাফি যদি বিয়েই করতে চায় তাহলে তাকে একটা মাধ্যম খুঁজতে হবে। যে মাধ্যম মাঝে এসে সম্পর্ক তৈরি করে দিবে আলাদা দু'জন ব্যক্তির মধ্যে। আর এই সম্পর্ক তৈরির কাজ করে দেয় ঘটক। অতএব, রাফির সাথে মেয়েটির বিয়ে হয়ে গেল। এখন ছেলেটির সাথে মেয়েটির যে সম্পর্ক হল- তা হল– স্বামী-স্ত্রী। মনে রাখবে এই 'স্বামী-স্ত্রী' হল একটা সম্পর্কের নাম আর ব্যাকরণের ভাষায় এই সম্পর্কের নামই কারক। আর যে সম্পর্ক তৈরি করে দিল অর্থাৎ ঘটক। ব্যাকরণের ভাষায় তাকে বলা হবে বিভক্তি।

✓ **আমরা এবার এটা বোঝলাম, সম্পর্ক তৈরিতে মাধ্যমের প্রয়োজন হয়। তাই কারক নির্ণয়ে বিভক্তিও নির্ণয় করতে হয়।**

❑ অতএব, কারক হচ্ছে একটি সম্পর্কের নাম। এই সম্পর্ক বাক্যে যে ক্রিয়াপদ থাকে তার সাথে নাম পদের। এখানে নাম পদ বলতে বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম ও অব্যয় পদকে বোঝানো হয়েছে। তাই, ক্রিয়ার সাথে বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম বা অব্যয়ের সম্পর্কের নামই কারক।

⇨ কখনো কখনো সম্পর্ক তৈরিতে মাধ্যমের প্রয়োজন হয়। যেই মাধ্যম মাঝে এসে সম্পর্ক তৈরি করে দিবে আলাদা দুটি শব্দের মধ্যে। আর এই সম্পর্ক তৈরির কাজটি করে বিভক্তি।

মাথা হাত।	**কলম লেখ।**	পাশের বাক্যে মাথার সাথে হাতের বা কলমের এর সাথে লেখ এর কোন সম্পর্ক নেই।
মাথায় হাত	কলম **দ্বারা** লেখ।	এখানে, য়⟶ মাথা এবং হাতের সাথে আর দ্বারা কলম এবং লেখার সাথে সম্পর্ক তৈরী করে দিয়েছে। তাই 'য়' এবং দ্বারা– হল বিভক্তি। অতএব, যে বর্ণ বা বর্ণ সমষ্টি একটি শব্দের সাথে আরেকটি শব্দের সম্পর্ক তৈরি করে দেয় সেই বর্ণ বা বর্ণ সমষ্টিকে বলা হয় বিভক্তি।

✓ **বিভক্তির প্রকারভেদ: বিভক্তি ২ প্রকার: যথা**

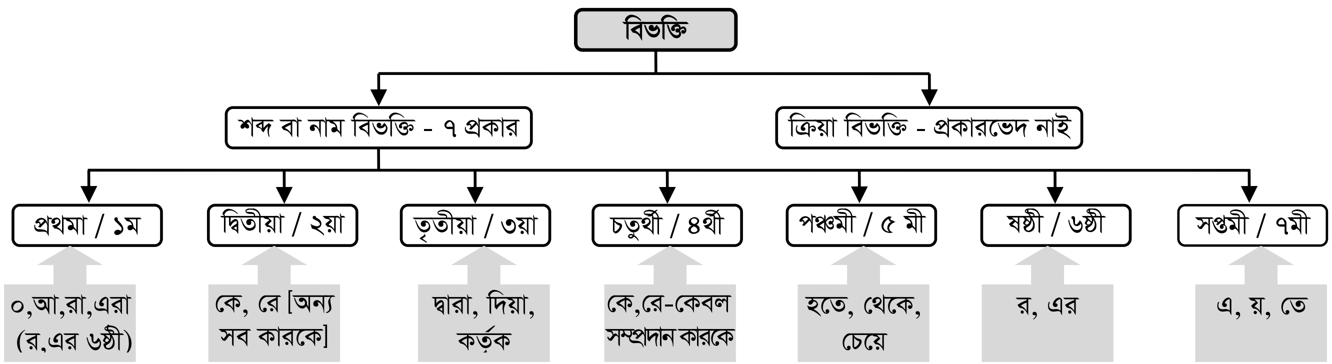

উপরে দেখা ২য়া এবং ৪র্থী বিভক্তি একই রকম এবং ব্র্যাকেটে কিছু দেয়া আছে। অতএব, এটা বলা যায় ২য় বিভক্তি হবে অন্য সব কারকে কিন্তু সম্প্রদান কারকে কিন্তু অন্য কোন কারকে নয়। **কারক নির্ণয়ে শব্দ বা নাম বিভক্তির প্রয়োগ হয়।**

www.preparationsbd.com

✓ ক্রিয়ার সাথে নাম পদের ৬টি সম্পর্ক নির্ণয় করা যায়। অর্থাৎ কারক ৬ প্রকার:

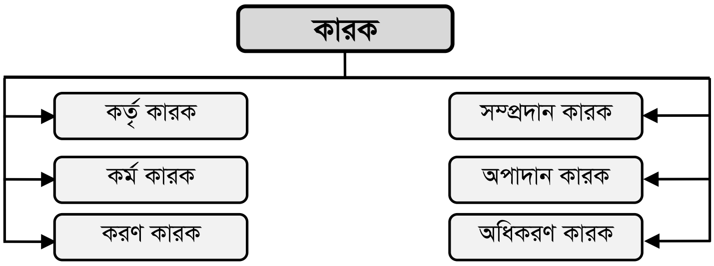

অধিকরণ কারক

✓ ক্রিয়া সম্পাদনের কাল বা সময় এবং স্থানকে অধিকরণ কারক বলে। এই কারকে সাধারণত সপ্তমী বিভক্তি অর্থাৎ এ, য়, তে ব্যবহৃত হয়।

✓ **নিচের ৩টি বিষয় বোঝালে অধিকরণ কারক হয়:**

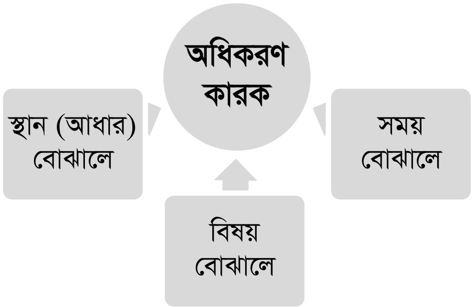

❑ **১. স্থান (আধার) বোঝালে:-** ব্যাপারটি যদি এমন হয় যে শব্দটি দিয়ে কোন স্থানকে নির্দেশ করে বা বোঝায় তবে সেই স্থানসূচক শব্দটিই হবে অধিকরণ কারক।

➢ এবার নিচের প্রত্যেকটি উদাহরণ দেখ যা স্থানকেই বোঝাচ্ছে।
মাথায় চুল আছে। **চুলে** পুষ্টি আছে। **পুষ্টিতে** ভিটামিন থাকে।
এখানে প্রথম বাক্যে **মাথা,** ২য় বাক্যে **চুল** এবং তৃতীয় বাক্যে **পুষ্টি** এখানে স্থান বোঝাচ্ছে। তাই তা অধিকরণ কারক এবং ৭মী বিভক্তি 'য়' রয়েছে

এ **বাড়িতে** কেউ নেই। – অধিকরণে ৭মী
পুকুরে মাছ আছে। – অধিকরণে ৭মী
বনে বাঘ আছে। – অধিকরণে ৭মী
আকাশে চাঁদ উঠেছে। – অধিকরণে ৭মী
তিলে তৈল আছে। – অধিকরণে ৭মী
নদীতে পানি আছে। – অধিকরণে ৭মী
পানিতে মাছ আছে। – অধিকরণে ৭মী
মাছে আমিষ আছে। – অধিকরণে ৭মী
আমি **ঢাকা** যাব। – অধিকরণে শূন্য
এ **দেহে** প্রাণ নেই। – অধিকরণে ৭মী
এ **জমিতে** সোনা ফলে। – অধিকরণে ৭মী
কাননে কুসুমকলি সকলি ফুটিল। – অধিকরণে ৭মী
কপালের লেখা না যায় খণ্ডন। – অধিকরণে ৬ষ্ঠী
গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল। – অধিকরণে ৭মী
গগনে গরজে মেঘ ঘন বর্ষা। – অধিকরণে ৭মী
ছাদে বৃষ্টি পড়ে। – অধিকরণে ৭মী
জলে কুমির থাকে। – অধিকরণে ৭মী
ট্রেন **ঢাকা** পৌঁছল। – অধিকরণে শূন্য
থানায় এজহার দাও। – অধিকরণে ৭মী
পাইলটে কালি ধরে বেশি। – অধিকরণে ৭মী
পাতায় পাতায় পড়ে নিশির শিশির। – অধিকরণে ৭মী
বন্যেরা **বনে** সুন্দর শিশুরা মাতৃক্রোড়ে। – অধিকরণে ৭মী
বোঁটা আলগা ফল **গাছে** থাকে না। – অধিকরণে ৭মী
মনেতে আগুন জ্বলে চোখে কেন জ্বলে না – অধিকরণে ৭মী
সর্বাঙ্গে ব্যথা ঔষধ দিব কোথা। – অধিকরণে ৭মী
সমুদ্রে লবণ আছে। – অধিকরণে ৭মী
সরোবরে পদ্ম ফোটে। – অধিকরণে ৭মী
শিশুগণ দেয় মন নিজ নিজ **পাঠে**। – অধিকরণে ৭মী
ঘাটে নৌকা বাঁধা আছে। – অধিকরণে ৭মী
দুয়ারে দাঁড়ায়ে প্রার্থী। – অধিকরণে ৭মী
রাজার **দুয়ারে** হাতি বাঁধা। – অধিকরণে ৭মী
আমরা রোজ **স্কুলে** যাই। – অধিকরণে ৭মী
ছায়ায় বস। – অধিকরণে ৭মী
কাজে মন দাও।– অধিকরণে ৭মী
নয়নে নয়ন রাখ। – অধিকরণে ৭মী
পৃথিবীতে সাতটি মহাসমুদ্র আছে।– অধিকরণে ৭মী
মন বসে না **পড়ার টেবিলে**। – অধিকরণে ৭মী
পড়াতে তার মন বসে না। – অধিকরণে ৭মী

✓ **কোন স্থান থেকে কোন কিছু দেখা গেলে। যেহেতু স্থান বোঝায় তাই তা অধিকরণ:**
ছাদ থেকে চাঁদ দেখা যায়। – অধিকরণে ৫মী
বাড়ি থেকে নদী দেখা যায়। – অধিকরণে ৫মী

www.preparationsbd.com

❑ **২. সময় বোঝালে:** ব্যাপারটি যদি এমন হয় যে শব্দটি দিয়ে কোন সময়কে নির্দেশ করে বা বোঝায় তবে সেই সময়সূচক শব্দটিই হবে অধিকরণ কারক।

✓ **নিচের প্রত্যেকটি শব্দ সময়কে বোঝায় বা নির্দেশ করে:-**

☑ সকাল, ভোর, প্রভাত, প্রত্যুষে, দুপুর, বিকালে, সাঁঝ, গোধুলি, সন্ধ্যা, রাত্রি, নিশি।

☑ সেকেন্ড, মিনিট, ঘন্টা দিন, সপ্তাহ, পক্ষ (১৫ দিন), মাস, বছর, যুগ, শতাব্দী।

☑ রোজ, আজ, কাল, পরশু, গতকাল, আগামীকাল, বর্তমান, অতীত, ভবিষ্যৎ, মুহূর্ত, এমনকি সময় শব্দটি নিজেও অধিকরণ।

☑ যে কোন ঋতুর নাম– গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত ও বসন্ত।

☑ যে কোন বার বা দিনের নাম: শনিবার, রবিবার, সোমবার, মঙ্গলবার, বুধবার, বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার।

☑ যে কোন মাসের নাম: বাংলা এবং ইংরেজি **১২**টি মাসের নাম।

☑ যে কোন তারিখ বা সালের নাম: যেমন-**১৯৭১** সালে মুক্তিযুদ্ধ হয়েছিল।

☑ বেলা যুক্ত যে কোন শব্দ।

✓ **মনে রাখবে উপরের শব্দগুলো বাক্যে সময়কে বোঝায়। তাই সবগুলো অধিকরণ কারক।**

এবার, উদাহরণগুলো Practice কর:-

আজকে নগদ **কালকে** ধার- অধিকরণে ২য়া।

আমরা **রোজ** স্কুলে যাই– অধিকরণে শূন্য

এ **বছর** খুব ভাল ফসল হয়েছে।– অধিকরণে শূন্য

তিনি **শুক্রবারে** আসবেন।– অধিকরণে ৭মী

বসন্তে কোকিল ডাকে। – অধিকরণে ৭মী

রাতে মশা **দিনে** মাছি এই নিয়ে **ঢাকায়** আছি। – অধিকরণে ৭মী

শরতে ধরাতল শিশিরে ঝলমল। – অধিকরণে ৭মী

সারারাত বৃষ্টি ছিল। – অধিকরণে শূন্য

হৃদয় আমার নাচেরে **আজিকে**। – অধিকরণে ২য়া

তিরিশ বছর ভিজায়ে রেখেছি দুই নয়নের জলে।–অধিকরণে শূন্য

প্রভাতে উঠিল রবি লোহিত বরণ।– অধিকরণে ৭মী

❑ **৩. বিষয় বোঝালে:** ব্যাপারটি যদি এমন হয় যে শব্দটি দিয়ে কোন কিছুর উপর দক্ষতা বা অদক্ষতা পারদর্শিতা বা অপারদর্শিতা, ক্ষমতা বা গুণ বোঝায় → এই যার উপর বোঝাবে সেই হবে অধিকরণ কারক।

মারিয়া **অংকে** ভালো কিন্তু **ব্যাকরণে** কাঁচা। এই বাক্যে অংক এবং ব্যাকরণের উপর দক্ষতা এবং অদক্ষতা বোঝাচ্ছে। তাই এগুলো অধিকরণ কারক।

আমাদের সেনারা **সাহসে** দুর্জয়, **যুদ্ধে** অপরাজেয়।– অধিকরণে ৭মী

✓ **Exclusive:** যদি কোনো ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য অন্য ক্রিয়ার কোনো রূপ বা ভাবের অভিব্যক্তি প্রকাশ করে। তবে তাকে ভাবাধিকরণ বলে। ভাবাধিকরণে সর্বদাই সপ্তমী বিভক্তির প্রয়োগ হয় বলে একে ভাবে সপ্তমী বলা হয়।

→ কিছু কি বুঝেছ? আস এবার অভিযাত্রীর ভাষায় শিখব। একটি ক্রিয়া ঘটলে অপর একটি ক্রিয়া যদি অবশ্যই অর্থাৎ ১০০% ঘটে তবে যার কারণে ঘটল সেই ভাবে সপ্তমী। যা অধিকরণ কারক হয়।

→ **সূর্যোদয়ে** অন্ধকার দূরীভূত হয়। সূর্য উদয় হলে অন্ধকার অবশ্যই দূরীভূত হবে। তাই সূর্যোদয় ভাবে সপ্তমী বা অধিকরণ কারকে ৭মী।

তাপে বরফ গলিত হয়।– ভাবে সপ্তমী বা অধিকরণ কারকে ৭মী

কান্নায় শোক মন্দীভূত হয়।– ভাবে সপ্তমী বা অধিকরণ কারকে ৭মী

✓ **খিলিপান** দিয়ে ওষুধ খাবে। খিলিপান এর উপর বা ভিতর ওষুধ রেখে খাওয়া হয়। তাই খিলিপান স্থান বোঝায় এবং তা অধিকরণ কারক।

অপাদান কারক

✓ অপাদান শব্দের অর্থ উৎপন্ন বা বিচ্যুত। যা থেকে কিছু বিচ্যুত, গৃহীত, জাত, বিরত, আরম্ভ, দূরীভূত ও রক্ষিত হয় এবং যা দেখে কেউ ভীত হয় তাকেই অপাদান কারক বলে।

❑ **১.** যার কাছ থেকে কোন কিছু তৈরি হওয়া বা উৎপন্ন হওয়া বা সৃষ্টি হওয়া বা জন্ম হওয়া বোঝায় ⟶ এই যার কাছ থেকে হওয়া বোঝায় সেই হবে অপাদান। আর যা হবে তা হল কর্মকারক।

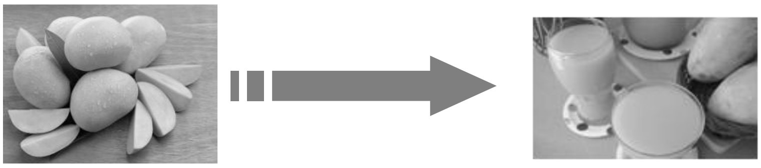

যেমন: **আম** থেকে **জুস** হয়। এখানে, আম থেকে তৈরি হয়েছে তাই আম অপাদান এবং জুস যা তৈরি হয়েছে তাহল কর্ম।

✓ এছাড়া- নিচের উদাহরণগুলো দেখ- দুধ থেকে দই হয়।

শুক্তি থেকে মুক্তো মেলে। – অপাদানে ৫মী

খেজুর রসে গুড় হয়। – অপাদানে ৭মী

তিলে তৈল হয়। – অপাদানে ৭মী

টাকায় টাকা হয়। – অপাদানে ৭মী

লোকমুখে এ কথা শুনেছি। অর্থাৎ লোকমুখ থেকে কথা গুলো তৈরি হয়েছে।– অপাদানে ৭মী

ধান থেকে চাল হয়। – অপাদানে ৫মী

চাল থেকে ভাত হয়। – অপাদানে ৫মী

ভাত থেকে ঝাও হয়। – অপাদানে ৫মী

কত **ধানে** কত চাল তা আমি জানি।– অপাদানে ৭মী

জলে বাষ্প হয়। – অপাদানে ৭মী

ধানেতে তৈরি হয় মুড়ি, চিড়ে, খই। – অপাদানে ৭মী

লোভে পাপ **পাপে** মৃত্যু। – অপাদানে ৭মী, করণে ৭মী

কথায় কথা বাড়ে। – অপাদানে ৭মী

জ্ঞানে আনন্দ লাভ হয়।– অপাদানে ৭মী

www.preparationsbd.com

- **২.** যার কাছ থেকে কোন কিছু বিচ্যুত হওয়া বা হারিয়ে যাওয়া বা চলে যাওয়া বা পালিয়ে যাওয়া বা দূরীভূত হওয়া বোঝায় ⟶ এই যার কাছ থেকে হয় সেই হবে অপাদান আর যা হবে তা হচ্ছে কর্ম আবার নিজে বিচ্যুত হলে কর্তা হবে।

মেঘ থেকে বৃষ্টি পড়ে। এখানে মেঘ থেকে বিচ্যুত হয়েছে তাই মেঘ অপাদান আর যে বিচ্যুত হল-বৃষ্টি তা হবে কর্তৃ কারক।

✓ **নিচের উদাহরণ গুলো মিলিয়ে নাও।**

গাছ থেকে পাতা পড়ে। – অপাদানে ৫মী

মনে পড়ে সেই জৈষ্ঠ্যের দুপুরে **পাঠশালা** পলায়ন।– অপাদানে শূন্য

সাদামেঘে বৃষ্টি হয় না।–অপাদানে ৭মী

চোখ দিয়ে পানি পড়ে।– অপাদানে ৩য়া

পরীক্ষা আসিলে **চোখে** জল পড়ে। – অপাদানে ৭মী

- **৩. Dear.... আমরা অধিকরণ কারকে শিখলাম.... কোন শব্দ দিয়ে যদি স্থানকে নির্দেশ করে তবে সেই স্থান সূচক শব্দটি হল অধিকরণ কারক, কিন্তু এই স্থান থেকে যদি কোন কিছু তৈরি হওয়া বা উৎপন্ন হওয়া বা সৃষ্টি হওয়া বা জন্ম হওয়া বা বিচ্যুত হওয়া বা হারিয়ে যাওয়া বা চলে যাওয়া বা পালিয়ে যাওয়া বা দূরীভূত হওয়া বোঝায় তবে ঐ স্থানটি হবে অপাদান কারক। নিচের চিত্রটি দেখ–**

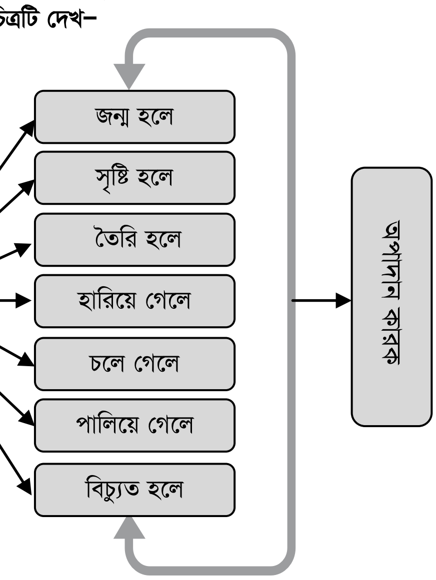

✓ বাবা **বাড়ি** আছে। বাবা **বাড়ি** থেকে চলে গেছে। প্রথমটি অধিকরণ⟶ কারণ স্থান বুঝিয়েছে। ২য়টি অপাদান কারণ স্থান থেকে চলে গেছে।

স্টেশনে ট্রেন আছে⟶ অধিকরণে ৭মী

স্টেশন ছেড়ে ট্রেন চলে গেছে⟶ অপাদানে শূন্য

তিলে তৈল আছে ⟶ অধিকরণে ৭মী

তিলে তৈল হয়⟶ অপাদানে ৭মী

ছাদে বৃষ্টি পড়ে⟶ অধিকরণে ৭মী

ছাদে পানি পড়ে।⟶ এর অর্থ হচ্ছে ছাদ থেকে পানি পড়ে। কিন্তু ঘরে পানি পড়ে। তা অধিকরণ; কারণ ঘর এখানে স্থান বুঝিয়েছে যার উপর পানি পড়ে।

চোখে বৃষ্টি পড়ে⟶ অধিকরণে ৭মী

চোখে পানি পড়ে⟶ অপাদনে ৭মী

জমিতে ফসল ফলে ⟶ অধিকরণে ৭মী

জমি থেকে ফসল পাই⟶ অপাদানে ৭মী

বিপদে অধীর হইও না ⟶ অধিকরণে ৭মী

বিপদে মোরে রক্ষা কর⟶ অপাদানে ৭মী

- **৪. যাকে ভয় পাওয়া হয় বা কেউ দেখে ভীত হয়⟶ এই যাকে ভয় পাওয়া হয় সেই হল অপাদান আর ভয় হবে কর্ম। মনে রাখবে যাকে ভয় পেলে সেই অপাদান হবে, ভয় অপাদান নয়।**

বাঘে ভয় হয়। – অপাদানে ৭মী

বাবাকে বড্ড ভয় পাই। – অপাদানে ২য়া

যেখানে **বাঘের** ভয়, সেখানে সন্ধ্যে হয়। – অপাদানে ৬ষ্ঠী

ভূতকে আবার কিসের ভয়। – অপাদানে ২য়া

বাঘকে ভয় পায় না কে? – অপাদানে ২য়া

আমি কি ডরাই সখী ভিখারী **রাঘবে**। – অপাদানে ৭মী

পরাজয়ে ডরে না বীর।– অপাদানে ৭মী

বাঘ দেখলে স্বভাবতই আমাদের ভয় হয়। Suppose, তুমি বাঘ বা কোন কিছু দেখে ভয় পেলে, সেখানে যাকে ভয় পেলে অর্থাৎ বাঘই হবে অপাদান। তুমি হবে কর্তা আর ভয় হবে কর্ম; অপাদান নয়।

www.preparationsbd.com

৫. আমরা সাধারণত কোন কিছুর ভাল, মন্দ, দোষ বা গুণ ইত্যাদি এক জনের সাথে আরেকজনের তুলনা করে থাকি। মনে রাখবে যার সাথে তুলনা করবে সেই হবে অপাদান কারক। যাকে তুলনা করা হবে সে কী কারক হবে তা জানার প্রয়োজন নাই।

রাইসার চেয়ে মায়িশা বেশি সুন্দরী
মায়িশা রাইসার চেয়ে বেশি সুন্দরী

রাইসার চেয়ে মায়িশা অর্থাৎ রাইসার সাথে তুলনা হচ্ছে– তাই রাইসা অপাদান কারক। আর যাকে তুলনা করা হচ্ছে অর্থাৎ মায়িশা কিন্তু অপাদান হবে না, এই বাক্যে মায়িশা কর্তৃ কারক হবে।

আবার আমরা এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যাই বা এক স্থান থেকে অন্য স্থানে দূরত্ব পরিমাপ করি। যে স্থান থেকে রওনা দেওয়া হবে বা দূরত্ব পরিমাপ করা হবে, সেই স্থানটি হবে অপাদান কারক।

ঢাকা থেকে কুমিল্লা ৯৭ কি.মি.

এখানে ঢাকা থেকে কুমিল্লার দূরত্ব পরিমাপ করতে বলা হয়েছে, তাই ঢাকা অপাদান কারক।

রহিমের চেয়ে করিম অনেক ভালো– অপাদানে ৫মী
লোভে পাপ, **পাপে** মৃত্যু। – অপাদানে ৭মী
তর্কে বিরত হও। – অপাদানে ৭মী
সুখের চেয়ে শান্তি ভাল।– অপাদানে ৫মী
প্রাণের চেয়ে প্রিয়। – অপাদানে ৫মী
কুকর্মে বিরত হও। – অপাদানে ৭মী
ধর্ম হতে বিচলিত হয়ো না। – অপাদানে ৫মী

সম্প্রদান কারক

সম্প্রদান অর্থ শর্ত ছাড়া দান করা। অর্থাৎ কাউকে শর্তছাড়া বা বিনামূল্যে বা স্বত্ব না রেখে যে কোন কিছু দেয়া।

- ✓ **সম্প্রদান কারক শেখার পূর্বে আমার এটা জানব যে, কর্ম কারক ও সম্প্রদান কারক এর মধ্যে পার্থক্য আছে কি না বা থাকলে তা কি হবে।**
- ✓ সম্প্রদান কারক ও কর্মকারক নির্ণয়ের ব্যাপারটি মূলত একই। যাকে কোন কিছু দেয়া বা দান করা হবে – তবে এর জন্য যদি অধিকার রাখা হয় তবে তা হবে কর্ম কারক আর অধিকার না রাখা হলে তা হবে সম্প্রদান কারক।
  অনেক বৈয়াকরণ বাংলা ব্যাকরণে সম্প্রদান কারক স্বীকার করেন না; কারণ, কর্ম কারক দ্বারাই সম্প্রদান কারকের কাজ সুন্দরভাবে সম্পাদন করা যায়। সম্প্রদান কারক প্রকৃতপক্ষে গৌণকর্ম। তবুও সংস্কৃতের অনুসরণে বাংলায় সম্প্রদান কারক ধারণাটি চলে আসছে। সম্প্রদান কারকের জন্য বাংলায় কোন নির্দিষ্ট বিভক্তি নেই। কে, তে, এ প্রভৃতি বিভক্তিই এ কারকে চলে। এ কারকের বিভক্তিকে চতুর্থী বিভক্তিও বলা হয়।
- ✓ নিচের চিত্রগুলো দেখ, আশা করি ব্যাপারটি Clear হয়ে যাবে।

ধোপাকে কাপড় দাও। এই বাক্যে ধোপাকে কাপড় দান করা বোঝায় না, ধোপাকে কাপড় কাস্তে দেয়া বোঝায়; তাই তা সম্প্রদান কারক নয়; কর্ম কারক হবে।

গরিবকে ভিক্ষা দাও। এই বাক্যে গরিবকে ভিক্ষা একেবারেই দেয়া বোঝায়। অর্থাৎ তা বিনামূল্যে দেয়া হয় বলে গরিবকে হবে সম্প্রদান কারক।

www.preparationsbd.com

✓ অন্তরা **ছিনতাইকারীকে** দামি গয়না দিয়েছিল। এখানে ভয়ে বাধ্য হয়ে দেয়া হয়েছে। তাই 'ছিনতাইকারীকে' সম্প্রদান কারক নয়। **চাকরকে** বেতন দাও, প্রজা **রাজাকে** কর দেয়, শিক্ষক **ছাত্রকে** পাঠ দিচ্ছেন, **তাকে** অর্ধচন্দ্র দিয়ে বিদায় দিল– এসব ক্ষেত্রে 'সম্প্রদান কারক' হয় না।

➢ যাকে শর্তছাড়া বা বিনামূল্যে বা স্বত্ব ত্যাগ করে কোন কিছু দেয়া হয় – এই যাকে দেয়া হয় সেই হবে সম্প্রদান কারক। আর যা দেওয়া হয় তা সবসময়ই কর্ম কারক।
মসজিদে টাকা দাও। এই বাক্যে মসজিদে টাকা আমরা শর্ত ছাড়াই দেই; তাই মসজিদে সম্প্রদান আর টাকা হল কর্মকারক।
এছাড়া, **ভিখারীকে** ভিক্ষা দাও– সম্প্রদানে ৪র্থী; কর্মে শূন্য
Exclusive & confused 4 টি বাক্য:-
১.সমিতিতে চাঁদা দাও –সম্প্রদানে ৭মী; কর্মে শূন্য
২.মৃতজনে দেহ প্রাণ – সম্প্রদানে ৭মী; কর্মে শূন্য
৩.অন্ধজনে দেহ আলো – সম্প্রদানে ৭মী; কর্মে শূন্য
৪.সৎপাত্রে কন্যাদান কর– সম্প্রদানে ৭মী; কর্মে শূন্য

➢ যাকে কোন কিছু উপহার দেওয়া হয় – এই যাকে দেয়া হয় সেই হবে সম্প্রদান আর যা দেওয়া হয় তা হল কর্ম কারক। যেমন: **অন্তুকে** একটি ঘড়ি উপহার দেয়া হল। এখোনে অন্তুকে – সম্প্রদানে ৪র্থী।

➢ যাকে ভক্তি, শ্রদ্ধা, সম্মান, ভালোবাসা, আদর, স্নেহ, ঘৃণা, অবজ্ঞা, সাহায্য, আশ্রয়, সহযোগিতা, পূজা, অর্চনা করা হয় এই যাকে করা হয় সেই হল সম্প্রদান কারক।
অন্নহীনে অন্ন দাও– সম্প্রদানে ৭মী
আমায় একটু আশ্রয় দিন– সম্প্রদানে ৭মী
গৃহহীনে গৃহ দিলে আমি থাকি ঘরে– সম্প্রদানে ৭মী
তোমারে সঁপিনু মোর যাহা কিছু প্রিয়– সম্প্রদানে ৪র্থী
তোমায় কেন দেইনি আমার সকল শূন্য করে– সম্প্রদানে ৭মী

➢ নিমিত্ত অর্থ জন্য। নিমিত্ত বোঝালে নিমিত্তার্থে কারক হবে।
সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু
তিনি এবার **হজ্জে** গেলেন।
বেলা যে পড়ে এল, **জলকে** চল। (বাক্যে 'জলকে' অর্থ জল নিয়ে আসার জন্য চল। তাই তা হবে নিমিত্তার্থে ৪র্থী; আর তা না থাকলে তবে তা হবে সম্প্রদানে ৪র্থী।)

করণ কারক

❑ করণ শব্দের অর্থ – "উপকরণ, যন্ত্র, সহায়ক বা উপায়। ক্রিয়া সম্পাদনের যন্ত্র, উপকরণ বা সহায়ককেই করণ কারক বলে। বাক্যের ক্রিয়াকে কীসের সাহায্যে বা কী উপায়ে প্রশ্ন করলে যে উত্তর পাওয়া যায়, সেটি-ই করণ কারক।
উদাহরণ : সাকিব **ব্যাট** দিয়ে ক্রিকেট খেলে (এখানে ব্যাট করণ কারক)

☞ নিচের উদাহরণগুলো যন্ত্র বোঝায়; অর্থাৎ কাজটি যে যন্ত্রে বা যন্ত্রের দ্বারা করা হয়েছে – এরূপ বোঝাবে।

	উদাহরণ	ব্যাখ্যা	কারক
১	নীলা কলম দিয়ে লেখে। এ কলমে ভাল লেখা হয়।	লেখার যন্ত্র– কলম	করণে ৩য়া করণে ৭মী
২	কলমের খোঁচা দিও না।	খোঁচা দেওয়ার যন্ত্র – কলম	করণে ৬ষ্ঠী
৩	ঘোড়াকে চাবুক মার।	মারার যন্ত্র – চাবুক	করণে শূন্য
৪	লাঙ্গলে ভাল চাষ হয়। কৃষকরা লাঙ্গল দিয়ে চাষ করে। লাঙ্গল দ্বারা জমি চাষ হয়।	চাষের যন্ত্র – লাঙ্গল	করণে ৭মী করণে ৩য়া করণে ৩য়া
৫	হাতের কাজ দেখাও।	কাজটি করার যন্ত্র – হাত	করণে ৬ষ্ঠী
৬	যখন পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন।	চিহ্ন দেওয়ার যন্ত্র – পা	করণে ৬ষ্ঠী
৭	তোমার গায়ে নখের আঁচড়ও লাগবে না।	আঁচড় দেওয়ার যন্ত্র – নখ	করণে ৬ষ্ঠী
৮	তিনি চোখে দেখেন না।	দেখার যন্ত্র – চোখ	করণে ৭মী
৯	নৌকায় নদী পার হলাম।	নদী পার হওয়ার যন্ত্র – নৌকা	করণে ৭মী
১০	কোদালে মাটি কাটব।	মাটির কাটার যন্ত্র – কোদাল	করণে ৭মী
১১	একবার চোখের দেখা দেখব বলে।	দেখার যন্ত্র – চোখ	করণে ৬ষ্ঠী
১২	আমরা কানে শুনি। সে কানে শুনে না। সে কানে খাটো	শুনার যন্ত্র – কান	করণে ৭মী করণে ৭মী করণে ৭মী

www.preparationsbd.com

১৩	এ যে লেজে খেলায়।	খেলায় যন্ত্র – লেজ	করণে ৭মী
১৪	শিক্ষক ছেলেটিকে বেত মারলেন।	মারার যন্ত্র – বেত	করণে শূন্য
১৫	জাহাজে সাগর পার হওয়া যায়।	সাগর পার হওয়ার যন্ত্র বা উপায় –জাহাজ	করণে ৭মী
১৬	আগুনে সেক দাও।	সেক দেওয়ার যন্ত্র বা উপায় – আগুন	করণে ৭মী
১৭	পাখিকে তীর মার।	পাখি মারার যন্ত্র – তীর	করণে শূন্য
১৮	দড়িতে বাঁধ।	অর্থাৎ দড়ি দিয়ে বাঁধ। অতএব, বাঁধার যন্ত্র – দড়ি	করণে ৭মী

☞ নিচের উদাহরণগুলো উপকরণ বা উপাদান বোঝায়। অর্থাৎ কোন একটি জিনিস যা দিয়ে তৈরি এরূপ বোঝাবে।

	উদাহরণ	ব্যাখ্যা	কারক
১	এ সাবানে কাপড় কাচা চলবে না।	কাপড় কাচার উপকরণ – সাবান	করণে ৭মী
২	ইটপাথরের বাড়ি বড় শক্ত।	বাড়ি তৈরির উপকরণ – ইটপাথর	করণে ৬ষ্ঠী
৩	কালির দাগ দাও।	দাগ দেওয়ার উপকরণ – কালি	করণে ৬ষ্ঠ
৪	ফুলে ফুলে ঘর ভরেছে।	ঘর ভরার উপকরণ – ফুল	করণে ৭মী
৫	এত শঠতা, এত যে ব্যথা তবু যেন তা মধুতে মাখা।	মাখার উপকরণ – মধু	করণে ৭মী
৬	নতুন ধান্যে হবে নবান্ন।	নবান্ন হওয়ার উপকরণ – ধান	করণে ৭মী
৭	তিরিশ বছর ভিজায়ে রেখেছি। দুই নয়নের জলে।	ভিজিয়ে রাখার উপকরণ – জল	করণে ৭মী
৮	আমার সোনার ধানে গিয়েছে ভরি।	ভরে যাওয়ার উপকরণ – ধান	করণে ৭মী
৯	ভাতে পেট ভরে।	পেট ভরার উপকরণ – ভাত	করণে ৭মী
১০	সোনার খাঁচা	খাঁচার উপকরণ – সোনা	করণে ৬ষ্ঠী
১১	তোমার মহিমা যেন জ্বলন্ত অক্ষরে লেখা।	মহিমা লেখার উপকরণ – জ্বলন্ত অক্ষর	করণে ৭মী
১২	ধন ধান্যে পুষ্প ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা।	বসুন্ধরা ভরার উপকরণ – ধন ধান্যে পুষ্প	করণে শূন্য
১৩	মিলি ক্ষুদ্র বারি বিন্দু রচনা করিছে সিন্ধু, অণুতে গঠিত হিমাচল।	হিমাচল তৈরির উপকরণ – অণু	করণে ৭মী

☞ নিচের উদাহরণগুলো সাহায্য বা উপায় বোঝাবে। অর্থাৎ কোন একটি কাজ যার সাহায্যে করা হয়।

	উদাহরণ	ব্যাখ্যা	কারক
১	বুদ্ধি খাটিয়ে কাজ কর।	কাজ করার উপায় – বুদ্ধি	করণে শূন্য
২	মন দিয়ে কর সবে বিদ্যা উপার্জন।	বিদ্যা উপার্জনের উপায় – মন দিয়ে	করণে ৩য়া
৩	ব্যায়ামে শরীর ভাল থাকে।	শরীর ভাল থাকার উপায় – ব্যায়াম	করণে ৭মী
৪	শিকারি বিড়াল গোঁফে চেনা যায়।	শিকারি বিড়াল চেনার উপায় – গোঁফ	করণে ৭মী
৫	আত্মার সম্পর্কই আত্মীয়।	আত্মীয় সম্পর্কের উপায় – আত্মা	করণে ৬ষ্ঠী
৬	কথা নয়, কাজে পরিচয়।	পরিচয় পাওয়ার উপায় – কাজ	করণে ৭মী
৭	চেষ্টায় সব হয়। চেষ্টায় কী না হয়।	সব হওয়ার উপায় – চেষ্টা	করণে ৭মী
৮	টাকায় সব হয়। টাকায় কী না হয়।	সব হওয়ার উপায় – টাকা	করণে ৭মী
৯	টাকায় বাঘের চোখ/ দুধ মিলে।	বাঘের চোখ/ দুধ পাওয়ার উপায় – টাকা	করণে ৭মী
১০	টাকায় অসাধ্য সাধন হয়।	অসাধ্য সাধন হওয়ার উপায় – টাকা	করণে ৭মী
১১	সাধনায় সব হয়। সাধনায় কী না হয়। জগতে কীর্তিমান হও সাধনায়।	সব হওয়া বা কীর্তিমান হওয়ার উপায় – সাধনা	করণে ৭মী
১২	ফলে বৃক্ষের পরিচয়।	বৃক্ষের পরিচয় পাওয়ার উপায় – ফল	করণে ৭মী
১৩	সে কি আপন রঙে মন রাঙাবে?	মন রাঙানোর উপায় – রঙ	করণে ৭মী
১৪	লাথি মার ভাঙরে তালা।	তালা ভাঙার উপায় – লাথি	করণে শূন্য
১৫	কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলতে হয়।	কাঁটা তুলার উপায় – কাঁটা	করণে শূন্য

www.preparationsbd.com

১৬	ঠাণ্ডা মাথায় কাজ কর।	কাজের উপায় – ঠাণ্ডা মাথা	করণে ৭মী
১৭	এক সূত্রে বাঁধিয়াছি সহস্রটি মন।	সহস্রটি মন বাঁধার উপায় – এক সূত্র	করণে ৭মী
১৮	জটাতে তাপস চেনা যায়।	জটা অর্থ হল বিশৃঙ্খলা আর তাপস হল – তপস্যাকারী। তপস্যাকারী চিনার উপায় – জটা	করণে ৭মী
১৯	ব্যবহারেই ইতর ভদ্র চেনা যায়।	ইতর-ভদ্র চেনার উপায় – ব্যবহার	করণে ৭মী
২০	সময়ে সব হয়।	সব হওয়ার উপায় – সময়। এখানে সময় শব্দটি অধিকরণ হবে না। সময় শব্দটি সব হওয়ার উপায় বুঝিয়েছে, তাই করণ।	করণে ৭মী
২১	বাষ্পে কল চালানো হয়।	কল চালানোর উপায় – বাষ্প	করণে ৭মী
২২	মাংস আগুনে সিদ্ধ কর।	মাংস সিদ্ধ করার উপায় – আগুন	করণে ৭মী

☞ নিচের উদাহরণগুলো কারণ বোঝায়, অর্থাৎ কোন একটা কাজ যার কারণে বা যার জন্যে বা যার কারণের জন্যে ঘটেছে। এরূপ বোঝাবে

	উদাহরণ	ব্যাখ্যা	কারক
১	অহংকারই পতনের মূল অহংকারে পতন আনে	পতনের কারণ – অহংকার	করণে শূন্য করণে ৭মী
২	ব্যায়ামে শরীর ভাল হয়।	শরীর ভাল হওয়ার কারণ – ব্যায়াম	করণে ৭মী
৩	আশার ছলনে ভুলি, কি ফল লাভিনু হায়।	ভুলে যাওয়ার কারণ – ছলনা	করণে ৭মী
৪	অল্প শোকে কাতর	কাতর হওয়ার কারণ – শোক	করণে ৭মী
৫	আলোয় আঁধার কাটে আলোয় আঁধার দূর হয়	আঁধার কাটা বা দূর হওয়ার কারণ – আলো	করণে ৭মী
৬	দুঃখ বিনা সুখ লাভ হয় কি মহীতে (পৃথিবীতে)?	পৃথিবীতে সুখ লাভ হয় না যে কারণ ছাড়া – দুঃখ	করণে শূন্য
৭	কাঁথায় শীত মানে না।	শীত না মানার কারণ – কাঁথা।	করণে ৭মী
৮	জলে লিখন থাকে না।	লেখা না থাকার কারণ – জল।	করণে ৭মী
৯	তোমার দুঃখে শিয়াল কুকুর কাঁদবে।	শিয়াল কুকুর কাঁদার কারণ – তোমার দুঃখ	করণে ৭মী
১০	আকাশ মেঘে ঢাকা	আকাশ ঢাকা থাকার কারণ – মেঘ	করণে ৭মী
১১	শরতের ধরতল শিশিরে ঝলমল	ধরাতল ঝলমল হওয়ার কারণ – শিশির	করণে ৭মী
১২	ধর্মের কল বাতাসে নড়ে	ধর্মের কল নড়ার যন্ত্র বা কারণ – বাতাস	করণে ৭মী
১৩	উদ্যম বিহনে কার পুরে মনোরথ?	মনোরথ অর্থাৎ মনের আশা না পূরণ হওয়ার কারণ – উদ্যম।	করণে শূন্য
১৪	সে পীড়ায় দুর্বল হয়ে পড়েছে।	দুর্বল হওয়ার কারণ – পীড়া (অসুস্থতা)	করণে ৭মী
১৫	কথায় চিড়ে ভিজে না।	চিড়া না ভেজার কারণ – কথা।	করণে ৭মী
১৬	চিন্তায় চিন্তায় তার শরীরে ভেঙ্গেছে	শরীর ভাঙ্গার কারণ – চিন্তা	করণে ৭মী
১৭	একদা প্রভাতে ভানুর প্রভাতে ফুটিল কমলকলি	প্রথম 'প্রভাত' দিয়ে সকাল কে বুঝিয়েছে তাই অধিকরণ আর দ্বিতীয় 'প্রভাত' দিয়ে ভানু বা সূর্যের কিরণ বা আলো বুঝিয়েছে। এখানে কমল-কলি ফুটা কারণ – প্রভাত বা কিরণ। তাই দ্বিতীয় প্রভাত হচ্ছে করণ কারক।	করণে ৭মী

☞ কোন বাক্যে বল, লাঠি, তাস, পাশা –এই শব্দগুলো নিচে Underline বা Bold করা থাকলে এবং পরীক্ষায় আসলে তা করণ কারক হিসেবে চিন্তা ছাড়া দাগাবে। OK, এবার কারণটা বলি।

✍ এমন অনেক খেলা আছে যেখানে খেলার নাম এবং খেলার উপকরণ একই। যেমন – বল, লাঠি, তাস,পাশা ইত্যাদি। তবে সে সব স্থানে খেলার নাম না বুঝিয়ে খেলার উপকরণই বোঝায়। তাই এগুলো চিন্তা ছাড়াই করণ কারক। তবে কর্ম কারক হিসেবে এগুলো পরীক্ষায় কখনও আসে নাই: অতএব, এগুলো কর্মকারক হিসেবে আসবেও না।

✍ তাস খেলে কত ছেলে পড়া নষ্ট করে। – করণে শূন্য
✍ ছাত্ররা বল খেলে। অথবা ছেলেরা ফুটবল খেলে। – করণে শূন্য
✍ ডাকাতেরা গৃহস্বামীর মাথায় লাঠি মেরেছে। – করণে শূন্য
✍ লাঠির ঘায়ে সাপটি মারা পড়ল। – করণে ৬ষ্ঠী
✍ পুরাতন তাসকে খেলা যায় না। – করণে ২য়া
✍ তারেক তাস খেলে। – করণে শূন্য
✍ তাহলে তুমি লাঠি খেলতে জান না। – করণে শূন্য
✍ আজ পাশা খেলব রে শ্যাম। – করণে শূন্য
✍ সে লাঠি খেলায় ওস্তাদ। – করণে শূন্য

www.preparationsbd.com

কর্ম কারক

- **কর্মকারক:** যাকে আশ্রয় করে কর্তা ক্রিয়া সম্পন্ন করে, তাকে কর্ম কারক বলে।

কর্ম দু প্রকার: মুখ্য কর্ম বা বস্তুবাচক কর্ম, গৌণ কর্ম বা ব্যক্তিবাচক কর্ম। বাক্যের ক্রিয়াকে কি/ কাকে দিয়ে প্রশ্ন করে যে উত্তর পাওয়া যায়, সেটাই কর্ম কারক। যেমন- বাবা **আমাকে** (গৌণ কর্ম) একটি **কলম** (মুখ্য কর্ম) কিনে দিয়েছেন।

✓ **কর্মকারকের প্রকারভেদ:**

A. সকর্মক ক্রিয়ার কর্ম- হিমু ফুল তুলছে।

B. প্রযোজক ক্রিয়ার কর্ম- ছেলেটিকে বিছানায় শোয়াও।

C. সমধাতুজ কর্ম - ক্রিয়া ও কর্ম যদি একই ধাতু হয় তবে তাকে সমধাতুজ কর্ম বলে।

বাজনা বাজে → বাজ + না → বাজ + এ
ধাতু ধাতু

D. উদ্দেশ্য ও বিধেয় কর্ম- দ্বিকর্মক ক্রিয়ার দুটো পরস্পর অপেক্ষিত কর্মপদ থাকলে প্রধান কর্মটিকে বলা হয় উদ্দেশ্য কর্ম এবং অপেক্ষিত কর্মটিকে বলা হয় বিধেয় কর্ম। যেমন- দুধকে (উদ্দেশ্য কর্ম) মোরা দুগ্ধ (বিধেয় কর্ম) বলি, হলুদকে (উদ্দেশ্য কর্ম) বলি হরিদ্রা (বিধেয় কর্ম)।

✓ **কর্মকারকের উদাহরণ:**

পাপীকে ঘৃণা কর না- কর্মকারকে ২য়া।

আমি চিনি গো চিনি **তোমারে-** কর্মকারকে ২য়া।

ঝিকে মেরে **বৌকে** শেখানো- কর্মকারকে ২য়া।

গুরুজনে কর নতি-কর্মকারকে ৭মী।

বিপদে যেন করিতে পারি জয়-কর্মকারকে ৭মী।

বালিকা **মালা** গাঁথে-কর্মকারকে শূন্য।

ঈদের **চাঁদ** উঠেছে- কর্মকারকে শূন্য।

কর্তৃ কারক

☞ কাজটি যে বা যারা করবে সেই কর্তৃকারক। মিম বই পড়ে – কে বইটি পড়ে? – মিম – কর্তৃ কারকে শূন্য।

	উদাহরণ	ব্যাখ্যা	কারক
১	পাগলে কী না বলে, ছাগলে কিনা খায়।	কে বলে? – পাগলে; কে খায়? – ছাগলে	কর্তায় ৭মী
২	দশে মিলে করি কাজ।	কে কাজ করে ?– দশে; অর্থাৎ দশজনে মিলে কাজটি করে।	কর্তায় ৭মী
৩	পাছে লোকে কিছু বলে।	কে কিছু বলে? – লোকে (লোকে= লোক+এ)	কর্তায় ৭মী
৪	মানুষ ভাবে এক আর হয় আর এক।	কে ভাবে ? – মানুষ	কর্তায় শূন্য
৫	লোকে বলে।	কে বলে? – লোকে	কর্তায় ৭মী
৬	বুলবুলিতে ধান খেয়েছে।	কে খেয়েছে? – বুলবুলি আর তে এখানে ৭মী বিভক্তি	কর্তায় ৭মী
৭	অন্ধজনে বদ্ধ ঘরে, দিবা রাত্রি কষ্ট করে।	কে বদ্ধ ঘরে কষ্ট করে ? – অন্ধজনে	কর্তায় ৭মী
৮	রাজায় রাজায় লড়াই, উলুখাগড়ার প্রাণোন্ত।	লড়াইটা কে করেছে? – রাজায় রাজায়	কর্তায় ৭মী
৯	বাপে না জিজ্ঞাসে, মায়ে না সম্ভাষে।	কে জিজ্ঞাসাটা করে? – বাপে	কর্তায় ৭মী
১০	পণ্ডিতে পণ্ডিতে তর্ক করে।	তর্কটা কে করে? – পণ্ডিতে পণ্ডিতে।	কর্তায় ৭মী
১১	সর্বাঙ্গ দংশিল মোর নাগ নাগবালা।	কে দংশনটা করিল? – নাগবালা (সাপ)	কর্তায় শূন্য
১২	রাখাল গরুর পাল লয়ে যায় মাঠে।	কে গরুর পাল লয়ে যায়? – রাখাল	কর্তায় শূন্য
১৩	শিশুগণ দেয় মন নিজ নিজ পাঠে।	কে পাঠে মন দেয়? – শিশুগণ	কর্তায় শূন্য
১৪	রতনে রতন চিনে।	কে রতন চিনে? – রতনে	কর্তায় ৭মী
১৫	বোকার ফসল পোকায় খায়।	কে খায়? – পোকায়	কর্তায় ৭মী
১৬	ঘোড়ায় গাড়ি টানে।	কে টানে? – ঘোড়ায়	কর্তায় ৭মী
১৭	বাঘে–মহিষে একঘাটে জল খায়।	কে জল খায়? – বাঘে মহিষে	কর্তায় ৭মী
১৮	তারা পাঁচজনে যাবে।	কারা যাবে? – পাঁচজনে অর্থাৎ যাওয়ার কাজটা পাঁচজনেই করবে।	কর্তায় ৭মী
১৯	আকাশের ঐ মিটিমিটি তারার সাথে কইব কথা, নাইবা তুমি এলে।	কে এল? – তুমি কর্তা	কর্তায় শূন্য
২০	আমায় কেন দাও নি তুমি সকল শূন্য করে।	কে শূন্য করে দিবে? – তুমি	কর্তায় শূন্য
২১	এক যে ছিল চাঁদের কোণায় চরকা কাটা বুড়ি।	অর্থাৎ চরকা কাটা বুড়ি চাঁদের কোনায় ছিল। চাঁদের কোণায় কে ছিল? – বুড়ি	কর্তায় শূন্য
২২	ওহে অন্তর তম মিটেছে কি তব সকল তিয়াস আসি অন্তরে মম।	'তব' কাব্যিক শব্দ; যার অর্থ তোমার। অর্থাৎ তোমার সকল তিয়াস আমার অন্তরে এসে মিটিছে। এখানে মিটানোর কাজটা করেছে – তব, তাই 'তব' কর্তা।	কর্তায় শূন্য
২৩	আমাকে যেতে হবে।	যাওয়ার কাজটা কে করবে? – আমাকে। বাক্যটির সহজ রূপ – আমি যাব। তাহলে 'আমি' যদি কর্তা হয়, বাক্যটির ভাববাচ্য – আমাকে যেতে হবে। তাই 'আমাকেও' কর্তা হবে; কর্ম নয়।	কর্তায় ২য়া

www.preparationsbd.com

২৪	বসিরকে যেতে হবে।	যাওয়ার কাজটা কে করবে?–বসির; তাই বসির কর্তা	কর্তায় ২য়া
২৫	সকলকে মরতে হবে।	সহজ কথায় সকলে মরবে। এখানে সকলে কর্তা। "সকলকে মরতে হবে" এই ভাববাচ্যের বাক্যে মরার কাজটি কে করবে – সকলকে; তাই সকলকে কর্তা	কর্তায় ২য়া
২৬	আমার যাওয়া হয়নি।	সহজ কথায় আমি যাই নি তাই বাক্যে – আমার শব্দটিও কর্তা	কর্তায় ৬ষ্ঠী
২৭	তোমার যাওয়া উচিত।	কার যাওয়া উচিত – তোমার; এখানে তোমার শব্দটি কর্তা	কর্তায় ৬ষ্ঠী
২৮	আমি কোরান পড়ি।	কে পড়ে?- আমি, তাই 'আমি' কর্তা	কর্তায় শূন্য
২৯	ফেরদৌসী শাহনামা রচনা করেছেন। ফেরদৌসী কর্তৃক শাহনামা রচিত হয়েছে।	আশা করি উপরের উদাহারণগুলো বোঝেছ, তাই এখানে ফেরদৌসী কর্তা	কর্তায় শূন্য কর্তায় ৩য়া
৩০	পুলিশ দ্বারা চোর ধৃত (পিটানো) হয়েছে।	সহজ কথায় পুলিশ চোর পিটিয়েছে। তাই পুলিশ – কর্তা	কর্তায় ৩য়া
৩১	পরীক্ষা এলেই তার চোখে জল ঝরে।	পরীক্ষা নিজে কখনও আসতে পারে না। কিন্তু বাক্যে পরীক্ষা পদটি এমনভাবে ব্যবহৃত হয়েছে যে পরীক্ষা নিজেই এসেছে। তাই পরীক্ষা কর্তা	কর্তায় শূন্য
৩২	জল পড়ে, পাতা নড়ে। মেঘ থেকে বৃষ্টি পড়ছে।	বাক্যে জল, পাতা ও বৃষ্টি ব্যবহারটি এমনভাবে হয়েছে যে তারা নিজেই কাজগুলো করছে। তাই তারা কর্তা।	কর্তায় শূন্য
৩৩	জেলে ভাই ধরে মাছ মেঘের ছায়ায়।	কে মাছ ধরে? – জেলে। তাই জেলে কর্তা	কর্তায় শূন্য
৩৪	গুনহীন চিরদিন পরাধীন রয়।	কে পরাধীন রয়? – গুনহীন	কর্তায় শূন্য
৩৫	ঘরেতে ভ্রমর এল গুনগুনিয়ে।	কে গুনগুনিয়ে এল? – ভ্রমর	কর্তায় শূন্য
৩৬	চণ্ডীদাসে কয় গুনে পরিচয়।	কে কয় বা বলে? – চণ্ডীদাসে	কর্তায় ৭মী
৩৭	চোরে না শুনে ধর্মের কাহিনী।	কে ধর্মের কাহিনী শুনে না? – চোরে	কর্তায় ৭মী
৩৮	টাকায় টাকা আনে।	কে টাকা আনে? – টাকায়	কর্তায় ৭মী
৩৯	পাখি সব করে রব রাতি পোহাইল।	কে রব বা শব্দ করে – পাখি	কর্তায় শূন্য
৪০	বসন্তে কোকিল ডাকে।	কে ডাকে? – কোকিল	কর্তায় শূন্য
৪১	স্রোতে নৌকাটি উল্টিয়ে দিল।	উল্টানোর কাজটা স্রোত নিজেই করেছে।	কর্তায় ৭মী
৪২	চুপ কর, পিঁপড়েরা কি বলছে শুনি।	কে বলছে – পিঁপড়েরা।	কর্তায় শূন্য
৪৩	ধোপায় কাপড় কাচে।	[বাক্যটি কিন্তু 'ধোপাকে কাপড় দাও' নয়] বাক্যে কে কাপড় কাচে? – ধোপা	কর্তায় ৭মী
৪৪	দারা নামে পারস্যে এক রাজা ছিলেন।	সহজ কথায় – দারা পারস্যের রাজা দিলেন। তাই দারা কর্তা	কর্তায় শূন্য
৪৫	লোকটা কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল।	কে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল? – লোকটা	কর্তায় শূন্য
৪৬	মানুষে একালে বই পড়ে না।	কে বই পড়ে না? – মানুষে	কর্তায় ৭মী
৪৭	বন্যেরা বনে সুন্দর, শিশুরা মাতৃক্রোড়ে।	কে বনে সুন্দর? – বন্যেরা, আর কে মাতৃক্রোড়ে – শিশুরা	কর্তায় শূন্য
৪৮	বাদল সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল।	এখানে বাদল সন্ধ্যা যদিও সময় কিন্তু অধিকরণ কারক হবে না। কারণ তা কর্তা হিসেবে ঘনিয়ে বা এগিয়ে এসেছে। অতএব 'বাদল সন্ধ্যা' এখানে কর্তা।	কর্তায় শূন্য
৪৯	নাগরের নটী চলে অভিসারে।	কে চলে? – নটী।	কর্তায় শূন্য

সম্বন্ধ ও সম্বোধন পদ

➪ **সম্বন্ধ পদ:** ক্রিয়াপদের সঙ্গে সম্পর্ক না রেখে যে নামপদ বাক্যের অন্য পদের সাথে সম্পর্কযুক্ত হয় তাকে সম্বন্ধ পদ বলে। সম্বন্ধ পদে সাধারণত র/ এর/ কার ইত্যাদি বিভক্তিযুক্ত হয়। যেমন- দিব্য এর ভাই কাব্য কাজটি করেছে। এখানে দিব্য এর সাথে কাজটি করার কোন সম্পর্ক নাই, সম্পর্ক আছে কাব্য এর সাথে। তাই দিব্য এখানে সম্বন্ধ পদ।

➪ **সম্বোধন পদ:**
সম্বোধন মানে আহ্বান। যাকে সম্বোধন বা আহ্বান করে কিছু বলা হয় তাকে সম্বোন্ধন পদ বলে। যেমন- **হে,** বিধাতা আমাকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চান্স পাইয়ে দাও। **ওরে,** আজ তোরা যাসনে ঘরের বাহিরে। **সুমন,** এখানে আস।

➪ **ক্রিয়া পদের সাথে সর্ম্পক না থাকায় সম্বন্ধ ও সম্বোধন পদ কারক হয় না।**

www.preparationsbd.com

ঢাবি সহ অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০১৭-১৮ সালের ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্ন ও সমাধান।

০১. 'আমরা স্বাধীন বাংলাদেশের নাগরিক' – এই বাক্যে বাংলাদেশের পদটি কোন কারকে কোন বিভক্তি? *[ঢাবি, C ইউনিট- ২০১৭-১৮]* **০১.B**
A. কর্তৃ কারকে ষষ্ঠী B. অধিকরণে ষষ্ঠী
C. অপাদানে ষষ্ঠী D. কর্মে দ্বিতীয়া

০২. 'বাবাকে বড্ড ভয় পাই।' কোন কারকে কোন বিভক্তির উদাহরণ? *[জাবি, E ইউনিট - ২০১৭-১৮]* **০২.C**
A. অপাদানে শূন্য B. অপাদানে এ
C. অপাদানে কে D. অপদানে র

০৩. 'গুরুজনে ভক্তি করো', এখানে 'গুরুজনে' কোন কারক? *[রাবি, A ইউনিট - ২০১৭-১৮]* **০৩.D**
A. কর্তৃ B. কর্ম C. করণ D. সম্প্রদান

০৪. 'পুকুরে মাছ আছে' বাক্যে 'পুকুরে' শব্দটি কোন অধিকরণ কারক? *[খুবি, B ইউনিট - ২০১৭-১৮]* **০৪.C**
A. ভাবাধিকরণ B. বৈষয়িক
C. ঐকদেশিক D. অভিব্যাপক

০৫. 'কুকর্মে বিরত হও'- এটি কোন কারক? *[পাবিপ্রবি, C ইউনিট - ২০১৭-১৮]* **০৫.C**
A. কর্ম কারক B. করণ কারক
C. অপাদান কারক D. অধিকরণ কারক

০৬. 'জগতে কীর্তিমান হওয়া যায় সাধনায়' এখানে 'সাধনায়' কোন কারকে কোন বিভক্তি? *[ইবি, B ইউনিট - ২০১৭-১৮]* **০৬.D**
A. কর্তায় ৭মী B. কর্মে ২য়া
C. অধিকরণে ৭মী D. করণে ৭মী

ঢাবি সহ অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০১৬-১৭ সালের ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্ন ও সমাধান।

০১. 'এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।'-এ বাক্যে 'স্বাধীনতার' কোন কারকে কোন বিভক্তি?*[ঢাবি, A-ইউনিট, ১৬-১৭]* **০১.C**
A. করণে ষষ্ঠী B. অপাদানে ষষ্ঠী
C. নিমিত্তার্থে ষষ্ঠী D. অধিকরণে ষষ্ঠী

০২. 'টাকায় টাকা আনে'-এ বাক্যে 'টাকায়' পদটি কোন কারকে কোন বিভক্তি?*[ঢাবি, C-ইউনিট, ১৬-১৭]* **০২.B**
A. কর্তৃকারকে শূন্য B. কর্তৃকারকে ৭মী
C. কর্মকারকে ৭মী D. অপাদানে ৭মী
E. করণকারকে ৭মী

০৩. 'মা শিশুকে চাঁদ দেখাচ্ছেন-এখানে 'মা' কোন কর্তা? *[ঢাবি, C-ইউনিট, ১৬-১৭]* **০৩.C**
A. মুখ্য কর্তা B. গৌণ কর্তা
C. প্রযোজক কর্তা D. প্রযোজ্য কর্তা

০৪. 'আমাদের একটি গল্প বলুন।'– এই বাক্যে 'আমাদের' কোন কারকে কোন বিভক্তি?*[ঢাবি, D-ইউনিট, ১৬-১৭]* **০৪.C**
A. কর্তায় ষষ্ঠী B. অপাদানে সপ্তমী
C. কর্মে ষষ্ঠী D. অধিকরণে সপ্তমী

০৫. তার হাসিতে মুক্তো ঝরে। এখানে 'হাসিতে' শব্দটি কোন কারকে ৭মী বিভক্তি?*[জবি, C-ইউনিট, ১৬-১৭]* **০৫.A**
A. অপাদান B. কর্ম C. করণ D. সম্প্রদান

০৬. অপাদানে ৫মী বিভক্তি কোন্‌টি? *[জবি, C-ইউনিট, ১৬-১৭]* **০৬.C**
A. আমা হতে একাজ হবে না সাধন
B. ভালো ছাত্র হতে ভালো ফল আশা করা যায়
C. দুধ হতে ঘি হয়
D. বাড়ি হতে নদী দেখা যায়

০৭. 'বর্ষাকালে সাপের ভয়'। এখানে সাপের শব্দটি কোন কারকে কোন্‌ বিভক্তি? *[জবি, C-ইউনিট, ১৬-১৭]* **০৭.A**
A. অপাদানে ষষ্ঠী B. করণে ষষ্ঠী
C. অধিকরণে ষষ্ঠী D. কর্মে ষষ্ঠী

০৮. "আমারে তুমি করিবে ত্রাণ, এ নহে মোর প্রার্থনা" বাক্যে 'আমারে' শব্দটি কোন কারকে কোন বিভক্তি? *[জবি, D-ইউনিট, ১৬-১৭]* **০৮.C**
A. কর্মকারকে ২য়া B. কর্তৃকারকে ২য়া
C. কর্মকারকে ৭মী D. কর্তৃকারকে ৭মী

০৯. সম্প্রদান কারকের উদাহরণ কোন্‌টি? *[রাবি, A-ইউনিট, ১৬-১৭]* **০৯.B**
A. ধোপাকে কাপড় দাও B. দীনে দয়া কর
C. ডাক্তার ডাক D. সূর্যোদয়ে পদ্ম ফোটে

১০. স্কুল পালিয়ে কেউ রবীন্দ্রনাথ হয় না-কোন্‌ কারকে কী বিভক্তি? *[রাবি, A-ইউনিট, ১৬-১৭]* **১০.B**
A. কর্মে ষষ্ঠী B. অপাদানে শূন্য
C. করণে তৃতীয়া D. অধিকরণে শূন্য

১১. "প্রচলিত আইনেই এই অপরাধের যোগ্য শাস্তি বিধান সম্ভব।'- এ বাক্যে 'আইনেই' কোন কারকে কোন বিভক্তি? *[চবি, E1 - ইউনিট, ১৬-১৭]* **১১.C**
A. কর্মে ২য়া B. কর্তায় ৭মী C. করণে ৭মী
D. অধিকরণে ৭মী E. অপদানে ৭মী

১২. 'বাবা বাড়ি নেই' - 'বাড়ি' পদটি কোন কারকে কোন বিভক্তি?*[রাবি, E -ইউনিট, ১৬-১৭]* **১২.B**
A. কর্মে শূণ্য B. অধিকরণে শূণ্য
C. কর্তায় শূণ্য D. অপাদানে ২য়া

১৩. কর্মবাচ্যের কর্তায় কোন বিভক্তি হয়? *[রাবি, E -ইউনিট, ১৬-১৭]* **১৩.B**
A. প্রথমা B. তৃতীয়া
C. দ্বিতীয়া D. ষষ্ঠী

১৪. ভাবাধিকরণে সর্বদাই কোন বিভক্তির প্রয়োগ হয়? *[রাবি, E - ইউনিট, ১৬-১৭]* **১৪.B**
A. চতুর্থী B. সপ্তমী
C. ষষ্ঠী D. তৃতীয়া

১৫. 'স্কুল পালিয়ে কেউ নজরুল হয় না' বাক্যটির কারক ও বিভক্তি- *[রাবি, D -ইউনিট, ১৬-১৭]* **১৫.B**
A. অধিকরণে শূন্য B. অপাদানে শূন্য
C. করণে সপ্তমী D. অধিকরণে সপ্তমী

১৬. 'শরতে ধরাতল শিশিরে ঝলমল'-পঙ্‌ক্তিটির 'শিশিরে' শব্দটি কোন কারকে কোন বিভক্তি? *[খুবি, B -ইউনিট, ১৬-১৭]* **১৬.D**
A. অধিকরণে ৭মী B. অপাদানে ৭মী
C. কর্মে ৭মী D. করণে ৭মী

১৭. "তোমার পূজার ছলে তোমায় ভুলেই থাকি।"-নিম্নরেখাঙ্কিত শব্দটি কোন্‌ কারকে কোন্‌ বিভক্তি? *[যবি, D -ইউনিট, ১৬-১৭]* **১৭.A**
A. সম্প্রদানে ষষ্ঠী B. সম্প্রদানে তৃতীয়া
C. অপাদানে তৃতীয়া D. প্রাদি সমাস E. কর্মে ষষ্ঠী

১৮. খেজুর রসে গুড় হয়। কোন কারক? *[যবি, E -ইউনিট, ১৬-১৭]* **১৮.D**
A. অধিকরণ B. করণ
C. কর্ম D. অপাদান E. কর্তা

ঢাবি সহ অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্ন ও সমাধান।

০১. 'লক্ষ্মীছাড়া শিমুল গাছটির বড়ো বাড় বেড়েছে।' এই বাক্যে 'শিমুল গাছটির' কোন কারকে কোন বিভক্তি?(ঢাবি C ১৫-১৬) **১.D**
A. কর্মে ৭মী B. কর্মে ৬ষ্ঠী
C. কর্তৃকারকে ৭মী D.কর্তৃকারকে ৬ষ্ঠী
E.সম্বন্ধ পদ

০২. 'এতক্ষণে অরিন্দম কহিলা বিষাদে'-এখানে 'বিষাদে' কোন কারকে কোন বিভক্তি? (ঢাবি D ১৫-১৬) **২.A**
A. করণে ৭মী B. অপাদানে ৭মী
C. অধিকরণে ৭মী D. কর্মে ৭মী

০৩. অন্ধদের আলো দাও- (চবি আই ১৫-১৬) **৩.D**
A. করণ B. কর্ম C. অপাদান D. সম্প্রদান কারক

www.preparationsbd.com

০৪. 'শুক্রবার স্কুল ছুটি'– বাক্যটিতে 'শুক্রবার' কোন কারকে কোন বিভক্তি? *[চবি D-ইউনিট ২০১৪-২০১৫]*
A. কর্মে ষষ্ঠী B. অপাদানে শূন্য
C. অধিকরণে শূন্য D. করণে ষষ্ঠী

০৫. বাংলা ব্যাকরণে কোন কারকের অন্তর্ভুক্তি নিয়ে রবীন্দ্রনাথের আপত্তি ছিল? *[চবি E-ইউনিট ২০১৪-২০১৫]*
A. কর্তৃকারক B. কর্মকারক
C. করণ কারক D. অপাদান কারক
E. সম্প্রদান কারক

০৬. ভয় নাই হবে জয়–কোন কারকে কোন বিভক্তি? *[রাবি B-ইউনিট ২০১৪-২০১৫]*
A. করণে ৬ষ্ঠী B. অপাদানে শূন্য
C. কর্তায় ৩য়া D. অধিকরণে ২য়া

০৭. আমি তোমাকে বই দেবো–এই বাক্যে গৌণ কর্ম হলো– *[রাবি B-ইউনিট ২০১৪-২০১৫]*
A. আমি B. তোমাকে C. বই D. দেবো

০৮. স্কুল পালিয়ে কেউ রবীন্দ্রনাথ হয় না। 'স্কুল' শব্দটির কারক ও বিভক্তি– *[রাবি D-ইউনিট ২০১৪-২০১৫]*
A. অপাদানে শূন্য B. অধিকরণে ৭মী
C. কর্মে ৩য়া D. অধিকণে ৬ষ্ঠী

০৯. 'স্কুল পালিয়ে রবীন্দ্রনাথ হওয়া যায় না।' নিম্নরেখ পদটি: *[রাবি E-ইউনিট ২০১৪-২০১৫]*
A. কর্তৃকারক B. অধিকরণ কারক
C. করণ কারক D. অপাদান কারক

১০. যেখানে বাঘের ভয় সেখানে সন্ধ্যা হয়, 'ভয়' কোন কারকে কোন বিভক্তি? *[রাবি F-ইউনিট ২০১৪-২০১৫]*
A. কর্তায় ৭মী B. অপাদানে ৭মী
C. অধিকরণে ২য়া D. কর্মে শূন্য

১১. 'সর্বাঙ্গে ব্যথা, ঔষধ দেব কোথা' এই বাক্যে 'ঔষধ' কোন কারকে কোন বিভক্তির উদাহরণ?
A. কর্ম কারকের শূন্য A. সম্প্রদানে সপ্তমী
C. অধিকরণে শূন্য D. কর্তৃ কারকের শূন্য

১২. মনে পড়ে সেই জৈষ্ঠ্যের দুপুরে পাঠশালা পলায়ন। এখানে পাঠশালা পদটি কোন কারকে কোন বিভক্তি? *[ইবি H-ইউনিট ২০১৪-২০১৫]*
A. অধিকরণে শূন্য B. অপাদানে শূন্য
C. করণে শূন্য D. কর্মে শূন্য

১৩. কোন বাক্যে অপাদান কারকে দ্বিতীয়া বিভক্তির উদাহরণ দেয়া হয়েছে?
A. টাকায় টাকা হয় B. বাবাকে বড্ড ভয় পাই
C. চেষ্টায় সব হয় D. ফুলে ফুলে ঘর ভরেছে

১৪. 'এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।'–এ বাক্যে 'স্বাধীনতার' কোন কারকে কোন বিভক্তি? *[ববি B-ইউনিট ২০১৪-২০১৫]*
A. করণে ৬ষ্ঠী B. অপাদানে ৬ষ্ঠী
C. নিমিত্তার্থে ৬ষ্ঠী D. অধিকরণে ৬ষ্ঠী

১৫. 'মূর্ছিত হইয়া বীর রথেতে পড়িল'– বাক্যে 'রথেতে' কোন কারক? *[ববি C-ইউনিট ২০১৪-২০১৫]*
A. কর্ম B. করণ C. অপাদান D. অধিকরণ

১৬. 'চেষ্টায় সব হয়' কোন কারকে কোন বিভক্তি? *[কুবি A-ইউনিট ২০১৪-২০১৫]*
A. কর্মকারকে শূন্য বিভক্তি B. করণকারকে ৭মী
C. অপাদানে শূন্য বিভক্তি D. কর্তৃকারকে ৭মী

৪.C ৫.C ৬.B ৭.B ৮.A ৯.D ১০.D ১১.A ১২.B ১৩.B ১৪.C ১৫.D ১৬.B

বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর

১. 'সর্বাঙ্গে ব্যথা, ঔষধ দিব কোথা'–এই বাক্যে 'ঔষধ' শব্দ কোন কারকে কোন বিভক্তির উদাহরণ? *[২৫তম বিসিএস]*
A. কর্ম কারকে শূন্য B. সম্প্রদানে সপ্তমী
C. অধিকরণে শূন্য D. কর্তৃকারকে শূন্য

২. 'আকাশে তো আমি রাখি নাই মোর উড়িবার ইতিহাস।'– এই বাক্যে 'আকাশে' শব্দটি কোন কারকে কোন বিভক্তির উদাহরণ? *[২৪তম বিসিএস]*
A. কর্তৃকারকে সপ্তমী B. কর্মকারকে সপ্তমী
C. অপাদান কারকে তৃতীয়া D. অধিকরণ কারকে সপ্তমী

৩. অধিকরণ কারকে সপ্তমী বিভক্তির উদাহরণ আছে কোন বাক্যটিতে? *[২৪তম বিসিএস (বাতিল)]*
A. ডানার রৌদ্রের গন্ধ মুছে ফেলে চিল
B. কাজের পরিচয় ফলে বোঝা যায়
C. ফুলের গন্ধে ঘুম আসেনা একলা জেগে রই
D. আকাশে তো আমি রাখি নাই মোর উড়িবার ইতিহাস

৪. নিম্নরেখ কোন শব্দে করণ কারকে শূন্য বিভক্তি ব্যবহৃত হয়েছে? *[১২তম বিসিএস (পুলিশ)]*
A. ঘোড়াকে চাবুক মার B. ডাক্তার ডাক
C. গাড়ি স্টেশন ছেড়েছে D. মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছে

১.A ২.D ৩.D ৪.A

পিএসসি ও অন্যান্য পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর

০১. 'রাজার দুয়ারে হাতি বাঁধা' দুয়ারে শব্দটি কোন কারক? *[NSI সহকারী পরিচালক ২০১৫]*
A. করণ B. সম্প্রদান
C. অপাদান D. অধিকরণ

০২. 'বগুড়ার চিনিপাতা দই সুস্বাদু।' – বাক্যটির 'চিনিপাতা' কোন্ কারক? *[উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা ২০১৫]*
A. অধিকরণ B. অপাদান
C. করণ D. কর্ম

০৩. 'কান্নায় শোক কমে' – এখানে 'কান্নায়' কোন কারকে কোন বিভক্তি? *[জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের উপ – সহকারী প্রকৌশলী ২০১৫]*
A. করণ কারকে ৭মী B. অপদানে ৭মী
C. অধিকরণে ৭মী D. সম্প্রদানে ৭মী

০৪. 'আকাশে চাঁদ উঠেছে'। এখানে 'আকাশে' কোন প্রকারের অধিকরণ?
A. ভাবাধিকরণ B. ঐকদেশিক অধিকরণ
C. কালাধিকরণ D. বৈষায়িক

০৫. 'জিজ্ঞাসিব জনে জনে' – এখানে 'জনে জনে' কোন কারকে কোন বিভক্তি? *[১২ তম শিক্ষক নিবন্ধন ২০১৫]*
A. করণে ৭মী B. কর্মে ৭মী
C. অপাদানে ৭মী D. অধিকরণে ৭মী

০৬. 'ভিখারিকে ভিক্ষা দাও' – কোন কারকে কোন বিভক্তি? *[১২ তম শিক্ষক নিবন্ধন ২০১৫]*
A. কর্মে ৪র্থী B. করণে ৪র্থী
C. সম্প্রদানে ৪র্থী D. অপাদানে ৪র্থী

০৭. 'ফুলে ফুলে ঘর ভরেছে' – বাক্যে 'ফুলে ফুলে' কোন কারকে কোন বিভক্তি? *[১২ তম শিক্ষক নিবন্ধন (স্কুল পর্যায় –২) ১৫]*
A. কর্মে ৭মী B. করণে ৭মী
C. অপাদানে ৭মী D. অধিকরণে ৭মী

০১.D ০২.B ০৩.C ০৪.B ০৫.B ০৬.C ০৭.B

www.preparationsbd.com

০৮.গাড়ি 'স্টেশন' ছাড়ল – এখানে 'স্টেশন' কোন কারকের কোন বিভক্তি? *[১২ তম প্রভাষক নিবন্ধন ২০১৫]* — ০৮.C
A. কর্মকারকের শূন্য বিভক্তি B. অধিকরণ কারকের শূন্য
C. আপাদান কারকের শূন্য D. করণ কারকের শূন্য

০৯.গুণহীনে ত্যাগ কর। – বাক্যে নিম্নরেখ শব্দটি কোন কারকে কোন বিভক্তি? *[প্রাক – প্রাথমিক সহকারী শিক্ষ (১৭ জেলা) ৩০ অক্টোবর ২০১৫]* — ০৯.A
A. কর্মে ৭মী B.অধিকরণে ৭মী
C. সম্প্রদানে ৭মী D. অপদানে ৭মী

১০.'এমন ছেলে আর দেখিনি' বাক্যে নিম্নরেখ শব্দটি কোন কারকে কোন বিভক্তি?*[প্রাক – প্রাথমিক সহকারী শিক্ষ (১৭ জেলা) ২৮ অক্টোবর ২০১৫]* — ১০.B
A. কর্তায় শূন্য B. কর্মে শূন্য
C. অপাদানের শূন্য D. অধিকরণে শূন্য

১১. বজ্রে তোমার বাজে বাঁশী? *[প্রাক – প্রাথমিক সহকারী শিক্ষ (৫ জেলা) ২৭ জুন ২০১৫]* — ১১.B
A. কর্তায় শূন্য B. অপদানে ৭মী
C. অধিকরণে ৭মী D. করণে ১মা

১২.'এত শঠতা, এত যে ব্যথা তবু যেন তা মধুতে মাখা।' – কোন কারকে কোন বিভক্তি? *[বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক – ২০১৪]* — ১২.B
A. কর্মে সপ্তমী B. করণে সপ্তমী
C. অপাদানে শূন্য D. অধিকরণে দ্বিতীয়া

১৩.নিম্নের কোনটি বিভক্তি নয়? *[কন্ট্রোলার জেনারেল ডিফেন্স ফাইনান্স – এর কার্যালয়ের অধনি অডিটর ২০১৪]* — ১৩.D
A. দ্বারা B. থেকে
C. চেয়ে D. পর্যন্ত

১৪.'সব ঝিনুকে মুক্তা মিলে না' বাক্যে নিম্নরেখ শব্দটি কোন কারকে কোন বিভক্তি? *[প্রাক . প্র. সহ শিক্ষক ২০১৪ (আলফা)]* — ১৪.B
A. কর্তায় দ্বিতীয়া B. অপাদানে ৭মী
C. কর্মে দ্বিতীয়া D. অধিকরণে ৭মী

১৫.'কান্নায় শোক কমে' বাক্যে 'কান্নায়' কোন কারক? *[প্রাক . প্র. সহ শিক্ষক ২০১৪ (আলফা)]* — ১৫.D
A. করণ কারক B. অপাদান কারক
C. সম্প্রদান কারক D. অধিকরণ কারক

১৬.'বুলবুলিতে ধান খেয়েছে' – এই বাক্যের 'বুলবুলিতে' শব্দে কোন কারকে ও কোন বিভক্তি রয়েছে? *[প্রাক . প্র. সহ শিক্ষক ২০১৪ (বিটা)]* — ১৬.C
A. করণে ৭মী B. অধিকরণে ৭মী
C. কর্তৃকারকে ৭মী D. অপাদানে ৭মী

১৭.'তিনি ব্যাকরণে পণ্ডিত – বাক্য নিম্নরেখ শব্দটি কোন কারকে কোন বিভক্তি? *[প্রাক . প্র. সহ শিক্ষক ২০১৪ (গামা)]* — ১৭.A
A. অধিকরণে ৭মী B. কর্মে ৭মী
C. করণে ৭মী D. অপাদানে ৭মী

১৮.'জগতে কীর্তিমান হও সাধনায়' – বাক্যে নিম্নরেখ শব্দটি কোন কারকে কোন বিভক্তি? *[প্রাক . প্র. সহ শিক্ষক ২০১৪ (গামা)]* — ১৮.D
A. কর্তায় ৭মী B. কর্মে ২য়া
C. অধিকরণে ৭মী D. করণে ৭মী

১৯.'কালির দাগ দাও' বাক্যে নিম্নরেখ শব্দটি কোন কারকে কোন বিভক্তি? *[প্রাক . প্র. সহ শিক্ষক ২০১৪ ডেলটা)]* — ১৯.C
A. অধিকরণে শূন্য B. অপাদানে শূন্য
C. করণে ষষ্ঠী D. কর্মে ২য়া

২০.আমার যাওয়া হয়নি – 'আমার' কোন কারকে কোন বিভক্তি? *[১১ তম শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা (স্কুল/ সমপর্যায় ২) ২০১৪]* — ২০.B
A. কর্মে শূন্য B. কর্তায় শূন্য
C. কর্তায় ষষ্ঠী D. কর্মে ষষ্ঠী

২১. ব্যাতিহার কর্তায় উদাহরণ কোনটি? *[১১ তম শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা (স্কুল/ সমপর্যায় ২) ২০১৪]* — ২১.C
A. ছেলেরা ফুটবল খেলছে B. মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছে
C. বাঘে – মহিষে এক ঘাটে জল খায়
D. শিক্ষক ছাত্রদের ব্যাকরণ পড়াচ্ছেন

২২. ফুলে ফুলে ঘর ভরেছে। কোন কারকে কোন বিভক্তি? *[১০ তম শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা (স্কুল/ সমপর্যায় ২) ২০১৪]* — ২২.C
A. কর্মে সপ্তমী বিভক্তি B. অপাদানে সপ্তমী বিভক্তি
C. করণে সপ্তমী বিভক্তি D.অধিকরণে সপ্তমী বিভক্তি

২৩. দোষী ছাত্রটিকে জরিমানা করা হয়েছে। – এখানে 'ছাত্রটিকে' কোন কারকে কোন বিভক্তি? *[১১ তম প্রভাষক নিবন্ধন পরীক্ষা (স্কুল/ সমপর্যায় ২) ২০১৪]* — ২৩.D
A. কর্তায় দ্বিতীয়া B. করণে দ্বিতীয়া
C. অধিকরণে দ্বিতীয়া D. কর্মকারকে দ্বিতীয়া

২৪. কারক নির্ণয় করুন – লোভে পাপ পাপে মৃত্যু *[১০ তম বেসরকারি প্রভাষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন পরীক্ষা ২০১৪]* — ২৪.C
A. কর্মকারক B. সম্প্রদান কারক
C. অপাদান কারক D. অধিকরণ কারক

২৫.'গাড়ি স্টেশন ছাড়লো ' – কোন কারক? *[১০ তম বেসরকারি প্রভাষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন পরীক্ষা ২০১৪]* — ২৫.C
A. অধিকরণ কারক B. করণ কারক
C. অপাদান কারক D. কর্ম কারক

২৬. 'শুধু বিঘে দুই ছিল মোর ভুঁই'– এখানে 'ভুঁই' কোন কারকে কোন বিভক্তি? — ২৬.C
A. কর্মে ৭মী B. করণে শূন্য
C. কর্মে শূন্য D. অধিকরণে ৭মী

২৭. পড়াশোনায় মন দাও– বাক্যে নিম্নরেখ শব্দটি কোন কারকে কোন বিভক্তি? *[প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক ২০১০]* — ২৭.D
A. কর্তায় ৭মী B. কর্মে ৭মী
C. অপাদানে শূন্য D. অধিকরণে ৭মী

২৮. টাকায় অসাধ্য সাধন হয় বাক্যে নিম্নরেখ শব্দটি কোন কারকে কোন বিভক্তি? *[প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক ২০১০]* — ২৮.B
A. কর্মকারকে সপ্তমী B. করণ কারকে সপ্তমী
C. অপাদান কারকে সপ্তমী D. অধিকরণে সপ্তমী

২৯. তিলে তৈল হয়– তিলে শব্দটি কোন কারক? *[পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরে অফিস ২০১১]* — ২৯.C
A. করণ B. অধিকরণ
C. অপাদান D. কর্তৃ

৩০.'জিজ্ঞাসিব জনে জনে'– কোন কারকে কোন বিভক্তি? *[পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের অফিস ২০১১]* — ৩০.A
A. কর্মকারকে ৭মী B. অধিকরণে ৭মী
C. করণে ৭মী D. অপাদানে ৭মী

৩১. যাকে উদ্দেশ্য করে ক্রিয়া সম্পাদিত হয় তাকে বলে– *[প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের হিসাব সহকারী ২০১১]* — ৩১.C
A. করণ কারক B. কর্তৃ কারক
C. কর্ম কারক D. সম্প্রদান কারক

৩২. ক্রিয়াপদের সাথে সম্পর্কযুক্ত পদকে কী বলা হয়? *[উপজেলা পরিসংখ্যান কর্মকর্তা ২০১০]* — ৩২.B
A. সমাস B. কারক
C. সন্ধি D. বিশেষণ

৩৩. 'আমরা স্বাধীন বাংলাদেশের নাগরিক' কোন বিভক্তি? *[স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কারা তত্ত্বাবধায়ক ২০১০]* — ৩৩.C
A. কর্মে ৬ষ্ঠী B. করণে শূন্য
C. অধিকরণে ৬ষ্ঠী D. করণে ৭মী

www.preparationsbd.com

৩৪. **ব্যাকরণের কোন অংশে কারক সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়?** *[শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সহকারী প্রধান পরিদর্শক (সাধারণ) ২০০৯]* ৩৪.D
A. ধ্বনিতত্ত্বে B. অর্থতত্ত্বে
C. বাক্যতত্ত্বে D. রূপতত্ত্বে

৩৫. **'দশে মিলে করি কাজ' বাক্যে নির্দেশিক কারক–** *[রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক শিক্ষক (গোলাপ) ২০১১]* ৩৫.A
A. কর্তৃকারক B. কর্মকারক
C. সম্প্রদান কারক D. করণ কারক

৩৬. **'কলসটি কানায় কানায় পূর্ণ'– কোন কারকে কোন বিভক্তি?** *[স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পাসপোর্ট ও ইমিগ্রেশন অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক ২০০৭]* ৩৬.B
A. অপাদানে সপ্তমী B. স্থানাধিকরণে সপ্তমী
C. ভাবাধিকরণে সপ্তমী D. কালাধিকরণে সপ্তমী

৩৭. **সর্বাঙ্গে ব্যথা, ওষুধ দিব কোথা? কোন কারকে কোন বিভক্তি?** *[স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পাসপোর্ট ও ইমিগ্রেশন অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক ২০০৭]* ৩৭.D
A. কর্তায় ৭মী B. অপাদানে তৃতীয়া
C. অধিকরণে তৃতীয়া D. অধিকরণে সপ্তমী

৩৮. **'বিপদে মোরে রক্ষা করো'–'বিপদে' শব্দটি কোন কারকে কোন বিভক্তি?** *[বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি)-এর সহকারী পরিচালক ২০০৬]* ৩৮.C
A. কর্তায় সপ্তমী B. কর্মে শূন্য
C. অপাদানে সপ্তমী D. করণে ২য়া

৩৯. **'গুরুজনে কর শ্রদ্ধা' কোন কারক?** *[শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের শ্রম পরিদপ্তরের সহকারী শ্রম পরিচালক ২০০৬]* ৩৯.নোট
A. কর্তৃকারক B. অপাদান কারক
C. করণ কারক D. কর্মকারক
[নোট: সঠিক উত্তর সম্প্রদানে সপ্তমী বিভক্তি]

৪০. **অন্ধজনে দয়া কর– কোন কারকে, কোন বিভক্তি?** *[পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে ব্যক্তিগত কর্মকর্তা ২০০৬]* ৪০.D
A. কর্মে সপ্তমী B. কর্তায় সপ্তমী
C. কর্মে শূন্য D. সম্প্রদানে সপ্তমী

৪১. **'বাদলের ধারা ঝরে ঝর ঝর'– নিম্নরেখ পদটির কারক ও বিভক্তি কোনটি?** *[তথ্য মন্ত্রণালয়ের গণযোগাযোগ অধিদপ্তরে সহকারী তথ্য অফিসার ২০০৫]* ৪১.C
A. অধিকরণে ২য়া বিভক্তি B. সম্প্রদানে ৪র্থী বিভক্তি
C. অপাদানে ৬ষ্ঠী বিভক্তি D. কর্মে ৭মী বিভক্তি

৪২. **'ঘরেতে ভ্রমর এল গুণগুণিয়ে'– ঘরেতে কোন কারক?** *[অর্থ মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক কর্মকর্তা ২০০৪]* ৪২.C
A. করণে ৭মী B. কর্মে ৭মী
C. অধিকরণে ৭মী D. অপাদানে ৭মী

৪৩. **'পৃথিবীতে কে কাহার?'–এই বাক্যে 'পৃথিবীতে' পদটি কোন কারকে কোন বিভক্তিতে সম্পন্ন?** ৪৩.C
A. অপাদানে পঞ্চমী বিভক্তি C. কর্মে দ্বিতীয়া বিভক্তি
C. অধিকরণে সপ্তমী বিভক্তি D. করণে তৃতীয়া বিভক্তি

৪৪. **'নতুন ধান্যে হবে নবান্ন'– এই বাক্যের 'ধান্যে' পদে কোন কারক ও বিভক্তি প্রযুক্ত হয়েছে?** *[ডাক ও টেলিযোগাযোগ কর্মকর্তা ০৪]* ৪৪.C
A. কর্ম ৭মী B. কর্তৃকারকে ৭মী
C. করণে ৭মী D. অধিকরণে ৭মী

৪৫. **'কাননে কুসুমকলি সকলি ফুটিল'– এ বাক্যে 'কাননে' কোন কারক ও বিভক্তি?** *[প্রা. প্রা. সহকারী শিক্ষক ২০১৩* ৪৫.C
A. কর্মে সপ্তমী B. অপাদানে সপ্তমী
C. অধিকরণে সপ্তমী D. করণে শূন্য

৪৬. **অধিকরণ কারকে পঞ্চমী বিভক্তির উদাহরণ আছে কোন বাক্যে?** *[প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ও মন্ত্রিপরিষদ কার্যালয়ের প্রশাসনিক কর্মকর্তা ২০০৪]* ৪৬.A
A. জমি থেকে বাড়ি দেখা যায় B. তিনি বইটি কিনে এনেছেন
C. লোকটি হঠাৎ লাফ দিল
D. ছেলেটি পরীক্ষায় ফল ভালো করেছে

৪৭. **'এ সাবানে কাপড় কাচা চলবে না'– এখানে 'সাবানে' কোন কারকে কোন বিভক্তি?** *[দুর্নীতি দমন ব্যুরোর সহকারী উপ-পরিদর্শক ২০০৪]* ৪৭.D
A. কর্তায় প্রথমা B. করণে প্রথমা
C. কর্মে সপ্তমী D. করণে সপ্তমী

৪৮. **'বুলবুলিতে ধান খেয়েছে'– এই বাক্যের 'বুলবুলিতে' পদে কোন কারক ও বিভক্তি প্রযুক্ত হয়েছে?** *[সাব-রেজিস্ট্রার পদে ২০০৩]* ৪৮.C
A. করণকারকে সপ্তমী B. অধিকরণে সম্পমী
C. কর্তৃকারকে ৭মী D. অপাদানে সপ্তমী

৪৯. **যাকে উদ্দেশ্য করে ক্রিয়া সম্পাদিত হয় তাকে বলে–** *[ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা ২০০৩]* ৪৯.D
A. কর্তৃকারক B. সম্প্রদান কারক
C. করণ কারক D. কর্মকারক

৫০. **'পলাতক দাসে দাও স্বাধীনতা'– এখানে 'দাসে' কোন কারকে কোন বিভক্তি?** *[দুর্নীতি দমন ব্যুরোর পরিদর্শক ২০০৩]* ৫০.B
A. করণে সপ্তমী B. সম্প্রদানে সপ্তমী
C. অধিকরণে সপ্তমী D. কর্মে প্রথমা

৫১. **'আয়ু যেন পদ্ম পাতার নীর'– এই বাক্যে 'পদ্ম পাতার'–** *[রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক শিক্ষক (টগর) ২০১১]* ৫১.D
A. কর্মকারক B. করণ কারক
C. অপাদান কারক D. অধিকরণ কারক

৫২. **'এত শঠতা, এত যে ব্যথা, তবু যেন তা মধুতে মাখা।'– এ বাক্যে 'মধুতে' কোন কারক?** *[সপ্তম বিজেএস (সহকারী জজ) ১২]* ৫২.C
A. কর্ম B. অপাদান C. করণ D. অধিকরণ

৫৩. **'রহিম ধোপাকে কাপড় ধুতে দিল।' ইহা কোন কারক?** *[চতুর্থ বিজেএস (সহকারী জজ) ২০০৯]* ৫৩.B
A. কর্তৃকারক B. কর্মকারক
C. সম্প্রদান কারক D. অপাদান কারক

৫৪. **অহংকার পতনের মূল– বাক্যে নিম্নরেখ শব্দটি কোন কারকে কোন বিভক্তি?** *[প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক (সুরমা) ২০১২* ৫৪.B
A. কর্মে শূন্য B. করণে শূন্য
C. অপাদানে শূন্য D. অধিকরণে শূন্য

৫৫. **নেহাল অঙ্কে খুব কাঁচা– বাক্যে নিম্নরেখ শব্দটি কোন কারকে কোন বিভক্তি?** *[প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক (সুরমা) ১২]* ৫৫.D
A. কর্মে ৭মী B. করণে ৭মী
C. অপাদানে ৭মী D. অধিকরণে ৭মী

৫৬. **'এই নদীর মাছ বড়।' বাক্যের নিম্নরেখ শব্দটি কোন কারকে কোন বিভক্তি?** *[প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক (পদ্মা) ১২]* ৫৬.D
A. অধিকরণে ২য়া B. অপাদানে ৭মী
C. করণে ৭মী D. অধিকরণে ৬ষ্ঠী

৫৭. **আলোয় আঁধার কাটে–বাক্যে নিম্নরেখ শব্দটি কোন কারকে কোন বিভক্তি?** *[প্রা. প্রা. সহকারী শিক্ষক (করতোয়া) ২০১৩]* ৫৭.B
A. অধিকরণে ৭মী B. করণে ৭মী
C. অপাদানে ৭মী D. কর্তায় ৭মী

৫৮. **খনিতে সোনা পাওয়া যায়– বাক্যে নিম্নরেখ শব্দটি কোন কারকে কোন বিভক্তি?** *[প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক (করতোয়া) ১২]* ৫৮.B
A. করণে ৭মী B. অপাদানে ৭মী
C. অধিকরণে ৭মী D. কর্তায় ৭মী

www.preparationsbd.com

৫৯. **'গুণহীনে ত্যাগ কর'– নিম্নরেখ শব্দটি কোন কারকে কোন বিভক্তি?** *[প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক (যমুনা) ২০১২]* — ৫৯.A
A. কর্মে ৭মী B. অধিকরণে ৭মী
C. সম্প্রদানে ৭মী D. অপাদানে ৭মী

৬০. **'আমি কি ডরাই সখি ভিখারী রাঘবে? – বাক্যে নিম্নরেখ শব্দটি কোন কারকে কোন বিভক্তি?** *[প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক (যমুনা) ২০১২]* — ৬০.B
A. কর্মে ২য়া B. অপাদানে ৭মী
C. করণে ৭মী D. অপাদানে ৫মী

৬১. **খালেদ বই পড়ে– বাক্যে নিম্নরেখ শব্দটি কোন কারকে কোন বিভক্তি?** *[প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক (কর্ণফুলী) ২০১২]* — ৬১.C
A. করণে শূন্য B. অধিকরণে শূন্য
C. কর্মে শূন্য D. অপাদানে শূন্য

৬২. **ব্যায়ামে শরীর ভাল থাকে– বাক্যে নিম্নরেখ শব্দটি কোন কারকে কোন বিভক্তি?** *[প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক (কর্ণফুলি) ১২]* — ৬২.A
A. করণে ৭মী B. কর্মে ৭মী
C. অপাদানে ৭মী D. অধিকরণে ৭মী

৬৩. **ছেলেরা ক্রিকেট খেলে– বাক্যে নিম্নরেখ শব্দটি কোন কারকে কোন বিভক্তি?** *[রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক শিক্ষক (হাসনাহেনা) ২০১১]* — ৬৩.A
A. কর্মে শূন্য B. করণে শূন্য
C. অপাদানে শূন্য D. অধিকরণে শূন্য

৬৪. **অল্প শোকে কাতর– বাক্যে নিম্নরেখ শব্দটি কোন কারকে কোন বিভক্তি?** *[রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক শিক্ষক (শিউলী) ১১]* — ৬৪.B
A. কর্তৃ কারকে ২য়া B. করণ কারকে ৭মী
C. অপাদান কারকে ৭মী D. অধিকরণ কারকে ৭মী

৬৫. **আষাঢ়ে বৃষ্টি নামে– বাক্যে নিম্নরেখ শব্দটি কোন কারকে কোন বিভক্তি?** *[রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক শিক্ষক (শিউলী) ১১* — ৬৫.D
A. কর্তায় ৭মী B. কর্মে ৭মী
C. অপাদানে ৭মী D. অধিকরণে ৭মী

৬৬. **গাড়ি স্টেশন ছাড়ল–বাক্যে নিম্নরেখ শব্দটি কোন কারকে কোন বিভক্তি?** *[রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক শিক্ষক (শাপলা) ১১]* — ৬৬.C
A. কর্তায় শূন্য B. কর্মে শূন্য
C. অপাদানে শূন্য D. অধিকরণে শূন্য

৬৭. **'পাতায় পাতায় পড়ে নিশির শিশির'– 'পাতায় পাতায়' কোন কারকে কোন বিভক্তি?** *[রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক শিক্ষক (গোলাপ) ২০১১]* — ৬৭.B
A. অধিকরণে ষষ্ঠী B. অধিকরণে ৭মী
C. অপাদানে ষষ্ঠী D. অপাদানে ৭মী

৬৮. **'মাঠে ধান ফলেছে' বাক্যে মাঠে কোন কারক?** *[রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক শিক্ষক (গোলাপ) ২০১১]* — ৬৮.B
A. কালাধিকরণ B. স্থানাধিকরণ
C. বিষয়াধিকরণ D. ভাবাধিকরণ

৬৯. **'তিনি চোখে দেখেন না' বাক্যে চোখ কোন কারক?** *[রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক শিক্ষক (টগর) ২০১১]* — ৬৯.B
A. সম্প্রদান B. করণ
C. অধিকরণ D. অপাদান

৭০. **'ডাক্তার ডাক' বাক্যে নিম্নরেখ শব্দটি কোন কারকে কোন বিভক্তি?** *[প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক২০১০]* — ৭০.C
A. কর্তৃকারকে শূন্য B. কর্তৃকারকে দ্বিতীয়া
C. কর্মকারকে শূন্য D. অপাদান কারকে শূন্য

৭১. **'হাতের কাজ দেখাও' বাক্যে নিম্নরেখ শব্দটি কোন কারকে কোন বিভক্তি?** *[প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক (কপোতাক্ষ) ১০]* — ৭১.C
A. অপাদানে ষষ্ঠী B. কর্মে ৭মী
C. করণে ষষ্ঠী D. অধিকরণে ষষ্ঠী

৭২. **'বাড়ি ঘুরে এসো' বাক্যে নিম্নরেখ শব্দটি কোন কারকে কোন বিভক্তি?** *[প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক (করতোয়া) ২০১০]* — ৭২.D
A. কর্মে ২য়া B. করণে ৩য়া
C. অপাদানে ১মা D. অধিকরণে ১মা

৭৩. **'আমাদের একটি গল্প বলুন।' বাক্যে নিম্নরেখ শব্দটি কোন কারকে কোন বিভক্তি?** *[প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক (করতোয়া) ২০১০]* — ৭৩.A
A. কর্মে ষষ্ঠী B. কর্মে ২য়া॥
C. অপাদানে ৫মী D. সম্প্রদানে ষষ্ঠী

৭৪. **'আজকে নগদ কালকে ধার'– বাক্যে নিম্নরেখ শব্দটি কোন কারকে কোন বিভক্তি?** *[প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক (ইছামতি) ২০১০]* — ৭৪.B
A. অপাদানে ২য়া B. অধিকরণে ২য়া
C. কর্মে শূন্য D. করণে ২য়া

৭৫. **'প্রভাতে উঠিল রবি লোহিত বরণ' বাক্যে নিম্নরেখ শব্দটি কোন কারকে কোন বিভক্তি?** *[প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক (ইছামতি) ২০১০]* — ৭৫.A
A. অধিকরণে ৭মী B. অপাদানে ৭মী
C. করণে ৩য়া D. কর্তায় ৭মী

৭৬. **'শুক্রবার স্কুল বন্ধ'– বাক্যে নিম্নরেখ শব্দটি কোন কারকে কোন বিভক্তি?** *[প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক (সুরমা) ২০১০]* — ৭৬.D
A. কর্তায় শূন্য B. কর্মে শূন্য
C. অপাদানে শূন্য D. অধিকরণে শূন্য

৭৭. **'আমাকে যেতে হবে'। বাক্যে নিম্নরেখ শব্দটি কোন কারকে কোন বিভক্তি?** *[প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক (তিতাস) ১০]* — ৭৭.A
A. কর্তায় ২য়া B. কর্মে ২য়া
C. অপাদানে ২য়া D. অধিকরণে ৩য়া

৭৮. **'চোখ দিয়ে জল পড়ে'। বাক্যে নিম্নরেখ শব্দটি কোন কারকে কোন বিভক্তি?** *[প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক (তিতাস) ১০]* — ৭৮.C
A. কর্মে ২য়া B. করণে ২য়া
C. অপাদানে ৩য়া D. অধিকরণে ৩য়া

৭৯. **কি সাহসে ওখানে গেলে? – বাক্যে নিম্নরেখ শব্দটি কোন কারকে কোন বিভক্তি?** *[প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক (তিস্তা) ১০]* — ৭৯.B
A. কর্তায় ৭মী B. কর্মে ৭মী
C. করণে ৭মী D. অপাদানে ৭মী

৮০. **কর্তৃকারকে শূন্য বিভক্তির উদাহরণ কোনটি?** *[প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রধান শিক্ষক (নাগালিঙ্গম) ২০১২]* — ৮০. C
A. ছাগলে কিনা খায় B. টাকায় টাকা আনে
C. আরিফ বই পড়ে D. ডাক্তার ডাক

৮১. **অধিকরণ কারকে সপ্তমী বিভক্তির উদাহরণ কোনটি?** *[প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রধান শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা (নাগালিঙ্গম) ২০১২]* — ৮১.B
A. বুলবুলিতে ধান খেয়েছে B. গোয়ালে গরু আছে
C. সৎপাত্রে কন্যা দান কর D. পরাজয়ে ডরে না বীর

৮২. **'আমার গানের মালা আমি করব কারে দান' বাক্যে 'কারে' শব্দটির কারক ও বিভক্তি কোনটি?** *[প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রধান শিক্ষক (ড্যাফোডিল) ২০১২:]* — ৮২.C
A. করণে সপ্তমী B. অপাদানে সপ্তমী
C. কর্মে সপ্তমী D. কর্তায় সপ্তমী

৮৩. **'পরাজয়ে ডরে না বীর' বাক্যের নিম্নরেখ শব্দটি কোন কারকে কোন বিভক্তি?** *[প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রধান শিক্ষক (ডালিয়া) ১২]* — ৮৩.D
A. করণে ৭মী B. অধিকরণে ৭মী
C. কর্মে ৭মী D. অপাদানে ৭মী

www.preparationsbd.com

৮৪. 'কপোল ভাসিয়া গেল নয়নের জলে' বাক্যের নিম্নরেখ শব্দটি কোন কারকে কোন বিভক্তি? *[প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রধান শিক্ষক (ডালিয়া) ১২]* ৮৪.C
A. কর্তায় শূন্য B. করণে শূন্য
C. কর্মে শূন্য D. কর্মে ৭মী

৮৫. 'ধন হইতে সুখ হয় না' বাক্যের নিম্নরেখ শব্দটি কোন কারকে কোন বিভক্তি? *[প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রধান শিক্ষক (ক্যামেলিয়া) ১২]* ৮৫.C
A. কর্মে ৫মী B. করণে ৩য়া
C. অপাদানে ৫মী D. কর্তায় ৭মী

৮৬. কোনটি কর্তৃকারকে সপ্তমী বিভক্তির উদাহরণ? *[প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রধান শিক্ষক (ক্যামেলিয়া) ২০১২]* ৮৬.D
A. কোদালে মাটি কাটব B. জাহাজ চট্টগ্রাম ছাড়ল
C. সাপের হাসি বেদেই চেনে D. আমারে তুমি রক্ষা করো

৮৭. অধিকরণ কারকে শূন্য বিভক্তির উদাহরণ কোনটি? *[প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রধান শিক্ষক (ক্যামেলিয়া) ২০১২]* ৮৭.B
A. আমার আহারে রুচি নাই B. আগামীকাল বাড়ি যাব
C. আকাশ মেঘে আচ্ছন্ন D. কাজে অবসর নিলাম

৮৮. 'সে তোমাকে ভয় পায়' বাক্যে নিম্নরেখ শব্দটি কোন কারকে কোন বিভক্তি? *[প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক (মেঘনা) ১২]* ৮৮.C
A. কর্মে শূন্য B. অধিকরণে ২য়া
C. অপাদানে ২য়া D. অপাদানে ৩য়া

৮৯. 'তোমার পূজার ছলে তোমায় ভুলেই থাকি'– বাক্যে নিম্নরেখ শব্দটি কোন কারকে কোন বিভক্তি? *[প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক (মেঘনা) ২০১২]* ৮৯.A
A. সম্প্রদানে ষষ্ঠী B. কর্মে ৭মী
C. সম্প্রদানে ৭মী D. অপাদানে ষষ্ঠী

৯০. 'এই বনে বাঘের ভয় নাই' বাক্যে নিম্নরেখ শব্দটি কোন কারকে কোন বিভক্তি? *[প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রধান শিক্ষক (গোলাপ) ০৯]* ৯০.A
A. অপাদানে ষষ্ঠী B. কর্মে ষষ্ঠী
C. কর্তায় সপ্তমী D. করণে সপ্তমী

৯১. 'আমি বই পড়ি' বাক্যে নিম্নরেখ শব্দটি কোন কারকে কোন বিভক্তি? *[প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রধান শিক্ষক (গোলাপ) ২০০৯]* ৯১.C
A. কর্তায় শূন্য B. অধিকরণে দ্বিতীয়া
C. কর্মে প্রথমা D. অপাদানে পঞ্চমী

৯২. 'বাড়ি থেকে নদী দেখা যায়'– বাক্যে নিম্নরেখ শব্দ কোন কারকে কোন বিভক্তি? *[প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রধান শিক্ষক (জবা) ২০০৯]* ৯২.D
A. কর্মকারকে পঞ্চমী B. করণ কারকে সপ্তমী
C. কর্তৃকারকে দ্বিতীয়া D.অধিকরণ কারকে পঞ্চমী

৯৩. 'শিশুগণ দেয় মন নিজ নিজ পাঠে' বাক্যে নিম্নরেখ শব্দটি কোন কারকে কোন বিভক্তি? *[প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রধান শিক্ষক (বেলী) ০৯]* ৯৩.A
A. অধিকরণে সপ্তমী B. কর্মে সপ্তমী
C. অপাদানে পঞ্চমী D. অধিকরণে পঞ্চমী

৯৪. 'সব ঝিনুকে মুক্তা পাওয়া যায় না'– বাক্যে নিম্নরেখ শব্দটি কোন কারকে কোন বিভক্তি? *[প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রধান শিক্ষক (পদ্ম) ০৯]* ৯৪.C
A. কর্তায় ২য়া B. কর্মে ২য়া
C. অপাদানে ৭মী D. অধিকরণে ৭মী

৯৫. 'কালির দাগ দাও' বাক্যে নিম্নরেখ শব্দটি কোন কারকে কোন বিভক্তি? *[প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রধান শিক্ষক (শিউলী) ২০০৯]* ৯৫.B
A. কর্মে ২য়া B. করণে ষষ্ঠী
C. অপাদানে ষষ্ঠী D. অধিকরণে ষষ্ঠী

৯৬. 'পরের দিন উৎসব'– বাক্যে মাঝের শব্দটি কোন কারকের উদাহরণ? *[সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক ২০১০]* ৯৬.A
A. অধিকরণ কারক B. অপাদান কারক
C. সম্প্রদান কারক D. কর্তৃ কারক

৯৭. সে নাচে তটিনী জল টলমল করে।– এই বাক্যে জল শব্দটি কোন কারকে কোন বিভক্তি? *[সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক ২০০৮]* ৯৭.D
A. কর্মে সপ্তমী B. করণে শূন্য
C. সম্প্রদানে শূন্য D. কর্মে শূন্য

৯৮. নিম্নরেখ শব্দের কারক ও বিভক্তি নির্ণয় করুন: ভূতকে আবার কিসের ভয়। *[সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক ১০]* ৯৮.C
A. কালাধিকরণে ২য়া বিভক্তি B. ভাবাধিকরণে ২য়া বিভক্তি
C. অপাদানে ২য়া বিভক্তি D. কর্মে ২য়া বিভক্তি

৯৯. 'তাহলে তুমি লাঠি খেলতে জান না'– এখানে 'লাঠি' কোন কারকে কোন বিভক্তি? *[সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক ২০০৬]* ৯৯.C
A. কর্তায় ৩য়া B. কর্মে প্রথমা
C. করণে শূন্য D. করণে প্রথমা

১০০. অধিকরণ কারক কত প্রকার? *[সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক ২০০৪]* ১০০.B
A. দুই প্রকার B. তিন প্রকার
C. চার প্রকার D. পাঁচ প্রকার

১০১. কোন ক্ষেত্রে বিভক্তির প্রয়োজন হয়? *[সহকারী উপজেলা/থানা শিক্ষা অফিসার (এটিইও) ২০০৯]* ১০১.D
A. প্রকৃতি B. সন্ধি
C. সমাস D. কারক

১০২. 'নীল আকাশের নিচে আমি রাস্তা চলেছি একা' বাক্যে নিম্নরেখ শব্দটি কোন কারকে কোন বিভক্তি? *[প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক (মুক্তিযোদ্ধা/শহীদ মুক্তিযোদ্ধার সন্তান) (শরৎ) ২০১০]* ১০২.B
A. কর্মে শূন্য B. করণে শূন্য
C. অপাদানে শূন্য D. সম্প্রদানে শূন্য

১০৩. 'পাগলে কিনা বলে' বাক্যে নিম্নরেখ শব্দটি কোন কারকে কোন বিভক্তি? *[প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক (পদ্মা) ২০১২]* ১০৩.C
A. কর্তায় ষষ্ঠী B. কর্তায় ২য়া
C. কর্তায় ৭মী D. কর্তায় শূন্য

১০৪. 'নৌকায় নদী পার হলাম' বাক্যের নিম্নরেখ শব্দটি কোন কারকে কোন বিভক্তি? *[প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক (মুক্তিযোদ্ধা/শহীদ মুক্তিযোদ্ধার সন্তান) (শরৎ) ২০১০]* ১০৪.A
A. করণে ৭মী B. সম্প্রদানে ৪র্থী
C. অপাদানে ৫মী D. অধিকরণে ৭মী

১০৫. 'স্কুল পালিয়ে কেউ রবীন্দ্রনাথ হয় না'– কোন কারকে কী বিভক্তি? *[কারা তত্ত্বাবধায়ক ২০১৩]* ১০৫.C
A. কর্মে ষষ্ঠী B. করণে তৃতীয়া
C. অপাদানে শূণ্য D. অধিকরণে শূন্য

ব্যাংক নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর

১. 'এ সাবানে কাপড় কাচা চলবে না'– এখানে 'সাবানে' কোন কারকে কোন বিভক্তি? *[সোনালি ব্যাংক লি. সিনিয়র অফিসার (ক্যাশ) ২০১৩]* ১.C
A. কর্তায় সপ্তমী B. করণে প্রথমা
C. করণে সপ্তমী D. কর্মে সপ্তমী

২. 'দশে মিলে করি কাজ' বাক্যে 'দশে' কোন কারকে কোন বিভক্তি? *[সোনালী ব্যাংক লি. সিনিয়র অফিসার ২০১৩]* ২.A
A. কর্তৃকারকে ৭মী B. সম্প্রদান কারকে ৭মী
C. কর্তৃকারকে ২য়া D. কর্তৃকারকে ৪র্থী

৩. পড়াশোনায় মন দাও– *[সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন, ক্লাস্টার আইটি এ্যাসিস্টেন্ট/ডাটা এন্ট্রি অপারেটর ২০১২]* ৩.D
A. কর্তায় ৭মী B. কর্মে ৭মী
C. অপাদানে শূন্য D. অধিকরণে ৭মী

www.preparationsbd.com

www.preparationsbd.com

বাংলা ব্যাকরণ

ভাষা ও বাংলা

- ভাষার মূল উপাদান – ধ্বনি। (Sound এর বাংলা ধ্বনি বা শব্দ। ভাষার মূল উপাদান ধ্বনি যদি উত্তরে না থাকে তখন উত্তর হবে শব্দ)।
- ভাষার মূল উপকরণ – বাক্য / মৌলিক শব্দ (পরীক্ষায় বাক্য এবং মৌলিক শব্দ দুটোই থাকলে বাক্য হবে)।
- নির্দিষ্ট পরিবেশে মানুষের বস্তু ও ভাবের প্রতীক – শব্দ।
- ধ্বান উৎপাদনের ক্ষেত্রে মুখবিবরে উচ্চারণের মূল উপকরণ বা উচ্চারক – জিহবা ও ওষ্ঠ।
- মনের ভাব প্রকাশের প্রধান উৎস/মাধ্যম/বাহন/ মানুষের কণ্ঠ নিঃসৃত বাক্ সংকেতের সংগঠন– ভাষা
- ভাষার প্রধান গুণ – অর্থবহতা।
- ভাষার ঐশ্বর্যময় সম্ভার – শব্দ।
- ভাষার পার্থক্য ও পরিবর্তন ঘটে (তিন উপায়ে) – দেশ, কাল ও পরিবেশভেদে।
- উপভাষা – অঞ্চল বিশেষের মানুষের মুখের ভাষা। এর ইংরেজি পরিভাষা – Dialect।

❖ **সাধুভাষা:**

- সাধুভাষা পরিভাষাটি প্রথম ব্যবহার করেন– রামমোহন রায়।
- বাংলা গদ্যের প্রথম যুগে প্রচলন ছিল– সাধুরীতির।
- বাংলা ভাষার যে রীতি সুনির্ধারিত ব্যাকরণের অনুসারী– সাধুররীতি।
- যে ভাষারীতির পদবিন্যাস সুনিয়ন্ত্রিত ও সুনির্দিষ্ট– সাধুভাষা।
- সাধু ভাষার বৈশিষ্ট্য– এটি তৎসম শব্দবহুল এবং সর্বনাম ও ক্রিয়াপদ বিশেষ গঠন পদ্ধতি মেনে চলে।
- গুরুগম্ভীর ও আভিজাত্যের পরিচায়ক– সাধু ভাষা।
- নাটকের সংলাপ, বক্তৃতা ও আলাপ আলোচনায় অনুপযোগী– সাধু ভাষা।
- সাধু ভাষার প্রচলন স্তিমিত হয়– বিংশ শতাব্দীতে।

❖ **চলিত ভাষা:**

- বাংলা সাহিত্যের চলিত রীতির রূপকার, স্রষ্টা ও প্রথম ব্যবহারকারী– প্রমথ চৌধুরী।
- বর্তমানে সর্বজনস্বীকৃত ভাষা– চলিত ভাষা।
- চলিত ভাষার রীতি– পরিবর্তনশীল।
- চলিত ভাষার বিশেষ বৈশিষ্ট্য– তদ্ভব শব্দবহুলতা।
- ভাগীরথী নদীর তীরবর্তী মানুষের ভাষা মূলত– চলিত ভাষা।
- প্রমথ চৌধুরী যে বিষয়ে রবীন্দ্রনাথকে প্রভাবিত করেছিলেন– চলিত ভাষার ব্যবহার।
- চলিত ভাষাকে জনপ্রিয় করেন– প্রমথ চৌধুরী।

- **সাধু ও চলিত ভাষার পার্থক্য:**

মস্তক	মাথা
জুতা	জুতো
তুলা	তুলো
শুষ্ক/শুকনা	শুকনো
বন্য	বুনো
গ্রাম্য	গেঁয়ো
নাই	নি

- জনসংখ্যা বা কথা বলার দিক দিয়ে বাংলা ভাষার অবস্থান – ৫ম। চৈনিক (মেন্ডারিন) – ১ম
- Official Language/ দাপ্তরিক ভাষা/Communication বা যোগাযোগের ভাষা/আন্তর্জাতিক ভাষা/জাতিসংঘ কর্তৃক স্বীকৃত ভাষা হিসেবে বাংলার অবস্থান – দশম, ইংরেজি – ১ম।
- বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় ভাষা বাংলা। বাংলাদেশ ছাড়াও আরেকটি দেশ আছে সিয়েরা লিওন যার দ্বিতীয় রাষ্ট্রীয় ভাষা বাংলা।
- বাংলা ভাষার একটি বৈশিষ্ট্য হলো – বাংলাতে তিন (শ,স,ষ)এর স্থলে 'শ' উচ্চারণ হয়।
- **বাংলা ভাষার উৎপত্তি:** গৌড়ী প্রাকৃত থেকে জন্ম হয়েছে গৌড়ী অপভ্রংশ; আবার গৌড়ী অপভ্রংশ থেকে জন্ম হয়েছে বঙ্গকামরূপী আবার বঙ্গকামরূপী থেকে জন্ম হয়েছে ২টি ভাষার ১. বাংলা ২. অসমিয়া।

বিখ্যাত ব্যাকরণ গ্রন্থ ও এর রচয়িতা

রচয়িতা	ব্যাকরণ/ব্যাকরণ গ্রন্থ
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর	ব্যাকরণ কৌমুদি (১৮৫৩)
ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্	বাঙ্গালা ব্যাকরণ, বাংলা ভাষার ইতিবৃত্ত।
ড. এনামূল হক	ব্যাকরণ মঞ্জরী
রাজা রামমোহন রায়	গৌড়ীয় ব্যাকরণ
ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়	The origin and Development of the Bengali Language (১৯২৬)। যার বাংলা অর্থ হচ্ছে - বাংলা ভাষার উদ্ভব ও বিকাশের বিস্তৃতি।
আবদুল হাই	বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (১৯৬৮)

- পাকিস্তানি গণপরিষদে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার প্রথম প্রস্তাবকারী - ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত।

বাংলা লিপি

- বাংলা লিপির উদ্ভব হয় – ব্রাহ্মী লিপি হতে।
- বাংলা বর্ণমালার উদ্ভব হয় – ব্রাহ্মী লিপি হতে।
- বাংলা বর্ণমালা লিখা হয় – বঙ্গলিপি দ্বারা।
- বাংলা বর্ণমালা স্থায়ী রূপ লাভ করে – ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর দ্বারা।

বাংলা ব্যাকরণ

ভাষা	– √ভাষ্ + অ + আ	ব্যাকরণ	– বি + আ + √কৃ + অন
ধ্বনি	– √ধ্বন্ + ই	বর্ণ	– √বর্ণ + অ
সন্ধি	– সম্ + √ধা + ই	সংখ্যা	– সম্ + √খ্যা + অ + আ
বচন	– √বচ্ + অন	উপসর্গ	– উপ + √সৃজ্ + অ
সমাস	– সম্ + √অস্ + অ	ধাতু	– √ধা + তু
প্রকৃতি	– প্র + √কৃ + তি	প্রত্যয়	– প্রতি + √ই + অ
ক্রিয়া	– √কৃ + অ + আ	কারক	– √কৃ + ণক
বাক্য	– √বচ্ + ঘ্যণ / য	বাচ্য	– √বচ্ + য

বাংলা ব্যাকরণ ও এর আলোচ্য বিষয়

- ব্যাকরণ = বি + আ + √কৃ বা কর্ + অন।
- ব্যাকরণ শব্দটির সন্ধি বিচ্ছেদ = বি + আকরণ।
- **ব্যাকরণ শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ** – বিশেষভাবে বিশ্লেষণ (ভাষার)

www.preparationsbd.com

- **ব্যাকরণের কাজঃ**
  ১. ভাষাকে নিয়ন্ত্রন করা।
  ২. ভাষার অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা সাধন/আবিষ্কার করা।

- **বাংলা সাহিত্যের/ভাষার প্রথম ব্যাকরণ রচয়িতা** – ম্যানোয়েল দ্যা আস সুম্পসাওঁ, ভাষা – পর্তুগিজ, রচিত হয়– ১৭৩৪ সালে ঢাকার ভাওয়ালে,
- **বাংলা সাহিত্যের/ভাষার প্রথম ব্যাকরণ গ্রন্থ রচনা করেন** – এন. বি. (ন্যাথানিয়েল ব্রাসি) হ্যালহেড
  - ✓ গ্রন্থের নাম – A Grammar of the Bengali Language।
- **বাংলা ভাষায় রচিত বাংলা ব্যাকরণের প্রথম বাঙালি রচয়িতা–**
  - ✓ রাজা রামমোহন রায়।
  - ✓ গ্রন্থের নামঃ গৌড়ীয় ব্যাকরণ। এটিই বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম বাংলা ব্যাকরণ।

- **প্রত্যেক ভাষারই/ ব্যাকরণের ৪টি মৌলিক অংশ থাকে।**
  ১. ধ্বনি ২. শব্দ
  ৩. বাক্য ৪. অর্থ
- ভাষার মৌলিক রূপ ২টি। লৈখিক ও মৌখিক।
-
- **প্রত্যেক ভাষারই/ব্যাকরণের আলোচ্য বিষয়/মৌলিক আলোচ্য বিষয় / ব্যাকরণের কাঠামোতে বিষয় থাকে ৪টি।**
  ধ্বনিতত্ত্ব (Phonology), শব্দতত্ত্ব / রূপতত্ত্ব (Morphology)
  বাক্যতত্ত্ব / পদক্রম (Syntax), অর্থতত্ত্ব (Semantics)

- **ধ্বনিতত্ত্বঃ** ধ্বনি, বর্ণ বা অক্ষর যুক্ত থাকলেই কোন চিন্তা ছাড়াই তা ধ্বনিতত্ত্বে আলোচনা করা হয়।
  এছাড়া মাত্র ২ টি ১) সন্ধি ২) ণ-ত্ব ও ষ-ত্ব বিধান।
- **বাক্যতত্ত্ব** :- বাক্য যুক্ত থাকলেই তা বাক্যতত্ত্বে আলোচনা করা হয়।
  - ✓ এছাড়া মাত্র ৬টি
  ১. বাগধারা ও প্রবাদ প্রবচন ২. এক কথায় প্রকাশ বা বাক্য সংকোচন ৩. যতি বা ছেদ বা বিরাম চিহ্ন ৪. বাচ্য ৫. উক্তি ৬. পদ পরিবর্তন
- **শব্দতত্ত্ব / রূপতত্ত্ব** :– ধ্বনিতত্ত্ব এবং বাক্যতত্ত্বের আলোচ্য বিষয় ব্যতিত আর যত আলোচ্য বিষয় রয়েছে তার সবই শব্দতত্ত্বে আলোচনা করা হয়। যেমন– সমাস, বচন, উপসর্গ, কারক, বিভক্তি, অনুসর্গ, প্রকৃতি ও প্রত্যয়, কাল।
  - ✓ অভিধান তত্ত্ব ব্যাকরণের উচ্চতর পর্যায়ে আলোচনা করা হয়।

ধ্বনি প্রকরণ

- মোট অসংযুক্ত বর্ণ – ৫০ টি।
  অক্ষরঃ বিশ্ববিদ্যালয় শব্দটিতে – বিশ, শ্ব, বিদ্, দ্যা, লয় - এই ৫টি অক্ষর আছে।
  - ✓ বাংলা অক্ষরের প্রথম নকশা তৈরি করেন – চার্লস উইলকিন্স।
- **মাত্রা**

মাত্রা	মোট বর্ণ ৫০টি	ব্যঞ্জনবর্ণ ৩৯ টি	স্বরবর্ণ ১১টি
পূর্ণমাত্রা	৩২	২৬	৬
অর্ধমাত্রা	৮	৭	১
মাত্রাহীন	১০	৬	৪

- **স্বরবর্ণ** : মোট বর্ণ - ১১টি আর পূর্ণ রূপ আছে - ১১ টির।

- **বাংলা ভাষায় মৌলিক স্বরধ্বনি/ আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত মৌলিক স্বরধ্বনি – ৭টিঃ** অ, আ, ই, উ, অ্যা, এ, ও
- **যৌগিক স্বর/সন্ধিস্বর/দ্বিস্বর/সান্ধ্যক্ষর** – মোট ২৫টি
  বউ = ব+অ+উ ⟶ এখানে 'অ+উ' যৌগিক স্বর
  বই = ব্+অ+ই ⟶ এখানে 'অ+ই' যৌগিক স্বর

- **যৌগিক বর্ণ/ যৌগিক স্বরবর্ণ/ যৌগিক স্বরধ্বনি/ যৌগিক স্বরজ্ঞাপক বর্ণ** :- ২টি
  ১. ঐ = অ + ই।
  ২. ঔ = অ+উ।
  - ✓ ক থেকে ম পর্যন্ত বর্ণ সংখ্যা = ২৫ টি।
  - ✓ ক থেকে ল পর্যন্ত বর্ণ সংখ্যা = ২৮ টি।
  - ✓ ক থেকে য় পর্যন্ত বর্ণ সংখ্যা = ৩৫ টি।
- **হ্রস্ব স্বর** - ৪টি। যথা- অ, ই, উ, ঋ।
- **দীর্ঘ স্বর**- ৭টি। যথা- আ, ঈ, ঊ, এ, ঐ, ও, ঔ।
- **উষ্মধ্বনি/ শিশ্ ধ্বনি** - ৪টি - হ,শ,ষ,স।
- বিশেষভাবে মনে রাখবে
  - ✓ ১. শ, ষ,স- অঘোষ অল্পপ্রাণ। ২. হ- ঘোষ মহাপ্রাণ।
- **নাসিক্য ধ্বনি** :- ঙ,ঞ,ণ,ন,ম, ং, ঁ। এর মধ্যে অনুনাসিক্য বর্ণ - ঁ।
- **অন্তঃস্থবর্ণ** – ৪টি। যথা - য,ব,র,ল।
- **অর্ধস্বর বর্ণ** – ৪টি। যথা - ই্, উ্,এ্, ও্।
- **তাড়নজাত বর্ণ** - ২টি। যথা - ড়, ঢ়।
- **কম্পনজাত বর্ণ** - ১টি। যথা - র।
- **পার্শ্বিক বর্ণ** - ১টি। যথা - ল।
- অযোগবাহ বর্ণ ২টি। যথা- ং, ঃ।
- বাঙালি শিশুরা যে ধ্বনিগুলো আগে শেখে–প বর্গের অর্থাৎ ওষ্ঠ ধ্বনি।
- বাংলা অভিধানে ক্ষ এর অবস্থান–ক-বর্গের অন্তর্গতভুক্তি হিসাবে।

কতিপয় সংযুক্ত ব্যঞ্জন বর্ণ

ক্ষ = ক্ + ষ জ্ঞ = জ্ + ঞ ট্ট = ট্ + ট ষ্ণ = ষ্ + ণ
হ্ম = হ্ + ম হ্ন = হ্ + ন হ্ণ = হ্ + ণ হৃ = হ্ + ঋ
ক্ষ্ম = ক্ষ + ম / ক্ + ষ্ + ম

উচ্চারণ

আহ্বান – আওভান্	সুদৃষ্টি – শুদৃশ্টি
সুন্দর – শুন্দর্	সম্মান – শম্মান্
অভিনব – ওভিনবো	অধ্যাপক – ওদ্‌ধাপোক্
তীব্র – তিবব্রো	দুঃসাহস – দুশ্‌শাহোশ্
লক্ষ্য – লোক্‌খো	অক্ষর – ওক্‌খোর
সমুদ্র – শোমুদ্‌দ্রো	বাগ্মী – বাগ্‌মি
শ্রাবণ – স্রাবোন্	অজ্ঞাত – অগ্‌গ্যাঁতো
ব্রাহ্ম – ব্রাম্‌হো	অভিব্যাপ্তি – ওভিব্যাপ্‌তি

ধ্বনির পরিবর্তন

- **অপিনিহিতিঃ** আজি > আইজ রাতি> রাইত
  চারি > চাইর রাখিয়া > রাইখ্যা চলিয়া > চইল্যা
  ভাসিয়া > ভাইস্যা সত্য > সইত্য মাছুয়া> মাউছ্যা
  গাছুয়া > গাউছ্যা কন্যা > কইন্যা কাব্য > কাইব্য
  গদ্য > গইদ্য
- **অসমীকরণঃ** ফটফট > ফটাফট টপটপ > টপাটপ পটপট > পটাপট
  ধপধপ > ধপাধপ
- **বিষমীভবনঃ**শরীর > শরীল লাল > নাল লাঙ্গল > নাঙ্গল
  তরবার > তরোয়াল আরমারি > আলমারি
- **ব্যঞ্জনচ্যুতিঃ** বউদিদি > বউদি বড়দাদা > বড়দা
- **ধ্বনি বিপর্যয়ঃ** বাক্স > বাস্ক রিক্সা > রিস্কা
  পিশাচ > পিচাশ লাফ > ফাল তলোয়ার > তরোয়াল
  তুলতুলা > লুতলুতা এক্সিডেন্ট > এস্কিডেন্ট
- **অভিশ্রুতিঃ** শুনিয়া > শুনে বলিয়া > বলে হাটুয়া > হাউটা > হেটো
  মাছুয়া >মেছো।

www.preparationsbd.com

ণত্ব ও ষত্ব বিধান

১. ণ-ত্ব বিধি অনুসারে নিচের শুদ্ধ বানানের দৃষ্টান্ত:

ব্যাকরণ উত্তরণ বর্ণনা হরিণ
মূল্যায়ন প্রণয়ন অন্বেষণ বিভীষণ
নির্নিমেষ নিরূপণ রূপায়ণ অভ্যন্তরীণ
বীণাপাণি ধারণা ধারণ পূর্বাহ্ণ, অপরাহ্ণ

২. কতগুলো শব্দে স্বভাবতই 'ণ' হয়

চাণক্য মাণিক্য গণ বাণিজ্য লবণ মণ
বেণু বীণা কঙ্কণ কণিকা।
কল্যাণ শোণিত মণি স্থাণু গুণ পুণ্য বেণী
ফণী অণু বিপণি গণিকা।
আপণ লাবণ্য বাণী নিপুণ ভণিতা পাণি
গৌণ কোণ ভাণ পণ শাণ।
চিক্কণ নিক্কণ তূণ কফোণি বণিক গুণ
গণনা পিণাক পণ্য বাণ।

➤ **ণত্ব বিধানের ব্যতিক্রম সমূহ:**

নেত্রকোনা পরগনা পরান ঝরনা
ধরন পুরনো পুরোনো পরিবহন
মধ্যাহ্ন সায়াহ্ন

১. ষ-ত্ব বিধি অনুসারে নিচের শুদ্ধ বানানের দৃষ্টান্ত:

ঋষি বৃষ ভবিষ্যৎ পরিষ্কার
মুমূর্ষু অতিষ্ঠ অনুষ্ঠান নিষেধ
অভিষেক নিষ্কাম দুষ্কর

২. নিম্নোক্ত শব্দগুলিতে স্বভাবতই মূর্ধন্য-ষ হয়

আষাঢ় মানুষ ভাষা

সন্ধি

➤ সন্ধি শব্দের অর্থ - মিলন (ধ্বনির),
➤ সন্ধি শব্দের বিপরীত -বিচ্ছেদ,বিগ্রহ।
➤ সন্ধি = সম্ + ধি (সন্ধির সন্ধি বিচ্ছেদ)
➤ **সন্ধির উদ্দেশ্য**
১. স্বাভাবিক উচ্চারণে সহজ প্রবণতা।
২. ধ্বনিগত মাধুর্য সম্পাদন।

➤ **নিপাতনে সিদ্ধ স্বরসন্ধি**

কুলটা = কুল+অটা অন্যান্য = অন্য+অন্য
প্রৌঢ় = প্র+ঊঢ় স্বৈর = স্ব+ঈর
গবাক্ষ = গো+অক্ষ মার্তণ্ড = মার্ত+অণ্ড

➤ **নিপাতনে সিদ্ধ ব্যঞ্জন সন্ধি**

বৃহস্পতি = বৃহৎ +পতি বনস্পতি = বন+পতি
পরস্পর = পর+পর তস্কর = তৎ+কর
গোষ্পদ = গো+পদ একাদশ = এক+দশ
ষোড়শ = ষট্+দশ মনীষা = মনস্+ঈষা
আশ্চর্য = আ+ চর্য হরিশ্চন্দ্র = হরি+চন্দ্র
পতঞ্জলি = পতৎ+অঞ্জলি দ্যুলোক=দিব্+লোক

➤ **নিপাতনে সিদ্ধ বিসর্গ সন্ধি**

অহর্নিশ = অহঃ+নিশা অহরহ =অহঃ+অহ
বাচস্পতি=বাচঃ+পতি ভাস্কর = ভাঃ+কর
আস্পদ = আঃ+পদ শিরপীড়া=শিরঃ+পীড়া
প্রাতঃকাল = প্রাতঃ+কাল মনঃকষ্ট = মনঃ+কষ্ট

➤ **বিশেষ নিয়মে সাধিত ব্যঞ্জন সন্ধিঃ**

উত্থান=উৎ+স্থান উত্থাপন=উৎ+স্থাপন
উত্থাপিত=উৎ+স্থাপিত সংস্কার=সম্+কার
সংস্কৃত=সম্+কৃত সংস্কৃতি=সম্+কৃতি
পরিষ্কার=পরি+কার পরিস্কৃত=পরি+কৃত
পরিস্কৃতি=পরি+কৃতি

ভয়ঙ্কর মাত্রায় Important কিছু উদাহরণ

ব্যর্থ = বি + অর্থ মৃন্ময় = মৃৎ + ময়
মন্বন্তর = মনু + অন্তর আদ্যোপান্ত = আদি + উপান্ত
ষষ্ঠ = ষষ্ + থ উজ্জ্বল = উৎ + জ্বল
সুবন্ত = সুপ + অন্ত প্রাতরাশ = প্রাতঃ + আশ
নবোঢ়া = নব + ঊঢ়া ভক্তি = ভজ্ + তি
সন্ধান = সম্ + ধান শান্ত = শাম্ + ত
দুস্থ = দুঃ + থ দুর্নীতি = দুঃ + নীতি
উপর্যুক্ত = উপরি + উক্ত তন্বী = তনু + ঈ
স্বাধীনতা = স্ব + অধীনতা কুজঝটিকা = কুৎ + ঝটিকা
নিরন = নিঃ + অন আদ্যোপান্ত = আদি + উপান্ত
অন্তরঙ্গ = অন্তঃ + অঙ্গ দুর্লভ = দুঃ + লভ
সদ্যোজাত = সদ্যঃ + জাত পর্যায় = পরি + আয়
স্বেচ্ছা = স্ব + ইচ্ছা অকুতোভয় = অকুতঃ + ভয়
প্রেম = প্রিয় + ইমন সন্নিহিত = সম্ + নিহিত
পর্যবেক্ষণ = পরি + অবেক্ষণ নিরাকার = নিঃ + আকার
মাত্রাধিক্য = মাত্রা + আধিক্য তুষ্ট = তুষ্ + ত
উদ্ধৃত = উৎ + হৃত সান্নিধ্য = সন্নিধি + য
জলৌকা = জল + ওকা সংসার = সম্ + সার
রত্নাকর = রত্ন + আকর কটাক্ষ = কট + অক্ষ
ভূর্ধ্ব = ভূ + উর্ধ্ব সুধীন্দ্র = সুধী + ইন্দ্র
অভীষ্ট = অভি + ইষ্ট গুরুক্তি = গুরু + উক্তি
নীরস = নিঃ + রস পদ্ধতি = পদ্ + হতি
সংশপ্তক = সম + শপ্তক ভ্রাতুষ্পুত্র = ভ্রাতুঃ + পুত্র

শব্দ সম্ভার

শব্দ	অর্থ	ভাষা
করোনা	মুকুট	ল্যাটিন

➤ **উৎসগত বা উৎপত্তি অনুযায়ী - ৫ প্রকার।**

১. তৎসম/সংস্কৃত শব্দ :

ভবন ধর্ম পাত্র জ্যোৎস্না গ্রাম গৃহিণী
প্রাণ ঝর্ণা চন্দ্র রত্ন সূর্য ছত্র
বৃষ্টি মস্তক দন্ত হস্ত ভ্রান্ত স্থান বাটী

২. অর্ধ-তৎসম:

জ্যোছনা গেরাম গিন্নী পরান ঝরনা রতন

৩. তদ্ভব:

মাথা দাঁত চাঁদ মাটি ভুল বাড়ি
আঁখি ঠাঁই বুক মাছ

৪. দেশি শব্দ: মনে রাখার সহজ উপায়

রাফি বিয়ের পর শ্বশুরবাড়ি গেল। তার শ্বাশুড়ি ভোরে ঘুম থেকে উঠে ঢেঁকির মধ্যে চাল নিয়ে ভেনে কুলা দিয়ে ঝেরে ডুলা দিয়ে ধুয়ে চুলায় বসাল। চাল আর ডালে মিলে হয় খিঁচুড়ি। রাফি এগুলো পেটে ভরল। শুধু খিঁচুড়ি খেলেই হবে! না। জামাইয়ের জন্য কুড়ি (২০) টা ডাগর (বড়) ডাব, জারুল, জলপাই পেরে নিয়ে আসল। তারপর জামাই ডিঙ্গি নৌকায় উঠে মাথায় টোপর পরে ঢোল বাজিয়ে গঞ্জে যাচ্ছে।

www.preparationsbd.com

৫. বিদেশি শব্দ:

আরবি শব্দ

- কবর, কোরবানি, ঈদ, গোসল
- **আদালত সংক্রান্ত শব্দগুলোর বেশির ভাগই আরবি শব্দ।** উকিল,মোক্তার,মুহুরি মিলে। এজলাস বা আদালতে গিয়ে মুন্সেফ ও হাকিমের কাছে মহকুমা,ফরিয়াদি মামলার আসামীর বাদি ও বিবাদির মুলতবির খারিজ করতে হুকুম বা রায় চেয়েছে।
- একজন এলেম বা আলেম দোয়াত কলম দিয়ে কিতাবে গায়েব সম্পর্কিত কেচ্ছা, কানুন লিখিতেছেন।
- আইন,জবানবন্দি ধরে নিব ফারসি, না থাকলে আরবি হবে।
- একজন মোলায়েম, মৌসুমী, মুসাফির, জাহাজে করে সাগর পাড়ি দিয়ে বিলেত রওনা করলেন। এবং ওযু করে তসবি, তবলা, তানপুরা নিয়ে হালাল, হারাম সম্পর্কে জিকির করিতেছেন।

ফারসি শব্দ

১। **চশমা** কারখানায় কারিগররা তৈরী করে বাজারের দোকানে নিয়ে পাইকারি ও খুচরা বিক্রয় করে। ভাল মানের চশমা বিদেশ থেকে আমদানি ও রপ্তানি করা হয়।

২। **জমি, জম, জাম দিয়ে গঠিত শব্দ**

✓ জমিদার, জমজম, জামদানি, জামাই

জামাই বিয়ে করার সময় পাঞ্জাবি,পাজামা পরে মুখে রুমাল দেয়। বিয়েতে পোলাও, বিরিয়ানী, জর্দা এবং মোরগ ও মুরগীর রোস্ট দেয়া হল। জামাই এসব না খেয়ে আলু,তরমুজ,শালগম ও মরিচের সবজি খাওয়া শুরু করল।

৩। বাগান, বাগিচা, গোলাপ, গালিচা।

পর্তুগিজ শব্দ

১। **খ্রিস্টধর্ম সংক্রান্ত শব্দগুলো পর্তুগিজ শব্দ**

যীশু,গির্জা,পাদ্রি,ক্রুশ,মেরি,মাইরি।

২। জানালার পাশে বারান্দায় কেদারায় বসে আচার মার্কা পাউরুটি কাবাব খেয়ে পেটে বেহালা অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে।

ফরাসি শব্দ

একজন ইংরেজ ও একজন ওলন্দাজ মিলে আঁতাত (গোপন চুক্তি) করতে রেঁনেসা রেঁস্তোরা বা ক্যাফে গেলেন। কুপন দেওয়া হলে তারা বলল এক ডিপো(গুদাম),কার্তুজ (গুলি) খাব।

মিশ্র শব্দ

- ✓ **রাজা-বাদশা**- তৎসম+ফারসি
- ✓ **চৌ-হদ্দি**-ফারসি+আরবি (চারদিকের সীমানা)
- ✓ **হাট-বাজার**- বাংলা+ফারসি
- ✓ **খ্রিস্টাব্দ (খ্রিস্ট+অব্দ)**- ইংরেজি+ তৎসম
- ✓ **পকেটমার**- ইংরেজি+বাংলা
- ✓ **বোমাবাজ**- পর্তুগিজ+ফারসি
- ✓ **শাকসবজি**-তৎসম+ফারসি

➤ **জোড়কলম শব্দ:** ধোঁয়া + কুয়াশা = ধোঁয়াশা, মিনত + বিনতি = মিনতি, পয়োধর+ভার = পয়োভার, নিশ্চল + চুপ = নিশ্চুপ

➤ **মৌলিক শব্দ** : হাত, গোলাপ, কলম, ফুল, বক, বই।

➤ **অর্থগত অনুযায়ী - ৩ প্রকার:**

- **যৌগিক শব্দ:** একদা গোলাপী পিতৃহীন মধুর গায়ক চালকের প্রেমে পড়ে পাগলামি করাটা কর্তব্য মনে করলেন। সে তার দৌহিত্রকে দিয়ে একটি পক্ষী উপহার দিতে গেলে চালক বাবুয়ানা আর চিকামারা ভাব নিয়ে প্রেম না করে মিতালি হিসেবে গ্রহণ করলেন।
- **রূঢ় বা রূঢ়ি শব্দ:** একদিন একজন প্রবীণ তার অর্ধাঙ্গিনী আর দুহিতাকে নিয়ে তার শ্বশুরের গবেষণাগারে অতিথি হয়ে আসলেন। সেখানে স্নাতক পাশ করা এক রাখাল পাঞ্জাবি পড়ে হরিণ আর হস্তীর মাংস তেল দিয়ে রান্না করছিলেন। ঐদিন রাতে দুহিতা একটি পলাশ ফুল হাতে নিয়ে রাখালকে কুশল জানাতে আসলে রাখাল জ্যাঠামির ভাব করে গবাক্ষের পাশে বসিয়ে বাঁশির সুর শুনিয়ে দুহিতাকে শুশ্রূষা করছেন আর সন্দেশ খাওয়াচ্ছেন।
- **যোগরূঢ় শব্দ:** এক বলদ রাজপুত সুহৃদ আদিত্যকে নিয়ে জলদ দেখতে জলধিতে গেলেন। সেখানে কবিগুরু উদ্ভিদের উপর বসে অচল বেতারে কবিতা শুনছিলেন। এই দৃশ্য দেখে রাজপুতের তুরঙ্গম পঙ্কজ ও সরোজ খেয়ে মহাযাত্রা করল।

পুরুষ ও স্ত্রীবাচক শব্দ

১. **বিধেয় বিশেষণ:**

বালিকাটি **সুন্দর**/সুন্দরী — মেয়েটি **পাগল**/পাগলী

মেয়েটি **বিদ্বান**/ বিদুষী — মেয়েটি **অস্থির**/ অস্থিরা

এখানে ঠিক উত্তর সুন্দরী, পাগলী, বিদুষী কিংবা অস্থিরা হবে না, কারণ বিধেয় বিশেষণ পরিবর্তন হয় না।

২. ডাক্তার - ডাক্তারনী — মাস্টার - মাস্টারনী

জমিদার - জমিদারনী — দারোগা - দারোগানী

এখানে - ডাক্তারনী, মাস্টারনী, জমিদারনী, দারোগানী অবজ্ঞার্থে ব্যবহৃত হয়।

৩. অরণ্য - অরণ্যানী (বৃহৎ অরণ্য বা বন)।

বন - বনানী (বৃহৎ অরণ্য বা বন)।

হিম - হিমানী (জমাটবদ্ধ অর্থে - বরফের বড় টুকরা)।

৪. **ক্ষুদ্রার্থে 'ইকা' যোগ হয়:**

নাটক - নাটিকা	পুস্তক - পুস্তিকা
মালা - মালিকা	গীত - গীতিকা
চয়ন-চয়নিকা	ব্যাকরণ-ব্যাকরণিক

৫. **ভিন্ন শব্দ যোগে গঠিত পুরুষ ও স্ত্রীবাচক শব্দ:**

কুলি-কামিন	শুক-সারী/শারী
গুরু-গুর্বী	বিদ্বান-বিদুষী
কর্তা-গিন্নী	এঁড়ে-বকনা
পতি-জায়া	

৬. **নিত্য পুরুষবাচক শব্দ:**

কবিরাজ	কাপুরুষ	রাষ্ট্রপতি	ঢাকী	বামন
পুরোহিত	স্ত্রৈণ	কৃতদার	অকৃতদার	বিপত্নীক
মোল্লা	জলদ	কাজী	কুস্তিগীর	জামাতা
যোদ্ধা	সেনাপতি	বিচারপতি		

৭. **নিত্য স্ত্রী বাচক শব্দ:**

কুলটা	বিধবা	সধবা	এয়ো	দাই
বিমাতা	অধীরা	অঙ্গনা	অর্ধাঙ্গিনী	অসূর্যম্পশ্যা
অরক্ষণীয়া	বারবনিতা	রজঃস্বলা		

০৮. **পুরুষ ও স্ত্রীবাচক উভয়ই (উভয় লিঙ্গ)**

মানুষ	শিশু	বন্ধু	সন্তান	জন
জনতা	শিক্ষিত	অভিভাবক	শত্রু	মিত্র
শিক্ষার্থী	পরীক্ষার্থী	শিল্পী	পাখি	আমি

সংখ্যাবাচক শব্দ

✦ **পরিমাণ বা গণনাবাচক সংখ্যা:**

মিনিট	ঘন্টা	দিন	সপ্তাহ	পক্ষ
মাস	বছর	যুগ	শতাব্দী	হাজার
অযুত	লক্ষ	নিযুত	কোটি	শ
সহস্রাব্দী	হালি	ডজন	কুড়ি	

www.preparationsbd.com

► **কিছু ন্যূনতাবাচক শব্দ:**
চৌথা সিকি পোয়া তেহাই অর্ধ বা আধা পৌনে

► **কিছু আধিক্যবাচক শব্দ**

☞ সওয়া বা সোয়া, দেড়, আড়াই, সাড়ে এগুলো হল পূর্ণসংখ্যার আধিক্য।

☞ 'পয়লা ডাক' তারিখ বাচক নয়, ক্রমবাচক শব্দ। কারণ পয়লা ডাক বলতে প্রথম ডাক বোঝানো হয়েছে যা নিলামে ডাকা হয়।

☞ তারিখবাচক শব্দের প্রথম চারটি অর্থাৎ পহেলা/পয়লা, দোসরা, তেসরা, চৌঠা এসেছে হিন্দি ভাষা থেকে।

☞ আর ৫ই থেকে ৩১শে পর্যন্ত বাকি ২৭টি বাংলা ভাষার নিজস্ব ভঙ্গিতে গঠিত।

দ্বিরুক্ত শব্দ

১। **আধিক্য বোঝাতে:**
রাশি রাশি ধন। **ধামাধামা** ধান।
ভাল ভাল আম নিয়ে এস। **ছোট ছোট** ডাল কেটে ফেল।
লোকটা **হাড়ে হাড়ে** শয়তান।
রাশি রাশি ভারা ভারা, ধান কাটা হল সারা।

২। **সামান্য/সামান্যতা বোঝাতে:**
আমার **জ্বর জ্বর** লাগছে। আমি আজ **জ্বর জ্বর** বোধ করছি।
দেখেছ তার **কবি কবি** ভাব। **উডু উডু** ভাব।
কাল কাল চেহারা।

৩। **পরস্পরতা বা ধারাবাহিকতা:**
তুমি **দিন দিন** রোগা হয়ে যাচ্ছ।
তুমি **বাড়ি বাড়ি** হেঁটে চাঁদা তুলছ।

৪। **আগ্রহ বোঝাতে:** ও **দাদা দাদা** বলে কাঁদছে।

৫। **তীব্রতা বা সঠিকতা:**
গরম গরম জিলাপী। **নরম নরম** হাত।

৬। **পৌনঃপুনিকতা:**
বার বার সে কামান গর্জে উঠল। **ডেকে ডেকে** হয়রান হয়েছি।

৭। **স্বল্পকাল স্থায়ী: দেখতে দেখতে** আকাশ কাল হয়ে এল।

৮। **ভাবের গভীরতা:**
ছি ছি, তুমি কী করেছ? আর **হায় হায়** করে লাভ কী?
তার দুঃখ দেখে সবাই **হায় হায়** করতে লাগল।

৯। **ভাবের প্রগাঢ়তা:** ফুলগুলো তুই আনরে **বাছা বাছা**।

১০। **কালের বিস্তার:**
থেকে থেকে শিশুটি কাঁদছে।

১১। **সতর্কতা বোঝাতে:** ছেলেটিকে **চোখে চোখে** রাখ।

১২। **অনুভূতি বা ভাব বোঝাতে:**
ভয়ে গা **ছম ছম** করছে। ফোঁড়াটা **টন টন** করছে।

১৩। **ক্রিয়া বিশেষণ:**
চিকচিক করে বালি কোথা নাহি কাদা।
ধীরে ধীরে যায়, **ফিরে ফিরে** চায়।
দেখে দেখে যেও।

১৪। **বিশেষণ বোঝাতে:**
নামিল নভে বাদল **ছল ছল** বেদনায়।
পিলসুজে বাতি জ্বলে **মিটির মিটির**।

১৫। **বিশেষ্য:**
বৃষ্টির **ঝমঝমানি** আমাদের অস্থির করে তোলে।
পাখিটার **ছটফটানি** দেখলে কষ্ট হয়।
তোমার **বকবকানি** শোনলে আর ভাল লাগেনা।

১৬। **ক্রিয়া: কলকলিয়ে** উঠল সেথায় নারীর প্রতিবাদ।

১৭। **ধ্বনি ব্যঞ্জনা: ঝির ঝির** করে বাতাস বইছে। বৃষ্টি পড়ে **টাপুর টুপুর**।

বচন

০১. উন্নত প্রাণিবাচক বা মনুষ্য শব্দের বহু বচনে ব্যবহৃত হয় নিচের ৫ টি শব্দ – **গণ, বৃন্দ, মণ্ডলী, বর্গ, রা**।

০২. **অপ্রাণিবাচক শব্দে ব্যবহৃত বচনবোধক শব্দ**
আবলি (ঘটনাবলি, রচনাবলি) **চয়** (রিপুচয়)
কলাপ (ক্রিয়াকলাপ, কীর্তিকলাপ) **দল** (তারাদল)
গুচ্ছ (কবিতাগুচ্ছ, পুষ্পগুচ্ছ) **গ্রাম** (গুণগ্রাম)
দাম (কেশদাম, পুষ্পদাম) **জাল** (জটাজাল)
পুঞ্জ (দ্বীপপুঞ্জ, মেঘপুঞ্জ) **সমুদয়** (গ্রন্থসমুদয়)
মণ্ডল (গগনমণ্ডল, তারামণ্ডল) **মালা** (আলোকমালা)
রাজি (তরুরাজি, রত্নরাজি) **রাশি** (পুষ্পরাশি, মেঘরাশি)
সমূহ (গ্রন্থসমূহ, পত্রসমূহ)

➢ **দ্রষ্টব্য:** পাল ও যূথ শব্দ দুটো কেবল জন্তুর বহু বচনে ব্যবহৃত হয়।

০৩. **প্রাণিবাচক ও অপ্রাণিবাচক শব্দে বহু বচনে ব্যবহৃত শব্দ:**
কুল, সকল, সব, সমূহ

০৪. **সিংহ** বনে থাকে (এক বচন ও বহু বচন দু-ই বোঝায়)
পোকার আক্রমণে ফসল নষ্ট হয় (বহু বচন)।
বাজারে **লোক** জমেছে (বহু বচন)।
বাগানে **ফুল** ফুটেছে (বহু বচন)।

০৫. **বিশেষ নিয়মে সাধিত বহু বচন** -
মেয়েরা কানাকানি করছে। এটাই **করিমদের** বাড়ি।
রবীন্দ্রনাথরা প্রতি দিন জন্মায় না। **সকলে** সব জানে না।

০৬. কতিপয় বিদেশী শব্দে:
বুজুর্গ-বুজুর্গান, সাহেব-সাহেবান, কাগজ - কাগজাত।

পদাশ্রিত নির্দেশক

০১. **পরিমানের স্বল্পতা বোঝাতে** টে, টুক, টুকু, টুকুন, টো, গোটা ইত্যাদির প্রয়োগ হয়। যেমন- চারটে ভাত, দুধটুক, দুধটুকুন, গোটা চারেক আম

০২. নিচের উদাহরণগুলো **নিরর্থক অর্থে** ব্যবহৃত হয়
সারাটি সকাল তোমার আশায় বসে আছি। **ন্যাকামিটা** এখন রাখ।

০৩. সুনির্দিষ্ট অর্থে। যেমন- **ওটি** যেন কার তৈরী? **এটা** নয় **ওটা** আন। **সেইটেই** ছিল আমার প্রিয় কলম।

০৪. **বিশেষ অর্থে কেতা, তা, পাটি- নির্দিষ্টতা বোঝাতে ব্যবহৃত হয়।**
কেতা- এ **তিন কেতা** জমির দাম দশ হাজার টাকা মাত্র। দশ টাকার পাঁচ কেতা নোট। **তা- দশ তা** কাগজ দাও। **পাটি-** আমার **এক পাটি** জুতো ছিঁড়ে গেছে।

উপসর্গ

◆ উপসর্গ = উপ + √ সৃজ + অ

◆ উপসর্গের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল – 'উপসর্গের অর্থবাচকতা নেই, কিন্তু অর্থদ্যোতকতা আছে'।

বাংলা উপসর্গ যুক্ত শব্দের অর্থ ও ব্যাখ্যা

অকেজো = নিন্দিত কাজ করে যে
অঝোর = ক্রমাগত ঝরতে থাকা
অঘারাম = নির্বোধ, মূর্খ
অজমূর্খ = একেবারে মূর্খ
আকাঠা = বাজে কাঠ
সাজিরা = উৎকৃষ্টমানের জিরা
হাভাতে = ভাতের অভাব
হাপিত্যেশ = অতি লোভাতুর বা প্রত্যাশা
অজ পাড়াগাঁ = একেবারে পাড়াগাঁ
অচিন = চিন বা চেনার অভাব
অপয়া = অমঙ্গলকারী
অঘাচণ্ডী= নির্বোধ, মূর্খ
অজপুকুর = সমস্ত পুকুর
পাতকুয়ো = ছোট কুয়ো
সাজোয়ান = অত্যন্ত বলবান যুবক

www.preparationsbd.com

অনামুখো = যার মুখ দেখলেই অমঙ্গল হয়
আখোয়া = নষ্ট বা হারানো যায় নি এমন
আলুনি = নুন বা লবণের অভাব
আনকোরা = যা এখনো কোরা হয় নি; সম্পূর্ণ নতুন
আবডাল = আড়াল বা গোপন বা অস্পষ্ট ডাল
বিভুঁই = বি (ভিন্ন) ভুঁই (ভুমি) । অর্থাৎ বিদেশ

কদবেল = কদর্য যে বেল, তা-ই কদবেল ।
ব্যাখ্যা:: বেল ফলের গাত্র মসৃণ, পাকলে তাতে রং ধরে, দেখতে সুন্দর । কিন্তু কদবেলের গা অমসৃণ খসখসে, পাকলে তার সৌন্দর্য বাড়ে না, বোঝাও যায় না পাকা না কাঁচা । অতএব 'কদর্য যে বেল' তা-ই কদবেল ।

সংস্কৃত উপসর্গ যুক্ত শব্দের অর্থ ও ব্যাখ্যা

সম্যক = উত্তমরূপে বা প্রকৃষ্ট (শুধু ভালো)
আতিশয্য = সর্বোচ্চ মাত্রায় (ভালো বা মন্দ)
প্রতাপ = প্রচণ্ড ক্ষমতা বা তেজ
প্রগাঢ় = অতিশয় গভীর
প্রপৌত্র = পুত্রের পুত্র (নাতি)
প্রশাখা = শাখার শাখা
প্রশিষ্য = শিষ্যের শিষ্য
পরাকাষ্ঠা = চরম উৎকর্ষ
পরাক্রান্ত = অত্যন্ত বলশীল বা বীরত্বপূর্ণ
পরায়ণ = শ্রেষ্ঠ আশ্রয় বা অবলম্বন, একনিষ্ঠ(কর্তব্যপরায়ণ)
পরাভব = ভব (জয়) এর বিপরীত; পরাজয়
অপসংস্কৃতি = নিকৃষ্ট বা খারাপমানের সংস্কৃতি
অপনোদন = অপসারণ বা দূরীকরণ
নিবৃত্তি = কোন কিছু করতে নিষেধ করা, বিরত থাকা
নিবারণ = নিশ্চিতভাবে বারণ করা
নিদাঘ = নি + √ দহ্‌ + অ; অনেক বেশি দহ বা গরম; গ্রীষ্মকাল; উত্তাপ (নিদাঘপীড়িত) ।
নিদারুণ = অতিশয় দারুণ, অতি কঠোর বা ভীষণ
অবগাহন = জলে সর্বাঙ্গ ডুবিয়ে স্নান বা গোসল করা
অপকর্ষ = সবচেয়ে বাজ বা নিকৃষ্ট
বিধৃত = বিশেষরূপে ধারণ করা হয়েছে এমন; পরিহিত
বিবস্ত্র = বস্ত্রহীন, উলঙ্গ
বিশুষ্ক = অত্যন্ত শুষ্ক, একেবারে শুকনো
বিক্ষেপ = চাঞ্চল্য, অস্থিরতা
বিকার = স্বাভাবিক অবস্থার অন্যথা
সুকৃতি = সৎকর্ম
সুধীর = অত্যন্ত ধীর গতি
উৎকট = দুঃসহ, উগ্র বা বিশৃঙ্খলা
উৎকোচ = ঘুষ, অবৈধ লেনদেন
অধিরোহণ = যার সাহায্যে উপরে উঠা যায়; সিঁড়ি, সোপান; মই ।
অধিষ্ঠান = উপস্থিতি, স্থিতি, অবস্থান
অধিগত = যা পাওয়া গেছে, প্রাপ্ত; যা জানা হয়েছে
পরিক্রমণ = প্রদক্ষিণ, চতুর্দিকে ঘোরা
অভিসার = কোনো গুপ্ত উদ্দেশ্যে গোপন অভিযান
অতিপ্রাকৃত = অনৈসর্গিক, অপার্থিব, অলৌকিক, supernatural.

- ❑ **উর্দু- হিন্দি উপসর্গ:** → হর
- ❑ বাংলা ও তৎসম উপসর্গে মিল আছে ৪টি । → আ, সু, বি, নি ।
- ❑ **একাধিক উপসর্গ যুক্ত শব্দের দৃষ্টান্ত:**
  সমভিব্যাহার = সম+অভি+বি+আ
  সুস্বাগত = সু + সু +আ

অনুসর্গ বা কর্মপ্রবচনীয় শব্দ

☞ **বাক্যে অনুসর্গ কী অর্থ প্রকাশ করে....**

⇨ সহ : সহগামিতা অর্থে- তিনি পুত্রসহ উপস্থিত হলেন ।
সহিত : সমসূত্রে অর্থে- শত্রুর সহিত সন্ধি চাই না ।
সনে : বিরুদ্ধগামিতা অর্থে- 'দংশনক্ষত শ্যেন বিহঙ্গ যুঝে ভুজঙ্গ সনে ।
সঙ্গে : তুলনায়- মায়ের সঙ্গে এ মেয়ের তুলনা হয় না ।
⇨ পরে : স্বল্প বিরতি অর্থে- এ ঘটনার পরে আর এখানে থাকা চলে না ।
পর : দীর্ঘ বিরতি অর্থে- শরতের পরে আসে বসন্ত ।
⇨ মাঝে : মধ্যে অর্থে- 'সীমার মাঝে অসীম তুমি ।
একদেশিক অর্থে- এ দেশের মাঝে এক দিন সব ছিল ।
ক্ষণকাল অর্থে- নিমেষ মাঝেই সব শেষ ।
মাঝারে : ব্যাপ্তি অর্থে-'আছ তুমি প্রভু, জগৎ মাঝারে' ।
⇨ হেতু : নিমিত্ত অর্থে- কী হেতু এসেছ তুমি, কহ বিস্তারিয়া ।'
জন্যে : নিমিত্ত অর্থে- 'এ ধন-সম্পদ তোমার জন্যে ।
সহকারে : সঙ্গে অর্থে- আগ্রহ সহকারে কহিলেন ।
বশত : কারণে অর্থে- দুর্ভাগ্য বশত সভায় উপস্থিত হতে পারি নি ।

সমাস

☞ **কোন সমাসের কোন পদ প্রধান:**
১. দ্বন্দ্ব – উভয় পদ
২. দ্বিগু, কর্মধারয়, তৎপুরুষ – পরপদ
৩. অব্যয়ীভাব – পূর্বপদ
৪. বহুব্রীহি – কোন পদই নয়

দ্বন্দ্ব সমাস

১. **মিলনার্থক শব্দযোগে** :মা-বাপ, মাসি-পিসি, জ্বিন-পরি, চা-বিস্কুট ।
২. **বিরোধার্থক শব্দযোগে** : দা-কুমড়া, অহি-নকুল, স্বর্গ-নরক ।
৩. **অলুক দ্বন্দ্ব :**
দুধে-ভাতে, জলে-স্থলে, দেশে-বিদেশে, হাতে-কলমে ইত্যাদি ।
কিন্তু ছেলে ও মেয়ে = ছেলে-মেয়ে অলুক দ্বন্দ্ব হবে না ।

দ্বিগু সমাস

☞**নিপাতনে সিদ্ধ:**
পঞ্চ বটের সমাহার = পঞ্চবটী পঞ্চ নদীর সমাহার = পঞ্চনদ

কর্মধারয় সমাস

♦ **মধ্যপদলোপী কর্মধারয়:**

চালকুমড়া	মৌমাছি	প্রাণভয়	জ্যোৎস্নারাত
ধর্মঘট	জীবনবীমা	শিক্ষানীতি	বাষ্পযান
বৌ-ভাত	পলান্ন	স্বর্ণাক্ষর	বটবৃক্ষ

♦ **উপমান কর্মধারয়:**

ঘনশ্যাম	বজ্রকঠোর	শশব্যস্ত	তুষারশীতল
কাজলকালো	অরুণরাঙা	বকধার্মিক	গজমূর্খ
বিড়ালতপস্বী	হরিণচপল	শিশিরস্নিগ্ধ	মেঘমেদুর
সিঁদুররাঙা	কুসুমকোমল		

♦ **উপমিত কর্মধারয়:**

চাঁদমুখ	পুরুষসিংহ	ফুলকুমারী	করপল্লব
বাহুলতা	মুখচন্দ্র	অধরপল্লব	নরশার্দুল

♦ **রূপক কর্মধারয়:**

জীবনপ্রদীপ	বিষাদসিন্ধু	মনমাঝি	প্রাণপাখি
শোকানল	প্রেমডোর	কালচক্র	চিত্তচকোর
জ্ঞানবর্তিকা	ভক্তিসুধা		

www.preparationsbd.com

তৎপুরুষ সমাস

- **দ্বিতীয়া তৎপুরুষ:**

দুঃখাতীত আমকুড়ানো তপোবনদর্শন রথদেখা
ভাতরাধা সংখ্যাতীত শ্রেণিগত লোকাতীত
জীবনানন্দ ক্ষণস্থায়ী নিত্যধারা আধপাকা

☞ **Exclusive Rule: সমস্ত পদের পূর্বপদ 'চির' হলে চিন্তা ছাড়া দ্বিতীয়া তৎপুরুষ সমাস হবে।**

চিরকুমারী চিরকৃতজ্ঞ চিরদুঃখী চিরবঞ্চিত
চিরবসন্ত চিরশত্রু চিরস্থায়ী চিরস্মরণীয়
দীর্ঘস্থায়ী চিরহরিৎ

- **তৃতীয়া তৎপুরুষ:**

ছায়াশীতল জনাকীর্ণ জলসেচন বাকবিতণ্ডা
মেঘলুপ্ত যুক্তিসঙ্গত শ্রমলব্ধ একোন
বিদ্যাহীন জ্ঞানশূন্য হীরকখচিত রত্নশোভিত
চন্দনচর্চিত স্বর্ণমণ্ডিত

- **চতুর্থী তৎপুরুষ:**

তপোবন দেবদত্ত হজ্বযাত্রা সেচন-কলস
জীয়নকাঠি উপাসনালয় বিজয়োল্লাস তীর্থযাত্রা

- **পঞ্চমী তৎপুরুষ;**

স্কুলপালানো জেলমুক্ত জেলখালাস বোঁটাখসা
আগাগোড়া শাপমুক্ত ঋণমুক্ত পরানপ্রিয়
দেশপলাতক মেঘমুক্ত যুদ্ধবিরতি আদ্যোপান্ত

- **ষষ্ঠী তৎপুরুষ;**

উপলখণ্ড কর্মকর্তা কবিগুরু খেয়াঘাট
গৃহকর্ত্রী জীবনসঞ্চার প্রাণবধ মৃগশিশু
রাজধানী ছাগদুগ্ধ মৃতপ্রায় পিতৃতুল্য

- **উপপদ তৎপুরুষ;**

পথিকৃৎ স্বর্ণকার কুম্ভকার ধামাধরা
পকেটমার ভুঁইফোঁড় পঙ্কজ মনোজ
জলজ প্রিয়ংবদা মনোহরিণী ভুঁইফোড়

- **অলুক তৎপুরুষ;**

কলেছাঁটা হাতেকাটা ঘোড়ার ডিম হাতের পাঁচ
মাটির মানুষ হাতের পাঁচ সাপের পা কলের গান
ভ্রাতুষ্পুত্র মনের মানুষ চোখের বালি সোনার বাংলা

বহুব্রীহি সমাস

- **ব্যতিহার বহুব্রীহি:**

কানাকানি চুলাচুলি কাড়াকাড়ি গালাগালি
দেখাদেখি কোলাকুলি লাঠালাঠি হাসাহাসি
গুঁতাগুঁতি ঘুষাঘুষি হাতাহাতি দণ্ডাদণ্ডি

- **সংখ্যাবাচক বহুব্রীহি:**

দশগজি চৌচালা চারহাতি তেপায়া
সেতার

- **নিপাতনে সিদ্ধ (কোনো নিয়মের অধীনে নয়) বহুব্রীহি:**

দু দিকে অপ যার = দ্বীপ অন্তর্গত অপ যার = অন্তরীপ
নরাকারের পশু যে = নরপশু জীবিত থেকেও যে মৃত = জীবন্মৃত
পণ্ডিত হয়েও যে মূর্খ = পণ্ডিতমূর্খ

অব্যয়ীভাব সমাস

- **নিপাতনে সিদ্ধ :**

বেলাকে অতিক্রান্ত = উদ্বেল বাস্তু থেকে উৎখাত = উদ্বাস্তু

- **বিপ্সা (পৌনঃপুনিকাত) অর্থে**

ক্ষণে ক্ষণে = অনুক্ষণ, প্রতিক্ষণ
রোজ রোজ = হররোজ
বছর বছর = ফিবছর
সনে সনে = ফি সন

- **অনতিক্রম্যতা অর্থে**

রীতিকে অতিক্রম না করে = যথারীতি
অর্থকে অতিক্রম না করে = যথার্থ

- **সাদৃশ্য অর্থে**

কথার সদৃশ = উপকথা
মূর্তির সদৃশ = প্রতিমূর্তি
ধ্বনির সদৃশ = প্রতিধ্বনি
ভাষার সদৃশ = উপভাষা
দানের সদৃশ = অনুদান
গ্রহের সদৃশ = উপগ্রহ

- **প্রাদি সমাস:**

প্রবচন অনুতাপ প্রভাত প্রগতি
প্রভাত প্রবন্ধ প্রগতি প্রবচন

- **নিত্য সমাস:**

কালসাপ জলমাত্র গ্রামান্তর দেশান্তর
গ্রহান্তর রূপান্তর যুগান্তর দর্শনমাত্র
স্থানান্তর তন্মাত্র ঘরখানা মানুষগুলো
চিন্মাত্র

ধাতু

- ক্রিয়াপদের মূল অংশকে বলা হয় ধাতু
- ক্রিয়াপদ থেকে ক্রিয়া বিভক্তি বাদ দিলে যা থাকে তাই ধাতু।
- **মৌলিক ধাতু:** মৌলিক ধাতুকে সিদ্ধ বা স্বয়ংসিদ্ধ ধাতুও বলা হয়।
- **বিদেশি ধাতু:** মাঙ > মাগ → হিন্দি:
- হের → অজ্ঞাতমূল বিদেশি ধাতু
- **নাম ধাতু:** মা শিশুকে **বেতাচ্ছে;** লাঠিটি **বাঁকিয়ে** ধর; সাপটি **ফোঁসাচ্ছে**
- **প্রযোজক ধাতু:** সাপুড়ে সাপ **খেলায়;** মা শিশুকে চাঁদ **দেখায়**
- **কর্মবাচ্যের ধাতু:** কাজটি ভাল **দেখায়** না; যা কিছু **হারায়** গিন্নী বলে কেষ্টা বেটাই চোর।
- **যৌগিক বা সংযোগমূলক ধাতু:**আমরা তাজমহল **দর্শন করলাম;** এখন **গোল্লায় যাও;** তোমাকে দেখে বিশেষ **প্রীত হলাম;** মাথা **ঝিমঝিম করছে; ঝমঝম করে বৃষ্টি পড়ছে;** এখনও **সাবধান হও,** নতুবা আখের খারাপ হবে

☞ **অসম্পূর্ণ ধাতু:** আ, আছ্, নহ্, বট্, থাক।

☞ ধাতুর 'গণ' শব্দের অর্থ 'শ্রেণি'।

☞ ধাতুর গণ ২০টি।

প্রকৃতি ও প্রত্যয়

- প্রকৃতি = প্র+√কৃ+তি ও প্রত্যয় = প্রতি+√ই+অ।
- অপশ্রুতি তিন ভাবে সংঘটিত হয়। যথা গুণ, বৃদ্ধি, সম্প্রসারণ।

বাংলা বা খাঁটি বাংলা কৃৎ প্রত্যয়

নাচন=√নাচ্+অন
রাখাল=√রাখ্+আল
ঝুলন্ত=√ঝুল্+অন্ত
খেলনা=√খেল্+অনা
কাঁদন=√কাঁদ্+অন
ফাঁসি=√ফাঁস্+ই
পূজারী=√পূজ্+আরী
ফুটন্ত=√ফুট্+অন্ত
চলন্ত=√চল্+অন্ত
মোড়ক=√মুড়্+অক
কান্না=√কাঁদ্+না
দুলনা/দোলনা=√দুল্+অনা
ছুটি=√ছুট্+ই

www.preparationsbd.com

☞ **নিপাতনে সিদ্ধ কৃৎপ্রত্যয়:**

বুদ্ধি=√বুধ্+ক্তি
শক্তি=√শক্+ক্তি;
গীতি=√গৈ+ক্তি
সিদ্ধি=√সিধ্+ক্তি

বাংলা তদ্ধিত প্রত্যয়

বেনারসি = বেনারস + ই
ভণ্ডামি = ভণ্ড + আমি
বেলে = বেল + ইয়া
জেলে = জাল + ইয়া
মেটে = মাটি + ইয়া
মেঘলা = মেঘ + লা
জমাট = জমা + ট
ভরাট = ভরা + ট
ক্ষ্যাপাটে = ক্ষ্যাপা + টিয়া
ঘোলাটে = ঘোলা + টিয়া

☞ **নিপাতনে সিদ্ধ তদ্ধিত প্রত্যয়:**
সৌর = সূর্য+ষ্ণ

☞ **হিন্দি তদ্ধিত প্রত্যয়:** ওয়ালা, ওয়ান, আনা, পনা, সা ।
☞ **ফারসি তদ্ধিত প্রত্যয়:** গর, দার, বাজ, বন্দি, সই

<u>গুরুত্বপূর্ণ প্রকৃতি ও প্রত্যয়</u>
কতিপয় কৃৎ প্রত্যয়

সম্রাট = সম্ + √রাজ্ + ০ / ক্বিপ
বিদ্যুৎ = বি + √দ্যুৎ + ০ / ক্বিপ
আপদ = আ + √পদ্ + ০ / ক্বিপ
উদ্ভিদ = উদ্ + √ভিদ্ + ০ / ক্বিপ
ভাষাবিদ = ভাষা + √বিদ্ + ০ / ক্বিপ
সভাসদ = সভা + √সদ্ + ০ / ক্বিপ
উপনিষৎ = উপ + নি + √সদ্ + ০ / ক্বিপ
সংবিৎ = সম্ + √বিদ্ + ০ / ক্বিপ

শ্রদ্ধা = শ্রৎ + √ধা + অ + আ
প্রজ্ঞা = প্র + √জ্ঞা + অ + আ
সংজ্ঞা = সম্ + √জ্ঞা + অ + আ

শিক্ষা = √শিক্ষ্ + অ + আ
সেবা = √সেব্ + অ + আ
দীক্ষা = √দীক্ষ্ + অ + আ
বাধা = √বাধ্ + অ + আ
রক্ষা = √রক্ষ্ + অ + আ
পীড়া = √পীড্ + অ + আ
লজ্জা = √লস্জ্ + অ + আ
হিংসা = √হিন্স্ + অ + আ
কৃপা = √কৃপ্ + অ + আ
ক্রীড়া = √ক্রীড্ + অ + আ
ত্বরা = √ত্বর্ + অ + আ
তৃষা = √তৃষ্ + অ + আ
ব্যথা = √ব্যথ্ + অ + আ
শোভা = √শুভ্ + অ + আ
পূজা = √পূজ্ + অ + আ
পীড়া = √পীড্ + অ + আ

আ + √দৃ + অ = আদর
প্র + √নী + অ = প্রণয়
প্র + √শ্রি + অ = প্রশ্রয়
দুর্ + √জি + অ = দুর্জয়
আ + √গম্ + অ = আগম
পরা + √ভূ + অ = পরাভব
আ + √দৃশ্ + অ = আদর্শ
বি + √স্মি + অ = বিস্ময়
সম্ + √কৃপ্ + অ = সঙ্কল্প
বি + √স্তৃ + অ = বিস্তর
সম্ + √যম্ + অ = সংযম
সম্ + √চি + অ = সঞ্চয়
আ + √দিশ্ + অ = আদেশ
মনস্ + √হৃ + অ = মনোহর
জল + √ধৃ + অ = জলধর
চরিত্র = √চর্ + ইত্র
ছিন্ন = √ছিদ্ + ক্ত
জ্ঞাত = √জ্ঞা + ক্ত / ত
ত্যাগ = √ত্যজ্ + ঘঞ
খাওন = √খা + অন
গম্য = √গম্ + য
জাগরূক = √জাগৃ + উক
ধার = √ধারি + অ
বিকৃত = বি + √কৃ + ত
গ্রাহী = √গ্রহ্ + ণিন
জাত = √জন্ + ক্ত
স্থায়ী = √স্থ + ইন
নম্র = √নিম্ > √নম্ + র

নন্দন = √নন্দি + অন
মহৎ = √মহ + শতৃ
প্রিয় = √প্রী + অ
পাকড়াও = √পাকর্ + আও
পাক = √পচ্ + ঘঞ
বিদ্বান = √বিদ্ + ক্বসু
যুদ্ধ = √যুধ্ + ক্ত
যুদ্ধা = √যুধ্ + তৃচ / তা
যোগ = √যুজ্ + ঘঞ
লভ্য = √লভ্ + য
শ্রোতা = √শ্রু + তৃ
উপ্ত = √বপ্ + ক্ত
বাঁধন = √বাঁধ + অন
ভক্তি = √ভজ্ + ক্তি
জ্যান্ত = √জী + অন্ত
ভুক্ত = √ভুজ্ + ক্ত
শোক = √শুচ্ + ঘঞ
স্মারক = √স্মৃ + ণক
সৎ = √অস্ + অৎ(শতৃ)
মরমর = √মর্ + অ
সৃষ্ট = √সৃজ্ + ক্ত
সৃষ্টি = √সৃজ্ + তি
হেয় = √হা + য
হত = √হন্ + ক্ত

কুম্ভ + √কৃ + অ = কুম্ভকার
গ্রন্থ + √কৃ + অ = গ্রন্থকার
শাস্ত্র + √কৃ + অ = শাস্ত্রকার
চর্ম + √কৃ + অ = চর্মকার
ভাষ্য + √কৃ + অ = ভাষ্যকার
কর্ম + √কৃ + অ = কর্মকার
স্বর্ণ + √কৃ + অ = স্বর্ণকার
সূত্র + √ধৃ + অ = সূত্রধার
কর্ণ + √ধৃ + অ = কর্ণধার

√প্রী + অ = প্রিয়
সু + √স্থা + অ = সুস্থ
গৃহ + √স্থা + অ = গৃহস্থ
মধ্য + √স্থা + অ = মধ্যস্থ
প্র + √জ্ঞা + অ = প্রাজ্ঞ
অভি + √জ্ঞা + অ = অভিজ্ঞ
বি + √জ্ঞা + অ = বিজ্ঞ

শত্রু + √হন্ + অ = শত্রুঘ্ন
কৃত + √হন্ + অ = কৃতঘ্ন

প্রিয়ম্ + √বদ্ + অ = প্রিয়ংবদ
ভুজ + √গম্ + অ = ভুজঙ্গ
বিহ্ + √গম্ + অ = বিহঙ্গ
তুর্ + √গম্ + অ = তুরঙ্গ
পত্ + √গম্ + অ = পতঙ্গ

বিশ্ব + √ভৃ + অ = বিশ্বম্ভর
স্বয়ং + √বৃ + অ = স্বয়ংবর

ধুরম্ + √ধৃ + অ = ধুরন্ধর
ধন + √জি + অ = ধনঞ্জয়
মৃত্যু + √জি + অ = মৃত্যুঞ্জয়
ভয়ম্ + √কৃ + অ = ভয়ংকর
শুভম্ + √কৃ + অ = শুভংকর

সু + √কৃ + অ = সুকর
দুর্ + √কৃ + অ = দুষ্কর

অরুস্ + √তুদ্ + অ = অরুন্তুদ

প্র + √ছদ্ + অ = প্রচ্ছদ
পরি + √ছদ্ + অ = পরিচ্ছদ

দুর্ + √বহ্ + অ = দুর্বহ
দুর্ + √লভ্ + অ = দুর্লভ
দুর্ + √গম্ + অ = দুর্গম
সু + √লভ্ + অ = সুলভ

পণ্ডিত + √মন + অ = পণ্ডিতম্মন্য
স্তন + √ধে + অ = স্তনন্ধয়
নি + √লী + অ = নিলয়

আত্মজা = আত্মন + √জীব্ + অন
সূর্য = √সৃ + য / ক্যপ

সন্ন্যাসী = সম্-নি + √অস্ + ইন্
মন্ত্রণা = √মন্ত্র + অন + আ

সুলভ = সু + √লভ্ + আ
প্রগতি = প্র + √গম্ + তি

মন্ত্রী = √মন্ত্র + ইন
রূঢ় = √রুহ্ + ত / ক্ত
সিংহ = √হিন্স্ + অ / অচ
ত্যাগ = √ত্যজ্ + অ
পরিত্যাগ = পরি + √ত্যজ্ + অ
পরিষদ = পরি + √ষৎ + অ
অধ্যুষিত = অধি + √বস্ + ত
অনুষ্ঠান = অনু + √স্থা + অন
অনুভব = অনু + √ভূ + অ
অনুগামী = অনু + √গম্ + ইন

www.preparationsbd.com

অনুচর = অনু + √চর্ + অ
অনুজ = অনু + √জন্ + অ
অরবিন্দ = অর + √বিন্দ্ + অ
অগ্র = √অগ্ + র
অজস্র = অ + √জস্ + অ
অভিশাপ = অভি + √শপ্ + অ
আদর্শ = আ + √দৃশ্ + অ
প্র + √সদ্ + অ = প্রসাদ
√ভন্জ্ + অ = ভঙ্গ
মধু + √পা + অ = মধুপ
চিত্র্ + √কৃ + অ = চিত্রকর
সঙ্গ = √সন্জ্ + অ
ভাগ = √ভজ্ + অ
শোক = √শুচ্ + অ
অধ্যায় = অধি + √ই + অ
মহারাজ = মহা + √রাজ্ + অ
খেচর = খে + √চর্ + অ
নিশাচর = নিশা + √চর্ + অ
দিবাকর = দিবা + √কৃ + অ
গিরিশ = গিরি + √শী + অ
ভুজগ = ভুজ্ + √গম্ + অ
বিহগ = বিহ্ + √গম্ + অ
দুর্গ = দুর্ + √গম্ + অ
পঙ্কজ = পঙ্ক + √জন্ + অ
জ্বাল = √জ্বল্ + অ
ব্যাধ = √ব্যধ্ + অ
গোবিন্দ = গো + √বিদ্ + অ
উৎপাদক = উৎ + √পাদি + অক
বিদারক = বি + √দৃ + অক
প্রতিষ্ঠান = প্রতি + √স্থা + অন
অনুষ্ঠান = অনু + √স্থা + অন
ধারণা = √ধৃ + ই + অন + আ
অর্চনা = √অর্চ্ + অন + আ
ঘটনা = √ঘট্ + অন + আ
জলধি = জল + √ধা + ই
সন্ধি = সম্ + √ধা + ই
ব্যাধি = বি + আ + ধা + ই
মন্ত্রণা = √মন্ত্র + অন + আ
যন্ত্রণা = √যন্ত্র্ + অন + আ
প্রাপ্ত = প্র + √আপ + ত
উন্নত = উৎ + √নম + ত
বিচ্ছিন্ন = বি + √ছিদ্ + ত
বিধাতা = বি + √ধা + তৃ
যাযাবর = √যা + যঙ্ + বর

অনুভূতি = অনু + √ভূ + তি
অলংকরণ = অলম্ + √কৃ + অন
অগ্রসর = অগ্র + √সৃ + অ
অভিজ্ঞ = অভি + √জ্ঞ + অ
আদর = আ + √দৃ + অ
বি + √স্তৃ + অ = বিস্তার
পরি + √ত্যজ্ + অ = পরিত্যাগ
কিম্ + √কৃ + অ = কিঙ্কর
প্রভা + √কৃ + অ = প্রভাকর
যোগ = √যুজ্ + অ
ভোগ = √ভুজ্ + অ
শাপ = √শপ্ + অ
ধর্মরাজ = ধর্ম + √রাজ্ + অ
ভূচর = ভূ + √চর্ + অ
পুষ্টিকর = পুষ্টি + √কৃ + অ
ভাস্কর = ভাস্ + √কৃ + অ
পারগ = পার + √গম্ + অ
সর্বগ = সর্ব + √গম্ + অ
নগ = ন + √গম্ + অ
ভাব = √ভূ + অ
শ্লেষ = √শ্লিষ্ + অ
অরবিন্দ = অর + √বিদ্ + অ
নির্বাচক = নির্ + √বাচি + অক
জ্বলৎ = √জ্বল্ + অৎ
সংগঠন = সম্ + √গঠ্ + অন
অলংকরণ = অলম্ + কৃ + অন
বন্দনা = √বন্দ্ + অন + আ
বেদনা = √বিদ্ + অন + আ
গণনা = √গণ্ + অন + আ
বারিধি = বারি + √ধা + ই
বিধি = বি + √ধা + ই
পয়োধি = পয়স্ + ধা + ই
প্রার্থনা = প্র +√অর্থ + অন + আ
নির্বাসিত = নির্ +√বস্ +ই + ত
বিপন্ন = বি + √পদ্ + ত
সংস্কৃতি = সম্ + √কৃ + তি
নিশীথ = নি + √শী + থ

পদ প্রকরণ

☞ পদ, পদ প্রকরণ → শব্দতত্ত্বে। পদক্রম, পদ পরিবর্তন → বাক্যতত্ত্বে।
☞ পদ প্রধানত বা মূলত ২ প্রকার কিন্তু মোট ৫ প্রকার

বিশেষ্য

◆ **জাতিবাচক বিশেষ্য:**
মানুষ বাঙালি গরু মাছ পাখি গাছ
পর্বত পাহাড় নদী ইংরেজ হিন্দু মুসলমান

◆ **সমষ্টিবাচক বিশেষ্য:**
সভা জনতা সমিতি পঞ্চায়েত
মাহফিল ঝাঁক বহর দল
বাহিনী পরিবার মিছিল শ্রেণি
সংসদ সমাজ পাল

◆ **ভাববাচক বিশেষ্য:**
আগমন গমন শয়ন দর্শন
ভোজন করা চলা বলা পড়া

◆ **গুণবাচক বিশেষ্য:**
বীরত্ব তারুণ্য সৌন্দর্য মধুরতা
তারল্য তিক্ততা যৌবন সৌরভ
স্বাস্থ্য যৌবন সুখ দুঃখ

বিশেষণ

☞ **বিশেষ্যের বিশেষণ: নীল** আকাশ; **সুস্থ-সবল** দেহকে কে না ভালবাসে?
☞ **সর্বনামের বিশেষণ:** সে ভাল; সে **রূপবান ও গুণবান**

➤ **নাম বিশেষণের প্রকার ভেদ:**
ক. রূপ বা বৈশিষ্ট্য: নীল আকাশ, **সবুজ** মাঠ, **কাল** মেঘ, **কালো** পোশাক।
খ. গুণবাচক : চৌকস লোক, **দক্ষ** কারিগর, **ঠাণ্ডা** হাওয়া, **সৎ** লোক।
গ. অবস্থাবাচক : তাজা মাছ, **রোগা** ছেলে, **খোঁড়া** পা, **মুমূর্ষু** রোগী।
ঘ. পরিমাণবাচক : বিঘাটেক জমি, **পাঁচ শতাংশ** ভূমি, **হাজার টনী** জাহাজ।
ঙ. উপাদানবাচক : বেলে মাটি, **মেটে** কলসী, **পাথুরে** মূর্তি, **স্বর্ণময়** পাত্র।

☞ **ক্রিয়া বিশেষণ: ধীরে ধীরে** বায়ু বয়; **পরে** এক বার এসো; রকেট **দ্রুত** চলে; লোকটা **হনহন** করে হাঁটছে।

☞ **বিশেষণীয় বিশেষণ: সামান্য** একটু দুধ দাও। এ ব্যাপারে সে **অতিশয়** দুঃখিত; রকেট **অতি** দ্রুত চলে।
☞ **অব্যয়ের বিশেষণ: ধিক্** তারে, **শত ধিক্** নির্লজ্জ যে জন।
☞ **বাক্যের বিশেষণ: দুর্ভাগ্যক্রমে** দেশ আবার নানা সমস্যাজালে আবদ্ধ হয়ে পড়েছে; **বাস্তবিকই** আজ আমাদেরও কঠিন পরিশ্রমের প্রয়োজন।

✦ **একই পদের বিশেষ্য ও বিশেষণ রূপে প্রয়োগ:**
☞ বাংলা ভাষায় একই পদে বিশেষ্য ও বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হতে পারে। যেমন-
ভাল : বিশেষণরূপে- **ভাল** বাড়ি পাওয়া কঠিন। রহিম **ভাল** ছেলে।
বিশেষ্যরূপে- আপন **ভাল** সবাই চায়।
মন্দ : বিশেষণরূপে- **মন্দ** কথা বলতে নেই।
বিশেষ্যরূপে- এখানে কী **মন্দ**টা তুমি দেখলে ?
পুণ্য : বিশেষণরূপে-তোমার এ **পুণ্য** প্রচেষ্টা সফল।
বিশেষ্যরূপে- **পুণ্যে** মতি হোক।
নিশীথ : বিশেষণরূপে-**নিশীথ** রাতে বাজছে বাঁশি।
বিশেষ্যরূপে-গভীর **নিশীথে** প্রকৃতি থাকে সুপ্ত।
শীত : বিশেষণরূপে-**শীতকালে** কুয়াশা পড়ে।
বিশেষ্যরূপে-**শীতের** সকালে চারিদিকে কুয়াশার অন্ধকার।
সত্য : বিশেষণরূপে-**সত্য** পথে থেকে **সত্য** কথা বলে।
বিশেষ্যরূপে- এ এক বিরাট **সত্য**।

www.preparationsbd.com

☞ **নির্ধারক বিশেষণ**

১. **রাশি রাশি ভারা ভারা** ধান।
২. **লাল লাল** কৃষ্ণচূড়ায় গাছ ভরে আছে।
৩. নববর্ষ উপলক্ষ্যে **ঘরে ঘরে** সাড়া পড়ে গেছে।
৪. এত **ছোট ছোট** উত্তর লিখলে হবে না, ইত্যাদি।

সর্বনাম পদ

◆ **যারা** দেশের ডাকে সাড়া দিতে পারে,**তারাই** তো সত্যিকারের পুরুষ। ধান ভানতে **যারা** শিবের গীত গায়, **তারা** স্থির লক্ষ্যে পৌছাতে পারে না।

◆ **ব্যতিহারিক সর্বনাম:** আপনা আপনি, নিজে নিজে, আপসে, পরস্পর।

◆ **সাপেক্ষ সর্বনাম: যত** চাও **তত** লও; **যত** চেষ্টা করবে **ততই** সাফল্যের সম্ভাবনা; **যত** বড় মুখ নয় **তত** বড় কথা; **যত** গর্জে **তত** বর্ষে না; **যেই** কথা **সেই** কাজ।

অব্যয়

◆ **অব্যয় শব্দ তিন প্রকার কিন্তু অব্যয় পদ চার প্রকার:**

◆ **সংযোজক অব্যয়:** তিনি সৎ, **তাই** সকলেই তাঁকে শ্রদ্ধা করে
সংযোজক অব্যয়গুলো হল– এবং, ও, আর, তথা, তাই, অধিকন্তু, সুতরাং

◆ **বিয়োজক অব্যয়:** 'মন্ত্রের সাধন **কিংবা** শরীর পাতন'; আমরা চেষ্টা করেছি বটে, **কিন্তু** কৃতকার্য হতে পারি নি

◆ **সংকোচক অব্যয়:** তিনি বিদ্বান **অথচ** সৎ ব্যক্তি নন। পলাশ ফুল দেখতে সুন্দর বটে **কিন্তু** গন্ধ নাই। **বরং** না খেয়ে থাকব তবুও ভিক্ষা করব না। তিনি একজন মহৎ লোক **কিন্তু** বদমেজাজী।

◆ **অনন্বয়ী অব্যয়:**

ক. উচ্ছ্বাস প্রকাশে : **মরি মরি!** কী সুন্দর প্রভাতের রূপ!
খ. স্বীকৃতি বা অস্বীকৃতি জ্ঞাপনে : **হ্যাঁ,** আমি যাব। **না,** আমি যাব না।
গ. সম্মতি প্রকাশে : আমি আজ **আলবত** যাব। **নিশ্চয়ই** পারব।
ঘ. অনুমোদন বাচকতায় : আপনি যখন বলেছেন, **বেশ তো** আমি যাব।
ঙ. সমর্থন সূচক জবাবে: **আপনি** যা জানেন তা তো ঠিকই বটে।
চ. যন্ত্রণা প্রকাশে: **উঃ!** পায়ে বড্ড লেগেছে। **নাঃ!** এ কষ্ট অসহ্য।
ছ. ঘৃণা বা বিরক্তিপ্রকাশে: **ছি ছি,** তুমি এত নীচ। **কী আপদ!** লোকটা যে পিছু ছাড়ে না।
জ. সম্বোধনে: **ওগো** আজ তোরা যাস নে ঘরের বাহিরে
ঝ. সম্ভাবনায়: 'সংশয়ে সংকল্প সদা টলে **পাছে** লোকে কিছু বলে।'

ঞ. বাক্যালংকার অব্যয়: কয়েকটি অব্যয় শব্দ নিরর্থক ভাবে ব্যবহৃত হয়ে বাক্যের শোভাবর্ধন করে, এদের বাক্যালংকার অব্যয় বলে। যেমন-
কত না হারানো স্মৃতি জাগে আজও মনে। '**হায়রে** ভাগ্য, **হায়রে** লজ্জা, কোথায় সভা, কোথায় সজ্জা।'

ক্রিয়া পদ

◆ **সমধাতুজ কর্মের ক্রিয়া:** বেশ এক **ঘুম ঘুমিয়েছি;** এমন সুখের **মরণ** কে **মরতে** পারে ? আর মায়া**কান্না কেঁদো** না গো বাপু। আর কত **খেলা খেলবে**।

◆ **প্রযোজক ক্রিয়া:** সাপুড়ে সাপ **খেলায়;** মা শিশুকে চাঁদ **দেখায়**।

◆ **যৌগিক ক্রিয়া:** আমি বই **পড়ে ঘুমাব;** ঘটনাটি **শুনে রাখ**।

◆ **মিশ্র ক্রিয়া:** আমরা তাজমহল **দর্শন করলাম;** এখন **গোল্লায় যাও;** তোমাকে দেখে বিশেষ **প্রীত হলাম;** মাথা **ঝিমঝিম করছে; ঝমঝম করে বৃষ্টি পড়ছে**। এখনও **সাবধান হও,** নতুবা আখের খারাপ হবে

পদ পরিবর্তন

বিশেষ্য	বিশেষণ	বিশেষণ	বিশেষ্য
স্ত্রী	স্ত্রৈণ	হ্রস্ব	হ্রাস
পুর	পৌর	শূর	শৌর্য
সূর্য	সৌর	দীর্ঘ	দৈর্ঘ্য
খেদ	খিন্ন	দুরাত্মা	দৌরাত্ম্য
ফেন	ফেনিল	মহৎ	মহত্ত্ব, মহিমা
বপন	উপ্ত	সুজন	সৌজন্য
পংক্তি	পাংক্তেয়	মধুর	মাধুর্য, মাধুরী, মধুরতা, মধুরিমা, মধুরত্ব
আদি	আদ্য, আদিম	মহৎ	মহিমা, মহত্ত্ব
প্রতীচী	প্রতীচ্য	বিদগ্ধ	বৈদগ্ধ্য
প্রাচী	প্রাচ্য	সুকুমার	সৌকুমার্য
পঙ্ক	পঙ্কিল	আভ্যন্তরীণ	অভ্যন্তর
ঋষি	আর্য	উচিত	ঔচিত্য
অনুবাদ	অনূদিত	কুমার	কৌমার্য
গ্রন্থ	গ্রন্থিত	কৃপণ	কৃপণতা, কার্পণ্য
কণ্ঠ	কণ্ঠ্য	দরিদ্র	দারিদ্র, দরিদ্রতা
জন্ম	জাত	সুষ্ঠু	সুষ্ঠুতা, সৌষ্ঠব
ভূত	ভূতুড়ে, ভৌতিক	উচিত	ঔচিত্য
সন্ধ্যা	সান্ধ্য	প্রিয়	প্রীতি, প্রেম
সেচন	সিক্ত	গুরু	গুরুত্ব, গৌরব, গরিমা
প্রাচী	প্রাচ্য	ঋজু	ঋজুতা, আর্জব
পা	পেয়	বহু	ভূমা
দেব	দৈব	শীত	শৈত্য
পঙ্ক	পঙ্কিল	সুন্দর	সৌন্দর্য
বন	বুনো, বন্য	দীর্ঘ	দৈর্ঘ্য, দ্রাঘিমা
ভোজন	ভুক্ত	মন্দ	মান্দ্য
বাক	বাগীশ	বিকার	বিকৃত
লয়	লীন	পরিবর্তন	পরিবর্তিত
ধূসর	ধূসরিত	শোভা	শোভিত
শিক্ষা	শিক্ষিত	প্রচলন	প্রচলিত

ক্রিয়ার কাল

☞ **নিত্যবৃত্ত বর্তমান:** বর্তমানের অভ্যাস বা চিরন্তন সত্য বুঝালে তাকে নিত্যবৃত্ত বর্তমান বলে।

১. **চিরন্তন সত্য** → যা নিত্যবৃত্ত বর্তমান
যেমন:সূর্য পূর্ব দিকে উদিত হয়।
২. **বর্তমানের অভ্যাস**→ যা নিত্যবৃত্ত বর্তমান
যেমন: আমি রোজ সকালে হাঁটি, তিনি রোজ দশটায় অফিসে যান।
অনিশ্চয়তা প্রকাশে: কে জানে দেশে আবার দুর্ভিক্ষ হবে কি না।
ঐতিহাসিক বর্তমান : বাবরের মৃত্যুর পর হুমায়ুন দিল্লীর সিংহাসনে বসেন।
৩. **কাব্যের ভণিতায় :** মহাভারতের কথা অমৃত সমান, কাশীরাম দাস ভনে শুনে পুণ্যবান।

☞ **নিত্যবৃত্ত অতীত-** যে ক্রিয়া আগে সচরাচর ঘটত, অথবা অতীতে যে কাজের অভ্যাস ছিল তার কালকে নিত্যবৃত্ত অতীত কাল বলে। যেমন- আমি কাজটি করতাম।

১. অতীতের অভ্যাস
২. পৃথিবীতে অসম্ভব বলে যা আছে। যেমন- অসম্ভব চিন্তা, কল্পনা, কাজ।
৩. যত unreal contional sentence (বাস্তবিক অসম্ভব বাক্য) রয়েছে।

➡ **নিত্যবৃত্ত অতীতের ব্যবহার :**

১. অসম্ভব কল্পনায় : সাতাশ হত যদি একশ সাতাশ।
২ সম্ভাবনা প্রকাশে : তুমি যদি যেতে, তবে ভালই হত।
৩. কামনা প্রকাশে : আজ যদি সুমন আসত, কেমন মজা হত।

www.preparationsbd.com

- ❑ কোন বাক্যে যদি, যখন, যেন থাকলে→ ক্রিয়াপদ যদি বর্তমান বা ভবিষ্যৎ কালে হয় তবে বাক্যটি হবে নিত্যবৃত্ত বর্তমান। ক্রিয়াপদ যদি অতীত কালের হয় তবে বাক্যে হবে নিত্যবৃত্ত অতীত কাল।
  ১. আজ যদি ও আসে (বর্তমান) তবে অনেক মজা হবে। (ভবিষ্যৎ)
  ২. আজ যদি ও আসত (অতীত) তবে অনেক মজা হত। (অতীত)
- ❑ কোন বাক্যে নেই, নাই, নি থাকলে বাক্যের ক্রিয়া যেই কালেরই হোক না কেন বাক্যটি হবে সাধারণ বর্তমান কাল। যেমন: তিনি গতকাল বাড়ি আসেনি।

ক্রিয়ার ভাব

☞ **অনুজ্ঞা ভাব:**

ক) আদেশাত্মক : বর্তমান কালে: আমটা খাও।
ভবিষ্যৎ কালে : কাল দেখা হবে।
খ) নিষেধাত্মক: বর্তমান কালে : অন্যায় কাজ করো না।
ভবিষ্যৎ কালে : মিথ্যা বলবে না।
গ) অনুরোধসূচক: বর্তমান কালে: ছাতাটা দিন তো ভাই।
ভবিষ্যৎ কালে: আপনারা আসবেন।
ঘ) উপদেশাত্মক: বর্তমান কালে: মানুষ হও।
ভবিষ্যৎ কালে: স্বাস্থ্যের প্রতি দৃষ্টি রেখো।

ক. বর্তমান কাল

১. আদেশ : কাজটি করে ফেল। তোমরা এখন যাও।
২. উপদেশ : সত্যকথা গোপন করো না।
: কড়া রোদে ঘোরাফেরা করিস না।
: পাতিস নে শিলাতলে পদ্মপাতা।
৩. অনুরোধ : আমার কাজটা এখন কর।
: অঙ্কটা বুঝিয়ে দাও না।
৪. প্রার্থনা : আমার দরখাস্তটা পড়ুন।
৫. অভিশাপ : মর, পাপিষ্ঠ।

খ. ভবিষ্যৎ কালের অনুজ্ঞা

১. আদেশে : সদা সত্য কথা বলবে।
২. সম্ভাবনায় : চেষ্টা কর, সবই বুঝতে পারবে।
৩. বিধান অর্থে: রোগ হলে ওষুধ খাবে।
৪. অনুরোধ : কাল এক বার এসো (বা আসিও বা আসিবে)

☞ **সাপেক্ষ ভাব:**

ক) সম্ভাবনায়: তিনি ফিরে এলে সব কিছুর মীমাংসা হবে। যদি সে পড়ত তবে পাশ করত।
খ) উদ্দেশ্য বোঝাতে: ভাল করে পড়লে সফল হবে।
গ) ইচ্ছা বা কামনায়: আজ বাবা বেঁচে থাকলে আমার এত কষ্ট হত না।

☞ **আকাঙ্ক্ষক ভাব:**

সে যাক। যা হয় হোক। সে একটু হাসুক। বৃষ্টি আসে আসুক। তার মঙ্গল হোক।

কারক

☞ কারক = √কৃ + নক

☞ বাক্যস্থিত ক্রিয়াপদের সঙ্গে নাম পদের যে সম্পর্ক, তাকে কারক বলে।

অধিকরণ কারক

তিলে তৈল আছে - অধিকরণে ৭মী
ছাদে পানি পড়ে। – অধিকরণে ৭মী
এ **জমিতে** সোনা ফলে। – অধিকরণে ৭মী
কপালের লেখা না যায় খণ্ডন। অধিকরণে ৬ষ্ঠী
গাছে কাঁঠাল **গোঁফে** তেল। – অধিকরণে ৭মী
গগনে গরজে মেঘ ঘন বর্ষা। – অধিকরণে ৭মী
পাতায় পাতায় পড়ে নিশির শিশির। – অধিকরণে ৭মী
বন্যেরা **বনে** সুন্দর শিশুরা **মাতৃক্রোড়ে**। – অধিকরণে ৭মী
সর্বাঙ্গে ব্যথা ঔষধ দিব কোথা। – অধিকরণে ৭মী
শিশুগণ দেয় মন নিজ নিজ **পাঠে**। – অধিকরণে ৭মী
বসন্তে কোকিল ডাকে। – অধিকরণে ৭মী
রাতে মশা **দিনে** মাছি, এই নিয়ে **ঢাকায়** আছি। – অধিকরণে ৭মী
শরতে ধরাতল শিশিরে ঝলমল। – অধিকরণে ৭মী
তিরিশ বছর ভিজায়ে রেখেছি দুই নয়নের জলে।–অধিকরণে শূন্য
মিম **অংকে** ভালো কিন্তু **ব্যাকরণে** কাঁচা। – অধিকরণে ৭মী
আমাদের সেনারা **সাহসে** দুর্জয়, **যুদ্ধে** অপরাজেয়।– অধিকরণে ৭মী
সূর্যোদয়ে অন্ধকার দূরীভূত হয়।– অধিকরণে ৭মী
কান্নায় শোক মন্দীভূত হয়। – অধিকরণে ৭মী
বিপদে যেন করিতে পারি জয়-অধিকরণে ৭মী।
কাননে কুসুমকলি সকলি ফুটিল। – অধিকরণে ৭মী।
অঙ্গে আঁচল সুনীল বরণ, রুনুঝুনু রবে- অধিকরণে ৭মী
এ বৎসর ভাল ফসল জন্মিয়াছে –অধিকরণে শূন্য।
একদিন পাপের ফল ফলিবে –অধিকরণে শূন্য।
বসন্তে নানা রকমের ফুল ফোটে –অধিকরণে ৭মী।
গুণ্ডারা পথিকের **মাথায়** লাঠি মারিয়াছে –অধিকরণে ৭মী।
হে **অতীত**, তুমি **ভুবনে ভুবনে** –অধিকরণে ৭মী।
বিপদে সে উতলা হইয়াছে –অধিকরণে ৭মী।
ফলে না সকল **বৃক্ষে** সুমধুর ফল – অধিকরণে ৭মী।
অতিবড় বৃদ্ধ পতি **সিদ্ধিতে** নিপুণ – অধিকরণে ৭মী।
আকাশ আজি মেঘলা যেয়ো নাকো একলা – অধিকরণে শূন্য।
আমারে দেখিতে যাইয়ো কিন্তু **উজান তলীর গাঁ** – অধিকরণে শূন্য।
সৌন্দর্যে কার না অরুচি আসে – অধিকরণে ৭মী।
প্রাসাদ হইতে তাহাকে ডাকিলাম –অধিকরণে ৫মী।
এ **বৎসর** বড়ই বিপদ –অধিকরণে শূন্য।
মিটাবো আপন **মনে** –অধিকরণে ৭মী।

অপাদান কারক

শুক্তি থেকে মুক্তো মেলে। – অপাদানে ৫মী
খেজুর রসে গুড় হয়। – অপাদানে ৭মী
টাকায় টাকা হয়। – অপাদানে ৭মী
লোকমুখে এ কথা শুনেছি। – অপাদানে ৭মী
কত **ধানে** কত চাল তা আমি জানি।– অপাদানে ৭মী
ধানেতে তৈরি হয় মুড়ি চিড়ে খই। – অপাদানে ৭মী
লোভে পাপ **পাপে** মৃত্যু। – অপাদানে ৭মী
কথায় কথা বাড়ে। – অপাদানে ৭মী
জ্ঞানে আনন্দ লাভ হয়।– অপাদানে ৭মী
মনে পড়ে সেই জৈষ্ঠ্যের দুপুরে **পাঠশালা** পলায়ন।– অপাদানে শূন্য
বাঘে ভয় হয়। – অপাদানে ৭মী
যেখানে **বাঘের** ভয়, সেখানে সন্ধ্যে হয়। – অপাদানে ৬ষ্ঠী
ভূতকে আবার কিসের ভয়। – অপাদানে ২য়া
আমি কি ডরাই সখী ভিখারী **রাঘবে**। – অপাদানে ৭মী
পরাজয়ে ডরে না বীর।– অপাদানে ৭মী
তিলে তৈল হয় – অপাদানে ৭মী
জমিতে ফসল ফলে – অধিকরণে ৭মী
জমি থেকে ফসল পাই– অপাদান ৫মী
বিপদে অধীর হইও না – অধিকরণে ৭মী
রহিমের চেয়ে করিম অনেক ভালো– অপাদানে ৫মী
প্রাণের চেয়ে প্রিয়। অপাদানে ৫মী
লোভে পাপ, **পাপে** মৃত্যু। অপাদানে ৭মী; করণে ৭মী

www.preparationsbd.com

কুকর্মে বিরত হও। অপাদানে ৭মী
তর্কে বিরত হও। অপাদানে ৭মী
ধর্ম হতে বিচলিত হয়ো না। অপাদানে ৫মী
সুখের চেয়ে শান্তি ভাল। অপাদানে ৫মী
তোমার চেয়ে বড় বন্ধু আমার নাই –অপাদানে ৫মী।
চোরের **মুখ দিয়ে** রক্ত পড়ছে –অপাদানে ৩য়া।
সরিষা হইতে তৈল হয় –অপাদানে ৫মী।
ধর্ম হইতে বিচলিত হইও না –অপাদানে ৫মী।
লোকমুখে শোনা যায় –অপাদানে ৭মী।
চোরের ভয়ে ঘুম আসে না –অপাদানে ৬ষ্ঠী।
সুখের চেয়ে শান্তি ভাল –অপাদানে ৫মী।
আমাদের **ছাদে** পানি পড়ে –অপাদানে ৭মী।
পড়ায় বিরত হয়ো না –অপাদানে ৭মী।
পাপ হইতে পুণ্য পৃথক – অপাদানে ৫মী।

করণ কারক

সে **পীড়ায়** হয়েছে দুর্বল-করণ কারকে ৭মী।
ব্যবহারে বংশের পরিচয়- করণ কারকে ৭মী।
শিকারি বিড়াল **গোঁফে** চেনা যায়-করণে ৭মী।
ছেলেরা **তাস** খেলে পড়া নষ্ট করছে- করণ কারকে শূন্য।
বড় হও **স্বীয় চেষ্টায়**- করণকারকে ৭মী।
ডাকাতরা গৃহস্বামীর মাথায় **লাঠি** মেরেছে– করণ কারকে শূন্য
লাঙ্গল দ্বারা জমি চাষ করা হয়। – করণ কারকে তৃতীয়া
চেষ্টায় সব হয়।– করণ কারকে ৭মী
আমার সোনার **ধানে** গিয়াছে ভরি –করণে ৭মী।
আলোয় আঁধার কাটিয়া যায় –করণে ৭মী।
টাকায় বাঘের দুধ মিলে –করণে ৭মী।
ব্যায়ামে শরীর ভাল থাকে –করণে ৭মী।
কালির দাগ সহজে উঠে না –করণে ৬ষ্ঠী।
নৌকাতে নদী পার হওয়া যায় –করণে ৭মী।
তাহারা **পাশা** খেলিতেছে – করণে শূন্য।
এ **কলমে** ভাল লেখা হয় না –করণে ৭মী।
হাতের তৈরী জিনিস আমার প্রিয় –করণে ৬ষ্ঠী।
কলমের খোঁচা দিও না –করণে ৬ষ্ঠী।
জ্যোৎস্নাতে আলোকিত এই রাত্রি –করণে ৭মী।
পুত্র হতে পিতৃসুখ আর হবে না –করণে ৫মী।
বড় **দুঃখে** আপনার শরণ লইয়াছি –করণে ৭মী।
বাষ্পে কল চালানো হয় –করণে ৭মী।
সময়ে সবই হয় –করণে ৭মী।
তোমার মহিমা যেন **জ্বলন্ত অক্ষরে** লেখা –করণে ৭মী।
ব্যবহারেই ইতর-ভদ্র চেনা যায় – করণে ৭মী।
মাংস **আগুনে** সিদ্ধ কর – করণে ৭মী।
সে **পীড়ায়** দুর্বল হয়ে পড়েছে – করণে ৭মী।
সে **কানে** শোনে না – করণে ৭মী।
পাখিকে **তীর** মারো – করণে শূন্য।
মদে তাহার সর্বনাশ হইয়াছে – করণে ৭মী।
উদ্যম বিহনে কার পুরে মনোরথ? – করণে শূন্য।
চিররোগী কি **আশায়** বাঁচে? – সম্প্রদানে ৭মী।
পাপী **পশুর** অধম – অপাদানে ৬ষ্ঠী।
আগুনে সেক দাও – করণে ৭মী।
জটাতে তাপস চিনি – করণে ৭মী।
লোকটা **জাতিতে** বৈষ্ণব – করণে ৭মী।

বাক্য প্রকরণ

✓ ভাষার মূল উপাদান ধ্বনি
✓ ভাষার মূল উপকরণ বাক্য
✓ বাক্যের মূল উপাদান শব্দ

✓ একটি আদর্শ বাক্যের বা সার্থক বাক্যের তিনটি গুণ থাকতে হয়।
১. আকাঙ্ক্ষা ২. আসত্তি ৩. যোগ্যতা

✓ যোগ্যতা
বাক্যস্থিত পদসমূহের অন্তর্গত এবং ভাবগত মিলবন্ধনের নাম যোগ্যতা
বাক্যের যোগ্যতা ৬টি বিষয়ের উপর নির্ভর করে- এই ৬টির অন্তত একটি থাকলে বাক্য যোগ্যতার গুণ হারাবে।
✓ ১. দুর্বোধ্যতা
✓ ২. উপমার ভুল প্রয়োগ
✓ ৩. বাগধারার শব্দ পরিবর্তন
✓ ৪. বাহুল্যতা
✓ ৫. রীতিসিদ্ধ অর্থবাচকতা
✓ ৬. গুরুচণ্ডালী দোষ
গরুর শকট, শব পোড়া, মড়া দাহ

❑ সরল বাক্যের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ:
১. বার্ধক্যকে সবসময় বয়সের ফ্রেমে বাঁধা যায় না।
২. সমাজে পেশীশক্তির চেয়ে সৌজন্যের মর্যাদা বেশী।
৩. আমাদের পৃথিবী আমরা আমাদের মনের মতো করিয়া গড়িয়া লইব।
৪. ধর্ম আমাদের ইসলাম হইলেও প্রাণের ধর্ম আমদের তারুণ্য।
৫. কবির মতিগতি শিক্ষকের মতিগতির সম্পূর্ণ বিপরীত।
৬. ফরিয়াদী প্রসন্ন গোয়ালিনী।
৭. বেদিতে না বসলে আমাদের উপদেশ কেউ মানে না।
৮. হযরত মুহম্মদ (সাঃ) ছিলেন একজন আদর্শ মানব।
৯. তুমি অধম বলে আমি উত্তম হবো না কেন?
১০. সুশিক্ষিত লোক মাত্রই স্বশিক্ষিত।
১১. প্রকৃতির রাজ্যের নিয়ম ভঙ্গ হয় না।
১২. ধনহীন ব্যক্তি সমাজে উপেক্ষিত।
১৩. সুনাম পেতে চাইলে নামের প্রতি লোভ ছাড়।
১৪. আমরা বাইরে আসলেও স্বাধীনতা পাইনি।
১৫. পরের উপকারীকে সকলেই শ্রদ্ধা করে।

❑ মিশ্র বা জটিল বাক্যের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ:
১. যেহেতু পড়াশোনা করেছ, সেহেতু কৃতকার্য হবেই।
২. লেখাপড়া করে যে, গাড়ি ঘোড়া চড়ে সে।
৩. ধনধান্যে পুষ্পে ভরা, আমাদের এই বসুন্ধরা।
৪. যে ব্যক্তির মাথায় বুদ্ধি নেই, সে পরের সমালোচনায় উদ্বিগ্ন হয়।
৫. লেখাপড়া বিষয়ে তার যে গভীর অনুরাগ ছিল, একথা বলা যায় না।
৬. তুমি আসবে বলে হে স্বাধীনতা, সখিনা বিবির কপাল ভাঙল।
৭. যারা ভালো ছাত্র, তারা শিক্ষককে শ্রদ্ধা করে।
৮. যাদের বুদ্ধি নেই, তারাই একথা বিশ্বাস করবে।
৯. আমি মাঠে গিয়ে দেখলাম, খেলা শেষ হয়ে গিয়েছে।
১০. যেহেতু তুমি প্রথম হয়েছে, সেহেতু পুরস্কার তুমিই পাবে।
১১. যেহেতু বৃষ্টিতে ভিজেছ, সেহেতু সর্দি তোমার হবেই।
১২. যে পরিশ্রম করে, সেই সুখলাভ করে।
১৩. সবাই জানেন যে, কালো টাকার মালিকগণ সুখী হন না।
১৪. যদি তারে নাই চিনি গো, সে কি আমায় নেবে চিনে।
১৫. তিনি বাড়ি আছেন কিনা আমি জানি না।
১৬. খাঁটি সোনার চাইতে খাঁটি আমার দেশের মাটি।
১৭. যতই করিবে দান, ততই যাবে বেড়ে।
১৮. তুমি ঢাকায় যাবে বলে, আমি উদ্বিগ্ন হয়ে আছি।
১৯. যেহেতু নির্বাচন হয়েছে, সেহেতু দেশে গণতন্ত্র ফিরে আসবেই।

www.preparationsbd.com

❑ যৌগিক বাক্যের গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ:

১. সে না এলে তুমি যাবে না, কিন্তু সে বলে পাঠিয়েছে যে তার আসতে দেরি হবে।
২. সে কারো বশ্যতা স্বীকার করতে চায় না, এদিকে টাকার অভাব হলেই যার তার কাছে আত্মসম্মান বলি দিয়ে হাত পাতে।
৩. তিনি অত্যন্ত দরিদ্র কিন্তু তাঁর অন্তঃকরণ অতিশয় উচ্চ।
৪. উদয়াস্ত পরিশ্রম করব, তথাপি অন্যের দ্বারস্থ হব না।
৫. গিয়াস পড়াশোনা করেছিল প্রচুর কিন্তু পরীক্ষায় পাস করে নি।
৬. তিনি আমাকে দশটি টাকা দিলেন এবং বাড়ি যেতে বললেন।
৭. মানুষ সূর্যোদয়ে আনন্দিত হয় এবং রাত্রির আগমনে পুলকিত হয়ে থাকে।
৮. তার বয়স হয়েছে, কিন্তু বুদ্ধি হয় নি।
৯. মোহিতলাল মজুমদার ভালো অধ্যাপক ছিলেন এবং তিনি বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ রচনা করেন।
১০. জননেতা জনগণকে উৎসাহিত করলেন বটে, কিন্তু কোনো পথ দেখাতে পারলেন না।
১১. তাঁর টাকা আছে, কিন্তু তিনি দান করেন না।
১২. আমি বহু কষ্ট করেছি, ফলে শিক্ষা লাভ করেছি।
১৩. তার বয়স বেড়েছে, কিন্তু বুদ্ধি পাকে নি।
১৪. মন্ত্রী এলাকা পরিদর্শনে যাবেন ও বন্যার্তদের তিনি সাহায্য দেবেন।
১৫. তারা দুজনে খুব ঝগড়া করে বটে, কিন্তু একজন যদি খাবার জন্য একটি বার্গার পায় দুজনে ভাগ করে খায়।
১৬. মিথ্যা কথা বলি নি, তাই বিপদে পড়েছি।
১৭. মেঘ গর্জন করে, তবে ময়ূর নৃত্য করে।
১৮. বিপদ এবং দুঃখ এক সময়ে আসে।

বাচ্য

✓ কর্মকর্তৃবাচ্য:

আযান হচ্ছে।
সুতি কাপড় অনেক দিন টিকে।
ট্রেনটি দ্রুত চলছে, ঢোল বাজে।
শঙ্খ বাজে।
বাঁশি বাজে ঐ মধুর লগনে।
বাজনা বাজে।
ফুল ফোটে, কাজটা ভাল দেখায় না।

যতি বা ছেদ চিহ্ন

- ◆ বাংলা একাডেমি প্রমিত বাংলা ভাষা ব্যাকরণ গ্রন্থ অনুসারে যতি চিহ্নের সংখ্যা–১৬টি। আর বিরাম চিহ্নের সংখ্যা–৯টি। যেসব যতি চিহ্নগুলোর মধ্যে থামতে হয় সেগুলোই বিরাম চিহ্ন।
- ◆ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তার উপন্যাস 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' তে প্রথম যতি চিহ্ন ব্যবহার করেন।
- ◆ পূর্ণবাক্যের শেষে বসে তিনটি চিহ্ন (।, ?, !)।

✦ এক নজরে বিরাম চিহ্নের বিরতির চিত্র:

১ সেকেন্ড থামতে হবে → দাঁড়ি, জিজ্ঞাসা, বিস্ময়, কোলন, কোলন ড্যাশ, ড্যাশ
থামার প্রয়োজন নেই → হাইফেন, ইলেক, ব্রাকেট
১ বলতে যেসময় লাগে → কমা, উদ্ধরণ চিহ্ন
১ বলার দ্বিগুণ থামতে হবে → সেমিকোলন

✦ বিরাম চিহ্নের ব্যবহার:

১. একটি অপূর্ণ বাক্যের পরে অন্য একটি বাক্যের অবতারণা করতে হলে কোলন (:) ব্যবহৃত হয়। যেমন সভায় সাব্যস্ত হল: এক মাস পরে নতুন সভাপতির নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

২. উদাহরণ বা দৃষ্টান্ত প্রয়োগ করতে হলে কোলন এবং ড্যাস (:-) চিহ্ন এক সঙ্গে ব্যবহৃত হয়। যেমন– পদ পাঁচ প্রকার:- বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম, অব্যয় ও ক্রিয়া।

৩. সমাসবদ্ধ পদের অংশগুলো বিচ্ছিন্ন করে দেখাবার জন্য হাইফেনের(–) ব্যবহার হয়। যেমন– এ আমাদের শ্রদ্ধা-অভিনন্দন, আমাদের প্রীতি-উপহার।

৪. প্রথম বন্ধনীটি () বিশেষ ব্যাখ্যা মূলক অর্থে সাহিত্যে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যেমন– ত্রিপুরায় (বর্তমানে কুমিল্লা) তিনি জন্মগ্রহণ করে।

✦ ব্যাকরণিক চিহ্ন:

ব্যাকরণিক চিহ্ন আছে মোট ৪ টি

১. √ ধাতুদ্যোতক চিহ্ন
২. > পূর্ববর্তী রূপবোধক চিহ্ন
৩. < পরবর্তী রূপবোধক চিহ্ন
৪. = সমানবাচক বা সমস্তবাচক

শুদ্ধিকরণ

✦✦✦ ভাইয়ারা আপুরা ভাবার কিছু নাই নিচের সবগুলো চিন্তা ছাড়া মুখস্থ করবে...... যদি কোন বানানে Problem হয় তবে সরাসরি বাংলা অভিধান দেখবে..... যদি কোন ব্যাকরণ বই follow কর তবে সেখানেও বানান ভুল থাকতে পারে...... অতএব যা বললাম তাই করবে.... OK ✦✦✦

০১. **গুরুত্বপূর্ণ**

মূর্ধন্য	ত্রিভুজ	দ্বন্দ্ব	স্বায়ত্তশাসন
ভৌগোলিক	ন্যূনতা	গড্ডলিকা	অহর্নিশ
সরস্বতী	বাল্মীকি	নিরীহ	আকাঙ্ক্ষা
অতীত	সংবর্ধনা	শাশ্বত	ভাগীরথী
বীণাপাণি	সান্ত্বনা	নৃশংস	উচিত
ধ্বস্	শস্য	পুনর্গঠন	কোষ্ঠ
অত্যধিক	পুনর্বাসন	গোষ্ঠী	দুরবস্থা

☞ পিপীলিকা শব্দের 'প প ল কা' নিয়ে আমাদের কারোর কোন সমস্যা নেই। শুধু সমস্যা হল ' ি ী ি ' এই তিনটি নিয়ে। বন্ধুরা, তোমার হাতের আঙ্গুলের কোন একটি অংশ কেটে গেলে কি তুমি পুরো হাতে ঔষধ লাগাও? অবশ্যই না। যেখানে কেটেছে সেখানেই লাগাও। অতএব একটি শব্দের পুরো অংশ তোমার সমস্যা নয়, কেবল যেখানে সমস্যা সেটিই তুমি মুখস্থ রাখবে। পিপীলিকা শব্দের ' ি ী ি ' এই তিনটি সমস্যা। ি = ১ এবং ী = ২ ধরলে দাড়ায় ১২১। অতএব পিপীলিকা শব্দের '১২১' মনে রাখলে হবে। আশা করি বাকি গ্রুপগুলো বুঝতে পারবে।

গ্রুপ ১২১

মুমূর্ষু	পিপীলিকা	বিভীষিকা
নির্মীলিত	নিপীড়িত	

গ্রুপ ১২

মুহূর্ত	শুশ্রূষা	নিরীক্ষণ
নিরীহ	নিশীথ	দুরূহ
মধুসূদন		

গ্রুপ ১১১১

মুহুর্মুহু	অপিনিহিতি

www.preparationsbd.com

গ্রুপ ১২১২

নিশীথিনী	কিরীটিনী

গ্রুপ ২১

কনীনিকা	মরীচিকা	শারীরিক
দধীচি	বাল্মীকি	বীণাপাণি
জীবিকা/	জীবিত	নূপুর
প্রতীতি	বীচি	বীথি
অতীন্দ্রিয়		

গ্রুপ ২২

সমীচীন	মহীয়সী	গরীয়সী
ভাগীরথী	হরীতকী	পটীয়সী
উদীচী	প্রতীচী	মনীষী

::জীবী::

শ্রমজীবী	ক্ষীণজীবী	বুদ্ধিজীবী
কৃষিজীবী	আইনজীবী	চাকরিজীবী
পেশাজীবী		

যে কারণে ATM (এক টাকা মুখস্থ) বইটি আপনি পড়বেন...

৪০তম বিসিএস এ শুধু ATM বই থেকেই বিরচন অংশের ৯টি থেকে হুবহু ৯টি প্রশ্ন কমন ছিল ।

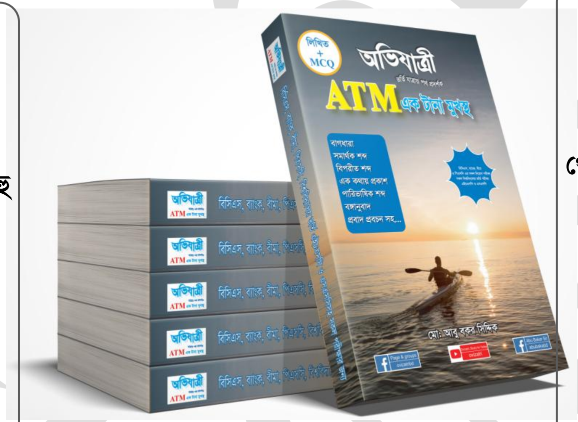

যে কারণে ATM (এক টাকা মুখস্থ) বইটি আপনি পড়বেন...

৪০তম বিসিএস এ শুধু ATM বই থেকেই বিরচন অংশের ৯টি থেকে হুবহু ৯টি প্রশ্ন কমন ছিল ।

যেভাবে সাজানো হয়েছে অভিযাত্রী:

০১. তথ্যের চিত্রসহ উপস্থাপন: ব্যাকরণ ও সাহিত্যের প্রতিটি অংশের এবং উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ এবং গল্পের কভার ছবিসহ উপস্থাপিত হয়েছে যেন ছবির সাথে মিলিয়ে আপনার চিন্তায় আনায়াসে সব পড়া স্থায়ী করতে পারেন ।

০২. বিগত সালগুলোতে আসা বিসিএস, পিএসসি, ব্যাংক ও বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তির গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলো উত্তরসহ আলাদা ভাবে সংযোজন করা আছে। অনুশীলনের সুবিধার্থে প্রশ্নের ডান পাশেই উত্তর দেয়া আছে। যা আপনারা মডেল টেস্ট হিসেবেও ব্যবহার করতে পারেন ।

০৩. লিখিত পরীক্ষার তথ্য উপস্থাপন: বিসিএসে আসা সকল লিখিত পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর আলাদাভাবে প্রতিটি সম্পর্কিত বিষয়ের সাথে এমনভাবে উপস্থাপিত হয়েছে ।

০৪. অপ্রয়োজনীয় অংশ বর্জিত ও Motivational বাণী সংযোজিত যা আপনাকে অফুরন্ত মানসিক শক্তি এনে দিবে আপনার Inspiration অভিযাত্রীই হবে ।

০৫. ১০ম থেকে ৪০তম প্রতিটি বিসিএস এর সকল MCQ এবং লিখিত প্রশ্নোত্তর ব্যাখ্যা সহযোগে সংযোজন ।

অভিযাত্রীই হোক আপনার সাফল্যের অংশীদার ।

www.preparationsbd.com

বাংলা সাহিত্য

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস

- ➢ বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম রূপ / শাখা – কাব্য ।
- ➢ বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম সৃষ্টি – ছড়া ।
- ➢ সাহিত্য শব্দটি – সংস্কৃত শব্দ ।

● প্রাচীন যুগ:

■ চর্যাপদ

- ✓ বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন/প্রাচীনতম নিদর্শন/ প্রথম গ্রন্থ ।
- ✓ এটি গানের সংকলন ।
- ✓ এটি মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত ।
- ✓ ভাষা:- আলো আঁধারি ভাষা বা সান্ধ্যভাষা ।
- ✓ আবিষ্কারক:- মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী; নেপালের রাজদরবারের রয়েল লাইব্রেরী থেকে আবিষ্কার করেন ।
- ✓ অবিস্কৃত হয় – ১৯০৭ সালে ।
- ✓ প্রকাশিত হয় – ১৯১৬ সালে (আবিষ্কারের ৯ বছর পর) ।
- ✓ চর্যাপদের ভাষাকে বাংলায় প্রতিপন্ন করেন – ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ।
- ✓ চর্যাপদের বাঙালি রচয়িতা – শবরপা (তিনি চর্যাকর ছিলেন) ।

➢ ডাক ও খনার বচন বাংলা সাহিত্যের আদিযুগের সৃষ্টি ।

- ✓ **ক) ডাকের বচন:**- জ্যোতিষ ক্ষেত্রতত্ত্ব ও মানব চরিত্রের ব্যাখ্যা প্রাধান্য পেয়েছে ।
- ✓ **খ) খনার বচন:**- কৃষি ও আবহাওয়ার কথা প্রাধান্য পেয়েছে ।

■ মধ্যযুগ:

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন

- ✓ মধ্যযুগের প্রথম নিদর্শন /প্রথম কাব্য ।
- ✓ সর্বজন স্বীকৃত ও খাঁটি বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম কাব্য গ্রন্থ ।
- ✓ আবিষ্কারক : বসন্ত রঞ্জন রায় ।
- ✓ আবিস্কৃত হয় :- ১৯০৯ সালে ।
- ✓ প্রকাশিত হয়: ১৯১৬ সালে ।
- ✓ রচয়িতা: বড়ু চণ্ডীদাস ।

➢ মৈমনসিংহ গীতিকা:-

- ✓ সংগ্রহ করেন – চন্দ্রকুমার দে ।
- ✓ সম্পাদনা করেন ড. দীনেশচন্দ্র সেন, তিনি বাংলা সাহিত্যের প্রথম ইতিহাস বিষয় গ্রন্থ রচনা করেন ।
- ✓ প্রথম প্রকাশিত হয় – ১৯২৩ সালে ।
- ✓ এটি বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলার নেত্রকোনা ও কিশোরগঞ্জের নিম্নাঞ্চলের লোকমুখে প্রচারিত ও প্রচলিত কবিতা বা গীত সমূহের সংকলন ।
- ✓ এটি ২৩ টি ভাষায় অনূদিত হয় ।

■ আধুনিক যুগ

- ➢ আধুনিক যুগের প্রধান বৈশিষ্ট্য – মানবতা ।
- ➢ বাংলা গদ্যের উদ্ভব ও বিকাশ ঘটে – উনিশ শতকে ।
- ➢ আধুনিক যুগের নিদর্শন – বাংলা গদ্য ।
- ➢ বাংলা গদ্যের পথিকৃৎ/ প্রবর্তক – উইলিয়াম কেরি ।
- ➢ বাংলা গদ্যের/ সাধু রীতির জনক – ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ।
- ➢ বাংলা গদ্য ছন্দ প্রচলন করেন – রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ।
- ➢ বাংলা গদ্য লেখার সূচনা হয় – ইংরেজদের হাতে ।
- ➢ বাংলা চলিত রীতির জনক – প্রমথ চৌধুরী ।
- ➢ বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক উপন্যাস – দুর্গেশনন্দিনী (১৮৬৫)
  - ✓ রচয়িতা – বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ।
- ➢ বাংলা সাহিতের সর্বাধিক সমৃদ্ধধারা – গীতি কবিতা/গীতিকাব্য ।
  - ✓ গীতিকাব্যের মূল সুর – প্রকৃতি ও নারী প্রেম ।
- ➢ কথা সাহিত্য বলতে বুঝায় – ছোটগল্প ও উপন্যাস ।
- ➢ ছোট গল্পের প্রবর্তক – রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ।
- ➢ বাংলা সাহিত্যের প্রথম নাটক (অনুবাদকৃত) – ভদ্রার্জুন (১৮৫২)
  - ✓ রচয়িতা – তারাচরণ শিকদার ।
- ➢ বাংলা সাহিত্যের প্রথম মৌলিক নাটক – কুলীনকুল সর্বস্ব ।
  - ✓ রচয়িতা – রামনারায়ণ তর্করত্ন (তর্করত্ন উপাধি) ।
- ➢ বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক নাটক – শর্মিষ্ঠা । রচয়িতা – মাইকেল মধুসূদন দত্ত ।
- ➢ বাংলা সাহিত্যের প্রথম ট্রাজেডী নাটক/বিয়োগান্তক নাটক – কীর্তিবিলাস (১৮৫২) ।
  - ✓ রচয়িতা – যোগেন্দ্রচন্দ্র গুপ্ত ।
- ➢ বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক ট্রাজেডী বিয়োগান্তক নাটক – কৃষ্ণকুমারী ।
  - ✓ রচয়িতা – মাইকেল মধুসূদন দত্ত ।
- ➢ বাংলা নাটকের পথিকৃৎ – মাইকেল মধুসূদন দত্ত ।

বাংলা সাহিত্য

১. লোক সাহিত্য বলতে কী বোঝায় ?
উত্তর: লোক সাহিত্য বলতে জনসাধারণের মুখে মুখে প্রচলিত গাঁথা কাহিনী, গান ছড়া প্রবাদ ইত্যাদিকে বোঝায় । লোক সাহিত্য সাধারণত কোন ব্যক্তি বিশেষের একক সৃষ্টি নয় । এ সাহিত্যের নির্যাস আধুনিক সাহিত্যের প্রাণ সঞ্চার করেছে ।

০২. লোক সাহিত্য সংগ্রহকারী সংগঠনকে কী বলা হয় ?
উত্তর: Folklore Society.

০৩. লাইলী-মজনু কে রচনা করেন ?এর মূল উৎস কী ?
উত্তর: দৌলত উজীর বাহরাম খান । এর মূল উৎস আরবীয় লোকগাঁথা ।

০৪. কার রচনার অনুসরণে 'ভ্রান্তি বিলাস' রচিত হয় ?
উত্তর: শেক্সপীয়রের The comedy of Errors-এর অনুকরণে ।

০৫. কোন সাহিত্যিক বাংলা সাহিত্যে বিরাম চিহ্নের ব্যবহার করেন?
উত্তর: ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর । তাকে বিরাম চিহ্নের আবিষ্কারক বলা হয় ।

০৬. মুনীর চৌধুরী কী জন্য বিখ্যাত ছিলেন ?
উত্তর: একজন নাট্যকার ও গবেষক হিসেবে ।

০৭. শামসুর রাহমানের কবিতার বৈশিষ্ট্য কী ?
উত্তর: নাগরিকতা ।

০৮. বাংলা একাডেমি কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয় ?
উত্তর: ৩ ডিসেম্বর, ১৯৫৫ সাল ।

০৯. উপমহাদেশে কখন, কোথায় প্রথম ছাপাখানা প্রতিষ্ঠিত হয় ?
উত্তর: ১৪৯৮ সালে গোয়ায় ।

১০. বাংলা গীতি কবিতায় ভোরের পাখি কাকে বলা হয়?
উত্তর: বিহারীলাল চক্রবর্তী ।

১১. বাংলায় টি.এস. ইলিয়টের কবিতার প্রথম অনুবাদক কে ?
উত্তর: বিষ্ণুদে ।

১২. বাংলায় কুরআন শরীফের প্রথম অনুবাদক কে ?
উত্তর: ভাই গিরিশ চন্দ্র সেন ।

১৩. আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙ্গানো একুশে ফেব্রুয়ারি গানটির রচয়িতা কে?
উত্তর: আব্দুল গাফফার চৌধুরী ।

১৪. অবরোধবাসিনী কার রচনা ?
উত্তর: বেগম রোকেয়ার ।

১৫. চাচা কাহিনীর লেখক কে ?
উত্তর: সৈয়দ মুজতবা আলী ।

১৬. ইসলামের ইতিহাস ও ঐতিহ্য কোন কাব্যের উপজীব্য? রচয়িতা কে?
উত্তর: সাত সাগরের মাঝি, ফররুখ আহমদ ।

১৭. আব্দুল্লাহ কী ধরনের গ্রন্থ? লেখক কে ?
উত্তর: উপন্যাস, কাজী ইমদাদুল হক ।

১৮. পদ্মানদীর মাঝির লেখক ও উপজীব্য কী ?
উত্তর: মানিক বন্দোপাধ্যায় । জেলে জীবনের বিচিত্র সুখ-দুঃখ ।

১৯. নির্ঝরের স্বপ্ন ভঙ্গ কবিতায় রবীন্দ্রনাথের উপলব্ধি কী ?
উত্তর: ভাঙ্গার পরেই গড়ার কাজ শুরু হয় ।

২০. কল্লোল পত্রিকা কত সালে প্রকাশিত হয় ?
উত্তর: ১৯২৩ সালে ।

২১. হে দারিদ্র্য, তুমি মোরে করেছ মহান-এ কবিতাংশের রচয়িতা কে?
উত্তর: কাজী নজরুল ইসলাম ।

২২. বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়-এ কবিতাংশের রচয়িতা কে?
উত্তর: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ।

www.preparationsbd.com

বাংলা ভাষার সাহিত্যিকদের ছদ্মনাম

- কাজেম আল কোরেশী → কায়কোবাদ
- কাজী নজরুল ইসলাম → ধুমকেতু
- প্রবোধ কুমার → মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়
- প্রমথ চৌধুরী → বীরবল
- প্যারীচাঁদ মিত্র → টেকচাঁদ ঠাকুর
- বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় → কমলাকান্ত
- মীর মশাররফ হোসেন →উদাসীন পথিক;গাজী মিয়া
- মোহাম্মদ জহিরুল্লাহ → জহির রায়হান
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর → ভানুসিংহ
- শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় → অনিলা দেবী
- শেখ আজিজুর রহমান → শওকত ওসমান
- আবু নাঈম মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ→শহীদুল্লা কায়সার

বাংলা ভাষার সাহিত্যিকদের উপাধি

- সুফিয়া কামাল → জননী সাহসিকা/নারী আন্দোলনের পথিকৃৎ
- অমিয় চক্রবর্তী → বিশ্ব নাগরিক কবি
- শামসুর রাহমান → নগর কবি/ আধুনিক কবি
- জসীমউদ্দিন → পল্লী কবি
- বেগম রোকেয়া → মুসলিম নারী জাগরণের অগ্রদূত
- রামনারায়ণ → তর্করত্ন
- আব্দুল করিম → সাহিত্য বিশারদ
- বিহারীলাল চক্রবর্তী → ভোরের পাখি
- সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত → ছন্দের যাদুকর
- শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় → অপরাজেয় কথাশিল্পী
- ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ → ভাষা বিজ্ঞানী
- মুকুন্দরাম দাস → চারণ কবি
- সুকান্ত ভট্টাচার্য → কিশোর কবি
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর → বিশ্বকবি/নাইট
- মুকুন্দরাম চক্রবর্তী → কবি কঙ্কন
- কাজী নজরুল ইসলাম → বিদ্রোহী কবি
- ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর → গদ্যের জনক/বিদ্যাসাগর
- বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় → সাহিত্য সম্রাট/বাংলার ওয়াল্টার স্কট
- জীবনানন্দ দাশ → রূপসী বাংলার কবি; তিমির হননের কবি/নির্জনতা ও ধূসরতার কবি
- ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত → যুগসন্ধিক্ষণের কবি
- ফররুখ আহমদ → মুসলিম রেনেসাঁর কবি

মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক প্রামাণ্য চলচ্চিত্র

চলচ্চিত্র	পরিচালক
Stop Genocide	- জহির রায়হান
A State is Born	- জহির রায়হান
Liberation Fighters	- আলমগীর কবির
Innocent Millions	- বাবুল চৌধুরী
মুক্তির গান (বাংলা)	- তারেক মাসুদ ও ক্যাথরিন মাসুদ
মুক্তির কথা	- ক্যাথরিন মাসুদ

পত্র-পত্রিকা

পত্রিকার নাম	সম্পাদক
০১. বঙ্গদর্শন (১৮৭২)	বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
০২. সাধনা (১৮৯১)	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
০৩. সবুজপত্র (১৯১৪)	প্রমথ চৌধুরী
০৪. ধূমকেতু (১৯২২)	কাজী নজরুল ইসলাম
০৫. লাঙ্গল (১৯২৫)	কাজী নজরুল ইসলাম
০৬. সমকাল (১৯৫৪)	সিকানদার আবু জাফর
০৭. আঙুর (কিশোর পত্রিকা)	ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ
০৮. শিখা	কাজী মোতাহার হোসেন
০৯. দৈনিক নবযুগ (১৯৪১)	কাজী নজরুল ইসলাম
১০. মাসিক ভারতী	স্বর্ণকুমারী দেবী
১১. সাহিত্য পত্রিকা	মুহম্মদ আবদুল হাই

বাংলা সংকলন বহির্ভুত বিভিন্ন লেখকের উদ্ধৃতি

- **রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর**
  ১.হৃদয় আজি মোর কেমনে গেল খুলি,
  জগত আসি সেথা করিছে কোলাকুলি ।
  ২.মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে
  মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই ।
  ৩.বেলা যে পড়ে এল,জলকে চল
  ৪.গ্রহণ করেছ যত, ঋণী তত করেছ আমায় ।
  ৫.যাহা চাই তাহা ভুল করে চাই
  যাহা পাই তাহা চাই না ।
  ৬.হে অতীত তুমি ভুবনে ভুবনে
  কাজ করে যাও গোপনে গোপনে ।
  ৭.বিপদে মোরে রক্ষা কর এ নহে মোর প্রার্থনা
  বিপদে আমি না যেন করি ভয় ।
  ৮.তোমার সৃষ্টির পথ রেখেছ আকীর্ণ করি ।(শেষ লেখা)
- **কাজী নজরুল ইসলাম**
  ১.আমি চাই না বিচার হাশরের দিন
  চাই করুণা ওগো হাকীম ।
  ২.বউ কথা কও, বউ কথা কও
  কও কথা অভিমানিনী
  সেধে সেধে কেঁদে কেঁদে
  যাবে যত যামিনী ।
  ৩.কাঁটা কুঞ্জে বসি তুই গাঁথিবি মালিকা দিয়া
  গেনু ভালে তোর বেদনার টীকা ।
- **ভারতচন্দ্র**
  ১.আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে
- **বঙ্কিমচন্দ্র**
  ১.তুমি অধম তাই বলিয়া আমি উত্তম হইব না কেন ?
  ২.পথিক! তুমি পথ হারাইয়াছ ?
- **কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার**
  ১.চিরসুখী জন ভ্রমে কি কখন
  ব্যথিত বেদন বুঝিতে কি পারে ।
  ২.কাঁটা হেরি ক্ষান্ত- কেন কমল তুলিতে
  দুঃখ বিনা সুখ লাভ হয় কি মহিতে ?
  ৩.যে জন দিবসে মনের হরষে
  জ্বালায় মোমের বাতি,
- **রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়**
  স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে ।
- **সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত**
  কালো আর ধলো বাহিরে কেবল
  ভিতরে সবার সমান রাঙ্গা ।
- **সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়**
  বন্যেরা বনে সুন্দর শিশুরা মাতৃক্রোড়ে ।
- **চণ্ডীদাস**
  শুনহ মানুষ ভাই
  সবার উপর মানুষ সত্য
  তাহার উপর নাই ।
- **শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়**
  বড় প্রেম শুধু কাছেই টানে না- দূরেও ঠেলিয়া দেয় ।
- **প্রমথ চৌধুরী**
  দেহের যৌবনের সঙ্গে মনের যৌবনের একটা যোগাযোগ থাকলেও দৈহিক যৌবন ও মানসিক যৌবন স্বতন্ত্র ।
  ভাষা মানুষের মুখ থেকে কলমের মুখে আসে । এর উল্টোটি হলেই মুখে কালি পড়ে ।

www.preparationsbd.com

☞ **সুভাষ মুখোপাধ্যায়**
ফুল ফুটুক আর না ফুটুক, আজ বসন্ত ।

☞ **শেখ ফজলল করিম**
০১. কোথায় স্বর্গ কোথায় নরক
কে বলে তা বহুদূর
মানুষের মাঝে স্বর্গ -নরক
মানুষেতে সুরাসুর ।
০২. সুন্দর হে দাও দাও সুন্দর জীবন
হউক দূর অকল্যাণ সকল অশোভন ।

☞ **সৈয়দ মুজতবা আলী**
রুটি মদ ফুরিয়ে যাবে, প্রিয়ার কালো চোখ ঘোলাটে হয়ে আসবে,কিন্তু
বইখানা অনন্ত যৌবনা ।
মাছি-মারা কেরানি নিয়ে যত ঠাট্টা রসিকতা করি না কেন,মাছি মারা যে কত
শক্ত, সে কথা পযবেক্ষণশীল ব্যক্তিমাত্রই স্বীকার করে নিয়েছেন ।

☞ **মদনমোহন তকালঙ্কার**
পাখি সব করে রব রাতি পোহাইল
কাননে কুসুম কলি সকলি ফুটিল ।

☞ **অতুলপ্রসাদ সেন**
মোদের গরব মোদের আশা
আ-মরি বাংলা ভাষা ।

☞ **সুফিয়া কামাল**
জন্মেছি মাগো তোমার কোলেতে মরি যেন এই দেশে

☞ **মাইকেল মধুসূদন দত্ত**
সতত হে নদ তুমি পড় মোর মনে
সতত তোমার কথা ভাবি এ বিরলে ।

☞ **আব্দুল গাফফার চৌধুরী**
আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারী আমি কি ভুলিতে পারি ।
(সুরকার-আলতাফ মাহমুদ) ।

☞ **শামসুর রাহমান**
১.শহীদের ঝলকিত রক্তের বুদবুদ, স্মৃতিগন্ধে ভরপুর একুশের কৃষ্ণচূড়া
আমাদের চেতনারই রঙ ।
২.তুমি আসবে বলে হে স্বাধীনতা ।

☞ **আব্দুল হাকিম**
যে সব বঙ্গেতে জন্মি হিংসে বঙ্গবাণী
সে সব কাহার জন্ম নির্ণয় ন জানি ।

☞ **দাউদ হায়দার**
জন্মই আমার আজন্ম পাপ ।

☞ **লালন শাহ**
কেউ মালা কেউ তসবি গলায়,তাইত জাত ভিন্ন বলায় ।

☞ **জ্ঞানদাস**
রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর ।

বাংলা ব্যাকরণ

এই প্রশ্নসহ উত্তরগুলো Just মুখস্থ করবে

০১. প্রমিত বাংলা ভাষা মানে এক ধরনের-
A. সাধু ভাষা B. চলিত ভাষা C. আঞ্চলিক ভাষা D. উপভাষা

০২. মাতৃভাষী জনসংখ্যার হিসেবে পৃথিবীতে বাংলা ভাষার স্থান–
A. প্রথম B. পঞ্চম C. সপ্তম D. দশম

০৩. 'কতো নদী সরোবর বা বাংলা ভাষার জীবনী' কার লেখা?
A. জ্যোতিভূষণ চাকী B. ড. হুমায়ুন আজাদ
C. আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ D. ড. হায়াৎ মামুদ

০৪. চর্যাপদ কোন ধর্মাবলম্বীদের সাহিত্য?
A. সনাতন হিন্দু B. জৈন ধর্ম C. সহজিয়া বৌদ্ধ D. হরিজন

০৫. দেশ-কাল ও পরিবেশ ভেদে কিসের পার্থক্য ঘটে-
A. ধ্বনির B. শব্দের C. অর্থের D. ভাষার

০৬. বাংলা ব্যাকরণ কত বৎসরের পুরাতন?
A. ১৫০ B. ২৫০ C. ৩০০ D. ৩৫০

০৭. বাংলা ভাষার মৌলিক রূপ কয়টি?
A. ৪টি B. ৩টি C. ২টি D. ১টি

০৮. বাংলা অক্ষরের প্রথম নকশা তৈরি করেন-
A. ড. মুহাম্মদ শহীদুলাহ B. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
C. উইলিয়াম কেরী D. চার্লস উইলকিন্‌স

০৯. 'ফোকলোর' কথাটির উদ্ভাবক-
A. ডরসন B. উইলিয়াম থমস
C. হেনরী গ্লাসি D. কোনটিই নয়

১০. বাংলা গদ্য কোন্ যুগের ভাষার নিদর্শন?
A. প্রাচীন যুগের B. আদি যুগের C. আধুনিক যুগের D. মধ্য যুগের

১১. 'লেক্সিকোগ্রাফি' কোন বিষয় নিয়ে আলোচনা করে?
A. ধ্বনিতত্ত্ব B. শব্দতত্ত্ব C. অভিধানতত্ত্ব D. অর্থতত্ত্ব

১২. 'Origin and Development of Bengali Language' এর লেখক–
A. মুহম্মদ আবদুল হাই B. ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
C. ডঃ দীনেশ চন্দ্র সেন D. ডঃ সুকুমার সেন

১৩. অক্ষর বা তার চিহ্নকে বলে-
A. কার B. বর্ণ C. ফলা D. পদ

১৪. ভাষার মূল উপাদান হ'ল -
A. ধ্বনি, শব্দ, অক্ষর B. ধ্বনি, অক্ষর, লেখনী
C. ধ্বনি, শব্দ, বাক্য D. ধ্বনি, অক্ষর, উচ্চারণ

১৫. 'সন্ধি' কিসের আলোচ্য বিষয়?
A. বাক্য প্রকরণ B. পদক্রম C. রূপতত্ত্ব D. ধ্বনিতত্ত্ব

১৬. ভাষার মৌলিক উপাদান কোন্‌টি?
A. বর্ণ B. শব্দ C. ধ্বনি D. বাক্য

১৭. 'ব্যাকরণ' শব্দের সঠিক অর্থ কোনটি?
A. বিশেষভাবে বিভাজন B. বিশেষভাবে বিশ্লেষণ
C. বিশেষভাবে বিয়োজন D. বিশেষভাবে সংযোজন

১৮. নিচের কোনটি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের অনুবাদগ্রন্থ?
A. ভ্রান্তিবিলাস B. বর্ণ-পরিচয়
C. প্রভাবতী সম্ভাষণ D. দশমী

১৯. 'রাইফেল রোটি আওরাত' উপন্যাসের প্রতিপাদ্য বিষয় কী?
A. ৭ মার্চের ঘটনা B. '৭১ এর বিজয়ের ঘটনা
C. ২৫ মার্চ থেকে দু'দিনের ঘটনা D. ৩ মার্চের পরের ঘটনা

২০. 'লালসালু' উপন্যাসের চরিত্র কোনটি?
A. হরিপদ B. সুদীপ্ত শাহিন
C. শওকত ওসমান D. খালেক ব্যাপারী

২১. 'একাত্তরের দিনগুলি' - কার রচনা?
A. কাজী নজরুল ইসলাম B. বিষ্ণু দে
C. উৎপল দত্ত D. জাহানারা ইমাম

২২. 'কেয়ার কাঁটা' কোন ধরনের বই?
A. কবিতা B. গল্প C. স্মৃতিচারণ D. কাব্য

২৩. 'খনার বচন' প্রধানত কি সংক্রান্ত?
A. কৃষি B. শিল্প C. ব্যবসা D. রাজনীতি

২৪. 'মৈমনসিংহ গীতিকা' কে সংকলন ও সম্পাদনা করেন?
A. দীনেশচন্দ্র সেন B. মুহম্মদ শহীদুলাহ
C. জসীমউদ্দীন D. মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন

২৫. 'পথের পাঁচালী' উপন্যাসের চলচ্চিত্র–রূপ কে দিয়েছেন?
A. হীরালাল সেন B. জহির রায়হান
C. প্রমথেশ বড়ুয়া D. সত্যজিৎ রায়

২৬. 'গীতাঞ্জলি' কাব্যের ইংরেজি অনুবাদক কে?
A. ডব্লু বি ইয়েটস্‌ B. এজরা পাউন্ড
C. টি এস এলিয়ট D. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৭. কোন বিদেশি ব্যক্তি কবি জীবনানন্দ দাশের কবিতা নিয়ে উচ্চতর গবেষণা করেন?
A. উইলিয়াম রাদিচে B. ক্লিনটন বি সিলি
C. সি এফ এ্যান্ড্রুজ D. পিয়ের ফালোঁ

www.preparationsbd.com

২৮. কাজী ইমদাদুল হক–এর 'আব্দুল্লাহ' উপন্যাসের উপজীব্য–
A. চাষী জীবনের করুণ চিত্র
B. কৃষক সমাজের সংগ্রামশীল জীবন
C. তৎকালীন মুসলিম মধ্যবিত্ত সমাজের চিত্র
D. মুসলিম জমিদার শ্রেণির জীবন কাহিনী

২৯. 'সোনালী কাবিন' কাব্যগ্রন্থের লেখক কে?
A. আল মাহমুদ B. আলাউদ্দিন আল আজাদ C. আবুল হোসেন D. আহমদ ছফা

৩০. কথাশিল্পী শওকত ওসমানের প্রকৃত নাম কি?
A. আবুল ফজল B. আব্দুল হাই C. কাজেম আল কোরায়শী D. শেখ আজিজুর রহমান

৩১. লোক সাহিত্য বলতে কি বুঝায়?
A. গ্রাম বাংলার লোকের মুখে মুখে প্রচলিত গাঁথা কাহিনী, ছড়া
B. গ্রাম বাংলার মানুষ কর্তৃক সৃষ্ট সাহিত্য।
C. যে সাহিত্যে গ্রামের রূপ ফুটে উঠে।
D. গ্রাম বাংলার জন্য রচিত সাহিত্য।

৩২. ফলাযুক্ত শব্দ কোনটি?
A. পলব B. লিপ্সা C. শক্ত D. কর্জ

৩৩. ব্যাকরণিক চিহ্ন কোনটি?
A. ঃ- B. > C. () D. "

৩৪. কোন বাঙালি সর্বপ্রথম মুদ্রনের জন্য বাংলা হরফ তৈরি করেন?
A. পঞ্চানন কর্মকার B. পঞ্চানন সাহা C. পঞ্চানন দে D. পাঞ্চজন্য কমৃকার

৩৫. বাংলা ভাষার মৌলিক স্বরধ্বনি কয়টি?
A. ৫টি B. ৬টি C. ৭টি D. ৮টি

৩৬. 'মই' কথাটির ই-কে কী বলে?
A.হ্রস্বস্বর B. অর্ধস্বর C. দ্বিস্বর D. ভগ্নস্বর

৩৭. কোনটি স্বরান্ত অক্ষর?
A. আশা B. পবন C. দহন D. মরণ

৩৮. বাংলা ভাষায় মোট বর্ণ সংখ্যা কয়টি ?
A. ১৯টি B. ২৯টি C. ৫০টি D. ৪৭টি

৩৯. একটি ধ্বনিতে কয়টি 'প্রতীক' ব্যবহৃত হয়?
A. দুইটি B. একটি C. চারটি D. পাঁচটি

৪০. বাংলা স্বরধ্বনিতে হ্রস্ব স্বরের সংখ্যা কয়টি?
A. ২টি B. ৪টি C. ৬টি D. ৮টি

৪১. নিচের কোনটি অর্ধস্বরধ্বনি নয়?
A. এ B. ঐ C. ও D. উ

৪২. 'ক্ষ্ম' যুক্তাক্ষরটিতে আছে–
A. ক্+ষ+ম B. হ+ম+ণ C. য+ণ+ম D. ক+য+ণ

৪৩. কোনটি অন্ত্যস্বরাগম?
A. বাক্য> বাইক্য B. সত্য > সত্যি C. করিয়া>কইর্যা D. ধুলা > ধুলো

৪৪. শরীর>শরীল, লাল>নাল-ধ্বনি পরিবর্তনের কিসের উদাহরণ?
A. ধ্বনি বিপর্যয় B. সমীভবন C. বিষমীভবন D. অভিশ্রুতি

৪৫. 'অলাবু' থেকে 'লাউ' হওয়ার কারণ–
A. বর্ণাগম B. বর্ণলোপ C. বর্ণ বিপর্যয় D. বর্ণাশুদ্ধি

৪৬. 'ধেরজ' শব্দটি নিষ্পন্ন হয়েছে যে নিয়মসূত্রে -
A. স্বরসঙ্গতি B. স্বরভক্তি C. অভিশ্রুতি D. অপিনিহিতি

৪৭. বাকস>বাস্‌ক হওয়ার রীতিকে বলা হয়-
A. ধ্বনি বিপর্যয় B. ধ্বনিসাম্য C. ধ্বনিলোপ D. ব্যঞ্জনাগম

৪৮. 'ধর্মাধর্ম' শব্দটির সন্ধি বিচ্ছেদ হল–
A. ধর্ম+আধর্ম B. ধর্মা+ধর্ম C. ধর্ম+আ+ধর্ম D. ধর্ম+অধর্ম

৪৯. সংসদ এর সন্ধি বিচ্ছেদ হল–
A. সম্+সদ B. সং+সদ C. সন+সদ D. কোনটিই নয়

৫০. কোনটিতে সন্ধির নিয়ম লঙ্ঘিত হয়েছে?
A. শরৎ+চন্দ্র = শরৎচন্দ্র B. জগৎ+মোহন= জগমোহন C. চলৎ+শক্তি = চলচ্ছক্তি D. বাক্+ইশ্বরী= বাগীশ্বরী

৫১. 'দ্বৈপায়ন' শব্দের সন্ধিবিচ্ছেদ কোনটি?
A. দ্বীপ + আয়ন B. দ্বীপ + অয়ন C. দ্বৈপ + আয়ন D. দ্বৈপ + ঋায়ন

৫২. 'অহর্নিশ' শব্দের সন্ধি বিচ্ছেদ-
A. অহঃ + নিশা B. অহঃ + নিশ C. অহর + নিশ D. অহ + নিশ

৫৩. 'ব্যাকরণ' শব্দটির সন্ধি বিচ্ছেদ কোনটি?
A. বি + আকরণ B. ব্যা + আকরন C. বি + করন D. ব্যা + করন

৫৪. কোন বানানটি খাঁটি ষত্ব-বিধানের উদাহরণ?
A. বিশেষণ B. ষোড়শ C. ভূষণ D. স্পষ্ট

৫৫. 'ণ-ত্ব বিধি' অনুসারে কোন বানানটি শুদ্ধ?
A. পুরোণো B. পরাগণা C. ধরণ D. প্রণয়ন

৫৬. ইকা-প্রত্যয় কোন শব্দে ক্ষুদ্রার্থে ব্যবহৃত হয়েছে?
A. সেবিকা B. মালিকা C. বালিকা D. চালিকা

৫৭. 'গণক' শব্দটির স্ত্রী লিঙ্গ কোন্‌টি?
A. গণিকা B. গণকী C. গণকিনী D. গণকা

৫৮. বিশেষ নিয়মে সাধিত স্ত্রী বাচক শব্দ কোনটি?
A. নর্তকী B. ময়ূরী C. নেত্রী D. মালিকা

৫৯. লিঙ্গান্তর হয়না কোন শব্দের?
A. শুক B. বেয়াই C. ঠাকুর D. সতীন

৬০. 'বৃহৎ'-অর্থে স্ত্রীবাচক শব্দ কোনটি?
A. যোগিনী B. ক্ষত্রিয়ানী C. অরণ্যানী D. গীতিকা

৬১. 'চোগা' শব্দটি কোন উৎস থেকে আগত?
A. তুর্কি B. ফরাসি C. আরবি D. হিন্দি

৬২. 'হিন্দি' শব্দটি মূলত–
A. সংস্কৃত B. উর্দু C. ফারসি D. গুজরাটি

৬৩. 'হরতাল' কোন ভাষার শব্দ?
A. তেলেগু B. ফরাসি C. সংস্কৃতি D. গুজরাটি

৬৪. 'বাব' শব্দটি কোন ভাষা থেকে এসেছে?
A. ফারসি B. তুর্কি C. হিন্দি D. তেলেগু

৬৫. 'ডাগর' শব্দটি কি ধরনের শব্দ?
A. দেশি B. বিদেশি C. তৎসম D. তদ্ভব

৬৬. কোনটি মৌলিক শব্দ?
A. লোনা B. ডিঙা C. ফুল D. চাকা

৬৭. 'চাঁদ' কোন ধরনের শব্দ?
A. তৎসম B. দেশি C. তদ্ভব D. অর্ধ-তৎসম

৬৮. 'রিকশা' কোন ভাষার শব্দ?
A. জাপানি B. চীনা C. ইংরেজি D. পর্তুগিজ

৬৯. 'দোকান' শব্দটি কোন ভাষা থেকে এসেছে?
A. আরবি B. ফারসি C. উর্দু D. হিন্দি

৭০. রূঢ়ি শব্দ-
A. রাজপুত B. মধুর C. মহাযাত্রা D. প্রবীণ

৭১. 'আইলা' ও 'কিরিচ' কোন ভাষার শব্দ?
A. মেক্সিকান B. মালয় C. ফরাসি D. ইতালীয়

৭২. 'রেনেসাঁ' কোন্‌ ভাষা থেকে আগত শব্দ?
A. ফারসি B. ফরাসি C. পর্তুগিজ D. ইংরেজি

৭৩. 'বঙ্গ' শব্দের উৎপত্তি হয়েছে-
A. ফারসি থেকে B. মুণ্ডা থেকে C. আরবী থেকে D. সংস্কৃত থেকে

৭৪. কোন্‌টি শংকর শব্দ?
A. সাংবাদিক B. ফুলদানি C. সংক্রমণ D. তৃণক্ষেত্র

৭৫. 'একটা কলম দাও।'– এখানে 'একটা' শব্দটি
A. নির্দিষ্টতাজ্ঞাপক B. অনির্দিষ্টতাজ্ঞাপক C. গুণবাচক D. পরিমাণবাচক

৭৬. 'বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর'– বাক্যটিতে কোন ধরনের দ্বিরুক্তি ব্যবহৃত হয়েছে?
A. ধ্বন্যাত্মক দ্বিরুক্তি B. অব্যয়ের দ্বিরুক্তি C. পদাত্মক দ্বিরুক্তি D. বিশেষ্যের দ্বিরুক্তি

৭৭. 'মনে মনে তুলনা করে দেখলাম।' এখানে দ্বিরুক্তি ব্যবহৃত হয়েছে-
A. ব্যাপ্তি অর্থে B. আধিক্য বোঝাতে C. বিশেষ্য রূপে D. ক্রিয়াবিশেষণ রূপে

৭৮. 'কাটিতে কাটিতে ধান এল বরষা'--- এখানে 'কাটিতে কাটিতে' কোন্‌ অর্থে ব্যবহৃত?
A. নিরন্তরতা B. বিলম্ব C. সমাপ্তি D. সম্ভাবনা

www.preparationsbd.com

৭৯. "সে আমার দিকে মাঝে মাঝে তাকাচ্ছে।"-এই বাক্যের মাঝে মাঝে দ্বিরুক্ত শব্দটি
A. ক্রিয়া-বিশেষণ B. বিশেষণ
C. বিশেষণীয় বিশেষণ D. বিশেষ্য

৮০. 'চত্বারিংশ' শব্দটি কোন সংখ্যা জ্ঞাপক?
A. চব্বিশ B. চৌত্রিশ C. চল্লিশ D. চৌচল্লিশ

৮১. 'চৌঠা' কোন্ বাচক শব্দ
A. অঙ্কবাচক B. গণনাবাচক C. তারিখবাচক D. পূরণবাচক

৮২. 'সমাগত সুধীজনকে সাদর সম্ভাষণ ও অভিনন্দন জানানো হল।'–বাক্যটিতে উপসর্গের সংখ্যা
A. চার B. পাঁচ C. ছয় D. সাত

৮৩. 'আগমন' শব্দটিতে উপসর্গ ব্যবহৃত হয়েছে কী অর্থে?
A. পর্যন্ত B. ঈষৎ C. সদৃশ D. বিপরীত

৮৪. 'সমভিব্যাহার' শব্দে উপসর্গের সংখ্যা–
A. ৪ B. ৩ C. ২ D. ১

৮৫. কোন্‌টিতে 'উপ' উপসর্গ ভিন্ন দ্যোতনায় প্রযুক্ত?
A. উপনদী B. উপকূল C. উপভাষা D. উপবিধি

৮৬. 'কদবেল' শব্দে 'কদ্' উপসর্গটি ব্যবহৃত হয়েছে–
A. ক্ষুদ্র অর্থে B. অন্যরকম অর্থে C. নিন্দিত অর্থে D. অভাব অর্থে

৮৭. কোনটি বহুবচনজ্ঞাপক শব্দের দৃষ্টান্ত নয়?
A. গ্রাম B. মহল C. দাম D. ক্ষেত্র

৮৮. বহুবচনজ্ঞাপক শব্দবিভক্তি কোনটি?
A. গাছ B. গাছা C. গজ D. গ্রাম

৮৯. 'গমন' শব্দের মূল ধাতু কোনটি?
A. গতি B. গত C. গম্য D. গম্

৯০. 'পড়া' শব্দটি কোন ধাতু?
A. মৌলিক B. সাধিত C. যৌগিক D. বাংলা

৯১. লোকটি ভিক্ষা মেগে খায়- এ বাক্যে 'মাগ' ধাতুটি কোন ভাষার?
A. উর্দু B. বাংলা C. হিন্দি D. আরবি

৯২. কোনটি প্রত্যয়যুক্ত শব্দের উদাহরণ নয়–
A. সাংবাদিক B. ঘরবাড়ি C. হতভাগিনী D. প্রাণী

৯৩. 'সাহচর্য' শব্দের শুদ্ধ গঠন কোনটি?
A. সহ+চর+র্য B. সহচর+ৎ ফলা C. সহচর+র্য D. কোনটিই নয়

৯৪. কোন্‌টি 'শিক্ষক' শব্দের শুদ্ধ বিশ্লিষ্ট রূপ?
A. √শিক্ষ্ + ক B. √শিক্ষ্ + অক
C. √শিক্ষ + নক D. √শিক্ষ + অনক

৯৫. আদরার্থে কোনটি?
A. বোনাই B. কেষ্টা C. নিমাই D. গোপাল

৯৬. 'মাতা' শব্দের সঠিক প্রকৃতি ও প্রত্যয় কোন্‌টি?
A. মা + তৃচ B. মা +তা C. মাতা +তা D. মাতৃ+তৃচ

৯৭. "প্রকৃতির অবস্থান প্রত্যয়ের পূর্বে কিন্তু প্রত্যয়ের অবস্থান প্রকৃতির পরে"-
A. কথাটি সঠিক B. ভুল C. প্রায় সঠিক D. কোনটিই নয়

৯৮. কোনটি অবস্থানবাচক বিশেষণ?
A. মজা পুকুর B. চলন্ত গাড়ি C. তরল পদার্থ D. সামুদ্রিক ঝড়

৯৯. 'এ এক বিরাট সত্য'– এ বাক্যে সত্য কোন পদ?
A. বিশেষ্য B. ক্রিয়া C. সর্বনাম D. বিশেষণ

১০০. সংশয়ে সংকল্প সদা টলে, পাছে লোক কিছু বলে–
A. অনুসর্গ B. অনন্বয়ী C. সংকোচক D. বিয়োজক

১০১. কোনটি মিশ্র ক্রিয়া?
A. গোল্লায় যাও B. কন্‌কনাচ্ছে C. বেজে ওঠে D. দেখাচ্ছে

১০২. দক্ষতা অর্থে 'হাত' শব্দের ব্যবহার কোনটি?
A. হাত থাকা B. হাতছাড়া C. হাতে আসা D. হাত আসা

১০৩. 'হে দারিদ্র্য, তুমি মোরে করেছ মহান।'- এখানে 'দারিদ্র্য' কোন পদ?
A. বিশেষণ B. নির্দেশক C. বিশেষ্য D. সর্বনাম

১০৪. বাক্যের অপরিহার্য অঙ্গ কোনটি?
A. সর্বনাম B. বিশেষণ C. ক্রিয়া D. বিশেষ্য

১০৫. 'নিশীথ রাতে বাজছে বাঁশি।' এখানে নিম্নরেখ শব্দটি কোন পদ?
A. বিশেষ্য B. বিশেষণ C. সর্বনাম D. অব্যয়

১০৬. 'সামুদ্রিক' শব্দটি–
A. বিশেষ্য B. বিশেষণ C. নামধাতু D. অব্যয়

১০৭. 'ফুল কি ফোটে নি শাখে?'- নি হচ্ছে -
A. ক্রিয়া বিশেষণ B. বিশেষণ
C. অলঙ্কার D. ক্রিয়া বিশেষণের বিশেষণ

১০৮. গুণবাচক বিশেষণ
A. একশত B. চৌকস C. প্রথমা D. কোনো

১০৯. 'বেলে-মাটি' পদের প্রথম অংশটি কিরূপ বিশেষণ?
A. উপাদান বাচক B. গুণবাচক C. রূপবাচক D. ভাববাচক

১১০. 'ওগো আজ তোরা যাস নে ঘরের বাহিরে।' –ওগো কোন ধরনের অব্যয় পদ?
A. সমুচ্চয়ী অব্যয় B. অনুসর্গ
C. অনন্বয়ী অব্যয় D. অনুকার অব্যয়

১১১. 'সব ক'টা জানালা খুলে দাও না।'- বাক্যে 'না'-এর ব্যবহার-
A. নঞর্থক B. অস্ত্যর্থক C. নিরর্থক D. অলঙ্কারসূচক

১১২. বিশেষ্য ও বিশেষণ উভয় অর্থে ব্যবহৃত হয় কোন শব্দটি?
A. অতিশয় B. এক C. চতুর D. ঐকিক

১১৩. পানি এর বিশেষণ পদ কি?
A. পান্তা B. পানীয় C. পেয় D. পেনী

১১৪. কোনটি মৌলিক বিশেষণ?
A. গুণী B. সুপ্ত C. কালো D. ফুটন্ত

১১৫. 'তুমি যদি হতে বনফুল- কী ভালোই না লাগতো।' বাক্যটি হল–
A. সাধারণ অতীত কালের B. পুরাঘটিত বর্তমান কালের
C. নিত্যবৃত্ত অতীত কালের D. সাধারণ ভবিষ্যত কালের

১১৬. 'তুমি যদি যেতে, তবে ভাল হতো।' কোন কালের উদাহরণ?
A. নিত্যবৃত্ত অতীত B. পুরাঘটিত অতীত
C. পুরাঘটিত বর্তমান D. সাধারণ ভবিষ্যৎ

১১৭. 'শৈশবে আম কুড়াতে আনন্দ পেতাম'- উক্ত বাক্যটি কোন অতীত কাল?
A. সাধারণ অতীত B. নিত্যবৃত্ত অতীত
C. ঘটমান অতীত D. পরাঘটিত অতীত

১১৮. 'সদা সত্য কথা বলবে' বাক্যটি-
A. অনুজ্ঞাসূচক B. আদেশসূচক
C. উপদেশসূচক D. অনুরোধসূচক

১১৯. 'তুমি আমার কাঁচকলা করবে।'- এখানে 'কাঁচকলা'র ব্যবহার
A. বিরোধার্থক B. অবজ্ঞাসূচক C. বিস্ময়সূচক D. নঞর্থক

১২০. 'ক্রমপুঞ্জিত' শব্দটির যথার্থ উচ্চারণ হল:
A. ক্রমোপুন্‌জিত B. ক্রোমোপুন্‌জিত
C. ক্রমোপুন্‌জিতো D. ক্রোমোপুন্‌জিতো

১২১. 'মতিনের ভাই বাড়ি যাবে' বাক্যটি কোন পদের উদাহরণ
A. সম্বন্ধ পদ B. বিশেষ্য পদ
C. ক্রিয়া বিশেষণ পদ D. ক্রিয়া পদ

১২২. 'বাবা আদালতে গেছেন।'– এ বাক্যে 'আদালত' কোন কারক?
A. কর্ম B. সম্প্রদান C. অপাদান D. অধিকরণ

১২৩. এ সুতায় কাপড় হয় না। কারক নির্ণয় কর
A. কর্তৃকারক B. করণ কারক C. সম্প্রদান কারক D. অপাদান

১২৪. 'টাকায় কি না হয়?'- 'টাকায়' শব্দটি কোন কারকে কোন বিভক্তি?
A. অপাদানে সপ্তমী B. করণে সপ্তমী
C. কর্মে ষষ্ঠী D. করণে দ্বিতীয়া

১২৫. ছাদে বৃষ্টি পড়ে। এ বাক্যে 'ছাদে' কোন কারকে কোন বিভক্তি?
A. অপাদানে ৭মী B. অধিকরণে ৭মী
C. করণে ৭মী D. অধিকরণে শূন্য

১২৬. 'তিলে তৈল হয়'-নিম্নরেখ পদটি কোন কারকে কোন বিভক্তি?
A. কর্ম কারকে ৭মী B. অধিকরণে ৭মী
C. অপাদানে ৭মী D. করণ কারকে ৭মী

১২৭. 'সর্বাঙ্গে ব্যথা, ঔষুধ দেব কোথা'? যে কারক-
A. অপাদান B. করণ C. অধিকরণ D. কর্ম

১২৮. 'আলোয় আঁধার কাটে'-'আলোয়' কোন কারকে কোন বিভক্তি?
A. কর্তায় ৭মী B. অধিকরণে ৫মী C. অধিকরণে ৭মী D. করণে ৭মী

১২৯. 'খিলিপান দিয়ে ওষুধ খাবে'-বাক্যে, 'খিলিপান দিয়ে' কোন কারকে কোন বিভক্তি?
A. অধিকরণে ৫মী B. অপাদানে ৫মী
C. করণে ৩য় D. অধিকরণে ৩য়

www.preparationsbd.com

১৩০. "ছেলেটি অঙ্কে কাঁচা"-এ বাক্যে 'অঙ্ক' কোন কারক?
A. অধিকরণ B. করণ
C. সম্প্রদান D. অপাদান

১৩১. "গরিবকে কম্বল দিয়ে ঠাণ্ডায় বাঁচাও।"-বাক্যটির 'ঠাণ্ডায়' শব্দের কারক-বিভক্তি-
A. কর্মে সপ্তমী B. করণে সপ্তমী
C. অপাদানে সপ্তমী D. অধিকরণে সপ্তমী

১৩২. "আচরণেই ইতর-ভদ্র বোঝা যায়।"-এই বাক্যে 'আচরণেই' কোন কারক ও বিভক্তি নির্দেশ করে?
A. কর্মে ৭মী B. করণে সপ্তমী
C. অপাদানে সপ্তমী D. অধিকরণে সপ্তমী

১৩৩. "মনে পড়ে সেই জৈষ্ঠ্যের দুপুরে পাঠশালা পলায়ন" 'পাঠশালা' কোন কারকে কোন বিভক্তি?
A. অধিকরণে শূন্য B. অপাদানে প্রথমা
C. কর্মে শূন্য D. করণে প্রথমা

১৩৪.নৌকাতে নদী পার হওয়া যায়-এ বাক্যে 'নৌকাতে' পদটির কারক ও বিভক্তি কী?
A. করণে ২য়া B. অধিকরণে ৭মী C. করণে ৭মী D. কর্তায় ৭মী

১৩৫. 'শিশির যখন কোলে তখন তাহার মার মৃত্যু হয়।' বাক্যটি–
A. সকল B. যৌগিক C. জটিল D. খণ্ড

১৩৬. 'আষাঢ়-শ্রাবণ দুই মাস বসন্তকাল'– কোন ধরনের বাক্য?
A. প্রাঞ্জলতা B. যোগ্যতা C. আসক্তি D. আকাঙ্ক্ষা

১৩৭. 'দোষ স্বীকার কর, তোমাকে কোন শাস্তি দিব না'- এটি কোন ধরনের বাক্য?
A. মিশ্র B. জটিল C. যোগিক D. সরল

১৩৮. 'রাজা আছেন, কোটালের দোহাই কেন?' কোন ধরনের বাক্য?
A. সরল B. জটিল C. যৌগিক D. মিশ্র

১৩৯. 'ধনীদের ধন আছে, কিন্তু তারা প্রায়ই কৃপণ হয়।' বাক্যটি-
A. জটিল B. সরল C. যৌগিক D. মিশ্র

১৪০. 'আকাঙ্ক্ষা, আসত্তি, যোগ্যতা'–কিসের গুণাবলী?
A. বাক্য B. শব্দ C. অক্ষর D. ধ্বনি

১৪১. 'গরু মানুষের গোসত খায়।'-বাক্যটিতে কিসের অভাব আাছে?
A. যোগ্যতা B. আকাঙ্ক্ষা C. আসত্তি D. নৈকট্য

১৪২. 'সুখবরটা জেনে সে আনন্দিত হয়েছে'-এটি কোন ধরনের বাক্য?
A. সরল বাক্য B. জটিল বাক্য C.যৌগিক বাক্য D.বিস্ময়সূচক বাক্য

১৪৩. 'পৃথিবী চিরস্থায়ী নয়।' এটি কোন ধরনের বাক্য?
A. অস্তিবাচক B. অনুজ্ঞাবাচক C. ভবিষ্যৎজ্ঞাপক D. নেতিবাচক

১৪৪. 'কাজটা ভাল দেখায় না।'– কোন বাচ্যের উদাহরণ?
A. কর্মকর্তৃবাচ্য B. কর্তৃবাচ্য C. কর্মবাচ্য D. ভাববাচ্য

১৪৫. 'বাঁশি বাজছে।'– কোন বাচ্যের উদাহরণ?
A. কর্তৃবাচ্য B. কর্মবাচ্য C. ভাববাচ্য D. কর্মকর্তৃবাচ্য

১৪৬. 'শাঁখ বাজিতেছে'- কোন বাচ্য?
A. কর্তৃবাচ্য B. কর্মবাচ্য C. ভাববাচ্য D. কর্মকর্তৃবাচ্য

১৪৭. 'বাঁশি বাজে ঐ মধুর লগনে'–এটি কোন বাচ্যের উদাহরণ?
A. কর্মবাচ্য B. ভাববাচ্য C. কর্তৃবাচ্য D. কর্মকর্তৃবাচ্য

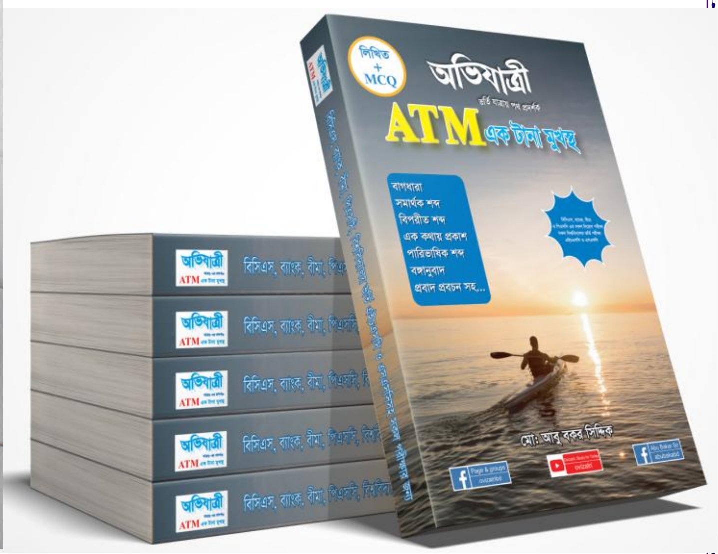

Best Of Luck

www.preparationsbd.com